উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দাদামহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা মহাশয়!

"আর্য্যবংশাবলী" নামে আমার বহুযত্নপ্রসূত এই আর্য্য-পুস্তকখানি আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি। এখানি আমাদের জাতিমালা। স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি-অনুরাগ, সাধারণ হিতকামনা, এই সকল মহারত্নস্বরূপ গুণরাশি আপনাকে আমাদের মহামহিম আর্য্যবংশাকাশের অন্যতম সমুজ্জ্বল একটী তেজোময় নক্ষত্রস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্যজাতি-সম্বন্ধীয় এতাদৃশ পুস্তক আপনার মহামান্য নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াই স্বার্থক সমুচিত। আপনিই ইহার প্রকৃত অধিকারী।

আপনি আমারে সোদরবৎ স্নেহ করেন, এ পর্য্যন্ত আমি তাহার প্রতিদানে ভক্তি-উপহার দিবার কোন উপযুক্ত উপকরণ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হই নাই। সম্প্রতি একটী বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি। সেই বস্তুটীই "আর্য্যবংশাবলী।"—এইটীই আমার ভক্তি-উপহার।—উৎসর্গ করিলাম, সমর্পণ করিলাম, বিচার করিবার ভারার্পণ করিলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। অবকাশকালে এক একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর ভারতীয় প্রধান রাজধানীস্থিত সর্ব্বপ্রধান ধনাগারে মহাকোলাহলপূর্ণ বহুজনাকীর্ণ উৎকৃষ্ট অট্টালিকামধ্যে মান্যের সহিত কর্ত্তৃত্ব করিয়া অন্যূন ত্রিদশাধিক বর্ষযাবৎ নিত্য নিত্য নিয়মিতরূপে অতি কম সাত আট ঘণ্টাকাল যেরূপ প্রীতি, যেরূপ সন্তোষ, যেরূপ আমোদ আপনি অনুভব করিতেন,—আমি আশা করি, এই "আর্য্য-বংশাবলী" দর্শনে তদপেক্ষা কিছু অধিক প্রীতি অনুভব করিতে পারিবেন।

কলিকাতা, যোড়াসাঁকো,
২০এ ফাল্গুন, ১২৯২ সাল।

স্নেহাস্পদ
শ্রীতিনকড়ি—

আর্য্যবংশাবলী।

হেতুবাদ।

যিনি যে জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে সে জাতির উৎপত্তিস্থল এবং আদিম বিবরণ জানা অত্যাবশ্যক। তাহা না হইলে সমাজমধ্যে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। পাঠক মহাশয়! বিবেচনা করুন, আপনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু আপনি কাহার সন্তান, কোন্ বেদী, কোন্ শাখী, কোন্ বংশে অথবা কোন্ গোত্রে আপনার জন্ম, ইত্যাদি পরিচয় আপনার অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যদি আপনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ অথবা অন্য জাতীয় হন, তাহা হইলেও কোন্ বংশে, কোন্ গোত্রে আপনার উদ্ভব, তাহা জানা অতি আবশ্যক। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বাটীর বৃদ্ধ কর্ত্তারা তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পিতা হইতে পঞ্চ পুরুষের, মাতামহ বংশের চারি পুরুষের নাম এবং গাই গোত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন; তদ্দ্বারা যে কত উপকার হইত, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। কালবশে এক্ষণে সে অভ্যাস, সে রীতি ও সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে কি পরিমাণে অপকার হইতেছে, তাহা সকলে বোধ হয় অনুভব করিতেছেন না। ভাবুন, যে জাতির বৈবাহিক কার্য্যে বংশাবলী, নাম ও গোত্রাদি জানার রীতি আছে, তদভাবে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় না এবং সগোত্রে শোণিতসংস্রব থাকিলে যে জাতির বিবাহ নিষিদ্ধ, সে জাতির আত্মপরিচয় অবগত থাকা যে কতদূর উচিত, সামাজিক বুদ্ধিমান্ লোককে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তদ্ব্যতীত বংশপরিচয় পরিজ্ঞানের আরও অনেক শুভ-ফল-প্রদ হেতু বিদ্যমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোক্ষমূলার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই কহিয়াছেন, "সামাজিক লোকেরা যদি জাতিবংশপরিজ্ঞানের গৌরবতত্ত্বে এবং অতীত কালের ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞানগৌরবে বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদিগের জাতীয়

জীবনীশক্তির বিলোপ হইয়া আইসে। * * * ভারতবর্ষে আজ কাল সেই প্রকারের কতক লক্ষণ নয়নগোচর হইতেছে।" অহো! কি পরিতাপ! কি লজ্জা! কি দুঃসহ অপমান! এখনকার সুশিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই অবশ্যপ্রয়োজনীয় সুপ্রথার প্রতি নিতান্তই উদাসীন, নিতান্তই বীতরাগ। বস্তুতঃ এ লজ্জা আর্য্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সুলক্ষণ নহে। আরও,—দৃষ্টান্তস্থলে সামান্যতঃ যদি কেহ কেবল ব্রাহ্মণগণকেই ধরিতে চান, তাহা হইলেও ধরুন, উপবীত স্কন্ধে থাকিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম না জন্মে, এজন্য উহাদিগের পরিচয় ও লক্ষণ সকল জানা আরও উচিত; যেহেতুক, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্য, আচার্য্য, ভট্ট প্রভৃতি অনেক জাতীয়েরাও গলদেশে সূত্র ধারণ করেন, পরিচয় না জানিলে তাঁহারাও অনেকের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তজ্জন্য বংশাবলীর পরিচয় সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বংশপরিচয় জানা থাকিলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ও তাঁহাদিগের ক্রিয়া-কলাপ যতই আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হইবে, ততই আমাদের অন্তর-সাগর আনন্দ ও উৎসাহ-তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকিবে, যে নিত্য সত্যপথের পথিক ছিলেন তাঁহারা, সেই পথের পথিক হইতে আমাদের ক্রমশই অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। বংশপরিচয়গ্রহণের প্রথা শুভকরী। মনে করুন, এক জন নিঃসহায় ব্যক্তি কোন প্রকার উপকারপ্রত্যাশায় প্রত্যহই আপনার নিকট যাতায়াত করে, কিন্তু কে সে, আপনি তাহা জানেন না; সুতরাং অজ্ঞাতকুল-শীল ভাবিয়া তাহার প্রার্থনার প্রতি আপনি তাদৃশ মনোযোগী হইলেন না। কিছুদিন পরে প্রকাশ হইল যে, সে আপনার নিকট আত্মীয়। তখন আপনাকে নিতান্তই লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে হইল। অথবা আরও বোধ করুন, আপনার পিতামহ কিম্বা মাতামহ-বংশের মধ্যে একজন ক্ষমতাপন্ন ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, তিনি যে আপনার কে, তাহা আপনি জানেন না, সুতরাং তাঁহার দ্বারা আপনার যে কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, পরিচয় না জানার জন্য তাহা সিদ্ধ হইল না। আরও মনে করুন, আমাদের এমন আত্মীয় কুটুম্ব অনেক আছেন, নিঃসম্পর্কীয় মনে করিয়া হয় ত আমরা তাঁহা-দের সহিত কোন সংস্রব,—এমন কি, তাঁহাদের পরিচয়ের কোন সংবাদ পর্য্যন্তও রাখি না। সময়ে সময়ে এইরূপ অনেক ঘটনায় আমাদিগকে অনেক অনুতাপ করিতে হয়।

অনেকে মনে করেন, আমাদের ইতিহাস নাই। সূক্ষ্মকল্পে সত্য হইলেও স্থূলকল্পে ঐরূপ সিদ্ধান্ত অনেকাংশে ভ্রমপূর্ণ। মোটামোটি ইতিহাস আছে। তবে পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক ইতিহাস লিখিবার রীতি ছিল কি না এবং তাহাতে প্রাচীন পুরুষগণের যত্ন ও আস্থা ছিল কি না, তাহার সাক্ষ্য দিবার লোক নাই; ঠিক্ প্রমাণের উপযুক্ত বস্তুও আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান নাই। ফল কথা, ইতিহাস অবশ্যই ছিল। তবে এটী অবশ্য স্বীকার্য্য বটে যে, কোন কোন কবিবরের অতিবর্ণনদোষে এক একখানি ইতিহাসের মধ্যে সত্যসার অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া সুদুষ্কর। নতুবা অনুসন্ধান করিলে এবং বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে বিলক্ষণ জানা যায় যে, আমাদিগের বেদপুরাণ যাহা কিছু পাঠ কর, তাহাই ইতিহাস। তবে মধ্যে মধ্যে শাসন-বিপ্লবে মূল গ্রন্থাবলীর বিপর্য্যয় ঘটাতে, নানা মতভেদে ও পাঠ-ভেদে প্রকৃত বিবরণে বিস্তর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমরা যে বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ লিখিতেছি, ইহার সহিত ইতিহাসের বিলক্ষণ সংশ্রব আছে। যে জাতির আপনার ইতিহাস বা বংশাবলীর পরিচয় নাই, সে জাতি নিশ্চয়ই আধুনিক ও অসভ্য জাতির মধ্যে গণ্য; কেহ কখনও তাহাদিগকে প্রাচীন-জাতি বলিয়া গণ্য ও মান্য করিবেন না। অতএব নিজ বংশাবলীর প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া আত্মগৌরব ও বংশমর্য্যাদা নষ্ট করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কোন মতেই উচিত নয়।

পূর্ব্বে এই বংশপরিচয় ও বংশমর্য্যাদার এত দূর গৌরব ছিল যে, পরস্পর নূতন সাক্ষাৎ হইলেই সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়েরই সম্ভাষণ হইত। এমন কি, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রকাশ্য সভায় বালকেরাও পরস্পর নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বংশপরিচয়ের লড়াই করিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে কেবল হস্তমর্দ্দন, গ্রীবাসঞ্চালন, মৃদুহাস্য এবং ধূমপান প্রভৃতি নির্ব্বাক্ অভিনয়েই (Pantomime) প্রথম সম্ভাষণ হয়। যেখানে কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা কিম্বা আত্মীয়তা থাকে, সেখানে বৈদেশিক ভাষায় সাহেবের আফিসের কাজ-কর্ম্মের,—নিজ নিজ দাসত্বের তলবানার এবং বিদেশী যুদ্ধের বাক্যালাপের আড়ম্বর দেখা যায়। ইহা জাতিসাধারণ গৌরবের সমূহ অমঙ্গলের চিহ্ন।

এই সকল আলোচনা করিয়া আমরা বহু পরিশ্রমে, বহু যত্নে কতিপয় দেশ-হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের উৎসাহে আমাদের প্রাচীন বংশাবলীর গ্রন্থ সংগ্রহ

করিয়া তাহার সারসংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। অনুষ্ঠানেই বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র বংশাবলী-গ্রন্থই আমাদের মুখ্য অবলম্বন নহে ; ভূরি ভূরি সদর্থযুক্ত, সুসংলগ্ন, সৎপ্রমাণ-পরিপূর্ণ, প্রাচীন ইতিবৃত্ত, প্রাচীন তাম্রশাসন, এসিয়াটিক্ রিসার্চ নামক সর্ব্বার্থসারসংগ্রহ এবং নানাতত্ত্বদর্শী বহু-ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বড় বড় বিদ্বান্, বহুদর্শী, সুদৃঢ় অধ্যবসায়শীল, সূক্ষ্ম-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহোদয়গণের বহুযত্নপ্রসূত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ আমাদের প্রধান আশ্রয়।

কয়েক বৎসর হইল, "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামে একখানি জাতীয় বংশপরিচায়ক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। সংগ্রহকারের বহু অনুসন্ধানের ও বহু পরিশ্রমের ফল সেই সুন্দর পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আবশ্যকস্থলে, আবশ্যক বিবেচনায়, আবশ্যক বুঝিয়া সেই পুস্তক হইতে আমরা কতকগুলি মত, কতকগুলি বৃত্তান্ত, কতকগুলি ঘটনা, কতকগুলি কথা এবং কতকগুলি চমৎ-কার চমৎকার উদ্ধৃত পদ উদ্ধৃত করিয়া কিম্বা সারসংগ্রহ করিয়া লইয়াছি, সেই পরম উপকারের নিমিত্ত সংগ্রহকার মহাশয়ের নিকট আমরা সধন্যবাদ চির-কৃতজ্ঞ।—বর্ষাধিক পূর্ব্বে এই মহানগরীয় "ভারতী" নামিকা একখানি মাসিক পত্রিকায় সেনবংশ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থমধ্যে যথাযথ স্থানে সেই প্রবন্ধের কতক কতক সারাংশ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তজ্জন্য সুভাষিণী "ভারতীর" নিকটেও আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন, আমাদের উদ্দিষ্ট প্রসঙ্গাধীন অন্ততঃ দুটী একটী কথাও যে পুস্তকে যে স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সার্থক ও সংলগ্ন বোধ হইলে সেই সেই পুস্তকের সেই সেই কথাগুলিও অযত্নে পরিত্যক্ত হয় নাই।

ব্রাহ্মণশূদ্রাদি বঙ্গপ্রসিদ্ধ সমস্ত হিন্দুজাতির বংশ-বিবরণ উদ্ধার করাই আমাদের ইচ্ছা। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা ভগবানের ইচ্ছা এবং সাধারণ-সহায়তার উপরেই নির্ভর করিতেছে। প্রচলিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সাত-শতী ও বৈদিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে আপাততঃ আবশ্যক-মত যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সহিত সর্ব্বপ্রথমে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণের ইতিহাস সঙ্কলনই আরম্ভ করা গেল।

আর্য্যবংশাবলী।

আদিকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্যবংশ।

প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, আর্য্যবংশ কি?—সুপ্রবীণ, সুবিজ্ঞ, সুতত্ত্বদর্শী, সুবিদ্বান্ মহোদয়গণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য এ স্থলে আমরা বেশীর ভাগে এত আড়ম্বর করিতেছি না; যাঁহাদিগের জ্ঞানের সীমা এ পর্য্যন্ত মধ্যরেখাও স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেবল তাঁহাদিগের সুবোধের নিমিত্তই,—তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তই আমাদিগের এই ক্ষেত্রে এত দূর আনুষঙ্গিক আড়ম্বর।

কথা হইতেছে, "আর্য্যবংশাবলী" কি?—"বংশাবলী" শব্দের প্রকৃত অর্থটী বোধ হয় সকলেই কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে অবগত আছেন;—এখন কেবল "আর্য্য" শব্দটী লইয়াই কথা।—আর্য্য কাহাকে বলে?—অমরকোষ বলেন, "আর্য্যঃ (ত্রি) সৎকুলোদ্ভবঃ।"—"পূজ্যঃ। শ্রেষ্ঠঃ। বুদ্ধঃ।" ইতি শব্দরত্নাবলী।—"সঙ্গতঃ।" ইত্যজয়ঃ।

"আর্য্যঃ (পুং) স্বামী। বুদ্ধঃ।" ইতি হেমচন্দ্রঃ।—অজয় বলেন, আর্য্য শব্দের অর্থ "চন্দ্রঃ। সুহৃৎ।"

এখন আমরা দেখিতেছি, ভারতের আদিমনিবাসী অনার্য্যগণকে পরাজয় করিয়া যাঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে সর্ব্বপ্রথমে ভারতরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই আর্য্য। তাঁহাদের আচার ব্যবহার,

ধর্ম্মজ্ঞান, সমাজপ্রণালী, সমর-কৌশল, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শাস্ত্রশিক্ষা এবং রাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই সুসংস্কৃত। তাঁহারাই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;—তাঁহারাই আর্য্য। তৎকালে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রাজপুত্রবর্গই আর্য্য-পদ-বাচ্য ছিলেন। অতএব আভিধানিক শব্দের অতগুলি অর্থের মধ্যে এ স্থলে কেবল "সৎকুলোদ্ভবঃ, পূজ্যঃ, শ্রেষ্ঠঃ," এই অর্থত্রয়ই আমরা সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন বোধ করিয়া তত্তৎ গৌরবান্বিত বিশেষণের দ্বারাই "আর্য্য" শব্দটীকে অলঙ্কৃত করিয়া লইতেছি।—সৎকুলোদ্ভব, শ্রেষ্ঠ, পূজ্য আর্য্যজাতির অভিধান (১) অনুসারেই হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষের সাধারণী আখ্যা হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত। (২) পূর্ব্বে কেবল বিপ্রক্ষত্রিয়বর্ণদ্বয়-কেই আর্য্য বলা হইত; এখন ইহার কিছু বিস্তৃত অর্থ হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের হিন্দুসন্তান, সকলেই এক্ষণে আর্য্য অভিধানে অভিহিত।

আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত, আমরাই আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্য-সন্তান।—আমাদের সাধারণ সামাজিক আর্য্যবংশের পরিচয়-সমষ্টির নাম "আর্য্যবংশাবলী।" আদিমনিবাসীরা কি কারণে অনার্য্য নামে বাচ্য হই-তেন, তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখকেরা লিখিয়াছেন, আমাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদে বর্ণিত আছে, ভারতভূমির পূর্ব্বতন নরনারী প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাসা ; প্রকৃতি ভীরু অথচ নিষ্ঠুর ;—বৈদিক যজ্ঞের বিঘ্নকারী, যজ্ঞহীন, ব্রতহীন, ধর্ম্মহীন, আচার-বিহীন, নিরীশ্বরবাদী, মাংসাশী, আমদ্রব্যভোজী, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ছিলেন ; সভ্যতা ও সামাজিকতা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা কেহই প্রায় লিখিতে অথবা পড়িতে জানিতেন না ; সুতরাং তাঁহাদিগের সমকালীন প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সুদুষ্কর। নবপ্রবিষ্ট আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে দৈত্য, দানব, রাক্ষস, দস্যু, বৈরী ইত্যাদি ঘৃণিত নামে বিঘোষিত করিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে মহাবীর্য্যবান্ আর্য্যবীরগণ তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া ভারত-সীমান্ত হইতে দূর করিয়া দেন। যাঁহারা জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, তাঁহারা রণবিজয়ী আর্য্যজাতির দাস হইয়া রহিলেন। আজিও

(১) নাম।
(২) "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।"—ইতি মনুঃ।

ভারতের স্থানে স্থানে অনার্য্যবংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কতক কতক শ্রেণী ক্রমশঃ আসঙ্গ-লিপ্সা এবং শিক্ষাপ্রভাবে অনেক পরিমাণে শোধিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রয়োজন বুঝিলে এই গ্রন্থের উপযুক্ত স্থলে আমরা আর্য্য অনার্য্য উভয় বংশের ইতিহাসের সহিত আদিম অবস্থার কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিচয় দানে যত্নবান্ হইব।

সংক্ষেপে আর একটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। "থিওসফী" নামক যোগপথের অগ্রণী পথিক শ্রীযুক্ত কর্ণেল্ অল্‌কট্ সাহেব এ দেশে আসিয়া সম্প্রতি এক হুলুস্থূল লাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি আর্য্যবংশের এবং আর্য্যশাস্ত্রের পরমভক্ত; স্বপ্নাবেশে অথবা যোগাবেশে ভারতবর্ষীয় ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা সাধুগণের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আর্য্যধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগী হইয়াছেন। অধিক কথা কি, সেই অনুরাগে জন্মভূমি, আত্মীয় পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক, আর্য্য-শাস্ত্রের,—আর্য্য ঋষিগণের নিবাসভূমি এই ভারতভূমিতে চিরবাস করিবার অভিলাষে মহাসমুদ্র পার হইয়া শ্রীমতী ব্লাভাস্কীর সহিত তিনি আমাদের এই আর্য্যবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল দিবসে এতদ্দেশীয় বহুতর সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দ সমবেত সভায় কলিকাতা টাউন্‌হল-মন্দিরে, তিনি যে একটী চিত্তচমৎকারিণী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, আর্য্য মহাপুরুষগণের মহিমা সমস্ত জগতের গৌরবকে পৃষ্ঠদেশে রাখিতে পারে। তাঁহাদের সহিত তুলনায় এক্ষণকার পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত, মান্যামান্য উপাধিগ্রস্ত, তদ্বংশীয় যুবা বংশধরেরা নিতান্তই নির্বীর্য্য। এখনকার ইংরাজী বি, এ, (B. A.) উপাধির অর্থ Bad Aryan,—কু আর্য্য।—মহাত্মা মনু, কপিল, গৌতম, পাতঞ্জল, কণাদ, বেদব্যাস, জৈমিনী, নারদ, মরীচি, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রকৃত ধর্ম্মার্থদর্শী আর্য্য মুনি, ঋষি, দেবর্ষি প্রভৃতি তপোধনগণকে আকর্ষণীশক্তির দ্বারা যদি আমরা এই সভায় আনয়ন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের এই গাউন্‌ধারী যুবকেরা তাঁহাদের সম্মুখে কেমন শোভা পাইতেন !!! ফল কথা, আর্য্যবর্ষের আর্য্য-সন্তানগণকে নীতি জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত কদাচ কোন বৈদেশিক উপদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের নিকটে পৃথিবীর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র,—এমন কি, ইয়োরোপখণ্ডে আরিষ্টটল্, স্পেন্‌সার, জেম্‌স্ মিল, লক্, কাণ্ট, হিকেল,

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, কুমৃতী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বহু অনুসন্ধানের মহাতেজস্বী মতামত যেন মাতৃগর্ভস্থ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল আলোচনা করিয়াই আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছি,—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতভূমে বাস করিতে আসিয়াছি; আর্য্যসন্তানগণকে যদিও সহোদর বলিতে না পারি, কিন্তু ইহাঁরা আমার প্রাণের বন্ধু। মহাত্মা কর্ণেল অল্‌কট্ এইরূপে এবং অন্যরূপে আমাদের এই আর্য্যভূমির, আর্য্যশাস্ত্রের এবং আর্য্যবংশের প্রচুর উচ্চ মহিমা অকপটে মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি আমাদের শত শত সাধুবাদের পাত্র।

এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ করি আমাদের পাঠকগণকে আর্য্যবংশাবলীর স্থুল মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আবশ্যকস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গত আরও কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

জগতে যত প্রকার শাখা-ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের ও চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মই যথাসময়ে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রসঙ্গাধীনে আমরা সেই পুজ্যতম বৌদ্ধধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থলে আমাদের আধুনিক ধর্ম্মপিপাসু পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৮২৩ বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী কপিল-বাস্তু প্রদেশের রাজা শুদ্ধদানের ঔরসে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। রাজা শুদ্ধদান শাক্যপ্রজাগণের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী পবিত্র বারাণসী ধাম হইতে উত্তরে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ছয় শত বৎসর কাল আর্য্য ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষে পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরেই এক নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়; সেই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম। ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা চলে। ব্রাহ্মণেরা তৎকালে পূর্ব্ববৎ

আধিপত্য ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। সার্দ্ধ সহস্রাধিক বর্ষকাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল স্রোত অপ্রতিহতবেগে ভারত-ধর্ম্মসাগরে প্রবাহিত হইয়াছিল। যীশুর জন্মের পর নবম শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। বলিতে গেলে, ধর্ম্মটী প্রায় একেবারেই ভারতভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যায়; তথাপি প্রামাণিক ইতিহাসে পরিচয় আছে যে, আজিও সমগ্র অশ্বক্রান্তা (এসিয়া) খণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যূন পঞ্চাশৎ কোটি উপাসক শিষ্যসেবক আছে। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা বলেন, জগতে অন্য কোন শাখাধর্ম্মের এতাধিক উপাসক দেখিতে পাওয়া যায় না; এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে বুদ্ধদেবের জীবনীপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বলা উচিত। শ্রীমন্ গৌতম বুদ্ধদেব রাজা শুদ্ধদানের (১) একমাত্র পুত্র; দেখিতেও পরমরূপবান। রাজা স্বয়ং সমরপ্রিয় মহা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি আশা করিতেন, পুত্রটীও তাঁহার ন্যায় ভুজবীর্য্যে পরাক্রান্ত হইয়া, রণবিজয়ী মহাবীরপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আশায় নিরাশা। রাজকুমার নিরন্তর একাকী প্রাসাদসংলগ্ন উপবনের এক কেন্দ্রে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। শৈশবে সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত বাল্যক্রীড়াও করিতেন না। যাহা হউক, বুদ্ধদেব যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন, তৎকালে বহুতর কার্য্যে বিলক্ষণ বীর-সাহস প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক প্রতিযোগী বীররাজগণপূর্ণ বিবাহ-সভা হইতে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে অস্ত্রবলে পরাজয় করিয়া, বলপূর্ব্বক জয়লাভে ইতিহাস-বর্ণিত রাজকুমারী গোপাদেবীকে আনয়ন করিয়া বিবাহ করেন। তদবধি কয়েক বৎসর জগতের বাহ্যবিলাসে বিমোহিত হইয়া তিনি শৈশবের ধর্ম্মভাব বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। পুনঃপরিবর্ত্তন। শকটারোহণে যখন তিনি নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তৎকালে পথিমধ্যে জরাবৃদ্ধ, নানা ব্যাধি এবং মানুষের মৃত্যু এবং নরনারীগণের শোকার্ত্তনাদ অহরহই তাঁহার নয়নের ও শ্রবণের সাক্ষাৎপথবর্ত্তী অতিথি হইত। দেখিয়া শুনিয়া তিনি মনে করিতেন, জগৎ নশ্বর;—এই মায়াময় জরামৃত্যু-শোকপূর্ণ অলীক সংসারে কিছুমাত্র শান্তি

(১) ইহাঁকে কেহ কেহ শুদ্ধোধন বা শুদ্ধধনও বলেন।

নাই ;—সকলেরই এক দশা,—এক পথ ;—এই মহাকুহক-কোলাহলপরিপূর্ণ পাপসংসারে বাস করিয়া জীবনান্তে মুক্তিলাভের আশা করা বিফল। যে আশ্রমে থাকিয়া সাধুলোকেরা এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের দুঃখসন্তাপ হইতে অপসৃত করিয়া আত্মাকে বহু উচ্চে তুলিয়া থাকেন, সেইরূপ সুখাশ্রম আশ্রয় করাই ভাল।

বিবাহের দশ বৎসর পরে বুদ্ধদেবের একটী পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। জ্ঞানী গৌতম তদ্দর্শনে ভাবিলেন, এই নূতন বন্ধনে পাছে আবার অধিকতর জড়ীভূত হইয়া ইহসংসারের অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহা জন্মিতে দেওয়া ভাল নহে,—এই বেলা প্রস্থান করাই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি এক নিশাকালে আপন শয়নগৃহ হইতে পলায়ন করেন। নিদ্রিতা বনিতা পাছে জাগিয়া উঠেন, সেই আশঙ্কায় তাদৃশ বিদায়কালে সেই স্নেহময় নবজাত শিশুপুত্রটীর মুখপানেও একবার চাহিয়া গেলেন না। সমস্ত রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া,—পরমপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর দুশ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধন ছেদন করিয়া,—জগতের অগ্রগণ্য স্নেহাস্পদ আপন ঔরসজাত নবকুমারটীর মায়াবাৎসল্যে বিসর্জ্জন দিয়া ঘোর অন্ধকার নিশীথে বায়ুবেগগামী এক তুরঙ্গারোহণে সংসারবিরাগী গৌতম বুদ্ধদেব, আপন জনকের গৃহ হইতে অনায়াসেই প্রস্থান করিলেন। অবিশ্রান্ত সারানিশা ভ্রমণের পর এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। সেই স্থানে আপন উষ্ণীষ, অসি, কণ্ঠহার, রাজপরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার আপন অঙ্গ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক অশ্বটীর সহিত প্রিয়পাত্র অশ্বপালকে অর্পণ করিলেন। কহিলেন, "যাও, এই সকল বস্তু আমার পিতাকে প্রদান করিও। আমি বনবাসী হইলাম।"—বুদ্ধদেব বনবাসী হইলেন! রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌপীন ধারণ করিলেন। বীরবেশধারণোপযোগী মস্তকের সুদীর্ঘ কুঞ্চিতকেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধদেব এখন গৃহহীন, সম্পদবিহীন, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, পথিক, সন্ন্যাসী,—পথের ভিখারী!—বুদ্ধদেব বনবাসী হইলেন।

কোন কোন লিপিকারঠাকুর এবং বেদীস্থ কথকঠাকুর মহাশয়েরা অসামান্য প্রতিভাবলে পরমপবিত্র, বিশ্বপূজিত, আত্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরপরায়ণ বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্তটী যেরূপ অপরূপ রসাশ্রিত ভঙ্গীতে পরিকার্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,

এই স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে না। তাঁহারা বলেন, রাজা শুদ্ধদান একটী পুত্রকামনায় অনেক যাগযজ্ঞ করেন। শেষে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আসিয়া গণনায় গণনার ফল বলিয়া দেন যে, "রাজার পুত্র হইবে,—স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া রাজ-মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন,—রাজা শুদ্ধদান অচিরেই পুত্রবান হইবেন; কিন্তু পুত্রটী গৃহে থাকিবে না,—সংসারবিরাগী হইয়া গৃহত্যাগী উদাসীন হইবে,—যৌবনের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সংসারে তাহার উদাসমতি থাকিবে।—রাজা সকাতরে গণকঠাকুরকে ইহার প্রতীকার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দেন যে, তত বয়স পর্য্যন্ত যদি তাহাকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিলাস-ভবনে আবদ্ধ রাখা হয়, নিকেতনের বাহিরে সংসারের মূর্ত্তি কিপ্রকার, তাহা যদি একবারও নিরীক্ষণ করিতে না দেওয়া হয়, সংসারের জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, যদি কিছুমাত্র জানিতে কি শুনিতে কি দেখিতে দেওয়া না হয়, তাহার যদি কোন সদুপায় করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।—গণক বিদায় হইলেন;—মহিষী মহামায়া গর্ভবতী। ওদিকে অসুরেরা সভয়ে যুক্তি করিতে লাগিল, যদি বুদ্ধ অবতার হয়, তাহা হইলে ত আমাদের আধিপত্য গেল; অতএব এই সময় হইতে রাণীর গর্ভনষ্ট করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহাদের মায়াবলে গর্ভবতী রাজমহিষী নিত্য নিত্য নিশাকালে নিদ্রিতাবস্থায় নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। এক দিন অপরাহ্নে উপবনভ্রমণের সময় রাজমহিষী চতুর্দ্দিকে ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, ইত্যাকার বিভীষণ-মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাহারা বিকট ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "তোর পেটে ভূত! তোর পেটে দৈত্য! তোর পেটে অসুর! তোর পেটে রাক্ষস! তোর পেটে কালসর্প! অবিলম্বে এই কালগর্ভ ধ্বংস না করিলে তোদের পুরীতে এক প্রাণীও জীবিত থাকিবে না।" মহিষী ঐ সকল বিকট-দৃশ্য দর্শন ও বিকট-বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। বহুযত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। অতঃপর যথাসময়ে রাণী এক পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রই বুদ্ধ-অবতার। গণকের ভবিষ্যদ্বাক্যগুলি রাজার মনে প্রতিনিয়তই জাগরূক ছিল। তন্নিমিত্ত তিনি এক বিলাস কানন প্রস্তুত করেন; তন্মধ্যে চমৎকার রমণীয় নিকেতন। পৃথিবীতে যত প্রকার

বিলাসসামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তৎসমস্ত আহরণপূর্ব্বক সেই বিলাস-নিকেতনে সঞ্চিত রাখা হয়। শৈশবাবধি বুদ্ধদেব সেই বিলাসভবনে কেবল বিলাস শিক্ষা করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই রাজা মহা আগ্রহে, মহা যত্নে বুদ্ধদেবের বিবাহ দেন। বুদ্ধদেবের পুত্র হয়। বুদ্ধদেব একদিন শকটা-রোহণে নগরভ্রমণে যাইবার অভিলাষে পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজা মহাব্যাকুল হন। অবশেষে মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, অদ্য যেন কোন বৃদ্ধ অথবা অন্ধ, খঞ্জ, রোগী প্রভৃতি আতুর লোকেরা রাজপথে বহির্গত না হয়। পথে কেহ যেন কোন প্রকার বিষাদ-চিহ্ন প্রদর্শন না করে। কোন গৃহে যেন ক্রন্দন অথবা অন্য কোন প্রকার শোকার্ত্তনাদ শ্রবণগোচর না হয়, সমস্ত নগরীই যেন মহা-নন্দে মহোৎসবে মহাপ্রফুল্ল হইয়া থাকে। আদেশ প্রচার হইবা মাত্রই রাজনগরী সুসজ্জিত হইয়া গেল। বর্ত্ম পার্শ্বে সারি সারি কৃত্রিম পুষ্পবৃক্ষ, সুবিচিত্র ধ্বজপতাকা এবং স্তম্ভগাত্রে রাশি রাশি পুষ্পমাল্য পরিশোভিত (২) হইল!—এ দিকে পিতার অনুমতিপ্রাপ্ত রাজকুমার এক বিচিত্র শকটা-রোহণে বিলাসগৃহ হইতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক জন জীর্ণকায় কুব্জ ব্যক্তি যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? সে উত্তর করিল, ইহাকে বৃদ্ধ বলে। অধিক বয়স হইলে সমস্ত মানুষই এইরূপ হয়। বুদ্ধ ভাবিলেন, তবে ত মানবদেহ নশ্বর!—আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, চারি পাঁচ জন লোক একটা মানবদেহ স্কন্ধে করিয়া বহন করি-তেছে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? সে উত্তর করিল, ইহাকে মৃত্যু বলে। প্রাণ বাহির হইলে সমস্ত মানুষই এইরূপ হয়। বুদ্ধ ভাবিলেন, সংসারে তবে ত মুক্তির অগ্রেই মৃত্যু! আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এক স্থানে শোক-পূর্ণ বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি?

(২) আমাদের মাননীয় লর্ড রিপণ যে দিন কলিকাতার সহিত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই দিন এই কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত রাজপথ যেরূপ ধ্বজপতাকা ও চিত্রমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ?—কিম্বা আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ দিবসে যেরূপে দুটী একটী রাজপথ সুশোভিত করেন, সেই রূপ?

সে উত্তর করিল, উহাকে ক্রন্দন বলে। আত্মীয়-পরিজনের মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষই ঐ প্রকারে ক্রন্দন করে। বুদ্ধ ভাবিলেন, তবে ত এ সংসার কেবল শোক-ক্রন্দনেই পরিপূর্ণ। দূর হোক্, তবে আর সংসারে রহিব না।—এই তিন প্রত্যক্ষ প্রমাণে সংসারের মায়িকত্বের উৎকট পরিচয় পাইয়াই বুদ্ধদেবের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি পিতার নিকট উদাসীন হইবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া অসম্মত হন। কাজে কাজে বিপাকে ঠেকিয়া বুদ্ধদেব রাত্রিকালে পলায়ন করাই স্থির করেন। সেই সংকল্পে স্ত্রীপুত্রের মুখপানে না চাহিয়াই গোপনে অন্ধকার রাত্রে একাকী পলায়ন।—তাহার পরেই বুদ্ধদেব বনবাসী তপস্বী। কিছু দিন যায়, দুই জন শিষ্য সঙ্গে ছিল, তপস্যা দেখিয়া তাহারাও পলাইল। এই সময় রাজা বিম্বসারের কালীপূজা। বুদ্ধদেব যেখানে তপস্যা করেন, এক জন রাখাল সেই স্থানের নিকট দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছে। দয়ালু-স্বভাব কমণ্ডলুহস্ত যোগীবর বুদ্ধদেব সেই রাখালকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাখাল উত্তর করিল, "তোমাকে বলিলে কি হইবে? তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কি করিবে? আমার পাঁটা গেল! সব পাঁটা গেল! আহা! পাঁটা ত নয়, যেন এক একটা হাতী! আহা সব গেল! রাজা বিম্বসারের কালীপূজা, এক হাজার পাঁটা চাই, আমার উপরেই সব পাঁটার ভার!"—এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াই রাখাল ছুটিয়া যায়, বুদ্ধ তাহাকে পুনরাহ্বানপূর্ব্বক আশ্বাসবচনে বলিলেন, "ভয় নাই, চল, আমি তোমার সমস্ত জীব বাঁচাইয়া দিব।" আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াও সেই ছাগপালক সন্দিগ্ধমনে সন্ন্যাসীরূপী বুদ্ধদেবের পথপ্রদর্শক হইল।—রাজা বিম্বসারের পূজাস্থলে উপস্থিত। রাজাকে সম্বোধন করিয়া বুদ্ধদেব কহিলেন, "মহারাজের নিকট আমার এক ভিক্ষা।" রাজা দেখিলেন, সন্ন্যাসী। তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "এখন দাঁড়াও, পূজা সমাপ্ত হইলে তোমাকে কিছু দেওয়া যাইবে।" বিনম্রবচনে বুদ্ধদেব কহিলেন, "পূজা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই আমার ভিক্ষা। মহারাজ যে কয়েকটী ছাগ বলিদান করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কয়েকটী ছাগের জীবন আমি ভিক্ষা চাই।" রাজা প্রথমে মহাক্রুদ্ধ হইলেন। পরিশেষে জীবহিংসাবিষয়ে বুদ্ধদেবের

সহিত কিয়ৎক্ষণ বিচার করিয়া তদবধি তিনি এককালে পশুহিংসায় বিরত হইলেন।—(কোন কোন কথকঠাকুর এই বৃত্তান্তস্থলে অধিকতর গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া বলেন) রাজা বিম্বসারের সহিত বুদ্ধদেবের জীব-হিংসাবিষয়ে যে তর্কসংগ্রাম হয়, তাহার এক স্থলে বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ঈশ্বর, এ যুগে আমি অবতার হইয়াছি, পৃথিবীর পাপমোচন, ভারমোচন, জীবহিংসা নিবারণ, আমার এ অবতারের প্রধান কার্য্য।"—যাহা হউক, রাজা বিম্বসার জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই সময় আরও কয়েক জন শিষ্য হইল। অহিংসাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের পরমমন্ত্র,—পরম ধর্ম্ম, সেই সময় অবধি এই তত্ত্বটী জনসমাজে বিশেষরূপে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া উঠিল। তাহার পর কয়েক বৎসর গত হইলে বুদ্ধদেব আপন পিতৃনিকেতনে একবার প্রত্যাগত হন। তাঁহার পিতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি রাজ্যবাসী সকলেই রক্তবাস পরিধানপূর্ব্বক কমণ্ডলু হস্তে লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই স্থলে পতিব্রতার আচরণের দৃষ্টান্তস্থলে একটী সূক্ষ্ম বাক্যের উল্লেখ করা উচিত। রামবনবাসের পর ভ্রাতৃবৎসল ভরত যে নিয়মে চতুর্দ্দশ বৎসর জটাচীর ধারণ করিয়া শ্রীরামের পাদুকা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, বুদ্ধ-বনবাসের পর পতিব্রতা গোপাদেবীও তদ্রূপ নিয়মে সেই অশ্বপাল-সমানীত পতিত্যক্ত উষ্ণীষাদি অলঙ্কারবস্ত্র এক পবিত্রাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক যোগিনী-বেশে নিরন্তর তাহা দর্শনবন্দন করিতেন। পুনর্ম্মিলনে নবীন ধর্ম্ম-বন্ধনে উভয়েই তখন সুখী হইলেন।

আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বরং ভাল. যাঁহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্তকে সাধারণ জন-সমাজে প্রচার (৩) করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাগুক্ত সম্প্রদায়

(৩) শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কলিকাতা বীডন্ ষ্ট্রীটের "ষ্টার থিয়েটার" নামক নাট্য-শালায় বুদ্ধদেবকে আকর্ষণ করিয়া আজকাল যে অভিনব অভিনয়-লীলা প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাও এই শেষোক্ত মতের অবিকল ছায়া। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে রঙ্গভূস্বামী-গণ আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আশু সেই অভিনয়-খেলাটী ভূতকালের গহ্বরে লুক্কায়িত রাখিয়া আমাদিগকে উপকৃত করুন, বাধিত করুন, ক্ষমা করুন। এই নিষ্ঠুর কথা বলিবার দুটী কারণ আছে। প্রথমতঃ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও দৃঢ় সংস্কার এই যে, বুদ্ধদেব নাট্যনায়ক

অপেক্ষা ভাল কি না, এই প্রসঙ্গে সাহস করিয়া সে কথা বলিতে আমরা এখন সমুদ্যত প্রস্তুত নহি।

এক্ষণে মূল ইতিহাসের অনুসরণ। ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব বনবাসী। প্রথমতঃ তিনি দুই বৎসরকাল পাটনাপ্রদেশের এক বনমধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর নিকট তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা শিক্ষা দেন, কেবল দেহকে ক্লেশ প্রদান করিলেই আত্মার শান্তিলাভ হয়। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব আরও অধিকতর ঘোর নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল পাঁচজন শিষ্যের সহিত কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ শুষ্ক করিতে থাকেন। যে স্থানে এক্ষণে বুধগয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইটীই বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থান। উপবাস ও আত্মনিগ্রহে মনের শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া গৌতম বুদ্ধদেব ধর্ম্মসম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, মানবজাতির চিরানিষ্টকারিণী শুভনাশিনী মায়া সেই সময় মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে মহাকুহকে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এত দিনের তপস্যায় কিছুই ফল হইল না, সমস্তই বৃথা পণ্ডশ্রম সার হইল, এই সংশয়ে চলচ্চিত্ত হইয়া তপস্বী বুদ্ধদেব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় যখন সংজ্ঞালাভ হইল, তখন সেপ্রকার মানসিক যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। তিনি

নহেন;—বুদ্ধদেবকে লইয়া কোনক্রমেই নাটক রচনা করা যাইতে পারে না।—তবে এমন হইতে পারে যে, ইতিহাস-কথিত স্বয়ম্বরসভা হইতে রণবিজয়ী বুদ্ধদেবের রাজকন্যালাভ; নিশাকালে শয়নকক্ষ হইতে প্রিয়তমা পত্নীর অজ্ঞাতে গুপ্তভাবে বুদ্ধদেবের পলায়ন;—এবং বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিয়োগী পিতা ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বুদ্ধদেবের পুনর্মিলন, এই তিনটী দৃশ্য অবশ্য দৃশ্যকাব্যে সুসঙ্গত, অবশ্যই ইহা রঙ্গভূমে আনয়ন করা যাইতে পারে; তদ্দর্শনে দর্শকগণের মনেও বিস্ময়রসের আবির্ভাব এবং নয়নে শোকাশ্রু প্রবাহিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হইল? কাব্য সম্পূর্ণ হইল না। এক স্থানে নাভি, এক স্থানে গ্রীবা, এক স্থানে মস্তক;—অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদৃশ্য। এরূপ স্থলে ঐ তিন অঙ্গ একত্র করিলে কখনই একটী মানবদেহ প্রস্তুত হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধবিষয়ক নাটক অসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ যে মত অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে শুনা যায়, তাহার অধিকাংশই বিভ্রান্ত।—এই দুই প্রধান কারণে আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, বুদ্ধদেবের নামে নাটক রচনা করা একান্তই অপরামর্শের কার্য্য হইয়াছে।

বিবেচনা করিলেন, বিজনে, বিপিনে অথবা গিরিগুহায় বাস করিয়া কেবল আত্মনিগ্রহ বিধান করাই মুক্তিমার্গ নহে। সাধারণ মানবকুলকে ধর্ম্মসুধা বিতরণ করাই সাধুপথ।

বুদ্ধদেব তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহচর পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বিজন বনমধ্যে বুদ্ধদেব একাকী।

গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়, ধ্যানপরায়ণ বুদ্ধদেব কাননমধ্যস্থিত একটী ডুম্বুর বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকিতেন। বিকটাকার দৈত্যগণ আসিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গারী অস্ত্রজালহস্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিয়া বেড়াইত। পক্ষান্তরে গৌতমের তপস্যায় হতাশ হইবার ইহা একটী প্রবল কারণ।

ইতিহাসলেখকেরা কেহ কেহ বুধ হইতে বুদ্ধ নামের ব্যুৎপত্তি স্থির করেন। বুধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধ শব্দে প্রবোধিত অথবা জাগরিত। এরূপ স্থলে ঐ দুটীর কোনটীতেই বিরোধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বনবাসী গৌতম বুদ্ধদেব তপস্যায় ভঙ্গ দিয়া প্রথমতঃ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগারণ্যমধ্যে সাধারণ ধর্ম্মোপদেশ প্রচার আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপে উচ্চ পবিত্র জাতীয় দুই একটী শিষ্যকে উপদেশ দান করিতেন, বুদ্ধের উপদেশদানপ্রণালী সে প্রকারের ছিল না। তিনি দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকেই ধর্ম্মবার্ত্তা শুনাইতেন। প্রথমতঃ সাধারণ জাতীয় সামান্য লোকেরা,—আরও প্রথমে স্ত্রীলোকেরাই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিন মাসের মধ্যে বুদ্ধদেব ষষ্টীজন শিষ্য সংগ্রহ করেন। এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে তিনি নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে প্রেরণ করেন যে, "যাও তোমরা এখন, সকলের নিকটে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বিঘোষণ কর।"

বৎসরের মধ্যে আটমাসকাল বুদ্ধদেব ভ্রমণশীল ধর্ম্মপ্রচারকরূপে স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। অবশিষ্ট চারিমাস বর্ষাকাল একটী নির্দ্দিষ্ট বাঁশবনে সামান্য একখানি কুটীরমধ্যে অবস্থান করিয়া তত্রসমাগত নরনারীগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে সুখী হইতেন। পূর্ব্বতন যে পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে ইত্যগ্রে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার আসিয়া সম্মিলিত হইল। রাজা, রাজপুত্র, সওদাগর, শিল্পী, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, কৃষক, সম্ভ্রান্ত

মহিলাকুল এবং বিপথগামিনী অনুতাপিনী অবলাকুল ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে একত্রিত হইয়া অভিনব বুদ্ধবিশ্বাসে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত বিহার রাজ্য, অযোধ্যা রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমস্ত রাজ্যমধ্যে বুদ্ধদেব আত্ম-বিশ্বাসগত-ধর্ম্মকথা প্রচার করিয়াছিলেন।

আহা! এই বুদ্ধদেব সেই বুদ্ধদেব! এই বুদ্ধদেব সেই ঘোর রাত্রিকালে পিতৃপ্রাসাদ হইতে অশ্বারোহণে যখন মুক্তজগতে বাহির হন, তখন মহামূল্য পরমসুন্দর রাজপরিচ্ছদ রাজালঙ্কার-পরিশোভিত নবযৌবনসম্পন্ন পরমরূপবান্ রাজকুমার;—এখন প্রত্যাগত হইলেন কোন্ বেশে? জীর্ণ মলিন পীতবর্ণ গেরুয়া-পরিহিত, মুণ্ডিতমুণ্ড, অর্দ্ধবয়স্ক, ভ্রমণকারী, ধর্ম্মপ্রচারক:—ভিক্ষাপাত্র-হস্ত নিরাশ্রয় ভিখারী!

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধদান, তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিয়া, পরিতপ্ত হইলেন না; বরং ভক্তিভাবে তাঁহার ধর্ম্মকথাগুলি শ্রবণ করিলেন। যে নবজাত শিশু-পুত্রটীকে রাখিয়া বুদ্ধদেব বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই পুত্রটীও পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পুত্রপ্রসূতি রাজবধূও পতির অবলম্বিত ধর্ম্মে ব্রতচারিণী, পরম অনুরাগিণী হইলেন।

বলা হইয়াছে, ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব গৃহ ত্যাগ করেন। তাহার পর ছয় বৎসর তপস্যা। ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি সাধারণ ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়া অবিশ্রান্ত চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষকাল লোকহিতার্থ নিরবচ্ছিন্ন কেবল তৎকার্য্যেই নিরত থাকেন। অনন্তর আপন অন্তিমকাল আসন্ন স্থির করিয়া অনুগামী শিষ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "একাগ্র হও, চিন্তাশীল হও, পবিত্র হও, মনের উপর প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টা কর, যে কেহ ধর্ম্মের নিয়মপালনে পদমাত্রও বিচলিত হয় না, সে ব্যক্তি অনায়াসে সংসারের সমস্ত শোকদুঃখের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভবসমুদ্র পারে যাইতে পারে। এই যে জগৎসংসার, ইহা সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ; একজন চিকিৎসক যেমন স্বর্গীয় ঔষধ আনয়ন করেন, আমিও সেইরূপে সংসারের শৃঙ্খলবন্ধন খুলিয়া দিতেছি। আমার উপদেশ তোমরা মনে রাখিও। অন্যান্য সমস্ত বস্তুরই পরিবর্ত্তন আছে, ইহার পরিবর্ত্তন নাই। আর আমি তোমাদিগকে কিছুই বলিব না। এখন আমি ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থানে

ইচ্ছা করিয়াছি। আমি অনন্ত বিশ্রামের অভিলাষী; আমি নির্ব্বাণকামনা করি।” সমস্ত রজনী ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং একজন শোকার্ত্ত শিষ্যকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, মুমূর্ষু বুদ্ধদেব মুমূর্ষুকালে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে কেবল এইমাত্র শেষ কথা বলিলেন যে, “অটলচিত্তে তোমরা মুক্তির জন্য প্রস্তুত থাক।”

যীশু খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে একটী ডুমুর-বৃক্ষের ছায়ায়, মহাজ্ঞানী, পরমধার্ম্মিক, পূজ্যতম বুদ্ধদেব প্রসন্নবদনে মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে মহাপ্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধমতে মোক্ষদ্বার সকলের নিমিত্তই উদ্ঘাটিত। বুদ্ধ কহিয়াছেন, “মুক্তি অবশ্যই সকলের বাঞ্ছনীয়; লাভ করাও অবশ্যকর্ত্তব্য। কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনায় মুক্তিকামনা করিতে হয় না; আপন কর্ম্মফলেই মোক্ষলাভ হয়।” এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবেই বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ রহিত করিয়া দেন। শিক্ষা দেন যে, পূর্ব্বজন্মে এবং পরজন্মে মানুষের যে সুখদুঃখের অবস্থা, তাহা শুদ্ধ আপনাপন শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফলাফল। যে যাহা রোপণ করে, সে অবশ্যই তাহার ফল পায়। পাপ কখনও অদণ্ডিত থাকে না, পুণ্যও কখনও অপুরস্কৃত থাকে না। যে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার শুভাশুভ ফল অবশ্যম্ভাবী; মনুষ্য,—এমন কি, ঈশ্বরও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। পূর্ব্বজন্মে আমরা যে যেমন কার্য্য করিয়াছি, ইহজন্মে তাহারই ফলে সুখ অথবা দুঃখ উপভোগ করিতেছি; ইহজন্মে আমাদের কর্ম্মভাব যেরূপ, ভবিষ্যৎজন্মে নিশ্চয়ই তাহার অনুরূপ ফলভোগ হইবে। জীব মরিলেই পুনর্জ্জন্ম আছে। কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলে কেহ কেহ উচ্চ, কেহ কেহ বা নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। অতএব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিনলোকেই আমাদের আত্মার উৎকর্ষাপকর্ষের নিমিত্ত আমরাই দায়ী; তাহার সহিত কোন এক দেহ-বিশিষ্ট দেবতার কিছুমাত্র সংস্রব নাই।

বুদ্ধদেব আরও বলিয়া গিয়াছেন, “ন্যূনাধিক পরিমাণে মানবজীবন অবশ্যই যন্ত্রণাপ্রদ। অতএব সাধুলোকদিগের উচিত যে, জগতের কুক্রিয়া হইতে দূরে থাকিয়া আত্মাকে বিশ্বময় পরমাত্মার সহিত মিলিত করা। ইহারই নাম নির্ব্বাণ।”

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে দীপশিখা যেরূপে নির্ব্বাপিত হয়, আত্ম-নির্ব্বাণও তদ্রূপ। কেহ কেহ বলেন, পাপ, তাপ ও আত্মম্ভরিতার বিলোপ হওয়াই আত্মার অনন্তবিশ্রাম। জ্ঞানময় বুদ্ধদেব কেবল এইটীই স্থির ভাবিয়াছিলেন যে, পরলোকে অনন্তশান্তি অন্বেষণ করাই সাধুপথ। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্কে সাধুপথে জীবন কাটাইতে পারিলেই ঐ অনন্তশান্তি লাভ করা যায়, এইটীই বুদ্ধদেবের নিত্য উপদেশ। ব্রাহ্মণগণের যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে আপন শিষ্যগণকে তিনি এই তিনটী মূলতত্ত্ব উপদেশ দান করিয়া-ছিলেন;—আত্মদমন, মানবকুলের প্রতি দয়া এবং সর্ব্বজীবের জীবনে সমাদর, অর্থাৎ অহিংসা।

একাকী সত্যপথের পথিক হইলেই পরমার্থপথে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। সমস্ত মানবগণকে সত্যপথ শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্ররোচনবাক্যে এই তত্ত্বটী বুঝাইয়া দিয়া মহাত্মা বুদ্ধদেব আপন শিষ্যগণকে স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ নিয়োজন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর প্রায় তিন শত বৎসরকাল তৎপ্রচারিত ধর্ম্মটী কেবল উত্তরভারতবর্ষেই বিস্তারিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে মগধের রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মগধ দেশের বর্ত্তমান নাম বিহার। অশোকরাজ পূর্ব্বতন মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। মগধ হইতে নির্ব্বা-সিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন, সেই সময় মহাবীর আলেক্জন্দর পঞ্জাব জয় করিতে সিন্ধুপারে উপস্থিত। ইনিই সেকন্দর সাহ বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী মাসিডন্ নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইতিহাস পাঠকেরা ইহা অবগত আছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত একদা সেকন্দরের শিবিরে গমন করিয়া সমরশ্রান্ত গ্রীক সৈন্যগণকে সেনা-পতির আজ্ঞাতে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন দক্ষিণপূর্ব্বপ্রদেশ-বিজয়ে সমুৎসাহিত করি-বার চেষ্টা পান। সেকন্দর সাহ সেই গুপ্তমন্ত্রণায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলে চন্দ্রগুপ্ত তথা হইতে পলায়ন করেন। নন্দবংশের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজ্যমধ্যে চন্দ্রগুপ্তের নূতন রাজধানীর সংস্থাপন হয়। তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। খ্রীষ্ট-জন্মের ২৫৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পৌত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরিণত বয়সেই তিনি

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রতিপোষক হন। কথিত আছে যে, তিনি ৬৪ হাজার বৌদ্ধ পুরোহিতকে বৃত্তিদান করিয়া প্রতিপালন করিতেন। বারাণসী, প্রয়াগ, হস্তিনা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বহুতর স্থানে অশোকরাজের ৮৪ হাজার বিহারস্থান এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সুপ্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডে পালিভাষায় খোদিত আছে, "পশুহিংসা নিবারণ, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সৎকার্য্যে রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণ সর্ব্বদা সযত্ন থাকিবে, ইহা অশোকরাজের আজ্ঞা।"—অশোকরাজ রাজভক্ত প্রজামণ্ডলীকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়া তাতারদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কাবুলের কপর্দ্দগিরি নামক পর্ব্বতের অঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পালিভাষা-ঘোষণা খোদিত হইয়াছিল। অশোকের সময়ে সাইবিরিয়া, চীন, গ্রীস, ব্রহ্ম, মণিপুর শ্যাম, যাপান, তিব্বত, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরিবারস্থ প্রচারকগণ অন্তঃপুরে মহিলাগণকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আতুরালয়, পশুচিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, জলাশয় এবং নানাবিধ তরুশোভিত সুপ্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত মনোহর রাজবর্ত্ম, রথ্যাসেতু প্রভৃতি সাধারণ হিতকর বহুবিধ উপকরণ তিনি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল সৎকার্য্যের নিমিত্ত সাধারণের নিকটে তৎকালে তিনি "দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোক" নামে বিখ্যাত হন। পালিভাষায় ইহার মূলবাক্য "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি।"

মহাবংশ গ্রন্থে লিখিত আছে, অশোকরাজের পুত্র রাজা মহামহেন্দ্র কতিপয় স্থবির পণ্ডিত সমভিব্যাহারে অর্ণবপোতারোহণে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহার তত্রত্য খুল্লতাত রাজা তিষ্যকে এবং তাঁহার সমস্ত প্রজাগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজা অশোক বৌদ্ধমত সংস্থাপনের জন্য যে কয়েকটী সভা করেন, সেই সকল সভায় সাক্যসিংহের উপদেশসূত্রনিচয় নির্ব্বাচিত হয়। তৎসমস্তই সটীক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। সেই সংগ্রহের নাম ত্রিপেটক। এতদ্ব্যতীত রাজা অশোক স্বয়ং যে ধর্ম্মগাথা গান করেন, তাহার চল্লিশখানি লিপি ভারতবর্ষের পর্ব্বতে, গুহাতে এবং স্মরণস্তম্ভে খোদিত

রহিয়াছে। পঞ্চবন্ধনে তিনি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজনীতি-বন্ধনের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন;—১ম, ভক্তিস্থাপনার্থ সভাস্থাপন ; ২য়, মূলমত-সংস্থাপনার্থ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ; ৩য়, ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণার্থ এবং সাধারণের তদ্বিষয়ক অনুরাগ পরীক্ষার্থ রাজকীয় বিভাগে ধর্ম্মবিভাগ-সংস্থাপন ; ৪র্থ, ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রচারক নিয়োগ, এবং ৫ম, বিশেষ বিশেষ প্রমাণপ্রমাণে বৌদ্ধ-গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ।

অশোকের ন্যায় একজন সাঁইথিক রাজাও ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তর উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। সেই রাজার নাম কনিস্ক।

বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় প্রতিপোষক হিন্দুরাজা শিলাদিত্য। তাঁহার তুল্য দানশীল, ধর্ম্মশীল রাজা তৎকালে কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে তিনি পুণ্যনদীকূলে পঞ্চাশ সহস্র দানার্থীকে ভোজ্যদান, বস্ত্রদান, অর্থদান ইত্যাদি সমাধা করিয়া আপন পরিহিত বস্ত্রালঙ্কার পর্য্যন্ত পথিক-লোকদিগকে দান করিতেন। অবশেষে বুদ্ধবনবাসের দ্বিতীয় প্রভাতের যোগি-বেশের ন্যায় কৌপীন পরিধানপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সৎকার্য্যে নিত্যানুষ্ঠান আব সৎকার্য্যে নিত্যদানের পরিমাণ যে কত ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। দানার্থিমধ্যে তাঁহার বর্ণভেদ জ্ঞান ছিল না। বৌদ্ধ পুরোহিত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, হিন্দু ব্রাহ্মণ, হিন্দু সন্ন্যাসী কিম্বা অপর কোন বিধর্ম্মী দানার্থী হইলেও তিনি অভেদে ভোজ্যবস্ত্রাদি দান করিতেন।

রাজা অশোক, রাজা কনিস্ক এবং রাজা শিলাদিত্য, এই নৃপালত্রয়ই ধর্ম্মের প্রতি গাঢ় ভক্তিমান্ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজবিধির মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিন জনের রাজ্যেই রাজশাসনাধীন ধর্ম্ম।

এই সকল রাজগণের পরে অনেক রাজা এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মও প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত-বর্ষে কেবল নামমাত্র সাব হয়। কোন কোন মতে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধপ্রতাপে মলিন হইয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ, উভয় যাজকই সমভাবে তর্কমীমাংসা, তর্কনির্ণয় ও মতভেদের কৌতুক বিনিময় করিতেন। ব্রাহ্মণের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম আর কিছুই নহে, কেবল হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃত মাত্র। একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের পরাক্রম

দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ভয়ে ভক্তিতে বুদ্ধদেবকে আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" এ কথার সত্যমিথ্যা কেবল তিনিই জানেন; আমরা কিছুই জানি না।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, আদৌ বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না। যীশু খৃষ্টের পূর্ব্বে বুদ্ধনামে তত জ্ঞানবান্ কোন লোক পৃথিবীতে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই। বুদ্ধশব্দের অর্থ কেবল জ্যোতির্ম্ময়,—জাগরিত। কোন সুচতুর ব্রাহ্মণ এই শব্দকে বুদ্ধনামে মানুষ কল্পনা করিয়া গ্রন্থবিশেষে আপন গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী-রসাস্বাদী নরমস্তিষ্ক অনায়াসে ইহাই সত্য স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন; কিন্তু এই এক অনস্তিত্বের সমস্যা লইয়া আমাদিগকে অনেক ভাবিতে হয়।

মতটী কিন্তু বড় সহজ নহে।—যীশু খৃষ্টের পূর্ব্বে তাদৃশ সাধুপুরুষ জগতে জন্মিতে পারেন না, এরূপ যাঁহাদিগের সংস্কার, তাঁহারা ভারতের মিত্র নহেন,—ভারতের কোন তত্ত্বই তাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন। সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করেন;—বাস্তবিক যদি থাকে, তবে তাহা কেবল সাগরে তরণী ভাসার তুল্য;—তলভাগ স্পর্শ করে না। নিতান্ত অপরাধও নাই।—প্রভু যীশুর আগমনের ছয় শত তেইশ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জন্ম। সেই বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম সমস্ত এসিয়াখণ্ডে সমাদৃত,—গ্রীস্‌দেশ পর্য্যন্ত সম্মানিত। এ কথা যদি ঐরূপ বিরুদ্ধ-সংস্কারবাদী লোকেরা এক্ষণে স্বীকার করেন, তাহা হইলে জ্ঞানবান্ লোকেরা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন, যীশু খৃষ্ট অপেক্ষা বুদ্ধদেব মহৎ। খৃষ্ট ধর্ম্মে আর্য্যধর্ম্মাদৃত পবিত্রতার আদর নাই, অথচ সেই একমাত্র পবিত্রতাই পূজনীয় বুদ্ধদেবের অবলম্বিত ধর্ম্মের মূলপত্তন। তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাবলীও সেই শান্তিময়ী পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্মে পশুবধ (৪) ও মাংসভক্ষণ স্বেচ্ছাচার, বৌদ্ধধর্ম্মে অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। এই প্রকারে অনেক তুলনায় মহাত্মা বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রভু যীশু খৃষ্ট অনেক ছোট। বিরুদ্ধ-সংস্কারবাদী খৃষ্টভক্তগণ যদি ঐ "ছোট" কথাটী অন্ততঃ ছোট করিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব ছোট হইয়া যাইবে, ইহা আমরা বুঝিতে

(৪) Beg pardon to the Society for the prevention of cruelty to animals, Calcutta.

পারি,—ইহা আমরা স্বীকার করি। বুদ্ধদেব নির্ম্মল, যীশু খ্রীষ্টও নির্ম্মল, তথাপি উভয়ের মধ্যে যে ঐতিহাসিক তারতম্য, তাহা আধুনিক খ্রীষ্টভক্তেরা স্বীকার করিতে চাহেন না। নিন্দা করা অপেক্ষা ইহাকে বরং আমরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দৃঢ়তা বলিয়া বিশেষ প্রশংসা করি।

প্রস্তাবিত খ্রীষ্টভক্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন অনেক প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্ধন এই সর্ব্বসহা সুস্থিরা অথচ দুরন্ত পৃথিবী। এখানে পৃথিবীশব্দে আমরা মানে করিতেছি, পৃথিবীর জন্ম। ইংরাজীগণনায় ইহজগতের সৃষ্টিকাল অথবা বয়ঃক্রম এই সবে ৫৮৯০ বৎসর (৫) মাত্র। তারতম্যবাদীরা এই যৎসামান্য অঙ্গুলীগণিত বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটী জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সাধু বাহির করিতে পারেন, বিলাতী সীমার বাহিরে আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাহার অনন্তগুণ অধিক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দর্শন করিতে পান, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রচারে প্রজ্বলিত ধর্ম্মানুরাগ-বহ্নিসম্পন্ন, অকপট ধর্ম্মবিশ্বাসপরায়ণ খ্রীষ্টভক্ত মানবগণ,—বিশেষতঃ যাঁহারা রাজবিধিসূত্রের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধা, তাঁহারা যে, বুদ্ধদেবের কিম্বা তৎপূর্ব্বকালের মহামহিম মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব অথবা শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব হইতেই পারে না। সেই জন্যই তাঁহারা প্রাণান্তে ছয় সহস্র বর্ষের ত্রিসীমায় যাইতেও রাজী নহেন। আমাদের মতে এটী বিলক্ষণ সুবুদ্ধির কাজ।

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাবের উপসংহার করি। যিনি যাহাই বলুন, পরমপুণ্যাত্মা সাধুপুরুষ বুদ্ধদেব ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অন্যূন দেড়সহস্রবর্ষকাল ভারতবর্ষমধ্যে তৎপ্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মই মূলধর্ম্মস্বরূপ হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল, এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। প্রায় সহস্রবর্ষ হইল, পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে যদিও একপ্রকার বিলুপ্ত ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে,—বর্ত্তমানে যাঁহারা এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণ এবং বৌদ্ধনীতি

---

(৫) আর্য্যগণনায় কলিযুগের পরমায়ু চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র বৎসর। তন্মধ্যে এক্ষণে কেবল ৪৯৮৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। এ হিসাবে ইংরাজের পৃথিবী-সৃষ্টির ৯০৪ বৎসর মাত্র পরেই বর্ত্তমান কলিযুগের আরম্ভ।—অথচ অনন্ত সৃষ্টিকালের শাস্ত্রীয় সীমানিরূপণবাচক গণনায়—

"বর্ত্তমানস্য বৈবস্বতমন্বন্তরস্যাপি সপ্তবিংশতি মহাযুগানি গতানি। অষ্টাবিংশতি যুগস্য চ সত্যত্রেতাদ্বাপরনামান্ ত্রয়োযুগপাদা গতা। কলিনামা যুগপাদঃ সম্প্রতি বর্ত্ততে।"

প্রতিপালন করিতেছেন, যদিও তাঁহারা জৈন নামে খ্যাত, যদিও তাঁহাদের চব্বিশজন জীনদেবের স্বতন্ত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চব্বিশটী বিগ্রহ আছেন, তথাপি মূলে তাঁহারা বৌদ্ধ।—এতদ্ব্যতিরিক্ত (ভারতে নিষ্প্রভ হইলেও) সমগ্র এসিয়া খণ্ডে আজিও বুদ্ধদেবের পঞ্চাশকোটি উপাসক বিদ্যমান রহিয়াছেন। জ্ঞানগোপনকারী কোন খ্রীষ্টান্—জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে হয় ত ভাবিতে পারেন, বুদ্ধদেব ছিলেন না, বুদ্ধদেব কল্পনা, বৌদ্ধধর্ম্ম রচনা কোন সুচতুর ব্রাহ্মণের প্রতারণা; তাঁহার ভাবনায় হয় ত তাহা সুস্থিরও হইতে পারে; কিন্তু যুক্তি, বিশ্বাস, প্রমাণ, শাস্ত্র, এবং বুদ্ধদেবের পবিত্র চরিত্র, এই পক্ষের একটীও ত কোন সূত্রেই ঐ সকল কল্পিত জল্পিত কথায় সম্মতিসূচক সায় দেয় না। আমাদের ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা ইতিহাস বুঝাইয়া দিবে। স্থূলকথা, প্রায় দেড়সহস্র-বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল।

বঙ্গে সেনরাজগণের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে পালরাজবংশ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদেরও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তদ্বংশের এক একজন রাজা সেই ধর্ম্মে এককালে জীবনমন সমর্পণ করিয়াছিলেন একজন বৌদ্ধরাজার খোদিত একখানি পত্রে নেপালের একজন পণ্ডিত পাঠ করিয়াছিলেন, "আত্মাবমাননা এবং ত্যাগস্বীকার বৌদ্ধধর্ম্মে যেমন, তেমন আর কোন ধর্ম্মেই (৬) দেখিতে পাওয়া যায় না মানুষে ত (৭) দেখাই

(৬) আর্য্যধর্ম্মে আছে।—যদি বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্ম অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মানবজীবনের চতুর্থ আশ্রমে বনচারী হওয়া আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ। এ বিষয়ে রাজা অথবা ভিক্ষুক ভেদাভেদ নাই। চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় অধিকাংশ ধর্ম্মশীল নরপতিই তৃতীয়াশ্রম পূর্ণ করিয়া পুত্র অথবা স্থলাভিষিক্ত কোন রাজকুমারকে রাজ্যাভিষেকপূর্ব্বক বনবাসী তপস্বী হইয়াছিলেন।

(৭) মানুষেও আছে।—শাস্ত্রকে অন্তরে রাখিলেও শুদ্ধ পুরাণ ইতিহাসপ্রমাণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলি, রামচন্দ্র, যযাতিপুত্র পুরু, রাজা যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, নলরাজা প্রভৃতি পুণ্যশীল নিস্পৃহ দেবতুল্য সাধুপুরুষগণ ধর্ম্মার্থ ত্যাগস্বীকারের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মার্থ ত্যাগস্বীকারের এক চমৎকার জাগরূক উদাহরণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। অতি আধুনিক নূতন উদাহরণ নাটোরের শাক্ত রাজা রামকৃষ্ণ বাহাদুর, পাইকপাড়ার ধর্ম্মাত্মা লালাবাবু এবং অত্রনগরীয় ইষ্টপরায়ণ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

যায় না।" কথা অসত্য নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের ত্যাগস্বীকার অবশ্যই উজ্জ্বল; কিন্তু সকলে ত্যাগস্বীকার দেখাইলে বৌদ্ধজগৎ এককালে সন্ন্যাসিজগৎ হইয়া দাঁড়াইত। পালবংশে অনেক রাজা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম রাজা ভূপাল বা নেপাল; দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল; তৃতীয় দেবপাল। (ইনি ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।) ইঁহার পর ১৩ জন ভূপতির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের সময়ের বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকাতে শুদ্ধ কেবল নামমাত্র প্রকাশ করা অনাবশ্যক বোধ করা গেল। এই বংশীয় রাজা মহীপালের কীর্ত্তি-উদ্দীপনী সুবিখ্যাত "মহীপাল-দীঘী" আজিও দিনাজপুরে বিদ্যমান আছে। তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বুধগয়াতে পালরাজবংশের অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলতঃ এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পালবংশের অনেক রাজাই বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের পরেই সেনরাজবংশ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সেনরাজবংশ।

এই বংশ কোথা হইতে আসিয়া বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন, এই বংশে বঙ্গের আদি রাজা কে, তাহা এক্ষণে নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন। সময়ে সময়ে নানাস্থান-প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে এবং তিব্বৎদেশীয় গ্রন্থকার তারানাথের গ্রন্থে প্রকাশ যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশসম্ভূত। বরেন্দ্র, সুন্দরবন, তর্পণদীঘী, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী ইত্যাদি নানাস্থানের শাসনফলকেও ইহার প্রমাণ আছে। তত্তৎপাঠে জানা যায় যে, ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় রাজা। এই রাজবংশ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের আদিম নিবাসী। এই বংশে দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, মহর্ষি বেদব্যাস সেই সুপ্রসিদ্ধ "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন-প্রভৃতিভিঃ" আখ্যানে এই সেনরাজবংশের নির্ম্মল চরিত্রযুক্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারেও লিখিত আছে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয়।

আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন সর্ব্বপ্রথমে গৌড়রাজ্য জয় করেন। আমাদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আদিশূর এই বিজয়সেনের সম্পর্কে কে ছিলেন, তাহার ঠিক প্রমাণ নাই। কোন কোন মতে আদিশূরকে সেনবংশীয় বলিয়াই স্বীকার করে না। সে সকল মতে আদিশূরবংশ এক স্বতন্ত্র বংশ ছিল। সেই বংশ ধ্বংস হইলে সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। "বহুবিবাহ" নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই মতটী উদ্ধার করিয়াছেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক গ্রন্থেও বল্লালসেনের জন্মাধ্যায়ে "আদিশূরের বংশ ধ্বংস" এই কথার উল্লেখ আছে। কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ পাঠক মহাশয়েরা পরে জানিবেন।

নানা মুনির নানা মত। এই সেনবংশের ইতিহাসে কতই যে মতান্তর, কতই যে পাঠান্তর, কতই যে ভাবান্তর পরিদৃশ্যমান হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আপাততঃ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণযুক্ত যে বর্ণনাটী আমাদিগের সহজ জ্ঞানে সম্ভব ও সংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

যে বংশে বীরসেনের জন্ম, আপাততঃ সেই বংশের তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষের নাম পাওয়া যায়। অশোকসেন এবং শূরসেন। বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন। তৎপুত্র হেমন্তসেন।

সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের কুলের শিরোভূষণ ছিলেন। কর্ণাট রাজ্যের সৌভাগ্য-সুধাকরের রাহুস্বরূপ দস্যুগণকে তিনিই দমন করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেনের মহিষীর নাম যশোদেবী। সেই যশোদেবীর গর্ভে রাজা হেমন্তসেনের ঔরসে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম বিজয়সেন। মতান্তরে তাঁহার অপর এক নাম বিশ্বক্সেন। তিনিও ব্রহ্মক্ষত্রিয়-সম্ভ্রমে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মবাদী ক্ষত্রিয়। এই বংশেই বল্লালসেনের উৎপত্তি। বিজয়সেন অথবা বিশ্বকসেনই আমাদের শ্রেণীকুলমর্য্যাদাস্থাপক মহাত্মা বল্লালসেনের জন্মদাতা পিতা। খ্রীষ্টীয় ১০৬৬ হইতে ১১০১ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরকাল বল্লাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। এই স্থানে দেখিতে হইবে, আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ হইতে ৯৫২

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসর। তাহার পর ১১৪ বৎসর অতীত হইলে বল্লালের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই গণনার সম্মুখেও যাঁহারা আদিশূরকে বল্লালের পিতা অথবা মাতামহ বলিয়া সিদ্ধান্ত অথবা অনুমান করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ের আর অন্য প্রমাণ প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ঘটকদিগের গ্রন্থে "আদিশূরের বংশনাশ" পদটী পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। আদিশূরের পুত্র ভূশূরের মৃত্যু হইলে রাজা আদিশূর আপন কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে পুত্রিকা কন্যারূপে গ্রহণ করেন। ইতিহাস ইহার বাহুল্য পরিচয় দিবে।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন। এই মহাত্মাও একজন বলবান্ নরপতি ছিলেন। ইনি একদিকে প্রয়াগ ও অপরদিকে পুরী পর্য্যন্ত পরাজয় করিয়াছিলেন এবং বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথা ইঁহার দ্বারা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের ঔরসে ও রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম—মাধবসেন ও কনিষ্ঠ কেশবসেন। কোন কোন মতে মাধবসেনের পুত্র কেশবসেন। যাহা হউক, এই কেশবসেনের পুত্র দ্বিতীয় অথবা শেষ লক্ষ্মণসেন। ইঁহাকে কেহ কেহ সুষেণ বা লাক্ষ্মণ্যসেনও বলেন। খৃষ্টীয় ১১২৩ হইতে ১২০৩ অব্দ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসরকাল এই লক্ষ্মণের জন্ম, কর্ম্ম, রাজত্বভোগ। ইঁহার অদৃষ্ট পর্য্যন্তই বঙ্গে সেনরাজবংশের রাজত্বের উপসংহার! কেবল সেনবংশের নহে,—বঙ্গে,—কেবল বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতে আর্য্যরাজবংশের উপসংহার!! হায়! সেই সাংঘাতিক ১২০৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের রত্নভূমি গর্ভধারিণী ভারতভূমি পরাধিনী!!!—দুঃখিনী অভাগিনী হইয়া পরাধিনী!!! সেই অভাগা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গেই,—সেনবংশের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে হিন্দুরাজত্বের অবসান!!! ভারতের স্বাধীনতার অবসান!!! যবনের প্রবেশ!

কুলাবলীসংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তকে, মার্শম্যান সাহেবকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে, তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ও বঙ্গের বাঙ্গালা পুরাবৃত্তে এবং গুহ্যতত্ত্বানভিজ্ঞ সাধারণ জনপ্রবাদে সেনবংশকে বৈদ্যবংশ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই এক ব্রহ্মক্ষত্রিয় বচনে সেই পূর্ব্বসংস্কারের প্রতি সংশয় অথবা সেই পূর্ব্বসংস্কারের সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দটী বড় সামান্য শব্দ নহে। যজুর্ব্বেদে সুস্পষ্ট লেখা আছে,

"ব্রহ্মক্ষত্রং ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ।" এই সমুজ্জ্বল পদাংশরূপ প্রখর প্রদীপ্ত রবিকরের সম্মুখে নক্ষত্র দর্শনের আশার ন্যায় এবং ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষাকালের গগনে সূর্য্যদর্শনের আশার ন্যায় আমরা ত এখন আর আমাদের হতভাগ্য বিলুপ্ত সেনরাজগণকে সহজে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করি না।

এইবারে বল্লালসেনের কথা। রাজা বল্লালের পিতৃনির্ণয় ও জাতিনির্ণয় এই দুটীই কিছু শক্ত কথা। জাতিসম্বন্ধে উপরে একটী কথা বলা হইয়াছে, এইখানে আর একটীর উল্লেখ আবশ্যক। বৈদ্য-বাচক অন্য অন্য গ্রন্থমধ্যে "কৌলীন্য-মুক্তাবলী" বলিতেছেন ;—

"দুহিসেনবংশজস্তস্যা গর্ব্ভে বিজয়সেনতঃ
জাতো বৈদ্যকুলে শ্রীমান্ ধীমান্ ধূমকেতুরিব।
রাজা বল্লালসেনাখ্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ
গৌড়েশ্বরো শঙ্করশ্চ খ্যাতস্ত্রিভুবনে নৃপঃ॥"

এই শ্লোকের দ্বারা মুক্তাবলীকার আমাদের বল্লালসেনকে বৈদ্যবংশের সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধূমকেতুস্বরূপ বর্ণন করিয়া বিজয়সেনের ঔরসপুত্র বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সেনবংশ যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নহেন, সেটী প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান নাই, সুতরাং আমরা এখন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম না।

বেচারা বল্লালের জাতিতেও গোল, পিতাতেও গোল!—কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়, কেহ বলেন বৈদ্য, কেহ বলেন কায়স্থ। ওদিকে আবার কেহ বলেন, আদিশূরের পুত্র,কেহ বলেন, গাধীশূরের পুত্র, কেহ বলেন, বাদীশূরের পুত্র, মার্শম্যান সাহেব আরও কিছু বেশী বলেন। আইন আকবরী বলে, সুখসেনের পুত্র, কয়েকখানি প্রস্তরফলক বলে, বিজয়সেনের পুত্র।—এত গোলমেলে কথার ভিতরেও আরও গোল। বাপের নামে এত গোল, পৃথিবীর কোন ভাষার কোন ইতিহাসেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কুন্তীপুত্র কর্ণ আর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, ইঁহাদের পিতৃগোল এত নহে। কেবল এক একজন দেবতা কল্পনা করা মাত্র। রাজা বল্লালসেনের জন্ম-রহস্যটী

একেবারেই যেন অনুপম। কেহ কেহ আবার বলেন, আদিশূরের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন বিবাহ করেন। বিজয়সেনের দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠার প্রতি বিরাগ, কনিষ্ঠার প্রতি অনুরাগ। জ্যেষ্ঠা মহিষী সেই দুঃখে পতিবশ-কামনায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে চরু উঠে। কনিষ্ঠা মহিষী হিংসাবশে সেই চরু চুরি করিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে নিক্ষেপ করেন। চরুর আকর্ষণী-শক্তিপ্রভাবে রাণীর বশীভূত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ মানব-দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক রাণীর শয়নকক্ষে আগমন করেন। তাঁহার বরপ্রভাবেই মহিষী লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে বল্লালসেনের জন্ম হয়। এই প্রমাণে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন, রাজা বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিজয়সেনের আর এক নাম বিশ্বক্‌সেন। উপরিউক্ত প্রমাণে কেহ কেহ মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন, রাজা বল্লালসেন সেনবংশীয় বিশ্বক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। এই প্রমাণেই প্রমাণ হয়, রাজা বল্লালসেন রাজা আদিশূরের দৌহিত্র। "বহুবিবাহ" নামক গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক গ্রন্থে বিদ্যানিধি মহাশয় কোন প্রামাণিক কুলাচার্য্যের মুখে এই প্রাচীন কবিতাটী শ্রবণ করিয়া প্রমাণস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন ;—

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষ্বক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

আরও বিদ্যানিধি মহাশয় বহু যত্নে,—বোধ হয় পরম সমাদরে—"রাম-জীবন-কৃত কুলপঞ্জিকা" নামিকা এক অশ্রুতপূর্ব্ব পাঁজী হইতে নিম্নলিখিত পদাবলী উদ্ধার করিয়াছেন ;—

"আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥"

কবিতা বলিতেছে, বল্লালসেনের পিতার নাম শ্রীধর।—এই শ্রীধর যে কে, বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার কিছুই বলেন নাই;—বোধ হয় জানেনও না। উদ্ধার করা কার্য্যটী অতি সহজ, তাহারই প্রসাদে পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে সেনবংশফলে ভাগ্যক্রমে আমরা শ্রীধরের নামটী দেখিতে পাইলাম।

যাহা হউক, যিনি যাহাই বলুন, বঙ্গরাজ বল্লালসেনের অসংখ্য পিতা অথবা অসংখ্য নামধারী একজন পিতাই থাকুন, সে কথা এ স্থলে তত গুরুতর বিচার্য্য হইতেছে না। মূলকথা এই হইতেছে যে, বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন কি না? মত প্রতিপোষক কয়েকটী উদ্ধৃত বচন ব্যতিরেকে বল্লালের পিতৃনির্দ্দেশকারী ইতিহাসবেত্তা কোন মহাত্মাই অন্য কোন বিশেষ প্রমাণে প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কিম্বা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই যে, রাজা বল্লালসেন সেনবংশীয় বৈদ্য ভূপাল। ধরুন, যদি তাঁহাকে আদিশূরবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই বা দাঁড়ায় কি? রাজা আদিশূর যে বৈদ্য ছিলেন, ইহারই বা প্রমাণ কোথায়? সেনরাজবংশীয় কতিপয় নরপতির নামের উত্তরে সেন শব্দটীর সংযোগ দর্শন করিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে, আদিশূরের নামের সঙ্গে বৈদ্যজাতির উপাধিবাচক সেন শব্দটী সংযোজিত আছে, ইহা কি তাঁহারা কুত্রাপি দর্শন করিয়াছেন? "রাজা আদিশূর সেন" এমন দীর্ঘচ্ছন্দের নামটী কি তাঁহারা কখনও কোথাও শ্রবণ করিয়াছেন? যদি শেষপুরুষের নামে সেন শব্দ থাকাতেই বৈদ্য বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে বংশের আদিপুরুষের নামের সহিত সেন শব্দের সংযোগ কিজন্য নাই? সম্ভবতঃ ব্যবস্থানুসারে এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তরটী আমরা কাহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারি? 23221

এই প্রসঙ্গে সহসা একটী রহস্য স্মরণ হইল। উদ্ভট রামায়ণের এক স্থলে লেখা আছে, অঙ্গদ যখন রাবণের মন্ত্রণা চর্চ্চিতে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করেন, তৎকালে তিনি রাবণকে "রাভণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, অঙ্গদ এই উত্তর দেন যে:—

"কুম্ভকর্ণে ভকারাস্তি, ভকারাস্তি বিভীষণে।
বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ, ভকার নাস্তি রাবণে?॥"

অর্থাৎ কুম্ভকর্ণে ভ আছে, বিভীষণে ভ আছে, কুলশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠসহোদর রাবণে ভ নাই?

এই দৃষ্টান্তে আমরা বৈদ্যবাদী মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল্লাল-
সনে সেন আছে, বিজয়সেনে সেন আছে, লক্ষ্মণসেনে সেন আছে;—
পরেও আছে, নীচেও আছে, কুলশ্রেষ্ঠ আদিপুরুষ আদিশূরে সেন নাই?
বে কি বলিয়া কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় আমরা এখন তাঁহাকে নিঃসন্দেহে
বদ্য বলিয়া গ্রহণ করি?

যাহা হউক, বহু প্রমাণে যাহা পাওয়া যাইতেছে, অবশ্য প্রামাণিক বলিয়া
আমরা তাহাই বলিব।—রাজা বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন।—শ্রীধরও
হেন, আদিশূরও নহেন, ব্রহ্মপুত্রও নহেন, অথবা অন্য কোন জীব জন্তু,
দ নদী, বৃক্ষ পর্ব্বত, সমুদ্র হ্রদ প্রভৃতি কিছুই নহে; দাক্ষিণাত্য সেনরাজ-
ংশীয় রাজা বিজয়সেন,—নামান্তরে বিষক্‌সেনই মহারাজ বল্লালসেনের জন্ম-
াতা পিতা। যাঁহারা বল্লালকে রাজা বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বলেন, তাঁহা-
দিগকে আমরা দূর হইতে শত শত নমস্কার করি!!!

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, রাজা বিজয়সেন মহাবীর্য্যবান্ বীর-
পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসিচালনা দর্শনে সমস্ত বীরগণ চমৎকৃত হইতেন।
স্বকীয় ভুজবলে তিনি ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত তাম্রশাসনের দ্বাবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে, রাজা বিজয়সেন
অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার সময় এক বহর রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন।
এই কথাতে পাঠক মহাশয়েরা বুঝিবেন, সার্দ্ধ অষ্ট শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের
দেশে এত রণতরী ছিল যে, সমরপ্রিয় রাজারা এক এক সময়ে রণতরীর
বহর (Fleet) পাঠাইতে সমর্থ ছিলেন।

রাজা বিজয়সেন গৌড়রাজ্য জয় করেন, এটী সর্ব্ববাদিসম্মত কথা।
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একবার লিখিয়াছিলেন, বিজয়সেনের পূর্ব্ব-
পুরুষেরাও গৌড়রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। এই সংস্কারের বাধ্য হইয়া তিনি
এই ভাবিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, নিজের পৈতৃক রাজ্য জয় করা বিজয়-
সেনের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল? দ্বাদশ বৎসর পরে কতক পরিমাণে
মিত্র মহাশয়ের সেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়। ভঙ্গীক্রমে তিনি লিখেন, বিজয়ের
পূর্ব্বপুরুষেরা সাধারণতঃ বঙ্গেশ্বর ছিলেন, বিজয়সেন কেবল গৌড়রাজ্যটী
স্বীয় ভুজবীর্য্যে অধিকার করিয়া লন। ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের এইরূপ

অনুমানসিদ্ধ মীমাংসার আর কোন বিশেষ প্রমাণ বা নিদর্শন অন্ত কোন পুস্তকে বা ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যের চোলবংশ একসময়ে প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহারা রাজা;—শৈব ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করোপম শঙ্করাচার্য্য দেব বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল করেন। সেই বংশের রাজা কুলতুঙ্গা অর্ণব-পোতারোহণে বঙ্গরাজ্য জয় (১) করিয়া তদানীন্তন বঙ্গরাজ মহীপালকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, বৈদ্যনাথের শিবমন্দির (২) চোলরাজ-গণের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। মহীসুরের ইতিহাসে ডাক্তার বক্নন্ লিখিয়াছেন, চোলারাজবংশীয় কুলতুঙ্গা ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী ছিলেন। বস্তুতঃ চোলরাজবংশদ্বারা আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গীয় পালরাজগণ একসময়ে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলারাজ কুলতুঙ্গা তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে বিজয়সেনকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। বলা হইয়াছে, চোল-রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয়সেনও শৈব। অতএব শৈব রাজা বৌদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া শৈবরাজ বিজয়সেনকে গৌড়ের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। (৩)

প্রস্তরফলকে দৃষ্ট হয়, মহারাজ বিজয়সেন দেব (৪) প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া একটী চমৎকার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

আরও একটী গোলের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন, রাজা বিজয়সেন যখন গৌড়ের রাজসিংহাসনে বিরাজিত, সেই সময় বোধ হয় আদিশূর-বংশীয় কোন নরপতি বঙ্গপ্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। তৎপ্রদেশের

(১) কুলতুঙ্গার শাসনপত্র।—Mackenzie Collection, Vol. I. Page 88.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1876, Page 108.—Col. Wilford.—Asiatic Research, Vol. IX. Page 39.—Eastern India, Vol. II. Page 22.

(৩) রাজসাহীর প্রস্তরফলক।—কুলতুঙ্গার শাসনপত্র।—ডাক্তার বকুনন্। ডাক্তার বার-নেল্।—P. A. S. B. 1876, Page 108.—Eastern India, Vol. II. Page 23.

(৪) সেনবংশের রাজারা সকলেই দেব উপাধিধারী।

অপর নাম সমতট। রাজা বিজয় সেই সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই কন্যার গর্ভেই বল্লালসেনের জন্ম। এ সিদ্ধান্তের কিন্তু অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। থাকুক কিম্বা নাই থাকুক, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, এ বিষয়ে বিসম্বাদ অতি অল্প।

যাঁহাদের মতে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র, লিপিচালনার সময় তাঁহারা নিতান্তই ব্যস্তবাগীশ ছিলেন এরূপ মনে হয়। ইতিহাস চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া বলিয়া দিতেছে, রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পাঁচজন নূতন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন নূতন কায়স্থ স্থাপন করেন, তাঁহাদের অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হইলে রাজা বল্লালসেন তাঁহাদিগকে থাকবন্ধ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সচ্চরিত্র, সাধু, ধর্ম্মশীল, তাঁহাদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। এই সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়াই বিচার করা আবশ্যক। আদিশূরের অভ্যুদয়কাল ৫২ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কন্যা হয়, কন্যার গর্ভে পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের যখন বিষয়বুদ্ধির পরিপক্কতার উপযুক্ত বয়স, তখন মাতামহ-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কতদূর বংশবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব? যদি জোর করিয়া আদিশূরের ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠার সময় হইতে বল্লালসেনের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত শতবর্ষও ধরা যায়, তাহা হইলেও এক এক পুত্রবান্ ব্রাহ্মণের পুত্রপৌত্রাদি তিন পুরুষের বেশী উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। তাদৃশ গণনায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশে তিনজন করিয়া ১৫ জন এবং পঞ্চ কায়স্থের বংশেও গড়ে ঐরূপ তিনজন করিয়া ১৫ জন, ঊর্দ্ধসংখ্যা বিংশতিজন মাত্র বংশধরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। ইহার মধ্যে আবার ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহ আছে। তবেই বিবেচনা করুন, পঞ্চদশজন কিম্বা বিংশতিজনের জন্য থাকবন্ধ করিবার গুরুতর কার্য্যে মহারাজ বল্লালসেনকে মহাব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, এটী সম্ভবপর হইতে পারে কি না? নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিয়াই আমরা আদিশূরের পুত্রিকা-বংশীয় অধস্তন অন্য কোন রাজকুমারীর গর্ভে বিজয়সেনের ঔরসে বল্লাল-সেনের জন্মবৃত্তান্তটীই সুসঙ্গত মনে করিতেছি।

কয়েকখানি কুলাবলীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সেনরাজবংশীয়েরা দিল্লীর সম্রাটও ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তদ্বংশীয় যে কেহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই গৌড়ের

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইবে। তদনুযায়িক বল্লাল যখন দিল্লীশ্বর ছিলেন, তৎকালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা। বৈদ্যকুলজি-লেখকগণ বলেন, সেই সময় বল্লাল এক নীচজাতীয়া কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হয়। লক্ষ্মণসেনের আশ্রিত ও অনুগত বৈদ্যগণ বল্লালের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উপবীত ত্যাগ করেন ও শূদ্রভাব ধারণে বাধ্য হন। এতৎপ্রসঙ্গে কতকগুলি অশ্লীল কবিতা ও অপবাদসূচক মিথ্যাবাক্যও বঙ্গদেশমধ্যে প্রচলিত হয়। সেই সকল অমূলক ও ঘৃণিত বাক্য যে বল্লালসেনের নির্ম্মল চরিত্রের অপকলঙ্কস্বরূপ,তাঁহার আর সন্দেহ নাই। ইহাতে কোন কোন সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ স্বার্থ দেখা যায়, তজ্জন্যই বৈদ্যকুলজি-লেখকগণ তাঁহাকে দিল্লীর রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া দেশমধ্যে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা দিল্লীতে রাজত্ব করেন নাই। বিক্রমপুর পরগণার রাজনগরনিবাসী রাজবল্লভ সেনই এই সমস্ত চক্রান্তের মূল।

বল্লালসেনের সময়েই বঙ্গের রাজধানী "সমতট" বিক্রমপুর নাম প্রাপ্ত হয়। এই বিক্রমপুরই "বল্লালবাড়ী বা রামপাল" নামে পরিচিত। ইহার এখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। যে স্থানে রাজবাটী ছিল, কথিত আছে, তাহার দক্ষিণাংশে ৩৫০০ হস্ত দীর্ঘ ও সহস্র হস্তের অধিক পরিসর এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এক্ষণে সেই দীর্ঘিকার অনেকাংশ ভরাট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বল্লালের সময়ে ইহা যে কত বৃহৎ ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। ইহা ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতি অল্পমাত্রই আছে। অনেকে রামপাল ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল খনন করিয়া রাশি রাশি স্বর্ণ,রৌপ্য ও মহামূল্য প্রস্তরসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশী হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড মহার্ঘ্য প্রস্তর এই স্থানে একবার প্রাপ্ত (৫) হওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে বল্লালসেনের রাজধানীর চিহ্নমাত্র কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মহাত্মাই বঙ্গদেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা, এই পাঁচ অংশে বিভাগ করেন। বঙ্গবাহিনী ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিমদক্ষিণ

(৫) রামপালের বিবরণ।—Taylor's Topography of Dacca and Taylor's Pereplus of the Erythrean sea.

প্রদেশসমূহ রাঢ়দেশ নামে প্রসিদ্ধ। এই রাঢ় শব্দ হইতেই রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি।

রাজা বল্লালসেন একজন বীর্য্যবান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। শাস্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান তাঁহার অতি প্রগাঢ় ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তিনি গ্রন্থপ্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১০১৯ শকাব্দে, (৬) সংবৎ ১১৫৩ অব্দে, খ্রীষ্টীয় ১০৯৭ অব্দে তিনি দানসাগর নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও তিনি বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপ্রণীত দানসাগর-গ্রন্থের উপসংহারভাগে লিখিত আছে;—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ
কলৌ শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ।
পদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ববসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তি সদ্বৃত্তচিন্তামণিঃ॥
ইতি পরমমাহেশ্বরমহারাজাধিরাজনিঃশঙ্কশঙ্করঃ
শ্রীমদ্বল্লালসেন দেব-বিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ।"

পিতার ন্যায় রাজা বল্লালসেনও শিবোপাসক ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার নামের বিশেষণে "পরমমাহেশ্বরমহারাজাধিরাজনিঃশঙ্কশঙ্করঃ" পদ সংযুক্ত দৃষ্ট হয়।

বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থসন্তানগণ মহারাজ বল্লালের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। যেরূপ সদাচার নির্ণয় করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ মর্য্যাদা পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ জাতির পক্ষেই বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘনীয়। সকল দেশে সকল সময়ে সকলের পক্ষে সেরূপ গৌরবটী ঘটে না। আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা সেটী আর রাখিতে পারিতেছি না। আর্য্যরাজত্বের

(৬) নিখিলনৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেন দেবেন।
পূর্ণে নবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥

অবসান হওয়াতে, বিজাতি বিধর্ম্মীসহবাসে আমরা নিতান্তই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি,—স্বাধীনতাধনে বোধ হয়, আমরা চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছি,—সমাজের প্রধান বন্ধন যে এক অমূল্য ঐক্যরত্ন, তাহা আমরা হারাইয়াছি,—দেশে স্বেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে,—বৃষ্টিবারিসিক্ত কপটশিষ্টভাববিশিষ্ট দুষ্ট মার্জ্জারের ন্যায় ধীরে, বিনম্রে, নিঃশব্দে প্রবেশ করে নাই; মশাল জ্বালিয়া ডাকাতি করার ন্যায় দিন দিন ভয়ঙ্কর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এখন আর আমরা আচারকে ধরিয়া ঘরে পুরিয়া চাবী দিয়া রাখিতে পারি না, সুতরাং সমাজবিপ্লব যতদূর হইবার, অহরহ তাহা ঘটিতেছে। এখন আমরা যেন পবিত্র আর্য্যসমাজকে পবিত্র বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা বোধ করি। আচারবিশিষ্ট কুলীনের আচারভ্রষ্ট পুত্রপৌত্রাদি কুলগৌরবে—কৌলীন্যমদে মত্ত। এ ব্যাধির আর প্রতীকার এখন নাই। মহারাজ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন প্রথমাবস্থাতেই সতর্ক হইয়াছিলেন, পবিত্রতা রক্ষাবিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণীয় নামকে আমরা মানসমন্দিরে পূজা করি। এই মহাত্মার প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতসর্ব্বস্ব, শিবসর্ব্বস্ব, মৎস্যসুক্ত তন্ত্র, অভিধান-রত্নমালা ও কবিরহস্য" প্রভৃতি বিবিধ সারবান্ গ্রন্থ হলায়ুধের রচিত। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, উমাপতি, শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ধোয়ী কবিরাজ ও জয়দেব এই পঞ্চ পণ্ডিতরত্নের দ্বারা লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এই সময়েই বিরচিত। ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ।

বলা হইল, বল্লালপুত্র প্রথম লক্ষ্মণ বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কুলীনসম্প্রদায়ের আচারব্যবহারের পবিত্রতারক্ষাবিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। সেনবংশের শেষরাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণও তৎসম্বন্ধে আরও অধিক উপকার করেন। যদিও তিনি এদিকে শেষদশায় নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের ন্যায় কাজ করিয়া আর্য্যকুলে কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ওদিকে তিনি একজন মহাত্মা ছিলেন। রাজার উপযুক্ত গুণ তাঁহাতে বিস্তর ছিল। পিতৃপুরুষপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের আদরগৌরবের মর্য্যাদা সমান রাখিবার অভিলাষে তিনি বিস্তর চেষ্টা করেন। মর্য্যাদার পতনমুখ দর্শন করিয়া তিনি অনেকানেক আচারভ্রষ্ট কুলীনপুত্রগণকে

কৌলীন্যগৌরবের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া দেন। যাঁহারা ধার্ম্মিক, সাধ্যমত সদাচার-পরায়ণ, রাজা লক্ষ্মণসেন কেবল তাঁহাদিগকেই তৎকালে কৌলীন্যমর্য্যাদার নির্দ্দিষ্ট অধিকারী করিয়া রাখেন। আহা! আর কেহ আমাদের জন্য তেমন করিবে না! অভাগ্য লক্ষ্মণ যে দিন যবনভয়ে গুপ্ত-ভাবে রাজপুরী হইতে পলায়ন করেন, নিদারুণ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের সেই নিষ্ঠুর দিন মনে পড়িলেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয়। সেই দিনেই আমাদের আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়াছে! সেই দিনেই আমাদের স্বাধীনতা-রত্ন পরিহস্তগত হইয়াছে! সেই দিনেই আমরা আর্য্যভূমে আর্য্যরাজা হারা-ইয়াছি! সেই দিনেই আমাদের জাতিগৌরব, কুলগৌরব, কৌলীন্যমর্য্যাদা, তেজ, বল, স্বাধীনভাব প্রভৃতি সমস্ত বাঞ্ছিত বৃত্তিই নিঃসহায় হইয়া অতল-জলশায়িনী হইয়াছে!!! আর যে শীঘ্র সে দিন,—সেই শুভদিন,—সেই পূর্ব্বাস্বাদিত সুখের দিন—আমাদের কপালে আবার ফিরিয়া আসিবে, সে আশা অতি অল্পই আছে।—জানি,—তথাপি চেষ্টা করিয়া না দেখা ভাল নহে;—চেষ্টার অসাধ্য অতি অল্প কার্য্যই আছে। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, চেষ্টার দ্বারা সিদ্ধ না হইলেও দোষ নাই। সেই নীতি অনুসারে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, কতদূরে কিসে কি দাঁড়ায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চব্রাহ্মণ ও তাঁহাদিগের বংশ।

হেতুবাদেই বলিয়াছি, সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণবংশই আমাদের বক্তব্য। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় শ্রেণীই আপাততঃ উদ্দেশ্য।

ঋষিদিগের বংশেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণের আশ্রম, ক্রিয়া ও আচারব্যবহারাদি মহাভারতগ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে। মহাভারতের পর কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস দুর্লভ। পালবংশী-য়েরা যখন এ দেশের রাজা, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এতদূর প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠে যে, সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তৎকালে তর্কসংগ্রামে বৌদ্ধগণকে

পরাস্ত করিতে পারেন না। উভয় ধর্ম্মই এক, এইরূপ সামঞ্জস্য দাঁড়ায়। কতক কতক ব্রাহ্মণ সেই সময়ে দেশান্তরে প্রস্থান করেন। যাঁহারা নিতান্ত নির্বীর্য্য, শাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার কেবলমাত্র অক্ষরগত, কিম্বা যাঁহারা বর্ণ-পরিচয়েও অপরিচিত, প্রধানতঃ তাঁহারাই বঙ্গদেশের গৌরববর্দ্ধন অথবা গৌরবনিধন করিতে থাকেন। কথিত হইয়াছে, পালবংশের পরেই সেন-রাজবংশ। ইতিহাস আমাদিগকে ঠিক বলিয়া দেয় না, আদিশূর কোন্ বংশের রাজা। ইংরাজি ইতিহাসপ্রমাণে আদিশূরকে সেনবংশীয় বলিয়া ধরিতে হয়। দেশীয় অন্যবিধ প্রমাণে আদিশূরবংশ সেনবংশ হইতে স্বতন্ত্র। যাহা হউক, যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার নয়শত বৎসর পরে বঙ্গের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া আদিশূর নানাযাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুত্রেষ্টি যাগকামনায় হোতাসংগ্রহের সময় তিনি দেখিলেন, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা (১) প্রায় সাধারণতই আচারভ্রষ্ট, বেদবিরহিত, যাগযজ্ঞে অকর্ম্মণ্য ;—অতএব তিনি সেই সময় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে সভৃত্য বেদপারগ পঞ্চব্রাহ্মণকে (২) নিমন্ত্রিত করিয়া আনেন। তজ্জন্য তিনি কনোজরাজ বীরসিংহকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি (৩) মমগৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্ ॥"

---

(১) কথিত আছে, তৎকালে বঙ্গে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বংশ আজি সাতশতী নামে বিখ্যাত।

(২) ঠাকুরবংশাবলীর মতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৯৯৪ শকের (১০৭২ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে ৯ই তারিখে বৃহস্পতিবারে আদিশূরের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছেন কিন্তু "সম্বন্ধনির্ণয়" পুস্তকে ৯৯৯ সংবৎ (৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার "বহুবিবাহ" নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় "আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।" এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদুভয় মতের মধ্যে ১৩০ বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ শেষের দুটী গণনাই প্রামাণিক।

(৩) রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে পূর্ব্বে একবার কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা মহারাজ

রাজা বীরসিংহ তদুত্তরে এইরূপ পত্র লিখিয়া সদার সভৃত্য পঞ্চ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা:—

"মহারাজ রাজা আদিশূরো মহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মে হস্তাদি সখ্যম্।

তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি-ভৃত্যান্।"

বিজ্ঞ পাঠকমহাশয়েরা অবগত আছেন, সেই পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় বা ছন্দজ্ঞ ও বেদগর্ভ। তাঁহাদিগের সহিত যে পঞ্চকায়স্থ আইসেন, তাঁহাদিগের নাম, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। এই পঞ্চকায়স্থের বংশাবলী প্রসঙ্গানুসারে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ভৃত্যসহ বিপ্রগণ বিক্রমপুরে উপস্থিত। রাজা আদিশূরকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাঁহারা রাজপ্রাসাদের দ্বারপালকে অনুরোধ করেন। দ্বারপাল রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! পাঁচটী ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। গলায় চর্ম্মোপবীত, পায়ে চর্ম্মপাদুকা, তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন, ষাঁড়ে আরোহণ। তাঁহাদের মুখেই শুনিলাম, তাঁহারাই মহারাজের নবীন যজ্ঞের আমন্ত্রিত, কান্যকুব্জমহীপতির প্রেরিত, সমাদৃত পঞ্চব্রাহ্মণ।"

রাজা এইরূপ পরিচয় শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কি পাপ। ইহাঁরাই শাস্ত্রজ্ঞ পবিত্র ব্রাহ্মণ! ইহাঁদের দ্বারাই যজ্ঞ হইবে! ইহাঁরা এরূপ কুৎসিত ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ! ঘৃণার সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া দ্বারবান্‌কে কহিলেন, "তাঁহাদিগকে গিয়া বল, আমি এখন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছি,—সাক্ষাৎ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে,—ততক্ষণ তাঁহারা শ্রম দূর করুন।"

দ্বারীর নিকট এই কথা শুনিয়া ও রাজার তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়া দ্বিজগণ

আদিশূরের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই পুত্রেষ্টি যাগ দ্বিতীয়বার। এই কারণেই রাজা বীরসিংহের নামীয় পত্রে "পুনরপি" শব্দের ব্যবহার।

অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইলেন; তথায় আর অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যে অর্ঘ্যবারি তাঁহাদিগের হস্তে ছিল, প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সেই বারি একটী শুষ্ক বৃক্ষোপরি (৪) নিক্ষেপ করিলেন। সেই শুষ্কবৃক্ষটী তদ্দণ্ডেই নবীন-শাখাপ্রশাখার সহিত ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইল। বিদ্যাসাগরমহাশয়কৃত বহুবিবাহে বর্ণিত আছে যে, "বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘী আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ; নাম গজারি বা গজালি বৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথায়ও নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিতও হয় না।"

আমন্ত্রিত পঞ্চব্রাহ্মণ যে আদিশূরকল্পিত কুৎসিত ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সত্যমিথ্যা দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এক বচন আছে,—

"গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"

ইহার অতিরিক্ত আর আমরা কিছুই অবগত নহি। যদিও কেহ সন্দেহ করেন, তাহা হইলেও দেশব্যবহারে চর্ম্মপাদুকা ধারণ, বৃষারোহণ এবং তাম্বূল চর্ব্বণ তাদৃশ দোষাবহ নহে। সুতরাং কুৎসিত ম্লেচ্ছাচার বলা যাইতে পারে না। চর্ম্মোপবীত ধারণটী ত কস্মিন্ কালেও "কুৎসিত ম্লেচ্ছাচার" হইতেই পারে না। এটী বরং সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অন্যতম উৎকৃষ্ট সুপবিত্র শুদ্ধাচার।

যাহা হউক, একটী শুষ্কবৃক্ষ সজীব হইল, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে। যখন এই সংবাদ নৃপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি

---

(৪) মতান্তরে মল্লকাষ্ঠ অথবা মালকাঠ। অথচ এই শুষ্কবৃক্ষের নাম গজালি। অতএব কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, মল্লকাষ্ঠস্থলে গজালি অর্থাৎ গজবন্ধন করিবার আলান, এইরূপ অর্থ হওয়াই সম্ভব।

অবিলম্বেই তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে করিতে স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদ্দর্শনে ঐ উদারচিত্ত বিপ্রপঞ্চ সন্তুষ্ট হইয়া "মহারাজের মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎকালে কায়স্থেরা রাজসমীপে এইরূপে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করেন, যথা,—

"যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃসহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রত ভো শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥
ইতি রাজ্ঞোবচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্রনামকে।
কাশ্যপেচৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী॥
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রোনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্॥
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূত শ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুযোত্তমসংজ্ঞকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।"

ভট্টনারায়ণ সেই সময়ে তাঁহার প্রণীত "বেণীসংহার" নাটকখানি রাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

পরে একটী শুভদিন স্থির করিয়া রাজা আদিশূর ঐ পঞ্চবিপ্রের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। ভট্টনারায়ণ ঐ যজ্ঞে হোতার কার্য্য

করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ আদিশূর শ্রীহর্ষাদি চারিজনের মধ্যস্থলে তাঁহাকে বসাইয়া মান দান করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে আদিশূর ঐ পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে দানগ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে,তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অসম্মত হন; কিন্তু পরে হোতা ভট্টনারায়ণ দানস্বরূপ মহারাজের নিকট হইতে সামান্য মূল্যে কতকগুলি গ্রাম ক্রয় করেন। কালক্রমে মহারাণীও গর্ভবতী হইয়া ঐ যজ্ঞের ফলস্বরূপ ভূশূর নামে একটী পুত্ররত্ন প্রসব করেন এবং মহারাজও সফলমনোরথ হইয়া পারিতোষিকস্বরূপ ঐ ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চগ্রাম (৫) প্রদান করিয়াছিলেন। তখন মহারাজ মহা উৎসাহান্বিত ও মহা আনন্দিত হইয়া পরমভক্তির সহিত ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে বঙ্গে বাস করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা মহারাজের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, একবার স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজাজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন; দেশে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে "পতিত" ও তদীয় পিতৃগণকে সংস্পৃষ্টদোষে দূষিত বলিয়া সমাজচ্যুত করেন। মনুর বচন (৬) দেখান যে,—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছেৎ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥

কণৌজরাজ বীরসিংহ ঐ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে গৌড়ে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও অবমানিত বিবেচনা করিয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গের সহিত(৭) পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে আসিলেন। দ্বিজবৎসল আদিশূরের প্রসাদলাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই তদবধি পরমসুখে এই বঙ্গরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মূল পঞ্চব্রাহ্মণের ভ্রাতৃগণকেও দানশীল মহারাজ আদিশূর কয়েকখানি গ্রাম ও বিস্তর ভূমি

---

(৫) পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

(৬) এই হতভাগ্য দেশে আজকাল মনু যে কত এবং মনুর বচন যে কত, তাহার সংখ্যা করা বোধ হয় দেবগুরু বৃহস্পতিরও অসাধ্য।

(৭) পূর্ব্ববর্ণিত শ্লোকে সদার শব্দ আছে; কিন্তু দারা যে সঙ্গে ছিল, তাহার অন্য প্রমাণ নাই। পরিবারের উল্লেখ কেবল এই স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের ভ্রাতৃগণের সন্তানসন্ততি। সে যাহা হউক,দেবীবরের কারিকায় ভট্টনারায়ণাদির পিতৃনাম দৃষ্ট হয়।—

"শ্রীক্ষিতীশস্তিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা * * * * * ॥"

ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ, শাণ্ডিল্য গোত্র। শ্রীহর্ষের পিতা মেধাতিথি, ভরদ্বাজ গোত্র। দক্ষের পিতা বীতরাগ, কাশ্যপ গোত্র। ছান্দড়ের পিতা সুধানিধি, বাৎস্য গোত্র। বেদগর্ভের পিতা সৌভরি, সাবর্ণ গোত্র।

বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রমতে ক্ষিতীশপুত্র নারায়ণভট্ট, মেধাতিথির পুত্র গৌতম, বীতরাগপুত্র সুসেন, সুধানিধির পুত্র ধরাধর, এবং সৌভরির পুত্র পরাশর, এই পঞ্চমহাত্মা বারেন্দ্রশ্রেণীর আদিপুরুষ। বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র আরও ইহাও বলে যে, বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষেরাও আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র ব্যতীত আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চাধিক ব্রাহ্মণের আগমনসংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না, সুতরাং এ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা কিছুই বলিতে পারিলাম না।

গ্রন্থবিশেষে পঞ্চব্রাহ্মণের আনুমানিক বয়ঃক্রমসংখ্যাও উল্লিখিত আছে। গৌড়ে আগমন সময়ে ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর; শ্রীহর্ষের ৯০; দক্ষের ৬০; ছান্দড়ের ৩০ এবং বেদগর্ভের ৫০ বৎসর। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শ্রীহর্ষদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ছান্দড় মহোদয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক।

বলা বাহুল্য যে, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণই আমাদিগের এক্ষণকার ঋষিবংশীয় আদিপুরুষ। তাঁহাদিগের পাঁচজনের পুত্রসমষ্টি ৫৬ জন। তাঁহাদের বিবরণ নিম্নভাগে দৃষ্ট হইবে।

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ॥
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ।"

ভট্টনারায়ণের ১৬, দক্ষের ১৬, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২ এবং ছান্দড় মহোদয়ের ৮ পুত্র ; সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন। মতান্তরে দৃষ্ট হয়, "একাদশ সমাখ্যাতাশ্ছান্দড়স্য তনূদ্ভূতাঃ।" ছান্দড় মহোদয়ের ১১টী পুত্র। এ গণনার সমষ্টি উনষষ্টি। আবার রাঢ়দেশীয় ও পূর্ব্বদেশীয় অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ছান্দড় মহোদয়ের দশ পুত্র। ছান্দড়ের বংশবর্ণনায় ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গোত্র, বংশ, রাজদত্ত গ্রাম এবং তাঁহাদিগের সহিত পঞ্চকায়স্থ ও তাঁহাদিগের কুলের পরিচয় নিম্নভাগে প্রদর্শিত হইল।

ব্রাহ্মণ।	গোত্র।	বংশ।	রাজদত্তগ্রাম।	কায়স্থ।	গোত্র।	কুল।
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	বন্দ্য	পঞ্চকোটি	মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ।
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	মুখটী	কঙ্কগ্রাম	বিরাট	কাশ্যপ	গুহ।
দক্ষ	কাশ্যপ	চট্ট	কামকোটি	দশরথ	গৌতম	বসু।
ছান্দড়	বাৎস্য	ঘোষাল কাঞ্জিলাল পূতিতুণ্ড	হরিকোটি	পুরুষোত্তম	সৌকাল্য	দত্ত।
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	গাঙ্গুলী	বটগ্রাম	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র।

এই সকল সৎকীর্ত্তি মহারাজ আদিশূরের। মহারাজ আদিশূর একজন শাস্ত্রজ্ঞ, নিত্যশাস্ত্রপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রজারঞ্জন, পরোপকার-ব্রতপালক, আর্য্যজাতির মানমর্য্যাদা-প্রতিপোষক, মহাবীর্য্যবান্ বাহুবলসম্পন্ন নরপতি ছিলেন আর্য্যজাতির গৌরব তিনি জানিতেন, রাখিতেন, জানাইবার উপায়বিধানও করিতেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, অধিকদিন তাঁহাকে বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে হয় নাই। তাঁহার পরে তাঁহার বংশে রাজা কে, ইতিহাস তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বড়ই অন্ধকারে রাখিয়াছে। ঘটকের গ্রন্থে দেখা যায়, আদিশূরবংশ লোপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর সেনবংশের আবির্ভাব। ১১৪ বৎসর পরে রাজা বল্লালসেনের উদ্ভব দেখা যায়। বল্লালকে নূতন অধ্যায়ে আমরা আমন্ত্রণ করিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের গাঁইগোত্রাদি নির্ণয়।

ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ পুরুষানুক্রমে রাজদত্ত গ্রামসমূহের আখ্যানুসারে গাঁই পদবীতে পরিচয় দিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। বিপ্রপঞ্চের বংশবিস্তার হইলে পাছে তাঁহাদিগের বংশধরেরা সাতশতীদিগের সহিত মিলিত হয়, তজ্জন্যই পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত ৫৬ জনকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসতি করাইয়া সেই সেই গ্রামের নামানুসারে প্রত্যেককে গাঁই আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক রাজা আদিশূর পূর্ব্বসাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশেই সর্ব্বপ্রথমে গাঁই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহ সর্ব্বাগ্রেই ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হন, তজ্জন্যই তাঁহার নামের পূর্ব্বে "আদি" শব্দ সন্নিবেশিত দৃষ্ট হয়; তদনুসারেই তাঁহার নাম আদিবরাহ।

কুলদীপিকা ও অন্যান্য কুলাবলী-গ্রন্থানুসারে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চমহাপুরুষের পুত্রগণের গাঁই যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে। ভট্টনারায়ণের পুত্রগণ নিম্নলিখিত গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন। যথা :—

> বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
> পারি কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কোগড়ঃ॥
> আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়্যারিঃ করালকঃ।
> ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শঃ স্মৃতাঃ॥

শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশে, বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই।

শ্রীহর্ষের পুত্রগণের গাঁই এইরূপ লিখিত আছে,—

> আদৌ মুখটী ডিণ্ডি চ সাহরী রাইকস্তথা।
> ভরদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ॥

ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষবংশে, মুখটী, ডিণ্ডি বা ডিংসাই, সাহরী ও রাই এই চারি গাঁই।

দক্ষের পুত্রেরা যে যে গাঁই প্রাপ্ত হন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা :—

চট্টোহম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারির্হড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পূষলী তথা॥
মূলগ্রামী কোয়ারি চ পলশায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে, চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভূরিষ্টাল, পালধি, পাকড়াশী, পূষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী সিমলায়ী, ভট্ট এই ষোল গাঁই।

ছান্দড়ের পুত্রগণ যে যে গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন, তাহা নিম্নভাগে প্রদর্শি হইল। যথা :—

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপূলীশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ॥

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশে, কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পুতিতুণ্ড, পিপ্‌লাই, ঘোষা বাপুলি, কাঞ্জারী ও সিমলাল এই আট গাঁই।

বেদগর্ভের পুত্রদিগের গাঁই এইরূপ লিখিত আছে। যথা :—

গাঙ্গুলিঃ পুংসিকোনন্দী ঘণ্টাকুন্দ সিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশে, গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এ বার গাঁই।

ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্রের মধ্যে কে কোন্ গাঁই প্রাপ্ত হন, তাহা নি প্রদর্শিত হইল। যথা :—

আদ্যৌ বন্দ্যবরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়ীকোমতঃ।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব লালঃ কুসুমকুলিকঃ॥
বাটুঃ স্যাৎ পারিহালোঽসৌ কুলভির্গুঞিনামকঃ।
গণো ঘোষালিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ঃ শাণ্ডেশ্বরস্তথা॥
বুড়ো মাষচটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারিস্তথানীলঃ করালো মধুসূদনঃ॥
কুশী চ কোয়নামা চ কুলীসশ্চৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈব মহামতিঃ॥
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
(আদি) বরাহ	বন্দ্যঘটী (বাঁড়ুরি)।	বুড় (গণপতি)	মাষচটক।
রাম	গড়গড়ী।	বিকর্ত্তন (মহামতি)	বটব্যাল।
নীপ	কেশরকুনী (কেশরী)।	নীল (বিক)	বসুয়ারি।
লাল (নান)	কুসুমকুলি (কুসুম)।	মধুসূদন	করাল।
বাটু (বটুক)	পারিহাল (পারিহা)।	কোয় (নিহো, দীন)	কুশারি।
গুঞি (গুঁই)	কুলভি।	বাসু (শুভ, কাম)	কুলকুলী।
গুণ (গুণমণি)	ঘোষলী।	মাধব (বিভু, দেব)	আকাশ।
শাণ্ড (সাহ, সাঢ়ু)	সেয়ক (সেয়)।	মহামতি (গুপ্ত)	দীর্ঘাঙ্গী।

কারিকা।

"আদি বরাহ বাঁড়ুরি, গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুনী, নান যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি, কুলভিতে গুঁই।
গুণপতি দীর্ঘবাড়ী, বিকে বসু কই॥
মহামতি বটব্যাল, বিভু আকাশে বলি।
সাই (সাঢ়ু) সেয়ক, শুভ কুলকুলী॥

নিহো কুশারি অরি, মধু কল্লালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর, গাঁয়ে অবস্থান॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাষচটে যান॥"

ইহাঁরা সকলেই শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূত, এক প্রবর, এক বেদী ও এক শাখী "বেণীসংহার, কাশীমরণ মুক্তিবিচার, প্রয়াগরত্ন, গোভিল সূত্রভাষ্য" এই চারিখানি প্রধান এবং আরও কয়েকখানি শিক্ষামূলক গ্রন্থ মহাত্মা ভট্টনারায়ণের বিরচিত

শ্রীহর্ষ মহোদয়ের চারিটী মাত্র পুত্র, সেই পুত্রদিগের নাম ও গাঁই নিম্নে লিখিত হইল। যথা:—

ধান্দু নামা মুখটীস্যাৎ জনঃস্যাৎ দীনশায়ীকঃ (ডিণ্ডিশায়ীকঃ)।
লালঃ সাহরীকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ (রাইকো) রামনামকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ।

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
ধান্দু	মুখটী।	লাল	সাহরী।
জন	ডিংসায়ী।	রাম	রায়ী।

ইহাঁরা সকলেই ভরদ্বাজগোত্র, সমান প্রবর, সমান বেদী ও সমান শাখী শ্রীহর্ষ মহাকবি নামে বিখ্যাত এবং তিনি "নৈষধচরিত ও খণ্ডন খণ্ডকাব্য' গ্রন্থের রচয়িতা।

দক্ষ মহোদয়ের ১৬ পুত্র। সেই পুত্রদিগের নাম ও তাঁহারা কে কো গাঁই, তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে। যথা:—

ধীরহ্ভবৎ গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদম্বুলীয়কঃ।
ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শম্ভুঃস্যাত্তৈলবাটীকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডিঃ স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকোমতস্তথা॥
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধিঃ রামনামকঃ।

কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটিঃ বনমালিকঃ ॥
সিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটঃ পুষলীকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ ॥
এতে ষোড়শসম্ভুতাঃ কাশ্যপাশ্চেতি সংজ্ঞকাঃ।

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
ধীর	গুড়।	কৃষ্ণ	পোড়ারি।
নীর	অম্বুলী।	রাম	পালধি।
শুভু	ভূরিশ।	জন	কোয়ারি।
শম্ভু	তৈলবাটী।	বনমালি	পাকড়াশী (পর্কটি)।
কৌতুক	পীতমুণ্ডী।	শ্রীহরি	সিমলায়ী।
সুলোচন	চাটুতি।	জট	পুষলী।
পালু	পলশায়ী।	শশিধর	ভট্ট।
কাক	হড়।	কেশব	মূলগ্রামী।

ইহাঁরা সকলেই কাশ্যপগোত্র, এক প্রবর, এক বেদী ও এক শাখী এবং পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতি।

ছান্দড় মহোদয়ের ৮ পুত্রের গাঁই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু মতান্তরে ১০ ও ১১টী পুত্র। এক্ষণে ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইতেছে। যথা :—

মতান্তরে,—

"পূর্ব্বগ্রামী দীঘাড়িশ্চ চোৎখণ্ডী * *।
বাৎস্যগোত্রে ইমে জাতা বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে ॥"

অন্যমতে পূর্ব্বগ্রামী, দীঘাড়ি ও চোৎখণ্ডী এই তিন গাঁই লইয়া একাদশ গাঁই গণনা হইতেছে। "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "রাঢ়ীয়দিগের ৫৬ খানি গ্রাম গণনাসময়ে ছান্দড়ের আট সন্তান জন্মে, তৎপরে আর দুই মহাপুরুষ ছান্দড় হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন।" আমাদের মতে এই মতটী গ্রহণযোগ্য; কিন্তু গ্রামগণনার পর ছান্দড় মহোদয়ের দুই পুত্রের পরিবর্ত্তে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইটীই যুক্তিসঙ্গত। যথা :—

"একাদশসমাখ্যাতা শ্ছান্দড়স্য তনূদ্ভূতাঃ।"

আমরা একণে এগারটী পুত্রের নাম ও তাঁহাদিগের গ্রামের নাম অনুষ
ঙ্গ গাঁই নিম্নে প্রদর্শন করিলাম। যথা :—

"রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ কবি পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশা বাপুলী পিপ্পলী চ ধীরশ্চ পূতির্নন্থু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগ্রামী, শ্রীশ্রীধরোঽভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জারী চ, চোৎখণ্ডীক নামাগুণাকরঃ স্যা
মনো দীঘালো ভুবিরুদ্র তুল্যা। বাৎসায়ণাস্তে কথিতাশ্চ পুত্রা

রাঢ়দেশীয় পুস্তকের মতে।

ছান্দড়স্য সুতাজাতাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
রবিঃ কবিঃ সুরভিশ্চ ধীরো নীরো মহাযশাঃ॥
বিশ্বম্ভরঃ শ্রীধরশ্চ হর্বিনীলাম্বরস্তথা।
রবির্মহিন্তা কবিঃ শিমলালঃ, শ্রীঘোষবংশোঃ সুরভিঃ প্রসিদ্ধঃ
ধীরশ্চ সংপ্রতি পূতিতুণ্ডঃ, নীরশ্চাভূৎ পিপ্পলীয়ঃ।
মহাযশা বাপুলী বংশবীজঃ স শ্রীধরঃ সপ্তচ কাঞ্জিবিল্ল॥
বিশ্বম্ভর পূর্ব্ব ইতি প্রসিদ্ধা নীলাম্বরস্তৎপর চোৎখণ্ডী।
শ্রীকাঞ্জাড়িঃ শ্রীহরিনাম ধেয়ঃ পূতিঘোষ কাঞ্জিনালাঃ কুনীনাঃ

আবার পূর্ব্বদেশীয় পুস্তকের মতে এইরূপ। যথা :—

ছান্দাড়াৎ সুরর্ভিজাতো বাৎস্যে রবিঃ কবিস্তথা।
ভানুঃ কানুর্বলাইশ্চ সাধকোবলভদ্ররঃ॥
ধীতো মাধব নামাচ নারায়ণো বিনায়কঃ।
এতে বাৎস্য কুলোদ্ভূতা শ্ছান্দাড়াদ্দশসংখ্যকাঃ॥
সুরভিস্ত এ ঘোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবিস্তথা।
রবিঃ সংপ্রতি পূতিতুণ্ডঃ চোৎখণ্ডী ভানুর্ভানুরি বাভবৎ

কান্থুর্মহিন্তা তদ্রীত্যা পিপ্‌লী বনমালিকঃ।
বাপুত্রী সাধকঃ শ্রীমান্ পূর্ব্বামী বলোপ্রাভবৎ ॥
শিমলালোধীতঃ খ্যাতো মাধবঃ কাঞ্জিবাড়িকঃ।
এতে অগ্নিসদৃশাস্তীক্ষ্ণা বাৎস্যে ছান্দড় সম্ভবাঃ ॥

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
রবি (কাহ্ন)	মহিন্তা।	বিশ্বম্ভর (বলাই)	পূর্ব্বগ্রামী।
সুরভি	ঘোষাল।	শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী।
কবি (ধিত)	শিমলাল।	নারায়ণ (হরি)	কাঞ্জারী।
মহাযশা (শ্রীমান্)	বাপুলী।	গুণাকর (নীলাম্বর, ভাহ্ন)	চোৎখণ্ডী।
ধীর (রবি)	পূতিতুণ্ড।	মনো	দীঘাল (দীঘাড়ি)।
শঙ্কর (নীর, বনমালী)	পিপ্‌লাই।		

ইহাঁরা সকলেই বাৎস্যগোত্র, এক প্রবর, এক বেদী ও এক শাখী। কিন্তু সাবর্ণগোত্রের প্রবরের সহিত ইহাঁদের গোত্রের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রের আদিপুরুষ এক, তজ্জন্য ইহাঁদিগের পরস্পরের বিবাহ-নিষিদ্ধ এবং পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন বোধ হয়।

বেদগর্ভ মহোদয়ের দ্বাদশ সন্তান, সুতরাং গাঁইও দ্বাদশটী। সেই পুত্র-দিগের নাম ও তাঁহারা কে কোন্ গাঁই ছিলেন, তাহা নিম্নে ( ) হইল। যথা :—

হলনামা চ গাঙ্গুলিঃ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ ॥
বিশ্বরূপ স্তথা নন্দী কুমারো বালীগ্রামকঃ।
যোগীসিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ ॥
দক্ষঃ ঘাটকসংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মুরারিশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ ॥
এতে পুত্রা মহাপ্রজ্ঞাঃ সাবর্ণা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
হল	গাঙ্গুলি।	যোগী	সিমারি।
রাজ্যধর	কুন্দ।	রাম	পুংসিক।
বশিষ্ঠ	সিদ্ধল।	দক্ষ	ঘাটক (ঘাট)।
মদন	দায়ী।	মধুসূদন	পারিহাল।
বিশ্বরূপ	নন্দী।	মুরারি	ঘণ্টেশ্বরী।
কুমার	বালী।	গুণাকর	নায়ারী।

ইহাঁরা সকলেই এক গোত্র, এক প্রবর, এক বেদী ও এক শাখী এবং পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতি।

বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রের সমান প্রবর দেখা যায়, তজ্জন্য এই দুয়ের মূল-পুরুষ এক। সুতরাং এই দুই বংশীয়েরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন বলিতে হইবে। কোন কোন বংশে ইহাঁদের মধ্যে গোত্রও সমান দেখা যায়, সুতরাং ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ। যদি ঘটনাক্রমে এক গোত্রে বা এক প্রবরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে সেই স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে যে বংশে সমান গোত্র ও সমান প্রবর দেখা যায়, সেই সেই বংশেই বিবাহ নিষেধ। যথা:—

"সমানগোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যোদেবহীয়তে।

মতান্তরে;—

সমানপ্রবরাবাপি শিষ্যসন্ততিরেব চ।
ব্রহ্মাদাতুর্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে॥

ভিন্ন গোত্রেপি সমান প্রবরত্বং যথা বাৎস্য সাবর্ণি গোত্রয়োরৌর্বচ্যবনভার্গব জামদগ্ন্যাপ্নুবৎ প্রবরাঃ। একগোত্রেপি প্রবরান্যত্বং যথা ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিক কৌশিক ঘৃতকৌশিকাঃ প্রবরাঃ। কৌশিককুশিক বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ গোত্রাণি তু তত্তন্নামক গোত্রভাগিনি বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধ মাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং তেন কাশ্যপগোত্রঃ

যস্য স কাশ্যপগোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনে ব্যাব-র্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।" উদ্বাহতত্ত্ব।

নিম্নলিখিত গাঁইগুলি সমান প্রবর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"পুংসিক নন্দিক বালি আর ঘাট ঘণ্টা।
বাপুলীক নায়ী দায়ী পারিতু মহিন্তা॥
সিয়ারি সিদ্ধল কাঞ্জারীক শিম্বলাল।
পিপ্‌পলীক কাঞ্জিবিল্লী গাঙ্গুলি ঘোষাল॥
পূতিতুণ্ড কুন্দ আর পূর্ব্বগ্রামী পাই।
দীঘাড়িক চোৎখণ্ডী সগোত্রেতে গাই॥
তুই মুনিবর বংশ সগোত্রেতে হয়।
প্রবর সহিত এতে হয় সমন্বয়॥"

রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বেদের মধ্যে সামবেদের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, স্থতরাং তাঁহারা সকলেই সামবেদী ও কুথুমশাখী। অন্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের ভাগও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঋকবেদী, তাঁহারা আশ্বলায়ন শাখী এবং যাঁহারা যজুর্ব্বেদী, তাঁহারা কাণ্বশাখার মতে বৈদিককর্ম্ম সম্পন্ন করেন। এই বেদত্রয়ই যজ্ঞকার্য্যোপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যজ্ঞকার্য্যে যদিও অথর্ব্ববেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তত্রাচ ঐ কার্য্যে যে সকল বিঘ্ন ও ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য অথর্ব্ববেদের সাহায্য করে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন না করিলে কোন মতেই ব্রাহ্মণমধ্যে গণ্যই হইতেন না। এক্ষণে যদিও সেরূপ পাঠের চর্চ্চা নাই, তথাচ যাগযজ্ঞ, দেবদেবীর পূজা, সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা, সাবিত্রীগ্রহণ, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয়, সে সকলই বেদ বা উহার শাখা। এই মূল ধরিয়া এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত বেদ ও শাখা অনুসারে বেদীয় ও শাখীয় পরিচয় হইয়াছে।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যে পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই সেই গোত্র ও প্রবরগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতিত, বিশ্বামিত্র, কুশিক, পরাশর, আলম্যান, গৌতম, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন, কৌশিক, সৌকালিন ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি গোত্রও আছে। এস্থলে উহা প্রকাশের আবশ্যকতা নাই।

গোত্র।	প্রবর।
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল।
ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।
বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

স্থূলকথা এই যে, ঋষিদিগের দেব ও পিতৃকার্য্যের জন্য যে হোমধেনু-গুলি রক্ষিত হইত, সেই হোমধেনুগুলিকে হিংস্র পশুদিগের আক্রমণ হইতে ত্রাণ করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমের নিকটেই গোচারণ বা গো-ত্রাণের স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। পাছে নিকটস্থ ক্ষেত্রে গোসকলদ্বারা শস্যের কোন অনিষ্ট হয়, তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে বৃতি (বেড়া) দিয়া রাখিতেন। ক্রমে অনেকগুলি ঋষির একস্থলে গো-ত্রাণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, সুতরাং এক এক ঋষির নামে এক একটী গোচারণ-ভূমির নামকরণ হয়। ভবিষ্যতে ঐ ঋষিদিগের শিষ্য বা সন্তানেরাই পৃথক পৃথক গোত্রপ্রবর্ত্তকঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। ঋষিদিগের মধ্যে কাহার কাহারও নামের সাদৃশ্য থাকাতে, পাছে একজনের প্রতি অপর বিবেচনায় ভ্রম জন্মিতে পারে, সেই ভ্রম দূরকরণার্থ গোত্রমধ্যে যিনি প্রসিদ্ধ, তাঁহাকে প্রবররূপ বিশেষণদ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গোত্রদ্বারাই প্রবরের পরিচয় হইয়াছে। উর্দ্ধ বা নিম্ন পুরুষের মধ্যে যাঁহারা গোত্রমধ্যে প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের নামই প্রবরস্থলে দেখা যায়। কোন কোন মতে ঋষিদিগের উপনয়নের সময় যে যে ঋষিরা উপস্থিত থাকিয়া উপনয়ন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম অনুসারে প্রবরগুলির নামকরণ হইয়াছে। পাঠকগণ উপরোক্ত গোত্রে দেখিতে পাইবেন যে, বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রের প্রবরগুলি এক। এই উভয় গোত্রই ভৃগুবংশ-সম্ভূত। ইহাদিগের মধ্যে বা যাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ সমান প্রবর দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

কারিকা।

"যে হ'তে বঙ্গেতে রাজা আনিল ব্রাহ্মণ।
ছিলনাকো পূর্ব্বে কিছু বংশের লিখন॥
পূর্ব্বে যবে এই বংশ পশ্চিমেতে রয়।
গোত্রের নামেতে বংশ দিত পরিচয়॥
মরিচ্যাদি ঋষি হ'তে চলিতেছে বংশ।
কশ্যপাদি তার পুত্র হয় অবতংশ॥
ঋষিরা করেন গোত্র (১) যজ্ঞের কারণ।
গোরক্ষা স্থানের নাম গোত্র নিরূপণ॥
তিন চারি পাঁচ মুনি একত্র হইয়া।
গোত্রকার হন তাঁরা যজ্ঞের লাগিয়া॥
গোত্র মধ্যে ঋষিদের ছিল নিকেতন।
গাং রক্ষয়তি ইতি শব্দটী সাধন॥
গোপালন করি দুগ্ধে আজ্য (২) নির্ম্মাইয়া।
হব্য কব্য করিতেন মকরন্দ দিয়া॥
গোত্র নামে নিজ নিজ বংশ পরিচয়।
সে কালে আছিল মাত্র গোত্র সমন্বয়॥
তার পর বঙ্গদেশে রাজা দিল গ্রাম।
গোত্রেতে মিশ্রিত হ'ল গ্রামেরই নাম॥
সেই নামে পরিচয় দিলে চেনা যায়।
কারণ যে সগোত্রেতে বহু গাঁই হয়॥

---

(১) গাং রক্ষয়তি ইতি গোত্র।

(২) ঘৃত।

গোত্র যদি এক হয় গাঁই হবে ভিন্ন।
গাঁই বিনা চেনার পথ নাহি কিছু অন্য ॥
তার পর বংশে বংশে হয় পরিচয়।
কুলে কুলে কুলজ্ঞেতে কুল সমন্বয় ॥”

মহারাজ আদিশূর ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের ৫৬ জন সন্তানকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসতি করাইয়া তাঁহাদিগকে স্থাপন করেন ও সাতশতীদিগের সহিত পৃথক করিয়া দেন। পরে মহারাজ বার্দ্ধক্যদশাতে রাজকুমার ভূশূরকে রাজ্যপ্রদানের অভিপ্রায় করিতেছেন, ইত্যবসরে দৈবাৎ সেই পুত্রের মৃত্যু হইল। পুত্র বা কন্যার পুত্রে কিছু প্রভেদ নাই, এই বিবেচনা করিয়া, মহারাজ আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকাকন্যারূপে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর গর্ভে আদিশূরের দৌহিত্র অশোকসেনের জন্ম। তৎপুত্র শূরসেন। তাঁহার পুত্র বীরসেন। বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন। তৎপুত্র হেমন্তসেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সেন। এই বিজয়সেনের পুত্রই আমাদের কৌলীন্যমর্য্যাদাস্থাপক মহারাজ বল্লালসেন। আদিশূর হইতে বিজয়সেন পর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয় এস্থলে এমন কিছু বিশেষ বর্ণনযোগ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা এক্ষণে বল্লালসেনকে নূতন অধ্যায়ে দর্শন করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বল্লালসেন ও কৌলীন্য।

ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ পাঠকমহাশয়েরা বোধ করি আমাদিগের সহিত ঐক্য হইয়া এই কথাই স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ

তৎকর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ, পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চকায়স্থের আগমন, (১) তাঁহাদিগেরে পরিচয়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামপ্রদানে তাঁহাদিগকে সংস্থাপন ইত্যাদি স্থূলবৃত্তান্ত পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, আদিশূরের প্রসঙ্গ ঐ পর্য্যন্তই বলাই যথেষ্ট। এক্ষণে আমাদের এই ইতিহাস-সিংহাসনে বঙ্গেশ্বর মহারাজ বল্লালসেনের অভ্যুদয়। আদিশূর এবং বল্লালসেনের নিগূঢ় পরিচয় আমরা ক্রমে ক্রমে অনেকাংশে অধিক জানিতে পারিতেছি। বালককালে যখন আমারা "বেঙ্গল হিষ্ট্রী" নামক ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করি, তখন জানিতাম না যে, সেই পুস্তক কাহার দ্বারা প্রণীত,—তখন জানিতাম না যে, আদিশূরই বা কে, বল্লালসেনই বা কে, লক্ষ্মণসেনই বা কে, কে ত কে। যখন জানিলাম, "বেঙ্গল হিষ্ট্রীর" প্রণয়নকর্ত্তা মার্সম্যান সাহেব, তখন মনে হইয়াছিল যে, তিনি হন ত একজন দেবতা। এখন যতই ক্রমে ক্রমে আদিশূরবংশ, সেনবংশ, কৌলীন্যস্থাপন ইত্যাদির আলোচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, ততই যেন ভয়ে ভয়ে মনে আসিতেছে যে, দেবতা মার্সম্যানের পদের পূর্ব্বে হয় ত একটী "উপ" শব্দ সংযোজিত ছিল। কাব্যসাহিত্যবিজ্ঞানের অপরাপর শাখায় তিনি একজন মহাপণ্ডিত থাকিতে পারেন; কিন্তু বঙ্গেতিহাসের সেন-রাজবংশপ্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমানকালের বঙ্গসন্তানগণের মাথা খাইয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, এই উভয় পুস্তকের অনেকস্থানে আর্য্যপুরাবৃত্ত বর্ণনসময়ে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা মহামহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; যে হতভাগ্যদিগের দেশের ইতিহাস, সেই বংশের অধস্তন সন্তানেরা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে উলটপালট হইয়া গিয়াছে! ভারতে ইংরাজরাজত্ব (২) যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, (ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক)

---

(১) নিম্নলিখিত বচনটীতে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমনের শাকনির্ণয় করিয়া বলে যে,—
"বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্চান্দড়ো বেদগর্ভকঃ॥ অথ শ্রীহর্ষনামা চ সাগ্নিকবংশসম্ভবাঃ। আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ। সস্ত্রীকাঃ সংপুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তথা।"

(২) কেবল ইংরাজরাজত্ব বলিয়াই বা কেন, কেবল ইংরাজী পুস্তক বলিয়াই বা কেন, আজকাল এদেশের কতিপয় "বঙ্গবন্ধু" ইংরাজ-প্রণীত ভ্রমসঙ্কুল স্বদেশেতিহাসের অনুবাদে,

তাহা হইলে, বঙ্গমাতার ভবিষ্য সন্তানগণ, নিত্য নিত্য স্বদেশের মিথ্যা ইতিহাসকে সত্যজ্ঞান করিয়া পবিত্র রসনাকে কলঙ্কিত করিতে থাকিবে। মার্সম্যানেরা, মরেরা অথবা লেথ্‌ব্রীজেরা কিম্বা আর কোন মেরা, রেরা, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিবেন না। যদি কেহ বলেন, আমরা যদি এতদূর বুঝি, তবে সে সময়ে ঐ সকল ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম কি জন্য? এই গুরু প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। তৎকালে কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জ্ঞান ছিল না, পুস্তক পাঠও করিতাম না, কেবল মুখস্থ করিতাম মাত্র। তাহাই বা কি জন্য?—মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রের ভয়মাত্র। এক্ষণে স্বদেশীয় যথাপ্রাপ্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর কতকাংশ পাঠে ইংরাজী মলিন সংস্কারের কতক কতক সংস্কার হইয়া আসিতেছে। কেন এ কথা বলিলাম, পাঠকমহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন, আদিশূরকে ও বল্লালসেনকে যেন ক্রীড়াপুত্তলী জ্ঞান করিয়া যাজবর মার্সম্যান সাহেব বেঙ্গল হিষ্ট্রীতে যত প্রলাপ বকিয়াছেন, ইংরাজী বর্ণমালায় তাহার কতক কতক চমৎকার অংশ কার্য্যগতিকে কর্ত্তব্যানুরোধে এই স্থলে উদ্ধার করিতে আমাদিগকে বাধ্য হইতে হইল। ইংরাজীটুকু পাঠ করিবার অগ্রে পাঠকমহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্মরণ করিবেন, রাজা আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ হইতে ৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ। এখন ইংরাজী দেখুন।

আদিশূরের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াই মার্সম্যান সাহেব বলিতেছেন, "Adisoor was the founder of the Sen family, and he reigned in the year 1063, that is, about eight hundred years ago. * * * Bullal Sen is said to have been the son of Adisoor. But very lately there has been dug up in the East of Bengal a copper plate which was engraved in the days of the Voidyu Kings. It states that the father of Ballal Sen was Vijuy Sen."

যেরূপ মানদান করিতেছেন, তাহাতে লুপ্তপ্রায় সামান্য ইতিহাসটুকু পর্য্যন্তও যে এককালে মিথ্যাসাগরে ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে আমরা অধিক সন্দেহ রাখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, টোলের রত্ন, পাঠশালার রত্ন কিম্বা অন্য অন্য শালার রত্নেরা রজতরঞ্জনের অঞ্জন পরিয়া এই প্রকাণ্ড ব্যাপরাকে যে কি রঙে দর্শন করিতেছেন, তাহা আমরা কতদিনে কাহার মুখে শুনিতে পাইব?

এইরূপ ইতিহাস পাঠ করিয়াই এ দেশের বালকেরা এখন স্বদেশতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে! এখনও অনেকে করিতেছে! যাহা হউক, মার্সম্যান বলিয়াছেন, ১০৬৩ অব্দে রাজা আদিশূরের রাজত্ব, তৎপরিবর্ত্তে আমরা দেখিতেছি, ১০৬৬ অব্দে বল্লালসেন রাজা। তিন বৎসরমাত্র অন্তর! অথচ বংশগণনায় আদিশূর হইতে বল্লালসেন নবম পুরুষ!!!

আমরা এক্ষণে মুলবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। মহারাজ আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাঁহাদিগের বংশাবলী ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে, মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক সাধু-পুরুষদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। রাজা বল্লালসেনের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কৌলীন্যমর্য্যাদার সৃষ্টি। এটী সেনবংশের অসীম গৌরব বলিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীয় নিয়মের ন্যায় ঐ বল্লালী নিয়মটী আজিও বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি অপরিণামদর্শীলোক বল্লালসেনকে কৌলীন্যকণ্টকের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ নিয়মে দোষারোপ করেন। সেই দোষারোপ যেন অবোধের কার্য্য। বল্লালসেন যে সময়ে যে নিয়ম করিয়া যান, ইতিহাসে তাহার কিছু স্পষ্ট নিদর্শন নাই; কিন্তু মুল তাৎপর্য্য দেখিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে তিনি দোষভাজন না হইয়া প্রত্যুত শতশত প্রশংসাভাজন। প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকেই তিনি কুলীন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মার্সম্যান সাহেব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বল্লালী কুলপ্রথা পুরুষানুক্রমিক। যাঁহার পিতামহ কুলীন, তাঁহার পিতা কুলীন, তিনিও কুলীন, এবং তাঁহার উত্তরপুরুষেরাও কুলীন হইতেছেন। ইটি বর্ত্তমান রীতি, বাস্তবিক বল্লালসেনের এ অভিপ্রায় (৩) ছিল কি না, কোন্ ব্যক্তি নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারেন? যুক্তিপথে এই আইসে যে, তাঁহার এই অভিপ্রায় থাকিলে তিনি কখনই "ধার্ম্মিক" শব্দ ব্যবহার

(৩) যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া সংবাদ দেয় যে, "ঋষিবর অঙ্গিরা নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিধুভূষণ শুড়ির দোকানে মদ খাইয়া টলিতে টলিতে বেশ্যালয় প্রবেশ করিতেছেন আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।—" সেই অদ্ভুত সংবাদে আমরা যতদূর বিশ্বাস করিতে পারি, বঙ্গে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিবার অভিপ্রায়ে গুণগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বল্লালসেন কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, এ কথাতেও আমরা ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস করি।

করিতেন না। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কুলের নবলক্ষণ। (৪) মহারাজ বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত সুপবিত্র নিয়ম। দুঃখের বিষয় এক্ষণে তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে!

মহারাজ আদিশূর লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার দৌহিত্রবংশের অধস্তন নবম পুরুষ বল্লালসেন আবির্ভূত হন। বর্ণিত আছে, প্রায় এক শতাব্দী পরে বল্লালসেন রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কান্য-কুব্জাগত বিপ্রপঞ্চের বংশে অনেকেই ক্রমশঃ আচারভ্রষ্ট হইতেছেন, এই সময়ে তাঁহাদিগকে আচার-নিষ্ঠানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। অতএব কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানের দিন ধার্য্য করিয়া মহারাজ আহূত সমস্ত ব্রাহ্মণকে কহিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন সকলেই সেই দিন নিয়মিত নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হন।

কথিত আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বেলা এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময় এবং কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় সভাস্থ হইয়া-ছিলেন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আচারাংশে শ্রেষ্ঠ ও সদাচারপূত স্বধর্ম্মপরায়ণ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানমর্য্যাদা যে কৌলীন্য, মহারাজ বল্লালসেন সেই উচ্চ মান্যই তাঁহা-দিগকে প্রদান করিলেন। তাঁহারাই নবগুণবিশিষ্ট কুলীনপদবাচ্য।

যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় আগত, আচারাংশে ন্যূন বিবেচনা করিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন না। সেই সময় আরও প্রকাশ পাইল যে, তাঁহারা নবগুণের মধ্যে আবৃত্তি গুণটী পরিবর্জ্জিত হইয়াছেন। আবৃত্তি অর্থে পরিবর্ত্ত।—পরিবর্ত্ত চারি প্রকার। যথা:—

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥

মিশ্রগ্রন্থ।

---

(৪) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

পূর্ব্বে নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং পাঠ হইত, পরে বল্লালী কৌলীন্য স্থাপনের পর "আবৃত্তি" শব্দটী ব্যবহৃত হয়।

আদান প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা। সমশ্রেণী হইতে কন্যাগ্রহণ এবং সমান অথবা উচ্চশ্রেণীতে কন্যাসম্প্রদানকে আদানপ্রদান বলে। কন্যা অভাবে কুশময়ী কন্যাদানকে কুশত্যাগ বলে। উভয় পক্ষের কন্যার অভাব হইলে বংশতত্বজ্ঞ ঘটককে সাক্ষী রাখিয়া পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তোমার কন্যা হইলে আমার পুত্র তাহাকে গ্রহণ করিবে, আমার কন্যা হইলে তোমার পুত্র তাহাকে গ্রহণ করিবে, এইরূপ বাক্যদ্বারা কন্যাদান অথবা বাক্‌দান সম্পন্ন হয়। এই চারিপ্রকার কার্য্যই নবগুণের আবৃত্তি গুণ। যাঁহারা ঐ গুণবর্জ্জিত, তাঁহারা শ্রোত্রিয় উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বেলা দেড় প্রহরের সময় আগমন করা শ্রোত্রিয়ত্ব লাভের দ্বিতীয় কারণ।

শ্রোত্রিয়েরা কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়া উপরোক্ত চারিপ্রকার আবৃত্তিগুণেই সতর্ক ছিলেন। শুদ্ধ, সিদ্ধ ও কষ্ট এই তিনপ্রকার শ্রোত্রিয়। আদানপ্রদানে যাঁহারা বিশেষরূপে সাবধান, তাঁহারাই শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। কেবল প্রদান বিষয়ে যাঁহারা সাবধান, তাঁহারা সিদ্ধ এবং এই দুয়ের মধ্যে কোনটীতেই যাঁহারা সাবধান ছিলেন না, তাঁহারাই কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন।

যাঁহারা এক প্রহরের সময় উপস্থিত, রাজা তাঁহাদিগকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া হেয়জ্ঞান করিয়া গৌণকুলীন আখ্যা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নিয়মিত নিত্যক্রিয়া প্রকৃতরূপে সমাধা করিতে সম্ভবতঃ কত সময় আবশ্যক, মহারাজ বল্লালসেন তাহা সুন্দররূপেই অবগত ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের আচারভ্রষ্ট হইবার উপক্রম, সুতরাং রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় কত সময়ের মধ্যে সভায় আগমন করা, আচারশিথিল, অবিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কাজেই যাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র আগমন করেন, তাঁহারা অমর্য্যাদার ভাজন হইয়াছিলেন।

এই প্রকার রাজদত্ত সম্মানভেদে আটঘর কুলীন, চৌত্রিশঘর শ্রোত্রিয় এবং চৌদ্দঘর গৌণকুলীন হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৫৬ ঘর। এই সে অবলম্বন করিয়াই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" এতদ্বারা আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বল্লালসেনের সময়েও পঞ্চব্রাহ্মণের বংশ অধিক বিস্তৃত হয় নাই।

যে আটঘর কুলীন হইলেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ গাঁই নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা :—

বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃপরঃ।
পুতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥

বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল ও কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন। এই আটঘরে সর্ব্বশুদ্ধ উনিশজন কুলীন হন, তাঁহাদিগের বিষয় পাঠকগণ একটু পরেই জানিতে পারিবেন।

যে চৌত্রিশ ঘর শ্রোত্রিয় হইলেন, তাঁহাদিগের গাঁই নিম্নে লিখিত হইল, যথা :—

পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী॥
আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ॥
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ॥

পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভুরিষ্টাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, আকাশ, পলসায়ী কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই চৌত্রিশ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন।

বন্দ্য, চট্ট প্রভৃতি আট গাঁই পূর্ব্বাবধি আদানপ্রদানসম্বন্ধে যেরূপ পবিত্র, দৃঢ়ব্রত ও সাবধান ছিলেন, পালধি, পাকড়াশি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই তদ্বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না। এই কারণেই তাঁহারা আবৃত্তিবিহীন এবং এই কারণেই তাঁহারা শ্রোত্রিয়।

যে চৌদ্দঘর গৌণকুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের গাঁইগুলি এই,—

দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড় পিপ্‌পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দীর্ঘাঙ্গী, পারিহাল, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গুড়, পিপ্‌লাই, হড় ও গড়গড়ি এই চৌদ্দগাঁই সদাচার-ভ্রষ্ট ছিলেন, তজ্জন্য গৌণকুলীন বলিয়া পরিগণিত হন।

ভট্টনারায়ণবংশে কেবল বন্দ্য উপাধিধারীরাই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, আকাশ ও পারিহা এই একাদশ গাঁই শ্রোত্রিয় উপাধি প্রাপ্ত হন এবং দীর্ঘাঙ্গী, গড়গড়ি, কুলভি ও কেশরী, এই চারি গাঁই গৌণকুলীন মধ্যে গণ্য হইলেন।

শ্রীহর্ষবংশে কেবল মুখ উপাধিধারীরা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাহরী গাঁই শ্রোত্রিয়; রাই ও ডিংসাই গৌণকুলীন হইলেন।

দক্ষবংশে কেবল চট্ট উপাধিধারীরাই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পালধি, পাকড়াশী, শিমলায়ী, ভুরিষ্টাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, পলশায়ী, কোয়ারি এবং ভট্টাচার্য্য এই এগার গাঁই শ্রোত্রিয়; আর পোড়ারি, পীতমুণ্ডী, গুড় ও হড় এই চারি গাঁই গৌণকুলীন।

ছান্দড়ের একাদশ পুত্রের মধ্যে ঘোষাল, কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিবিল্লী) ও পুতিতুণ্ড এই তিনবংশ কেবল কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শিমলালী, বাপুলী, কাঞ্জারী এই তিন গাঁই শ্রোত্রিয় এবং পিপ্‌লাই, মহিন্তা, পূর্ব্বগ্রামী, চোৎখণ্ডী ও দীঘাড়ি এই পঞ্চ গাঁই গৌণকুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন।

বেদগর্ভবংশে গাঙ্গুলি ও কুন্দগ্রামী এই দুই গাঁই কুলীন, আর সিদ্ধল-দায়ী, বালী, পুংসিক, নন্দীগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী ও নায়েরী এই আট গাঁই শ্রোত্রিয় এবং পারিহাল ও ঘণ্টেশ্বরী এই দুই গাঁই গৌণকুলীন হন।

দ্বিজপঞ্চকের সন্তানদিগকে মহারাজ বল্লালসেন উপরোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিবার কিয়দ্দিন পরেই তাঁহাদের আচারব্যবহারাদি পরীক্ষা করিবার

নিমিত্ত স্বর্ণধেনু প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে কৃত্রিম রক্ত (আলতার জল প্রবেশিত করান ও তাঁহাদিগকে দানগ্রহণ করিতে বলেন। তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণমধ্যে পঁচিশজন ব্রাহ্মণ লোভের বশীভূত হইয়া দানগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা প্রতিগ্রাহীদিগের মধ্যে অধম শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন এবং তদবধি তাঁহারা যাগযজ্ঞ, আহারব্যবহারাদি সামাজিক সকল কার্য্যে বর্জ্জিত আছেন। এই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা কন্যাজীবিকায় ও স্বেচ্ছাচারে কালযাপন করে। নিম্নে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদত্ত হইল,—

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োঽপিচ দিবাকরঃ।
গূড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্‌পলী॥
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামা চ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজঃ॥
মাষো দোকড়ি নামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশিকো যবনামা চ হাড়ো নারায়ণোঽপিচ॥
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥
কুন্দোবিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিটসংজ্ঞকঃ।
ঘোষজো ভ্রাতরাবেতৌ মদন বিশ্বরূপকৌ॥
গাঙ্গোদ্যরা হাস্য,নামা পূতিঃ গৌতমসংজ্ঞকঃ।
সিমলিঃ পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডীসংজ্ঞকঃ॥
অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেন পঙ্কে গৌরিবঃ সীদতি॥
সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ॥

কুলসারসংগ্রহ।

নাম।	গাঁই।	নাম।	গাঁই।
শঙ্কর	পীতমুণ্ডী।	নারায়ণ	হড়।
দিবাকর	গড়গড়ী।	ত্রিবিধ	মহিন্তা।
ডাউক	গুড়।	কেশব	দায়ী।
দোকড়ী	পিপ্‌লাই।	শকুনি	চটাতি।
মার্ত্তণ্ড	বন্দ্যঘটী।	নয়ারি	তৈলবাটী।
অনাই	ঐ	বিশ্বেশ্বর	কুন্দ।
গনাই	ঐ	মদন	ঘোষাল।
হাড়	ঐ	বিশ্বরূপ	ঐ
গোপী	ঐ	হাস্য	গাঙ্গুলি।
বিট	ঐ	গৌতম	পূতিতুণ্ড।
দোকড়ী	মাষচটক।	পরাশর	শিমলায়ী।
মধুসূদন	রায়ী।	শঙ্কর	ডিংশায়ী।
যব	কুশারি।		

এই সময়ে ছেনির আঘাতে যে সকল বণিকেরা ঐ স্বর্ণধেনু ছেদন করিয়া কৃত্রিম রক্ত বাহির করিয়াছিল, তাহারাও পতিত প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণদিগের ছায়া পাইয়া স্বর্ণবণিক উপাধি লাভ করিল।

বন্দ্য, চট্ট প্রভৃতি আটঘর কুলীনবংশে যে উনিশজন কুলীন ব্রাহ্মণ উদ্ভব হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই দ্বিজকুলের গৌরববর্দ্ধন করেন। সেই উনিশজন কুলীন ও তাঁহাদের গাঁই নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা :—

বহুরূপঃ সুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পূতিগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশোনাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপিচ॥
জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ॥
ঊনবিংশতি সংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

কাশ্যপ গোত্রে, দক্ষের উত্তর পুরুষ।—চট্টবংশের বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন।

বাৎস্য গোত্রে, ছান্দড়ের উত্তর পুরুষ।—পুতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ঘোষালবংশের শির, কাঞ্জীলালবংশের কানু ও কুতূহল এই চারিজন।

সাবর্ণ গোত্রে, বেদগর্ভের উত্তর পুরুষ।—গাঙ্গুলিবংশের শিশু ও কুন্দগ্রামী-বংশের রোষাকর, এই দুইজন।

শাণ্ডিল্য গোত্রে, ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ।—বন্দ্যবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় ব্যক্তি।

ভরদ্বাজ গোত্রে, শ্রীহর্ষের উত্তর পুরুষ।—মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই জন।

এই সর্ব্বশুদ্ধ উনিশজন রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণই কুলীনআখ্যা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা যায়, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণ হইতে ঐ সকল ব্যক্তিরা কে কত পুরুষ অন্তর, যথা :—

দক্ষের উত্তরপুরুষ চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল ৮ম পুরুষ। ছান্দড়ের পুতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধন আচার্য্য ৯ম; ঘোষালবংশের শির ৪র্থ; কাঞ্জিলালবংশের কানু ও কুতূহল ৬ষ্ঠ পুরুষ। বেদগর্ভের গাঙ্গুলি-বংশের শিশু ৮ম; কুন্দগ্রামীবংশের রোষাকর ৯ম পুরুষ। ভটনারায়ণের বন্দ্যবংশীয় জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ ১০ম পুরুষ। শ্রীহর্ষের মুখটীবংশের উৎসাহ ও গরুড় ১৩শ পুরুষ অন্তর। ইহাঁদিগের বংশগণনা অনুসারে আদিশূরের সহিত বল্লালসেনের ৪।৬।৮।৯।১০ ও ১৩ পুরুষের অন্তর দেখা যাইতেছে।

যদি কেহ এরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, বল্লালের সমসাময়িক উনিশ জন কুলীনের মধ্যে বংশগণনায় ৪।৬।৮।৯।১০ ও ১৩ পুরুষ অন্তর দেখা যায়, এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি? সকলই ত পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভব? ইহার উত্তর এই যে, ৯৯৯ সংবতে আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আগমন করেন; সেই পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে সকলের সমান বয়ঃক্রম ছিল না। শ্রীহর্ষ মহোদয় যখন বঙ্গে আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর। তাঁহার কনিষ্ঠ ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে। তৎকনিষ্ঠ

ক। তাঁহার পর বেদগর্ভ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ছান্দড়। এই শেষোক্ত মহোদয়ের বয়ঃক্রম অনুমান ৩০ বৎসর মাত্র, সুতরাং তখন ইহাঁর সম্পূর্ণ যৌবনকাল। এই সময়ে শ্রীহর্ষের প্রপৌত্রের পুত্রমুখ দেখিবার সম্ভাবনা; ভট্টনারায়ণের পৌত্রের পুত্র জন্মিবার সময়; দক্ষের পৌত্রের কুমারকাল উত্তীর্ণ; বেদগর্ভের পৌত্রমুখ দেখিবার সম্ভাবনা এবং ছান্দড়ের পুত্রদিগের কেবল শৈশবকাল। সুতরাং আমরা ঘোষালবংশের শিরকে ছান্দড়ের চতুর্থ পুরুষ ও কাঞ্জিলালবংশের কানু ও কুতূহলকে ষষ্ঠ পুরুষে দেখিতে পাই। এদিকে আবার ছান্দড়ের নবম পুরুষ পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন আচার্য্য বল্লালের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। অতএব এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ছান্দড়ের তিন সন্তানের বংশে তিনপ্রকার ফলোৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে যদিও অনেকের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; তথাচ আমরা ইহার বিশেষ প্রমাণ সহকারে বলিতে সাহস করিতেছি, যে এরূপ একটী বংশে শত বৎসরে কত পুরুষ জন্মিবার সম্ভাবনা? সম্ভবতঃ ৩ পুরুষ হইতে ৫ পুরুষ জন্মিতে পারে। এইরূপ প্রতি শত বৎসরে কত বিভিন্নতা দেখা যায়। অতএব এ হিসাবে এবং অন্য অন্য কারণেও অনেক বংশের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। পাঠকমহাশয়েরা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ের সন্দেহ দূর হইবে। পূর্ব্বোক্ত বয়ঃক্রম অনুসারে কাহারও প্রপৌত্র, কাহারও পৌত্র এবং কাহারও যে পুত্র জন্মিয়াছিল, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সে যাহা হউক, অতঃপর মহারাজ বল্লালসেন কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন এই তিন শ্রেণীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কন্যাদানে ক্ষমতা থাকিবে না, তাহা হইলেই বংশজভাবাপন্ন (৫) হইতে হইবেক; আর যদি গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ করেন, তাহা হইলে এককালে কুলনাশ হইবেক, তজ্জন্যই তাঁহারা অরি, (৬) অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

(৫) শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।
(৬) —অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি।

আরও বল্লালসেন কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ঘটক উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদিগের এই ব্যবসায় নির্দ্ধারিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের মর্য্যাদাবিষয়ে দোষগুণ বর্ণন, বংশাবলী কীর্ত্তন, বংশাবলীর সীমা নিরূপণ, এক বংশের পুত্রকন্যাকে অন্য বংশে যোজন, বিবাহ উপলক্ষে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ, কৌলিন্যবিষয়ে দোষ নিষ্কাশন এবং কুলীন-শ্রোত্রিয়াদির স্তুতিপঠন এই সকল কার্য্য সূক্ষ্মারূপে দৃষ্টি ও বিচার করিবেন। নতুবা এক্ষণকার ঘটকদিগের মত কেবল যোজকাদি করণে তৎপর হইলেই এবং কোনপ্রকারে কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিলেই ঘটক বলা যাইতে পারে না। ঘটকের কার্য্য এই,—

ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃ স্তাবকৈশ্চব ষড়েতে ঘটকাস্মৃতাঃ॥
কেনো বিদন্তিপুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী।
মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তনং বা।
অত্যন্ত সূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তেহি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ॥
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
তএব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥

কুলদীপিকা।

মতান্তরে।

বল্লালবিষয়ে ন্যূনং কুলীনো দেবতা স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥

কারিকা।

"অংশ বা কাহারে বলে কারে বলে বংশ।
ইহাই জানিলে হয় ঘটক প্রশংস॥
মাতৃপক্ষে হয় অংশ প্রকৃতি কারণ।
পিতৃপক্ষ হয় বংশ শাস্ত্রের লিখন॥

কুলশাস্ত্র মধ্যে অংশ পঞ্চদশ কই।
আর্ত্তি, ক্ষেম্য, লভ্য, ন্যূন মধ্যাংশেরে লই ॥
কুল পরিচয়ে তাহা আছয়ে বিচার।
বিবাহ সম্বন্ধে আর শুন ব্যবহার ॥
দুপক্ষ হইলে শুদ্ধ, শুদ্ধবংশ কয়।
সুমেরু পর্ব্বতে যথা, দেবের আশ্রয় ॥
কুলীনের দেখা চাহি পরাবৃত্তি ঘর।
অংশ বংশ দোষ তার করিয়ে বিচার ॥
মাতৃ পিতৃ দুই বংশ দোষের সন্ধানে।
যেই জন জানে তারে ঘটক বাখানে ॥
অগ্রেতে দ্বিজত্ব চাহি পরেতে কুলত্ব।
কুলত্বে গৌরব যড় দ্বিজত্বে পঞ্চত্ব ॥
এতাদৃশ কুলীনের কুল নাহি গাই।
সেই কুল গাই যাদের দ্বিজত্বেতে পাই ॥
ক্ষুদ্রাংশ দৌহিত্র হ'লে নীচগামী হয়।
যেমন নীচের গতি নীচ ভিন্ন নয় ॥
বেদ শাস্ত্রে তারা নাহি কভু করে রুচি।
শুচ্য শুচি বোধ নাহি সর্ব্বদা' অশুচি ॥
নীচাংশ দৌহিত্র হ'লে নীচেতে সন্তোষ।
যথা মাতামহ দোষে রাবণ রাক্ষস ॥

কুলসারসংগ্রহ।

বন্দ্য, চট্ট প্রভৃতি আটঘর কুলীনবংশীয়ের মধ্যে ১৯ জন কুলীন ব্যতিত
বশিষ্ট ৪৮ ঘরের সন্তানসন্ততির প্রতি অন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়

না। ইহাঁদিগকে বোধ হয় মহারাজ বল্লাল আদিবংশজ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ঘটকদিগের মতে তিনি বংশজ শ্রেণীবদ্ধ বা স্বতন্ত্ররূপে তাহার ব্যবস্থা করেন নাই; কেবল ঐ শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল মাত্র। ঘটকদিগের এই নির্ণয়টী সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন বোধ হয় না। আবার কোন কোন মতে ঐ আদিবংশজেরাই বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, ক্রমশঃ আদানপ্রদানদোষে উত্তরকালে কুলভ্রষ্ট হইলে কুলীনেরাই বংশজআখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহিতা হইলে অথবা বংশজ বা গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে কুলীনের কুলনাশ হয়। এইরূপ বা অন্যরূপ দোষে দূষিত হইয়া কুলভ্রষ্ট হইলে বংশজভাবে গৌণকুলীনের সমকক্ষ হন। এই বংশজ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—যে কুলীন শ্রোত্রিয় ঘরে কন্যাদান করেন, তিনি বংশজ; যে কুলীন গৌণকুলীনের ও যিনি বংশজের কন্যা গ্রহণ করেন, তিনিও বংশজ। এক্ষণে কুলীনেরা শ্রোত্রিয় বা বংশজকন্যা গ্রহণে বংশজ হন না; তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলেন। যিনি বংশজ-গৃহে ভঙ্গদ্বারা বংশজকন্যা গ্রহণপূর্ব্বক কুলনাশ করেন, তিনি স্বকৃত ভঙ্গ; তাঁহার পুত্র স্বকৃতভঙ্গের সন্তান ও তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার পর চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ বলিয়া পরিচিত। এই ভঙ্গকুলীনেরা সপ্তম পুরুষ অতীত হইলে বংশজভাবাপন্ন হন; কিন্তু আদানপ্রদান বিষয়ে পবিত্রতা থাকিলে, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে, তাঁহারা চিরকাল সসম্মানে সাহঙ্কারে চলিতে পারেন, বংশজ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অধুনা তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন কুলাচার্য্যের মতে সপ্তম পুরুষে বংশজ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, যখন স্বকৃতভঙ্গের পুত্রের পুত্র তাঁহার প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন, তখন তিনি একজন নিকষ কুলীনকে অন্ন দিলেন ও তাঁহার সহিত পিতৃলোকে বাস করিবার অধিকারী হইলেন। স্বকৃতভঙ্গ নিজে তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষে তর্পণ ও পিণ্ডদানে সক্ষম; তাঁহার পুত্র তাঁহা অপেক্ষা এক সোপান নিম্নপুরুষে কেবল জলপিণ্ড দান করিতে পারেন এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ ক্রমশঃ এইরূপে এক এক সোপান নিম্নপুরুষে জলপিণ্ড প্রদানে সমর্থ হইলেন; কিন্তু যাঁহারা

কুলীন পূর্ব্বপুরুষে জলপিণ্ড দিতে সক্ষম হইলেন না, তাঁহারাই বংশজ হইলেন, যে হেতু তাঁহারা কুলীনবংশজাত মাত্র। (৭)

মহারাজ বল্লাল কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ১ম, কুলীন; ২য়, শ্রোত্রিয়; ৩য়, বংশজ; ৪র্থ, গৌণকুলীন; ৫ম, পঞ্চগোত্র বহির্ভূত শপ্তশতীব্রাহ্মণ। ক্রমে গৌণকুলী-নেরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সমতুল্য হইতে পারিলেন না। যাঁহারা প্রকৃত শ্রোত্রিয়, তাঁহারা শুদ্ধ ও যাঁহারা গৌণকুলীন, তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইলেন। পূর্ব্বে গৌণকুলীনেরা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয় সংজ্ঞা পাইয়াও তাঁহারা সেইরূপ রহিলেন। কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই মহারাজ বল্লালসেন মানবলীলা সম্বরণ করেন, এটী সর্ব্ববাদীসম্মত। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই পূর্ব্বলিখিত (৬৬ পৃষ্ঠা দেখ) উনিশজন নবগুণবিশিষ্ট কুলীন-ব্রাহ্মণ সমতুল্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে বলে যে, যে সময় মহারাজ বল্লাল রাঢ়ীবারেন্দ্র বিভাগ করেন, তখন বঙ্গে ১১০০ ঘর বসতি হইয়াছিল; তন্মধ্যে রাঢ়দেশে ৬৫০ ও বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ ঘর মাত্র। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণসহ বিশেষ বৃত্তান্ত বারেন্দ্রবংশ বর্ণনকালে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

বল্লালসেনের পূর্ব্বে কৌলীন্য ছিল কিনা?

অনেকের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বল্লালসেনের পূর্ব্বে এদেশে কুলীন ছিলেন না, তিনিই উহার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। বস্তুতঃ এটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। বল্লালের পূর্ব্বে যে কৌলীন্য ছিল; উহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু, বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য অন্য অনেক দেশেও কৌলীন্য প্রথা প্রচ-লিত আছে, তথায় বল্লালাদি সেনরাজবংশের অধিকার ছিল না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই যে কৌলীন্য আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে কৌলীন্যের প্রথম সৃষ্টি হয়,

(৭) "লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং॥
যোবস্তু পিণ্ডদাতা মৃতঃসন্ স তেন সংপিণ্ডভোক্তা॥"

যে হেতু তাঁহার সময়ে উত্তম বা সমান জাতীয় সদ্গুণসম্পন্ন পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। সদ্গুণসম্পন্ন পাত্রের অভাবে নির্গুণ বরে কদাচ তিনি কন্যাদান করিতে ব্যবস্থা দেন নাই, যথা,—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায়চ।
অপ্রাপ্তামপিতাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

দক্ষ।

সদৃশায় সমান জাতীয়ায় কালাৎ প্রাগপি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু। ৮৯। অ ৯।

মনু তাঁহার কন্যা দেবহুতিকে কর্দ্দম মুনির সহিত বিবাহ দেন। আবার মহর্ষি কর্দ্দম, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি নয়জন প্রজাপতিকে তাঁহার নয়টী কন্যা সম্প্রদান করেন। মহর্ষি এইরূপে কন্যাদান করিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ জামাতা ও কন্যাদিগকে কিছুকাল নিজ আশ্রমে সাদরে পালন করেন, তৎপরে শ্বশুরের অনুমতিক্রমে তাঁহারা প্রফুল্লমনে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। এ সমস্তই পুরাণাদিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, অতএব এস্থলে তাহার বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, অন্যান্য দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারা কুলীন বলিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন। নিম্নলিখিত উপাধিগুলি ভিন্নদেশীয় কৌলীন্যব্যঞ্জক, যথা,—দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী, ত্রিপাঠী, আচার্য্য, দশাশ্বমেধী, উপাধ্যায়, ভট্ট, মিশ্র ইত্যাদি। আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি কয়েকটী উপাধি পঞ্চব্রাহ্মণদিগের বংশাবলীর মধ্যেও দেখা যায়, এতদ্ব্যতিত শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ সন্তান বরাহ ও নীপে বাজপেয়ী উপাধি থাকাতে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ উপাধি গ্রহণ করেন। এখনও ঐ বংশে ঐ পৈতৃক সম্মান রক্ষা হইতেছে। ঐ বংশে ধ্রবানন্দের মিশ্র উপাধি দেখা যায়। ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ বংশে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী; ইহাঁর উপাধি উপাধ্যায়। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি অধ্বর্য্যু, তজ্জ

তাঁহাকে অধ্বর্য্য শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় বলা যাইত। বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশীয় গোবর্দ্ধন আচার্য্য, তাঁহার পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য। সাবর্ণ গোত্রে বেদ-গর্ভ বংশে শিশু গাঙ্গুলীর পিতা' কুলপতি নামে বিখ্যাত; কিন্তু এটী তাঁহার নাম না হইয়া উপাধি হওয়াই সম্ভব। যথা,—

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ সর্বৈকুলপতিঃস্মৃতঃ॥"

বারেন্দ্র বংশেও ঐরূপ অনেক উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বংশের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের আদিগাঁই নামক পুত্রের উপাধি ওঝা। বাৎস্য গোত্রের মূল পুরুষ ধরাধরের প্রপৌত্র চতুর্বেদান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ অগ্নিহোত্রী, স্বর্ণরেখক প্রভৃতি উপাধিও এই বংশে দেখা যায়।

উপাধ্যায়, আচার্য্য, মিশ্র, ভট্টাচার্য্য, এই কয়েকটী উপাধি বল্লালের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে প্রচলিত আছে। যথা,—মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়। ছান্দড়ের ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, কুন্দ, ও কাঞ্জিলাল বংশে এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়।

ইতিপূর্ব্বে গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পণ্ডিত, ঠাকুর, কুলবর, বিদ্যালঙ্কার, তর্কবাগীশ, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত ঐরূপ উপাধিতে অনেকে খ্যাতাপন্ন আছেন। যথা,—মুখ বংশে, যোগেশ্বর, কামদেব ও দুর্গাবর পণ্ডিত; বিষ্ণু, বলরাম প্রভৃতি ঠাকুর। চট্ট বংশে,—উদয় কুলবর, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার। ঘোষাল বংশে,—রাম তর্কবাগীশ, শুকদেব সার্ব্বভৌম ইত্যাদি দেখা যায়। আর আর প্রায় সকল বংশেই এইরূপ উপাধি আছে।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে, পিতৃমর্য্যাদা অনুসারে প্রায় পুত্রদিগের জাতি নির্ণয় হইয়া থাকে, এবং দৌহিত্রগণ ভিন্নবংশীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্ব মাতুল অপেক্ষা উচ্চ-মর্য্যাদা প্রদান করা হয়। যথা,—মনুবংশীয়েরা তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে রাজ্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও পিতৃ আজ্ঞাবশতঃ রাজকার্য্যে অত্যন্ত আশক্ত হওয়াতে রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের

দৌহিত্রগণকে ব্রাহ্মণরূপ (১) যে উচ্চ সম্মান, তাহা প্রদত্ত হয়। অতএব বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই অদ্যাপি লোকে উচ্চঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুত্রের বিবাহে কন্যাগ্রহণ করিতে তাদৃশ কোন বিশেষ নিয়ম পালন করেন না। এই কারণেই পুত্রগণ অপেক্ষা দৌহিত্রগণ বিশেষ সম্মানিত। মাতামহের মৃত্যু হইলে দৌহিত্রগণকে অশৌচগ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ভাগিনেয় ভোজন করান মাতুলগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, যে হেতু তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলে, পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয়। আর্য্যজাতির এই মূল নিয়মগুলিও কৌলীন্য মর্য্যাদার পরিচায়ক।

সপ্তম অধ্যায়।

লক্ষ্মণসেন ও কৌলীন্য সমীকরণ।

মহারাজ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১০১ খ্রীঃ অব্দে উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথাকে আরও দৃঢ়তররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্মাদ্বারা লক্ষ্মণ-সেনের সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি নিজেও একজন বিদ্যোৎসাহী ও বৈষ্ণব নরপতি ছিলেন। মিথিলা অঞ্চলে তাঁহার প্রচলিত লং সং চিহ্নিত শক অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। সে যাহা হউক, পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মহারাজ লক্ষ্মণসেন কৌলীন্যসমীকরণ ও আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত এই ত্রিবিধ (১) কুল সৃজন করেন, যথা,—

পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকং।
উচিতশ্চ সমানংস্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥
দেবীবরকারিকা।

---

(১) ষট্‌কর্ম্ম শালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং।
অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনস্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ং॥ মনুঃ।

(১) আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণং। ক্ষেম্যঃ—পাদভূষণং। উচিতঃ—সমানং।

দেবীবর ঘটক পিতৃপর্য্যায়ের অর্থাৎ পিতৃতুল্য লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তি, পুত্রপর্য্যায়ের অর্থাৎ পুত্রতুল্য লোকের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য ও সমতুল্য লোকের সহিত কন্যাদানকে উচিত শব্দে ব্যাখ্যা করেন। তজ্জন্য আর্ত্তিকুলে শিরোভূষণ, ক্ষেম্যকুলে পাদভূষণ ও উচিতকুলে সমান অর্থাৎ কোনরূপ দোষগুণ হয় না।

"যে যাহার আর্ত্তি তার শিরোভূষা সেই।
পুত্র পর্য্যায়ের স্থল ক্ষেম্য করি কই॥
ক্ষেম্যজনে আর্ত্তি ব্যক্তি শিরোভূষা হয়।
আর্ত্তিপাদ ভূষা ক্ষেম্য জানহ নিশ্চয়॥
অভ্যাবৃত্তি (২) হ'লে পরে সপর্য্যায় মানি।
নচেৎ ত্যজিবে পর্য্যায় লক্ষ্মণের বাণী॥"

প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ যে উনীশজন ব্যক্তি মহারাজ বল্লালের সময়ে কুলীন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর সমান মান্যের লোক, অতএব মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাঁহাদিগের পর্য্যায় সমীকরণ করেন। যথা,—

ঊনবিংশতির্মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্যচ।
রাজা প্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখাঃ॥
অমীষাং পুত্রবর্গানাং সমতাং লোকসম্মতাং।
পরিবর্ত্তং সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষতে॥

কুলৌঘজনুষাংকুলং তনয়াভাব পর্য্যাপরং। পরামর্শতয়া পরস্পর রমানাথেনবৈ রাজাভিষেক কালীন উৎসাহগরুড়-য়োরবিদ্যমানে সপর্য্যায় সিদ্ধতয়ারাজ্ঞানুমত্যা আত্মতুল্য পুত্রত্বাৎ আত্মন উৎসাহস্য পর্য্যায় আয়িতমুখস্য সমীকরণতা সিদ্ধা। আয়িতোবহুরূপাখ্যঃ শুচোগোবর্দ্ধনো সুধীঃ। গাংশিশু-

(২) আদানপ্রদান।

মকরন্দশ্চ জাহ্লানাখ্য সমাইমে। পিতৃপর্য্যায় চট্টবহুরূপ প্রভৃতি নামাগ্রে আয়িতো বসতি সিধ্যতীতিচ ॥

কুলসারসংগ্রহ।

সমতুল্যরূপে কন্যাদান করার নাম পর্য্যায়, অর্থাৎ জাহ্লান বন্দ্যর কন্যাকে বহুরূপ চট্ট গ্রহণ করিবেন ও উক্ত বন্দ্যকে কন্যা প্রদানও করিবেন। ইহার ব্যতিক্রম অথবা উর্দ্ধ বা নিম্ন পুরুষে কন্যাসম্প্রদান করিলেই পর্য্যায় ভঙ্গ হয়। উর্দ্ধে পিতৃ ও নিম্নে পুত্র বা পৌত্র পর্য্যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেন মুখবংশীয় উৎসাহ ও গরুড়ের লোকান্তর হইলে এই পর্য্যায় স্থাপিত করেন এবং ঐ সময়ে উৎসাহের পুত্র আয়িতকে পিতৃপদে বসাইয়া বহুরূপ চট্ট প্রভৃতির সহিত সমান করিয়া দেন। এখনও আয়িত সমীকরণে ঐরূপ পর্য্যায় প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্রোত্রিয় গৃহে কন্যাদান করিলে শ্রোত্রিয়ান্ত হইতে হইবে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন আরও ব্যবস্থা করিলেন যে, যখন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল হইল, তখন কন্যার অভাব হইলে কি করা উচিত, অতএব এই স্থির করিলেন, যে কন্যা অভাবে কুশময়ী কন্যা গ্রহণ বা ঘটকাগ্রে পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলে রণ্ডদোষ খণ্ডন হইবেক ও নিশ্চয় কুলের কোন বিপর্য্যয় ঘটিবেক না।

তৎপরে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেখিলেন যে, কন্যাগত কুল ও পর্য্যায় স্থাপিত করিয়া কুলীনদিগের কুলরক্ষার জন্ত যদি সমতুল্য ব্যক্তির অভাব হইয়া উঠে, তাহা হইলে কি করা কর্তব্য। এ বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া এইরূপ নিয়ম করিলেন, যে স্বয়ং যদি কেহ সমতুল্য ব্যক্তির কন্যাগ্রহণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র-পৌত্রের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে কুলের কোনদোষ বা পর্য্যায় ভঙ্গ হইবেক না। আরও এই নিয়ম করিলেন, যে কুলীনেরা পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্ম বর দিতে পারিবেন অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা, পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করিতে পারিবেন। দোষগুণ যাহা কিছু তাহা বরদাতার স্কন্ধে পড়িবে। যথা ঃ—

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভি মতস্যচ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলং ॥ কুলদীপিকা।

কুলের যে পঞ্চবিংশতি প্রকার সাধারণ দোষ তাহা এই ; যথা,—

"কন্যাপুংসোরভাবশ্চ রণ্ডিকাগমন স্তথা।
জীবিতে পিণ্ডদানঞ্চ স্বজনা ক্ষেপনেনচ ॥
অত্রবৃত্তেভবেদ্দোষঃ কথিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ।
অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকারেতথৈবচ ॥
পুষ্টপুত্র ব্রহ্মহত্যা (ভ্রূণহত্যা) জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগিণঃ।
খঞ্জেনাপিকুলং তদ্বন্নীচোদ্বাহেন নান্দিকে ॥
ত্যাজ্যপুত্র বিপর্য্যায়ৌ কুলজ্ঞদশসম্মতং।
অন্যপূর্ব্বাবয়ঃ জ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্ন্যা সগোত্রজা ॥
দুষ্টা কন্যাঙ্গহীনাচ কাণকুব্জাপিবাগ্‌জড়া।
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ নিশ্চিতাঃ কুলঘাতকঃ ॥"

১ কন্যাভাব। ২ বিধবা। ৩ জীবিতে পিণ্ডদান। ৪ স্বজনা-বিবাহ। আক্ষিপ্ত। ৬ অগ্নিদগ্ধা। ৭ বলাৎকার বিবাহ। ৮ পুষ্টপুত্র। ৯ ব্রহ্মহত্যা-রী। ১০ জন্ম অন্ধ। ১১ কুষ্ঠরোগী। ১২ খঞ্জ। ১৩ নীচোদ্বাহ। ১৪ নীচো-হের নান্দিমুখকর্ত্তা। ১৫ ত্যাজ্যপুত্র। ১৬ বিপর্য্যয়। ১৭ অন্যপূর্ব্বা। ৮ বয়োজ্যেষ্ঠা। ১৯ মাতৃনামা। ২০ সগোত্রে বিবাহ। ২১ দুষ্টা। ২ অঙ্গ-হীন-কন্যা বিবাহ। ২৩ একচক্ষুহীন। ২৪ কুব্জা। ২৫ বাক্যে জড়তা।

এক্ষণে একটী তর্ক উপস্থিত হইতেছে, সেই তর্কটী এই যে, কোন কোন ন্থকার বলেন যে দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনদ্বারা কৌলীন্য সমীকরণ হইয়াছে ; কিন্তু সটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, যে হেতু, আইন আকবারী ও অন্যান্য সর্ব্ববাদী-স্মত প্রাচীন মতে ৯৯৯ সংবতে (৯৪২ খ্রীঃ অব্দে) আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ানয়ন করেন, তৎপরে ১০৬৬ হইতে ১১০১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বল্লালসেন রাজা, তএব ৯৪২ কে ১১০১ খ্রীঃ অব্দ হইতে বাদ দিলে ১৫৯ বৎসর থাকিবে। এ দিকে াবার বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, বল্লালসেন আদিশূর হইতে নবম পুরুষ ন্তর, সুতরাং ঐ নবম পুরুষে কমবেশ দেড়শত বৎসর পরে কৌলীন্য মর্য্যাদার ংস্থাপনের সময় স্থির করা উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বংশ

অনেক বিস্তারিত হইবার সম্ভাবনা এবং অধস্তন সন্তানদিগের মধ্যে নানাবিধ কুক্রিয়াও প্রবেশ করিতে পারে; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র প্রথম লক্ষ্মণ দ্বারাই কৌলীন্যের সমীকরণ হওয়া আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। আমরা এই গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ লিখিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয় ১১২১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণের রাজত্বের শেষ সীমা। সুতরাং তিনি ১১০১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এস্থলে আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত কয়েক খানি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের দর্শনার্থ প্রকাশ করিলাম। যথা;—

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রাযুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপ-ভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥১॥
আনন্দাম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী-
রুদ্ধাবেহতমোহতারতিপতাবেবাহ মেবেতিধীঃ। (?)
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাংমুদে ॥২॥
সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথৌষধ-
নাথবংশে ॥৩॥

আকৌমারবিকস্বরৈ র্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ-
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণ স্তেষা মভূদ্বংশজঃ ॥৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ র্যশোভিঃশোভন্তে-
পরিধিপরিণদ্ধাঃকরদিশঃ। (?)

ততঃকাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরীপরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি
বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥৫॥

প্রত্যক্ষঃকলিসম্পদা মনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সদ্গ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি রভূদ্বল্লালসেন স্তুতঃ।
যশ্চেতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তৌষধং তৎক্ষণা
দক্ষিণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মাক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ (?)
শ্রীমল্লক্ষণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥ ৭ ॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরাৎমহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল-সেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম বীরসিংহপরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তর দুর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপ্র-তরুগৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপ-জীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চড়ভট্টজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্র-করান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মত মস্ত ভবতাম্—যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তান্তঃপাতিনি খাড়ীমণ্ডলিকান্তলপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিকপ্রভাসশাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত্য-শাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশব গড়োলীভূমী সীমা—ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ

শ্রীমদ্বৃষভবাধবপাদীয়স্তত্তাঙ্কিত খাল্শাবৃলাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিত আনেনাধস্তয়া সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যুন্মানোত্তর খাষবকসমেত ভূদ্রোণত্রয়াত্মক: সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোপত্তিক: সবাস্তচিহ্নঃ মেগুলগ্রামীয়: কিয়ানপি ভূভাগ: সমাটবিট্ট: সজলস্থল: সগর্ত্তোদয়: সগুবাকনারিকেল: সদশাপবাধ: পরিহৃতসর্ব্বপীড়োহচড় ভচ্ছপ্রবেশোহকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য স্তৃণপূতি-গোচরপর্য্যন্ত: জগন্নাথদেবশর্ম্মণ: প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্ম্মণ: পৌত্রায় নরসিংহধরদেবশর্ম্মণ: পুত্রায় গার্গ্যসগোত্রায় অঙ্গিরো বৃহস্পতি শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোহভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কস্থিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রা-ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভি:। তদ্ভবদ্ভি: সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং— ভাবিভিরপি নৃপতিভি রপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎপালনীয়ম্। ভবন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিন: শ্লোকা:। ভূমিং য: প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্যকর্ম্মাণৌনিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূর্ত্বা পিতৃভি: সহ পচ্যতে॥ কতিকমলদলাম্বু-বিন্দুলোল মিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধানহিপুরুষৈ: পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা:॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণীভানুসান্ধিবিগ্রহিকেণ বিপ্র বাধিনায়করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সংহমাঘদিনে ১০ মানে মতাসাতি:।

এই তাম্রশাসন খানিতে যে খাড়ীমণ্ডলী শব্দ লিখিত আছে, ঐ খাড়ী পরগণা ও খাড়ীগ্রাম অদ্যাপি সুন্দরবন মধ্যে বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার সমুদয় অক্ষর বুঝিতে না পারাতে উহা অবিকল মুদ্রিত হইল। স্থানে স্থানে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়াতে, অনেক স্থলে উহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।

এই তাম্রশাসনখানি সুন্দরবন হইতে (৩) প্রাপ্ত। ইহাতে মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন, ঋগ্বেদাশ্বালয়ন শাখাধ্যায়িন শ্রীকৃষ্ণধর নামক কোন ব্রাহ্মণকে ১০ই মাঘে প্রদত্ত তিন দ্রোণ ভূমির সনন্দপত্রস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমির বাৎসরিক রাজস্ব পঞ্চাশৎপুরাণ অর্থাৎ ৫০ কাহন কড়ি মাত্র। এই তাম্রশাসনের

(৩) কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর নামক গ্রামের জনৈক জমীদার উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শীর্ষদেশে একটী দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উহা বোধ হয় সেনরাজবংশের কুলদেবতার প্রতিকৃতি।

আর একখানি তাম্রশাসন, শাত লক্ষ্মণাব্দে ৩রা ভাদ্র তারিখে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী কৌথুমশাখী শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বিল্ব-হিষ্টী গ্রামের কিয়দংশ ভূমি দান করেন। ইহারও বার্ষিক রাজস্ব ৫০ কাহন কড়ি। এই তাম্রশাসনখানি দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণদীঘির নিকট প্রাপ্ত।

ভবদেব ভট্টনামে কোন ব্রাহ্মণ সাবর্ণ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে রাঢ়দেশে একশত গ্রাম দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী মন্দির মধ্যে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। শ্রীবাচস্পতি শর্ম্মা নামে ভবদেবের কোন বন্ধু ঐ মন্দির দ্বারস্থিত একখণ্ড প্রস্তরলিপি হইতে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভবদেবের জন্ম ও গ্রামগুলির দানপ্রাপ্তের সহিত লিখিত আছে যে, তাঁহার একটী পুত্র। পুত্রের নাম রথাঙ্গ। তৎপুত্র অত্যাঙ্গ, অত্যাঙ্গের পুত্র বুধ, তাঁহার পুত্র শ্রীআদি-দেব। এই আদিদেবই মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন। (৪) ইঁহাকে আমরা লক্ষ্মণসেনের সময়ে দেখিতে পাই। ইনি একজন পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। বন্দ্যবংশীয় সঙ্গোকার পাণিগ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে। ইনিই "শ্রীভবদেব ভট্ট বালবল্লভী ভুজঙ্গ" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারই মন্ত্রণাবলে হরি-বর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (৫)

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় হরিবর্ম্মদেবের নাম শ্রবণ করেন নাই। ইনিও একজন সেনবংশীয় নরপতি ছিলেন। মাধবসেন ও কেশবসেনের পর অথবা লক্ষ্মণসেনের চৌত্রিশ বৎসর অন্তে এই নরপতি রাঢ় ও বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কবিবর জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ উমাপতি, শরণ, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি পণ্ডিতরত্নের (৬) নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের নামও লক্ষ্মণ-সেনের সভার দ্বারস্থ প্রস্তরফলকে এইরূপে অঙ্কিত ছিল। যথাঃ—

---

(৪) ইনি পুতিতুণ্ড-বংশীয় গোবর্দ্ধন নহেন।

(৫) J. As. S. Bengal Vol P. 90.

(৬) বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ ॥

কাশ্মীর হইতে ডাক্তার ভুলার একখানি হস্তলিখিত গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থেও জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা" গ্রন্থ হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জয়দেব উক্ত রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন। (৭) জয়দেব ও গোবর্দ্ধন রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ; কিন্তু শরণ, উমাপতি ও ধোয়ী কবিরাজ কোন্ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়।

মাধবসেন ও কেশবসেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাধবসেন ১১২১ হইতে ১১২২ খ্রীঃ অব্দ ও তাঁহার পুত্র কেশবসেন (১) ১১২২ হইতে ১১২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধীকোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরোধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।
গীতগোবিন্দ ৪র্থ শ্লোক, ১ম সর্গ।

(৭) Indo—Aryans. Vol II. Page 240.

(১) বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে ইহাকে "পরম সৌর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যোপাসক এবং "অশ্বর গৌড়েশ্বর" বলা হইয়াছে। আইন আকবারী প্রণেতা আবুলফাজেল কেশবসেনের পর, সদাসেন ও নৌয়াজে নামক দুইজন রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রাজাবলীর গ্রন্থকার ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য কুলজীলেখক কেশবসেনের পরবর্ত্তী নয়জন রাজার নাম উল্লেখ করেন; তন্মধ্যে আমরা "হরিসেন" নামক রাজার নাম দেখিতে পাই। অন্য অন্য রাজবংশেও "সেন" উপাধি দেখা যায়। সে সকল রাজবংশ বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয় না। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার্শ্বে একটী রাজবংশ ছিলেন, তাঁহাদের নাম কটকপতী। ঐ বংশীয় শাসনপত্রে মহারাজ প্রবরসেন, রুদ্রসেন, পৃথিবীসেন প্রভৃতি পাঁচজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়পুরের রাণাবংশেও সেন উপাধি দৃষ্ট হয়। এই সেনবংশের মর্ম্ম সূর্য্যবংশীয়; যথা,—মহারাজ দ্রোণসেন, কণকসেন (সেনাপতি ভট্টারক) শ্রীধরসেন ইত্যাদি।

কোন কোন মতে ইহাঁরা উভয়েই লক্ষ্মণসেনের পুত্র। সে যাহাই হউক, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের বর্ণনযোগ্য তাদৃশ কোন বিশেষ ঘটনাও নাই। কেবল মাধবসেনের রাজত্বসময়ে কুলীনদলের ছয় ব্যক্তি অর্থলোভে প্রতিগ্রাহিদলের কন্যা গ্রহণ করাতে, তিনি সেই ছয়জন প্রতিগ্রাহিদের কন্যাপরিণেতাকে শাসন করিবার জন্য বংশজসংজ্ঞা প্রদান করেন, যথা,—

"গণো কন্যা বশিষ্ঠেন চোঠেন শকুনি সতা।
হাড়ো কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজা পতিঃ॥
চক্রপাণি নায়িকন্যা গৃহীত্বাধনলোভতঃ।
বিঠসুতা পতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ॥
প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ॥"

তৎপরে হিন্দু রাজত্বের শেষরাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল।

নবম অধ্যায়।

সেনবংশের উপসংহার।

কেশবসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন বা লাক্ষণ্যসেন এই বংশের শেষ রাজা। ইনি ইতিহাসে শেষ লক্ষ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর নিকটে বঙ্গীয় কৌলীন্যপ্রথা অনেক উপকার ঋণে ঋণী। আচারভ্রষ্ট কুলীনসন্তানগণকে তিনি কৌলীন্যচ্যুত করিয়া দেন। রাজশাসনের এইরূপ কাঠিন্য থাকাতে তদানিন্তন কৌলীন্যপ্রথা যেমন উপাদেয় পবিত্র বস্তু ছিল, এখন রাজশাসনের বিপরীত শাসন উপস্থিত হওয়াতে সেই কৌলীন্যপ্রথা সাধারণ্যে তেমনি হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে! হইবার প্রকৃত কারণ কি, দেখা যাউক,—এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় কি না?

সুতরাং আমরা এক্ষণে কেশবসেনের পরবর্তী দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ব্যতিত অন্য কাহার বিষয়ে কিছু বলিতে সাহসী হইলাম না।

বলাই হইল, রাজশাসনের বিপরীত শাসন। যে সময়ে কৌলীন্যমর্য্যাদার পুরুষ সদ্গুণবর্জ্জিত হইলে পদচ্যুত হইত, এখন সেই কৌলীন্যমর্য্যাদার মুহুঃ দুর্ব্যবহারে বঙ্গ কাঁপিতেছে। পরম সুন্দর বেশবেশসজ্জিত কুলীন-সন্তান এখন স্বচ্ছন্দে যেচ্ছামত স্বেচ্ছাচার করিতেছে, কথা কহিবার লোক নাই! বরং সেই স্বেচ্ছাচারে উৎসাহবায়ু বর্ষণ করিবার লোক অনেক আছে! বিদেশী রাজা বঙ্গের কৌলীন্যপ্রথার কথা কহিবেন না, ইহাত ধরা কথাই রহিয়াছে। তথাপি জনকতক বঙ্গসন্তান খ্রীষ্টীয় ভাষার আইনের দ্বারা বঙ্গের কৌলীন্য-প্রথা উঠাইবার প্রার্থনায় ইংরাজী ব্যবস্থাপকসভায় আবেদন প্রেরণ করিতেও সমুদ্যত,—যুদ্ধ করিতেও বদ্ধপরিকর,—কিন্তু কেন যে এত নিন্দাকর ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। একজন কুলীনের সন্তান যথেচ্ছ আহারবিহার করিয়া প্রকাশ্যরূপে কদাচারের একশেষ করিতেছে, তথাপি সে ব্যক্তি কুলীন! তথাপি অন্য একজন ভাল কুলীন বহু অন্বেষণ করিয়াও সেই ব্যক্তিকে পূজা করিয়া লইয়া আপন কন্যাদান করিবেন। ইহা একটী অধঃ-পাতের প্রধান কারণ।—এই প্রধান কারণেই দিন দিন কদাচারের প্রশ্রয় হই-তেছে। ইহা ছাড়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুসঙ্গিক কারণ, তাহা অতি অল্পেই বিদূরিত হইতে পারে। প্রধান কারণটী কিছু শক্ত। রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না,—করিতে দেওয়াও উচিত নহে। সমাজ কথা কহিবেন না। সমাজের পোণের আনা লোক বরং ঘোর পাপানলমুখে রাশি রাশি শুষ্ককাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে, সেই প্রজ্বলিত অনলে বারিবিন্দু প্রদান করাও কি জনকতক বৃদ্ধলোকের সাধ্য? আমরা কাহাকেও এ বিষয়ে অনুজ্ঞা করিতে পারি না;—সমাজ যদি আপনা-আপনি উচিত কার্য্য বিবেচনা করিয়া আচারভ্রষ্ট কুলীনসন্তানগণকে কৌলীন্য-চ্যুত কিম্বা সমাজচ্যুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অল্প দিবসের মধ্যেই কুলীনসমাজ সংস্কার হইয়া উঠে। যদি কেহ হাস্য করিয়া বলেন, "উকু বাছিতে গাঁ উজড়", সে হাস্যের উত্তরে আমরা কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, সামঞ্জস্য সাধন করুন। সমস্ত কুলীনকে জাত্যন্তর করিতে বলি না। কুলীন-ব্রাহ্মণ ও কুলীন-কায়স্থেরা আজকাল কন্যাদায়ে যেরূপ মহাব্যতিব্যস্ত,—পাত্র অন্বেষণে যেরূপ মহাদায়গ্রস্ত,—তাহার উপর পাত্রসংখ্যা আরও একেবারে কম করিয়া দিতে বলি না; কেবল বলি এই যে, সামঞ্জস্য সাধন করুন। আচার,

বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণবিশিষ্ট কুলীনের মধ্যে এখন যদি অন্ততঃ একগুণ-বিশিষ্ট কুলীনসন্তান পাওয়া যায়,—সেই সন্তান যদি সীমার বাহিরে যাইতে শিক্ষা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া কোলে করা উচিত। আর ভবিষ্যতে যাহাতে দ্বিতীয় গুণ অভ্যাস করিতে পারে, সীমার বাহির হইতে ইচ্ছা না করে, সে দিকেও বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা নবগুণ-পরিভ্রষ্ট নবমাতিরিক্ত অসংখ্য কদাচারভূষিত কুলীন পুত্রকে, কুলীনের মান দিয়া কুলীনের সমাজে গ্রহণ করা বড়ই লজ্জার বিষয়,—বড়ই আক্ষেপের বিষয় এবং বড়ই বিভ্রাটের বিষয়! সেই প্রসিদ্ধ দলকেই আমরা কৌলীন্যচ্যুত অথবা সমাজচ্যুত করিবার অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি।

কৌলীন্য-মর্য্যাদার যে কি মান, তাহা কুলীনেরাই মনে মনে অনুভব করিতে পারেন, বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন না। সকল দেশেই কুলীন-পদ লাভের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকেরাও লালায়িত হন। ইংরাজেরা আমাদের কৌলীন্যের নিন্দা করেন। এ দেশের সমাজসংস্কারক-নামধারী সমাজ-বিপ্লাবকেরা আপনাদের গৃহনিন্দা সাহেবদিগকে বুঝায়। সাহেবেরা যে কুলীনপদের ভারী লোভী, বিলাতে অনেক মূল্যে কুলীনপদ বিক্রেয় হয়, বুঝাইবার সময় বক্তারা সেই আসল কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যায়। সাহেবের দোষ নাই। সাহেব অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই নিন্দা করেন;—দেখিয়াই হউক কিম্বা শুনিয়াই হউক, কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। যে নিমিত্ত আমরা নিজেই আক্ষেপ করি, বিদেশী বিজ্ঞলোকে কেন আক্ষেপ না করিবেন? তবে যাঁহারা ঘৃণা করিয়া হাস্য করেন, তাঁহারা নিন্দুক লোক,—তাঁহাদের কথায় আক্ষেপ করিতে নাই। ইংরাজ যদি নিরপেক্ষভাবে আজ লক্ষ্মণসেন হইয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরাজ কি আজ সেই শেষ লক্ষ্মণের তুল্য কৌলীন্যের সুপ্রথা করিবার চেষ্টা করিবেন না? মতিমান ইংরাজ অবশ্যই তাহা করিবেন। তবেই হইল, রাজশাসনই জাতীয় মর্য্যাদার প্রধান রক্ষক। স্বজাতীয় রাজা হইলেই জাতিসাধারণ বিশেষ বিশেষ মর্য্যাদা পরিশুদ্ধভাবে পরিরক্ষিত হয়। আজ দেখুন, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের কতই দুর্দ্দশা! এ দুর্দ্দশার প্রবল কারণ স্বজাতীয় রাজার অভাব। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই কোন না কোন প্রকারে ইংরাজী নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছে।—দাসত্ব না করিলেই যে,

অধীনতা আসিতে পারে না, সেরূপ বিবেচনা করা ভ্রম। দাসের কথা ত রাহ-গ্রাস! দাসবৃত্তিভোগী এক ব্রাহ্মণ বেলা অষ্টম ঘটিকার মধ্যে আহার সমাপণ পূর্ব্বক পাগড়ি বাঁধিয়া সাহেবের কার্য্যালয়ে ছুটিয়াছেন, যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই একদিনের বেতন হারাইবেন, সেই ভয়েই বোধ হয় ব্রাহ্মণের নিত্য নিত্য নিত্যক্রিয়ার ভগ্নাংশ অথবা বিলোপ সাধিত হয়। মহারাজ বল্লালের রাজত্বসময়ে এরূপ ব্রাহ্মণ থাকিলে, তিনি তাহাকে নিশ্চয়ই তাহা অতিকষ্ট শ্রোত্রিয় আখ্যায়ক ঘৃণাবাচক উপাধি দ্বারা পরিচিত করিতেন সন্দেহ নাই। এই সকল ভাবিয়া শেষ লক্ষ্মণের সময় বঙ্গীয় কৌলীন্যপ্রথার বিশেষ সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। তাহার পর অবধি ক্রমশঃ অধঃপতন!

শেষ লক্ষ্মণসেন ১১২৩ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২০৩ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ভূমিষ্ট হইয়াই বঙ্গদেশের রাজা হন, সুতরাং যখ তুর্ক সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী মগধ রাজ্য (১) জয় করিয়া বঙ্গদে আসিতেছেন, এই সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর তিনি তৎকালে আহারে বসিয়াছিলেন এবং উক্ত সেনাপতির আগমন সংবা পাইবা মাত্র মনে মনে চিন্তা করিলেন যে শাস্ত্রে শুনিয়াছি দৈববাণী আছে যে তুর্কেরা একসময়ে বঙ্গরাজ্য অধিকার করিবে। অদ্য সেই তুর্কেরা রাজধানি বেষ্টন করিয়াছে,—প্রাসাদের সম্মুখদ্বারে উপস্থিত। তবে আর কেন?—ব এক্ষণে তুর্কক্রোড়ে ক্রীড়া করুক! মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়া অভাগা বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন আহার পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া বহির্গ হইয়া ধীরে ধীরে নৌকাযোগে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। তদবধিই ব হিন্দুরাজত্বের শেষ! লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষবৎ ভীরুতাই এই পতনের মূল রাজা লক্ষ্মণসেন অক্লেশে শত্রুর হস্তে রাজপুরী সমর্পণ করিয়া, তুচ্ছ প্রাণভ তস্করের ন্যায় পলায়নপর হইয়া মনের দুঃখে উৎকলে প্রাণ পরিত্যাগ করি লেন! তৎপরে যবনের অধিকার!

---

(১) ১২০২ খ্রীঃ অব্দে দুই শত সৈন্য সমভিব্যাহারে বখ্‌তিয়ার খিলিজী বেহার অধিকা করেন এবং ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে কেবলমাত্র ১৮ জন অশ্বারোহীর সহিত সহসা বেগে বঙ্গে রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন, তৎপরে অবশিষ্ট সৈন্যেরা আসিয়া পৌছে।

দশম অধ্যায়।

দেবীবর ঘটক ও মেলবন্ধন।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের অন্ততঃ দশপুরুষ গত হইলে এবং রাজ্যমধ্যে যবনের অধিকার প্রবেশ করিলে, বহুদিবসাবধি কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল, এমন কি, জাতি পর্য্যন্ত রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; অতএব এই সময়ে দেবীবর ঘটকবিশারদ কুলীনদিগের মেল বন্ধন করিতে আরম্ভ করেন।

হিন্দুরাজ্য শেষ হ'ল যবনের বলে।
স্বপরিবারেতে রাজা গেল নীলাচলে॥
জাতিগত ধর্ম্মগত কুলগত বাদ।
স্বজাতি শাসন ভিন্ন সব অবসাদ॥
ধর্ম্মেতে তাচ্ছল্য হ'লে কিছু নাহি রয়।
অন্যপূর্ব্বা করে বিয়া আর বিপর্য্যয়॥
পর্য্যার সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল।
নানাবিধ অসৎকার্য্য করিতে লাগিল॥
ব্রাহ্মণ অধম যেই তাঁহারে স্বীকারে।
বিবাহ করিতে যায় ধনবানের ঘরে॥
এইরূপে তিনশত বৎসর গত হয়।
বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটক উদয়॥
দেবীবর নামে তাঁর হইল তনয়।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত বাক্‌সিদ্ধ হয়॥
কুলীনের কুলশাস্ত্রে করে দৃষ্টিপাত।
গুণসমূহেতে দেখে ভূত সন্নিপাত॥

কুল এক পদার্থ হয় গুণের গৌরব।
পঞ্চকৃতভূত মত বেড়ে যায় সব ॥
ইহা বলি দেবীবর মেলবন্ধ করে।
সর্ব্বদ্বারি ঘুচাইল বলি শুন পরে ॥
মেল কি পদার্থ হয় দোষ যদি পড়ি।
সমুদ্র মন্থনে যথা বাসুকির দড়ি ॥
পূর্ব্বকৃত দোষ সব করে এক ঠাঁই।
রসে রস (১) গুণ করে তার গুণ গাই ॥
মেল কি পদার্থ হয় করহ শ্রবণ।
মহা ভয়ানক যার রস আস্বাদন ॥
শ্রীনাথ দেবীর জন্ম আশয়ে বুঝিয়ে।
পৃথ্বী-তনয়ের (২) কাছে লুকাইল ভয়ে ॥
পরমানন্দেতে লয় কংসারি স্মরণ। (৩)
নামগুণে যদি হয় কালীয় দমন ॥
দৃষ্টিপাত করে যেই ধন্ধ হ'য়ে চলে।
গঙ্গানন্দ হয় ধন্ধ নীলকণ্ঠ ঢলে ॥
কুলরূপ পয়োনিধি মথে দেবীবর।
পঞ্চদশ গৌণকুলে রাখি স্বতন্তর ॥

কুলসারসংগ্রহ।

দেবীবর বন্দ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম (লখাই) লক্ষ্মীনাথ। প্রপিতামহ আলো (অনন্ত) এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবীবর পূর্ব্ব-বঙ্গদেশীয় ঘটক ছিলেন।

(১) রস শব্দের অর্থ ছয়। (২) সাগরদিয়ার গঙ্গাধর বন্দ্য। (৩) কংসারি পুতিতুণ্ডের সহিত কুল করেন।

মহারাজ বল্লাল যে পঞ্চদশ গৌণকুলীনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দেবীবর ঘটক তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যা দিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা;—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি। (৪) অরি ব্যতিত সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কুলীনের ঘরে কন্যাদান করিতে সক্ষম হইবেন, কেবল অরির দলে বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহ করিলে কুলক্ষয় হইবে। নিম্নে ঐ সকল দলের গাঁই ও গোত্র নির্ণয় করিয়া দেখান গেল। যথা;—

	গাঁই।	গোত্র।
সিদ্ধ	দীঘাড়ি	বাৎস্য।
	পিপ্‌লাই	ঐ।
	ডিংসায়ী	ভরদ্বাজ।
সাধ্য	মহিন্তা	বাৎস্য।
	হড়	কাশ্যপ।
	গুড়	ঐ।
	পারিহাল	শাণ্ডিল্য।
সুসিদ্ধ	পোড়ারি	কাশ্যপ।
অরি	চোৎখণ্ডী	বাৎস্য।
	কুলভি	শাণ্ডিল্য।
	কেশরী (কেশরকুনী)	ঐ।
	গড়গড়ী	ঐ।
	রায়ী	ভরদ্বাজ।
	ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ।
	পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ।

যে আচার, বিনয় প্রভৃতি নবগুণ দেখিয়া মহারাজ বল্লাল কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহার অধিকাংশ লোপ পাইয়া যে যে দোষে কুল দূষিত হয়, কুলীনদিগের সেই সমস্ত দোষই ঘটিয়াছিল। অতএব দেবীবর ঘটক দোষের মিলন করিয়া, যাঁহারা একবিধ দোষে দূষিত,

(৪) সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি কালেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥

তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে ভুক্ত করিলেন। সেই সম্প্রদায়কে মেল (৫) বলে।

পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য করেন নাই। কুলীনের মেলবন্ধ করা মন্দ, ইহা আমরা বলি না; কিন্তু ছল অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া, মিথ্যা অপবাদকে সত্য জ্ঞানে কারিকাবদ্ধ করিয়া, কিম্বা কল্পনায় দোষ আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুলীনকে অপদস্থ করা ন্যায়বান ঘটকের কার্য্য নহে। কৌলীন্যমর্য্যাদা রাজদত্ত সম্মান;—যে কোন রাজাই হউন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্মান দান করা সকলেই বিশুদ্ধ রাজনীতির নিত্য অনুগত জ্ঞান করেন। বঙ্গের কৌলীন্যটী বল্লালদত্ত। সম্মানদাতা কেবল আচার বিনয়াদি নবগুণের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন, পণ্ডিত দেবীবর কেবল দোষান্বেষী হইয়া বিশেষ কীর্ত্তি-কলাপ রাখিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাকে যে ঐ প্রকারে কুলীনের দোষাবৃত মেলবন্ধ করিতে মাথার দিব্য দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় কেহই জ্ঞাত নহেন। লোকে বরং জিজ্ঞাসা করেন, বঙ্গের একজন, সুপ্রসিদ্ধ ঘটকের এমন বিপরীত আচরণ কেন? শাস্ত্রমতে ঘটকেরা "ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ" আখ্যা প্রাপ্ত। এই আখ্যার অনুরূপ কার্য্য করাই ঘটকের ব্রত। স্তুতিপাঠকের মুখে কুলীনের জাতিঘটিত অশ্লীল গালাগালি কোন দেশের কোন কুলীন সহ্য করিতে পারেন না; কেবল এই অভাগা বাঙ্গালাদেশের মহাপুরুষ মহাশয়েরা গভীর সাগরতুল্য গম্ভীর এবং মহাচল হিমাচল সদৃশ অচল! দেবীবরের প্রশংসাকারী সম্প্রদায় যতই মান বাড়ান, মনোহারিণী কবিতায় "দেবীতুল্যলোক আর হবে না ভুবনে॥" ইত্যাদি গুণকীর্ত্তনে যতই ঊর্দ্ধকণ্ঠ হউন, কুলীনের স্তুতিপাঠক দেবীবর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটকের বংশধর হইয়া বৃথা বাচালতায় প্রভুলঙ্ঘন করিয়াছেন;—কুলীনের বংশে যথার্থ দোষ ঘটিলে প্রকারান্তরে প্রকাশ্য সভায় তাহা প্রকাশ করা বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ঘটকের উচিত;—পণ্ডিত দেবীবর তাহা করেন নাই;—তিনি শ্রুত অপবাদগুলি অবিকল গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন;—আধুনিক ঘটকদলের অনেকের গ্রন্থেই এখন ঐ সুরে শৃগালধ্বনি! ঘটকপ্রবর দেবীবর কিঞ্চিৎ উন্মত্তাবশেই বোধ হয় পূর্ব্বপুরুষের পন্থা ত্যাগ করিয়া, বিখ্যাত হইবার জন্য, অনধিকার চর্চ্চায় ভাল ভাল কুলীনের নিকটে যেন অকৃতজ্ঞ হইয়াছেন, এ বাক্যে বিরোধ

(৫) মেল শব্দের অর্থে দোষ মেলন অর্থাৎ দোষানুসারে সম্প্রদায়-বন্ধন। যথা—"দোষান্মেলয়তীতি মেলঃ।"

অথবা সঙ্কোচবিরহ। অবশ্যই বড় বংশেই দেবীবরের জন্ম; অবশ্যই দেবীবর একজন বড় ঘটক; বড় হইতে গেলেই মহত্ত্ব থাকা চাই। সূর্পবৎ অসার পরিত্যাগ করিয়া মরালবৎ সারগ্রহণ করাই মহত্ত্ব; নিন্দুকের ন্যায় কৃত্রিম দোষ কল্পনা করিয়া সম্ভ্রান্ত কুলীনের অযথা নিন্দা করা মহৎ ঘটকের কার্য্য নয়। মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে কুলীন অকুলীন করিয়া সৃজন করেন নাই, কৌলীন্য-মর্য্যাদা পৃথিবীর রাজদত্ত,—স্তুতিপাঠকের দ্বারা সে মর্য্যাদা অপলাপ হওয়াতে নিশ্চয়ই কৌলীন্যসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, দেবীবরের সময়েই সমান পর্য্যায়ে পুত্রকন্যার বিবাহ ব্যবস্থাপিত হয়। কিছুকাল এইরূপ সমানে সমানে আদান প্রদান চলে। পরে কুলীনেরা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এই নিয়ম সুচারুরূপে রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার, সুতরাং অন্য অন্য ঘটক মহাশয়েরা সমান পর্য্যায়ের দান উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন। যথা,—

"সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দান গ্রহণমুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং ॥"

এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা এতৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দেবীবরের মতে পঞ্চদশ শকাব্দার শেষে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়, পরে উপরোক্ত সমান পর্য্যায়ে বিবাহের বিধি সৃজন করেন। আবার এই দৃষ্টান্তের বশবর্ত্তী হইয়া কায়স্থ-বংশের পুরন্দর বসুও কুলীনদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে বিবাহের ব্যবস্থা দেন। আমরা এই বিষয় কায়স্থবংশ বর্ণনকালে বিশেষরূপে উল্লেখ করিব।

দেবীবরের ব্যবস্থায়, দোষ যায় কুল তায় (৬)। বল্লালসেন গুণ দেখিয়া কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা করেন, দেবীবর পৃথক পৃথক দোষ দেখিয়া কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন। যথা;—

১ ফুলিয়া। ২ খড়দহ। ৩ সর্ব্বানন্দী। ৪ বল্লভী। ৫ সুরাই। ৬ আচার্য্য-শেখরী। ৭ পণ্ডিতরত্নী। ৮ বাঙ্গালপাশ। ৯ গোপালঘটকী। ১০ ছায়ানরেন্দ্রী। ১১ বিজয়পণ্ডিতী। ১২ চাঁদাই। ১৩ মাধাই। ১৪ বিদ্যাধরী। ১৫ পারিহাল।

(৬) "দোষো যত্র কুলং তত্র।" কোন্ কোন্ দোষে কোন্ কোন্ মেল বদ্ধ হইয়াছিল, "দোষমালাগ্রন্থে" তাহা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা নিষ্প্রয়োজন।

১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী। ১৭ মালাধরখানী। ১৮ কাকুস্থী। ১৯ হরিমজুমদারী। ২০ শ্রীবর্দ্ধনী। ২১ প্রমোদনী। ২২ দশরথঘটকী। ২৩ শুভরাজখানী। ২৪ নড়িয়া। ২৫ রায়মেল। ২৬ চট্টরাঘবী। ২৭ দেহাটী। ২৮ ছয়ী। ২৯ ভৈরবঘটকী। ৩০ আচম্বিতা। ৩১ ধরাধরী। ৩২ বালী। ৩৩ রাঘবঘোষলী। ৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী। ৩৫ সদানন্দখানী। ৩৬ চন্দ্রবর্তী।

এই ছত্রিশ মেলের মধ্যে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী এই চারিটী মেল সর্ব্বপ্রধান, তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাদুর্ভাব বেশী। কোন্ দোষ অবলম্বন করিয়া এই দুই মেল বদ্ধ হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই একদোষে লিপ্ত থাকাতে, দেবীবর ঘটক উভয়কেই ফুলিয়া মেলে বদ্ধ করেন। নাধা, ধাঁধা, বারুইহাটী, মুলুকজুরী এই চারিটী দোষে ফুলিয়া মেল বদ্ধ হয়। প্রথম,—গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর মুখোপাধ্যায় নাধানামক-স্থানবাসী বন্দোপাধ্যায়দিগের বাটীতে বিবাহ করেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন, সুতরাং এই বংশজ কন্যার বিবাহে তাঁহার কুলধ্বংশ ও বংশজভাব ঘটে। কেবল ঘটকদিগের পরামর্শে, মনোহরের কুলরক্ষার জন্য, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ হইয়াও শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন এবং মাষচটক আখ্যা প্রাপ্ত হন। মনোহর মুখোপাধ্যায়ের এই বিবাহে বস্তুতঃ কুলধ্বংশ হইয়াছিল, কেবল ঘটক মহাশয়দিগের অনুগ্রহবলে কতক পরিমাণে কুলরক্ষা হইয়াছিল। ইহার নাম নাধাদোষ। নাধাদোষের কারিকা এই, যথা,—

"নাঁধার বাঁড়ুরির মেয়ে বল্লভের বিয়ে।
দুর্গাবর পণ্ডিতে নাঁধা তারে বর দিয়ে॥
হিরণ্য কারণে নাঁধা গঙ্গানন্দ পায়।
নীলকণ্ঠে আর্ত্তি করি ধন্ধ দোষ তায়॥
তারপর গঙ্গানন্দ শ্রীনাথেরে করে।
মুল্লুকজারি ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য বরে॥
এতদোষ গঙ্গানন্দে ঘটে এল শেষে।
শ্রীনাথ হইল পালটি সমাজগত দোষে॥"

দ্বিতীয় ;—ধন্দদোষ।—ইহার বিবরণ এই যে, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা কন্যা ছিলেন। একদা বৈশাখমাসে তাঁহারা ধাঁদা নামক স্থানের খালে স্নান করিবার জন্য সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে গমন করেন, সেই সময় ঘোর মেঘে আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। কন্যারা পথভ্রমে তথাকার ঘাটের নাবিক হাঁসাই নামক মুসলমান থানাদারের বাসায় উপস্থিত হইয়া, ঝড় বৃষ্টি হইতে প্রাণ রক্ষা করেন। পরে ঝড় বৃষ্টি অন্তে কন্যাদ্বয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে তাঁহাদের সঙ্গিনীরা অগ্রে বাটীতে পৌঁছিয়া তাঁহাদের বিলম্বের জন্য কাণাকাণি করিতে লাগিল,—হাঁসাই থানাদার বলপূর্ব্বক তাঁহাদের জাতিপাত করিয়াছে এই দুর্নাম রটাইয়া দিল। ফলতঃ এ অপবাদ মিথ্যা।

"নাঁধা ধাঁদা বারুইহাটী আর মুলুকজুড়ী।
কুলের প্রধান যাঁতে পড়ে হুড়াহুড়ি॥
মনোহর বিয়ে করে নাঁধার বাঁড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে যায় শোঁধার আঁকুড়ী॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে যথা পিণ্ডদোষ পায়॥
ঘ্রাণমাত্র পীরআলী দেখে সর্ব্বজন।
সাক্ষাৎ যবন স্পর্শে কি ? হয় আচরণ॥"

মেলমালা।

ঐ দুই কন্যার মধ্যে এক কন্যাকে কংসারিতনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ড ও অপরটীকে গঙ্গাবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদানদ্বারা, গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও যবনদোষে দূষিত হয়েন। ইহাকেই ধন্দদোষ বলে। যথা ;—

"অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাইথানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥
নাথাইচট্টের কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা কৈল বন্দ্য গঙ্গাবরে॥"

বহুবিবাহ।

এতৎসম্বন্ধে "কুলসারসংগ্রহ" ও অন্যান্য কুলাবলী সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেক নিম্ন লিখিত কবিতাগুলি পাঠকগণের গোচরার্থে উদ্ধৃত করিলাম।

"কুলজ্ঞ কুলীন শুন করি নিবেদন।
কি রূপেতে ফুলিয়া মেল হইল সৃজন॥
পঞ্চ গুণ সিন্ধু পুনঃ ইন্দু তায় ধরি।
ক্ষীরোদেতে শায়ী বিষ্ণু বটপত্রোপরি॥
যার স্থিতি তার দোষ ব্যাখ্যা করি পাছে।
ফুলে মেল তাহে শেল ধন্ধ বলি আছে॥
হেতু তার শুন সার ধনোর সন্ততি।
ব্যাসবংশ গরিষ্ঠাংশ শ্রীনাথ চাটুতি॥
তার সুতা রূপযুতা উর্ব্বশীর প্রায়।
যত সখী সবে ডাকি স্নান হেতু যায়॥
ভৃগুবার তাহে আর দশদণ্ড কালে।
সখী সঙ্গে নানারঙ্গে যায় ধাঁদা খালে॥
ধাঁদা স্থান পেয়ে স্নান করে সখীগণে।
হেন কালে ঘোর ঘন উদয় গগনে॥

বিন্দুপাত তার সাত চঞ্চলা সঞ্চার।
কাদম্বিনী করে ধ্বনি শুনি চমৎকার॥
বৈশাখেতে পশ্চিমেতে ঝড়ের আলয়।
ঝড় জোর হ'ল ঘোর হইল প্রলয়॥
উড়ি পাংশু সহস্রাংশু ঢাকিল সত্বরে।
ঘোরদায় আঁখি তায় প্রকাশিতে নারে॥
অন্ধকার হ'ল সার সকল ভুবন।
শিলাপাত বজ্রাঘাত মরে কত জন॥
কত কত শত শত ভাঙ্গিল ভূধর।
লক্ষ লক্ষ শতকক্ষ ভাঙ্গে কত ঘর॥
হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ ঘোর শব্দ তায়।
তাহে কত গর্ভপাত শিশু মূর্চ্ছা যায়॥
ত্বরা করি যত নারী যায় নিজালয়।
এই ক্রমে পথভ্রমে চট্টসুতা রয়॥
তথা বাসা করিয়াছে হাঁসা থানাদার।
ঘাটের নাবিক সেই করে পারাপার॥
হাসা নাবিকের ধাম নিকটে পাইয়া।
তথা গিয়া প্রাণ রক্ষে শ্রীনাথ-তনয়া॥
বসি পরি বাতা ধরি ছিল ক্ষণকাল।
সেই হ'তে চট্টসুতায় ঘটিল জঞ্জাল॥
হাঁসাই থানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্টসুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয়॥
ঝড় অস্তে চট্টসুতা গৃহে চলি যায়।
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্যকথা কয়॥

এস এস এস সখি বুঝিলাম অই।
ছল করি থানাদারে ভেটে এলে সই॥
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এ দেশ সে দেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে॥
সেই হ'তে বিপক্ষেতে ধাঁদা ধাঁদা কয়।
কিন্তু জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয়॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সেই হেতু চট্টনাথু দোষী ধন্ধদোষে।
বসি ভাবে কিবা হবে কেহ না জিজ্ঞাসে॥
তবে ধীর করি স্থির করিয়া সন্ধান।
কংশারিকে কন্যা দিয়ে রাখিলেন মান॥
নিজ পুত্রবর তায় দিলা পৃতিরাজ।
চট্ট গিয়া কন্যা দিয়ে করে রাজ কায॥
রণ্ড পায় নাথাই চট্ট গোপীবন্দ্য হেতু।
বড় রঙ্গ ধন্ধ সঙ্গ পাইলা চট্টনাথু॥

এই ধন্ধদোষ প্রাপ্তির পর চট্টবংশীয় শ্রীনাথের পুত্র গঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত কুল করেন। ফুলের মুখটী গঙ্গানন্দ, (১) গঙ্গাদাস চট্টর পশ্চাৎ নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত কুল করিয়া ধন্ধদোষে দোষী হন। দেবীবর ঘটক যখন মেলবন্ধনে নিযুক্ত হন, তখন গঙ্গানন্দের উপর ধন্ধদোষ স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে ফুলিয়া মেলে নির্ণয় করেন। গঙ্গানন্দ কুলসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা,—

লভ্যোবন্দ্যাবতংসঃ কুশলমতিরভূদ ভ্রাতৃযোগেহিরণ্যঃ।

---

(১) ইহাকে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যও কহে।

তুল্যোহয়ং পূর্ব্বদৃষ্ট্যা উদয়ো কুলবরোহপ্যার্ত্তি গাংনীলকণ্ঠঃ।
গঙ্গাদাসঃ সুচট্টঃ পিতৃকুল সদৃশো যস্য ভদ্রোচিতা শ্রীঃ
গঙ্গানন্দঃ সুধীরো মুখকুলজলধেঃ পূর্ণচন্দ্রস্যভাতিঃ।
শ্রীনাথ পাঠক ক্ষেম্যঃ শিবাচার্য্যবরেণবে।
রামাচার্য্যস্য তৎপুত্রোজাতঃ স্বকুল ভূষণং।

কবিতা।

গঙ্গানন্দ যোগেশ্বর কৃতিত্ব অপার।
যাহা হ'তে মেলকুল হইল প্রচার॥
কুলেতে প্রধান গণি ভট্ট গঙ্গানন্দ।
নীলকণ্ঠ করি ভট্ট হইলেন ধন্ধ॥
ধন্ধদোষে বন্দী হ'লেন ভট্ট মহাশয়।
হিরণ্যাক্ষ মধ্যে করি পশ্চাৎ মৃত্যুঞ্জয়॥
এ সব করিয়া হ'ল অংশের প্রকাশ।
আগল ভাঙ্গিয়া পরে উদয় গঙ্গাদাস॥
শ্রীনাথ (৮) আসন তাহে কি কহিব আর।
চন্দ্র সূর্য্য দুই কুল উদিত সংসার॥

ধন্ধ দোষের কারিকা।

ধোন্ধাখাল স্থানে ছিল হাঁসাই থানাদার।
ঘাটের নাবিক সেই করে পারাপার॥
শ্রীনাথের-কন্যা যায় স্নান করিবারে।
ঝড়ে প'ড়ে হাঁসাধামে প্রাণ রক্ষা করে॥

---

(৮) কাটাদিয়া বন্দ্যঘটী শ্রীনাথ পাঠক।

এইজন্য ধন্ধ ধন্ধ সকলেতে কয়।
প্রকৃত পক্ষেতে সেই দোষী কভু নয়॥
আর্ত্তিরসে ক্ষেম্য বসে নীলকণ্ঠে যায়।
নীলার্ত্তি করণে ধন্ধ গঙ্গানন্দ পায়॥

তৃতীয়;—বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ হইত। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুনমিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই শ্রীপতির সহিত আদানপ্রদান করাতে গঙ্গানন্দও দূষিত হয়েন। ইহাকে বারুইহাটী দোষ কহে।

চতুর্থ;—মুলুকজুড়ীকন্যা বিবাহদ্বারা, গঙ্গানন্দ-ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য্য, কুলভ্রষ্ট ও শাতশতীভাবাপন্ন হন। পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার নাম মুলুকজুড়ী দোষ। মুলুকজুড়ী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচট্টোপাধ্যায়ও একবিধ দোষে লিপ্ত থাকাতে ইহারা উভয়েই খড়দহ মেলে বদ্ধ হন। যোগেশ্বর নিজে পিপ্‌লাই কন্যা ও তাঁহার পিতা হরি মুখোপাধ্যায়, গড়গড়ি কন্যা বিবাহ করেন। মধুচট্ট ডিংসাইবংশীয় রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। যোগেশ্বর আবার এই মধুচট্টকে কন্যা দান করেন।

নিত্যানন্দ বংশ ও বীরভদ্রী থাকের কারিকা।

ভট্টনারায়ণ বংশ গুণে অনুপম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হ'ল নিত্যানন্দ রাম॥
অবধূত নাহি ছিল জাতির ভ্রূকুটী।
হরি ব'লে দেয় কোল এই পরিপাটী॥
মনোচট্টবংশোদ্ভব মাধব পণ্ডিত।
দুহিতা গঙ্গাকে বরি করিলেক হিত॥

গঙ্গা সে দেখায় পথ পার্ব্বতীর তরে।
ধনলোভে বিয়ে করে বীরের সুতারে॥
নিতায়ের সুত বীরভদ্র নাম তার।
স্বনামে হইল যাঁর ভাবের সঞ্চার॥
পার্ব্বতী রামের সুত রাম সুত কার।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার॥
ফুলের মূলেতে ভাল পর্য্যা পাল্‌টি আঁটা।
লক্ষ্মীর অঙ্গেতে লাগে পার্ব্বতীর ছটা॥
কোন কোন কুলাচার্য্য আক্ষেপ মানেনা।
হরিতে লাগায় ছায়া লক্ষ্মীতে বলেনা॥
লক্ষ্মীনাথ লভ্যবন্দ্য আনাই ত নয়।
পর্য্যার সম্বন্ধে লোহা চুম্বকেতে ধায়॥
হরিবরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায়।
রাঢ়ে বঙ্গে এই কথা কুলাচার্য্যে গায়॥
কিন্তু লক্ষ্মীসুত-সুত বন্দ্যরামদাস।
পিতৃবরে পুরাইল পার্ব্বতীর আশ॥
সিন্দুরামল্লতে পূর্ব্বে আছিল নিতাই।
অবধূত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥
বংশ গাঁই হ'লে করি কুল অপচয়।
উদাসীন হ'লে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে বীর সাক্ষাৎ হইল।
কুলাচার্য্যে বটব্যাল রটনা করিল॥"

ফুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতীনাথ ঠাকুর, নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে

পার্ব্বতীনাথে বীরভদ্র (৯) দোষ স্পর্শ করিল। তৎপরে গয়ঘড়ি থাকের লক্ষ্মীনাথ বন্দ্যর পুত্র হরিদাসকে বলপূর্ব্বক তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, হরিদাস নিজে দারপরিগ্রহ না করিয়া তাঁহার পুত্র রামদাসকে ঐ কন্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন; তজ্জন্য ঐ উভয় ব্যক্তিই বীরভদ্রী (১০) থাকে গণ্য হইলেন। কোন কোন ঘটক হরিদাসের পিতার উপরই ঐ দোষ অর্পণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীনাথ পার্ব্বতীনাথের পর্য্যায়ের লোক।

নিত্যানন্দের কন্যার নাম গঙ্গা। এই গঙ্গার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নিত্যানন্দের পুত্র ও কন্যা উভয় বংশই বিখ্যাত। পুত্রের বংশকে নিত্যানন্দগোষ্ঠী বীরবংশ, আর কন্যার বংশকে নিত্যানন্দগোষ্ঠী গঙ্গাবংশ বলে। বীরভদ্রের সন্তানগণ শুদ্ধশ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। এই পণ্ডিতের অন্য বংশীয় সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা রাঢ়দেশে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া পরিচিত।

নিত্যানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত।

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তারে করি পিতা ব্যাজ॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ রাম॥ চৈতন্য ভাগবত

---

(৯) বীরভদ্রের জীবনকাল গণনাদ্বারা তাঁহাকে আমরা ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই।

(১০) খড়দহের গোস্বামীপ্রভুরা এই বীরভদ্রী থাকের ঠাকুর।

নিত্যানন্দের অপত্য গঙ্গা আর বিরু।
মাধব গঙ্গার পতি সর্ব্বশাস্ত্র গুরু॥

কুলচন্দ্রিকা।

নিত্যানন্দের সহচর মহাপ্রভু অদ্বৈত বারেন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম নৃসিংহ লাড়ুলী ও জন্মস্থান শান্তিপুর। তাঁহার সহিত চৈতন্যের অভেদাত্মা ছিল। অদ্বৈতের আট সন্তান, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অচ্যুত গোস্বামী পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন, এমন কি, এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর সার।
আর সব পুত মোর হউক ছারখার॥

আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র অচ্যুতের সমবয়স্ক ছিলেন। এই বীরভদ্রের সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে দেবীবর বীরভদ্রী থাকে পরিগণিত করেন।

নিত্যানন্দের স্ত্রীর নাম জাহ্নবা। জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, জাহ্নবার কুমারীকা অবস্থাতে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তৎপিতা-মাতা ও বসু নাম্নী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কর্ত্তৃক তাঁহাকে খড়দহের গঙ্গাতীরে আনীত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ যোগবলে জাহ্নবাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ তাঁহার পিতামাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। তদনুসারে উভয়ের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

ঘটকদিগের পুঁথি হইতে বীরভদ্রী দোষের কারিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা,—

"পার্ব্বতী যে অনুকূল, বীরভদ্রী তার মূল,
উত্থানে সুন্দরাদোষখানি।
হরি বন্দ্য তায় যায়, পর্য্যায় সে দোষ পায়,
শ্রীধর চট্টজ পরে গণি॥

বন্দ্য হরি বিয়া করে, পুত্র রামদাস বরে,
বলাৎকার আর বিপর্য্যয়।
খড়দহ কুলে ষষ্ঠীদাসে, বল্লভী তাহাতে আসে,
বীরভদ্রী তিন মেলে পায়॥"
"শেষে হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি।"
"কন্যাবরে বিমাতা দুই সহোদরা।
বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥"

মেলবন্ধনের কারিকা ও কবিতা।

সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রাচীন কুলাচার্য্যের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা সেই পুঁথিদৃষ্টে মেলবন্ধনের কারিকা ও কবিতাগুলি পাঠকগণের কৌতূহলার্থ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। উহার ভাষা যেরূপ লিখিত ছিল, অবিকল সেইরূপই উদ্ধৃত হইল. আমরা তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না। আবশ্যকমতে আমরা উহা হইতে আরও কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়সকল পাঠকগণকে উপহার দিব এরূপ ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ বাহুল্যভয়ে অনেকাংশ পরিত্যক্ত হইল।

খড়দহ ফুলিয়াকুল, অন্যান্য সমতুল,
কাছে তার বল্লভী সর্ব্বানন্দ।
পণ্ডিতরত্ন বাঙ্গাল আছে, আঠাহরি মিশ্র কাছে,
হড় সুরাই একই নির্ব্বন্ধ॥
ছায়া বিজয় নারায়ণ লিখি, আচার্য্যশেখর রাঘাই দেখি,
মধ্যমেলে ইহার প্রচার।
নদীর কুল কান্দর কুল, চান্দাই মাধাইর মুল,
তবে বিদ্যাধরী মেল সার॥

আর যত মেল বলি, আত্মবন্ধে গালাগালি,
অষ্টাদশ উত্তম মধ্যম।
আর যত মেল কই পারিহাল আদি ছই,
তবে সবার করিয়ে নিয়ম॥
ছত্রিশ মেলের আয়, সকল ঘটকে গায়,
ইহা বই মেল নাই আর।
যে যাহার খাতককুল, সে তার সমান মুল,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥
লোকে বলে ধন্য ধন্য, খড়দহ ফুলিয়ার বড় পুণ্য,
খড়দহ সর্ব্বানন্দ এক দাপ।
বঙ্গ পাইয়া উধোর তাপ॥
আঠাকাশী দুই ভাই। মৎসরে পণ্ডিত না দিল ঠাঁই।
রজনী শুকনালী মিশ্র হরি। বিজয় পণ্ডিত বদান্যে ধরি।
হড় সুরাই তুল্য গণি। কাটাবাণ আচার্য্যশেখর জানি।
চাঁদাই মাধাই কুলে চাটক। কুলে শ্রীবিদ্যাধর পাঠক।
পারি মালাধর শ্রীরঙ্গ ভট্ট। প্রমোদ নবাগ্নি কাকুস্থ চট্ট।
আচম্বিতা চক্রপাণি। মেল করিতে টানাটানি।
চন্দ্রপতি শতানন্দখানি। নিজ নরেন্দ্রি তবে গণি।
দাশরথি ঘটকরায়। ছয়ি মেল পাছে ধায়।
রাঘব ঘোষালীকুলে লাজ। আর বরাবর একই কাজ।
শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী কুলে ভাণ। তাহার পো বাণীনাথ ত্যজিল মান।
দশরথ ঘটক তবে জানি। ঠেকঠোক পিছে গণি।
রবিকরি সর্ব্বানন্দী মধ্য বই * * *
সুরাই ছায়া সমাবস্ত। নামদ্বয়ং পরমানন্দ।

দেশভেদে বাড়ে সুরাই বঙ্গে। সোথা খনিয়া চণ্ডীবরী
ঠেকা খানকুলিয়া দেহাট্টা এই সকল মেল বহির্ভূতা
এবং বিয়াল্লিশ প্রকার ভাব।

খড়দহ ফুলিয়া মেল যুগলং। সম্প্রতি জাতং ফুলিয়া বিমলং।
আদৌ খড়দহ ফুলিয়া শেষে। খড়দহ ফুলিয়া নাস্তি বিশেষে।
বল্লভাচার্য্যৌ সর্ব্বানন্দৌ। সর্ব্বানন্দ বল্লভাচার্য্যৌ।
সুরোবন্দ্যজ পূতিজ হৃদয়ৌ। অনয়োঃ করণো দ্বাবতি সদয়ৌ।
যই সমতায়ৈ কুরুতে যত্নং। কুলচূড়ামণি পণ্ডিতরত্নং।
কিমধিকমপরং সচহরিমিশ্রঃ। পূর্ব্বং দামোদরস্তুতকুশ্রঃ।
বাঙ্গালাঠা বিজয় সুরাই। হড়কাবাণো ভবদনুজয়ী।
আচার্য্যশেখর চট্টরাঘায়ি। চাঁদাই বিদ্যাধর পাঠকমায়ি।
পারিমালাধর শ্রীরঙ্গভট্ট। প্রমোদন বালী কাকুস্থ চট্ট।
শতানন্দ নরেন্দ্রচন্দ্রপতয়ঃ। খানকুলিয়া রাঘবঘোষসন্ততায়ঃ।
দশরথভৈরব শুঙ্গোসর্ব্বানন্দাঃ। সুতরাজসৌরি ধরাধরবৃন্দাঃ।
আচম্বিতা মুখকুলপর দেহাট্টা। ক্রমশঃ ক্রমশঃ পরশুচট্টা।

অথ মেলদোষ।

পূর্ব্বং বাণগড়ৈ মুকুন্দমধুনা সংগ্রাহকেঃ সংশয়ঃ।
কেচিত্তে ফুলিয়ান্তরে রবিকরে শ্রীমস্তখানি হড়ে।
কেচিত্তে রজনীকরে হরিহরে পর্য্যায়হীনেকুলে।
নানাস্থান গতাহতাঃ খড়দহামাশ্চর্য্য মন্দাশয়া।
বাণগড়ে সংগ্রাহকৈরিতি। যথা,—

সদাশিব কন্তাং বরাং নিত্যানন্দসুত সর্ব্বানন্দে বাক্‌দানং কৃতং। পশ্চাৎ নিত্যানন্দে ছায়াদোষং দৃষ্ট্বা পূতিপ্রভাকরসুত সুরাইঘটকা সহায়তাং কন্তাং

দদৌ। অতএব অস্থপূর্ব্বাদোষঃ। সুরাই ঘটকে ইতি। অতএব সদাশিবেন পরিবর্ত্তা। বন্দ্যমকরন্দমুখহরিপণ্ডিতৌ তথাচ সংশয়োমদনোবাপে পুরা-হুষ্টোপক্ষেহরিঃ সুরাসংশ্রবদোষেণ পতিতোমদনোহরিঃ। কাঁচনা অর্জ্জুনমিশ্র-সুতোবাপঃ অর্জ্জুনে বারুইহাটীদোষঃ। হরিস্তুতনন্তে মদনোগয়ঘড়ী সুরাই-ঘটকঃ পূতিতুণ্ডঃ। মুকুন্দ ইতি মুকুন্দচক্রবর্ত্তীনঃসুতা শঙ্করপণ্ডিতপুত্রেণবিবা-হিতা। যথা চক্রবর্ত্তী পরিবর্ত্তিশঙ্করোবর্ণশঙ্করঃ। ইতি বাক্যাৎ। মধুনেতি। যড়ার্ত্তয়োদাশরথির্নরাম্বির্বল্লভস্তথা। আনাইশ্চ বিস্তাইশ্চ সত্যবত্তস্ততোমত্তঃ। নভ্যোবাপেশ্বরোবন্দ্যো গৌরীবরঃ সমোচিতঃ। ন্যায়োচিতসদানন্দঃ ষট্-কেম্যান্ ক্রমশঃ শৃণুঃ। চণ্ডীবরো বিস্তাধরস্তেবায়িশ্চ বিভাকরঃ। সবাইশ্চ জিতা-মিত্রো দিণ্ডীশ্রপরিবর্ত্তিনঃ। মহিন্তা জগদানন্দো দক্ষবাটী সজেন্দ্রকঃ। দিণ্ডীচ পরমানন্দস্ত্রয়োরারাঃ কুলান্তকাঃ॥ ইতি কুলান্তকা। ইতি বাক্যাৎ সত্যবত্তপৌত্রমধুচট্টেনসহ যোগেশ্বরস্থ পরিবর্ত্ততে। যথা, যোগেশ্বরস্থুতাসর্বে দামোদরসুতাবভৌ। কামদেবসুতাসপ্ত মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ। ইতি বাক্যাৎ সুতাঃ পঞ্চ ইতি কুত্রাচিত। যথা, মুখনয়নপূর্ণানন্দরাঘবত্রাঃ ফুলিয়ান্তরে গতাঃ।

ফুল্লকুলে ভাল জিয়ে গঙ্গানন্দ ভট্ট।
কাছা ধরে বেড়ায় যার উদয় নামে চট্ট॥

কুলের দোষ কথন।

(মুলা পঞ্চাননের কারিকা।)

ভাব শুন চিত্ত দিয়া, সেথো কাঁচনা কাঁটাদিয়া।
তবে লিখি মুলাকর, অবসথী স্বতন্তর।
খনিয়া উন্দুরা পূতিভাব, আদ্য চট্টে কিছু লাভ।
গাঙ্গ বন্দ্য নন্দ ভুল, তিকোকুন্দ একই কুল।
নপাড়ীর নাহিক ভাব, বিস্তোর জানিও লাভ।
ধনো বিশো ভাবে জানি, স্বপন ভীমতুল্য মানি।
নারায়ণ ওবা গয়ঘড়ী, ধনো খায় তুহার কড়ি।

বাঙ্গালপাশি ভট্টা আদি, সাগরদিয়ার কুল্য বাদি।
ভাবে শুদ্ধো পীতাম্বর, বান্দ্য কাঞ্জী এক ঘর।
ইতি প্রাচীনা বদন্তি।

বাহুল্যভয়ে সংস্কৃত কবিতাগুলি এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

ঘোষাল কাঁচনা কুল্য যাদি। কাঁটাদিয়া লস্ত্য শুধি।
কাঁটাদিয়ার স্থানে গতি। পাটলিরা অবগতি।
খনিয়া উন্দুরা আর পূতি। দুই চট্টের স্থানে গতি।
এই তিনের স্থান ভাবে। গাঙ্গ বল্ল বাবলা যাবে।
আর তাতে আছে দুই। নন্দ কুন্দ তাতে থুই।
এই পাচের স্থানভাগে। নপাড়ি তাহাতে লাগে।
কেহ বলে কুল্য উহা বটে, কুল নাহি বিভো বংশে।
কিন্তু পাঁচের স্থ্যানে বসে হয়ে যায় ঐ মত অংশে।
বিভোর স্থ্যানেতে নপাড়ি, ধন বিশ গয়ঘড়ি
এই মত আছে পূর্ব্বাপর।

চাটতি চৈতল আড়িয়া, বাঙ্গালপাণী সাগরদিয়া,
আর তাতে মুখটী ফুলিয়ার।
এই পাঁচ বিশোর স্থ্যন, ঘটকেরা এই কন,
এই অংশ নব্যতে প্রচার॥
স্বল্পফুলে শুদ্ধ মুখ, কাঞ্জীজন বংশ লেখ,
এই চারি স্থান ফুলিয়ার।
মিশ্রি বিধানে রয়, ঘোষালে বল খসায়,
ঐ চারি কহিয়াছি যবে॥
আর্ত্তি ক্ষেম্যর অংশ কহি তার গুণ।
যে যার আর্ত্তি যে যার ক্ষেম্য ক্রেমে ক্রেমে শুন॥

পাচলায় চাটতি আর ঘনশ্যামী আর।
যোবালের কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য এই মুখ্য হয়।
পূর্ণ ক্ষেমা যারা হয় কহি শুন তবে।
যার পর যেবা হবে একে একে কবে।

চট্টউদয়সুতে হরিকৃষ্ণদাসে পরিবর্ত্তাৎ। রবিকর ইতি রবিকরস্ত বন্দ্যাসিন্দয়ামস্ত বিবাহামস্তয়ং রঘুশ্রীপতিভ্যাং সহ পরিবর্ত্তাৎ। শ্রীপতি-পুত্র রামনাথ জানকীনাথাভ্যাং সহ বন্দ্যবাণী বন্দ্যরামচন্দ্র চট্টরতিনাথানাং পরিবর্ত্তাৎ চাঁদবল্লভ মুখয়টীকুলযোগঃ। তথাচ। রবিকরচট্টসূনোবন্দ্যাঃ শ্রীপতিরঘুপাক্ষ কিঞ্চিৎ ক্ষেম্যঃ। অতুলিত যোক ভুবনাচার্য্য্য রঘুরপি লভ্যঃ কমলস্যাপি। রঘুপতি গাঙ্গএব পাঠঃ শ্রীপতিরিতি কেচিৎ। বঙ্গে রবিকর বন্দ্য সংজ্ঞা সর্ব্বে সর্ব্বানন্দজ সংজ্ঞা ইতি বাক্যাৎ। শ্রীমন্তখানি ইতি যথারুচিৎ। বাড়েসেরথানি পীয়ালী তথ্যতারুচিৎ। বঙ্গদেশে শ্রীমন্তখানি ত্রিভির্দগ্ধবন্দুষরা ইতি বাক্যাৎ। চট্টভুবনজ রামনাথেন শ্রীমন্তখানস্ত কন্যাবিবাহিতা। চট্টরামনাথ বন্দ্যবাণীকয়োর্মুখো চাঁদ-বল্লভয়োঃ সহ পরিবর্ত্ততে। অতঃ শ্রীমন্তখা রবিকরে প্রবিষ্টৌচাঁদবল্লভৌ। হড় ইতি মুখসন্তোষ লক্ষণ চণ্ডীদাসাঃ সিদ্ধান্তি হড়ে প্রবিষ্টাঃ। যথা অয়ং শ্রীহড়বংশজন্মা সিদ্ধান্তনামাকুলনাশহেতুঃ। বৃথাশ্রমস্কার্য্যবিনাশনায় হড়-কুলান্তং ঘটকাবদন্তি॥ কিন্তু বন্দ্যচণ্ডীদাসস্ত হড়সম্পর্ক * * * রজনীকর ইতি। যথা, রজনীচতথাবিষ্ণুকান্তপেবঙ্গকঃসদাঃ। আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাকুলান্তকাঃ॥ কেচিত্তু সন্দিগ্ধ কান্তিপতিরিতিবাক্যাৎ। মুখবাণী ভরতসুনন্দপুরুষোত্তমাঃ সন্দিগ্ধবিবাহিতাঃ। মুং বিং বাণী ভরতয়োঃ রজনী-কর ঘটকবিশারদস্ত কন্যাবিবাহঃ। মুং বিং পুরাইকস্ত সনাতন শৃগালস্ত কন্যা বিবাহ সনাতনস্ত চট্টঃ সিমলাইবর্য়া। অথ প্রাচীনাঃ। বনমনমহীমন্তুণ্ডা আনারিকোটাল ব্রাহ্মণমধী গোবিন্দমিশ্রস্যমকারপুত্র-যোগঃ। শ্রীকণ্ঠেপরিবাদঃ ভাস্করে যবনীগমনং বাণীভরতে সন্দিগ্ধ বিবাহঃ। বাণীব্রাহ্মণ্যাং পাঠানগন্ধদোষঃ। মধ্যাচার্য্যে যবনগমনং স্বর্ণাদে সন্দিগ্ধ বিবাহঃ। জানকীনাথে শঙ্করচক্রবর্ত্তীদোষঃ। কুমুদে আহ্বয়ঃ কন্যা-

নির্গতা শাকল্যাখনন্তচট্টোনোঢ়া। সোহেবস্তঃ প্রকরণং হৃদয়ে গদাধর
ভট্টাত্রাতে অধ্যায়িনাবুক পরিবর্ত্তঃ।

যথা হৃদয়ের হৃদয় বুঝিতে নারি। হৃদয় হৈল কুলের বৈরী॥
ভঙ্গ দিলে নিজ কুলে। প্রাণ হারায় জগায়ের শেলে॥
রণ্ডপিণ্ড পিণ্ড তিন। রাখাই ছাড়া কুলে হীন॥
মদের ঘড়া সুজানখানি। এই ছয় দোষ শ্রীকণ্ঠে জানি।

অস্মাদিদানীং। শ্রীনিবাসশ্চণ্ডীদাস রামভদ্রষষ্ঠস্তথা। পুনঃ পুন
স্বরাং শিক্ষা পশ্চাত্থরবীতলে। বাগষাস্ম গন্ধর্ব্বরায়স্তপুত্রমাধবরায়ে
ছুরগ পানীনাগহম্যানেন পশ্চ্যাসহন্দুরাদিকংশিক্ষায়মণঞ্চক্র। রামভদ্র
সুধনয়নঘঃ বংকাং যাদুজগোপালেনসহ পরিবর্ত্তঃ কৃতঃ অনেন তৎপুত্র্যাঃ
কন্যাং প্রদায়। কেচিত্। ছন্দয়াবদন্তি।

কারিকা।

পূর্ব্বে গড়গড়ী দোষে হরি অচেতনে।
মধুদোষে খড়দহ রায়ের বচনে।
সেই দোষে মেল হইল ঘটকে বাখানে॥
শ্রীকণ্ঠে (১) পরিবাদ লোকে কাণাকাণি।
ভাস্কর (১) রমণ করে যবন-রমণী॥
বাবইহাটা সুধনালী (২) আছে কিছু যোগে।
মসুণ্ডেতে (৩) আনাই কোটাল আছে বড় রাগে॥
হড়ে কেহ প্রবেশিল কেহ হয় কুলে ছাড়া।
বিপর্য্যয়ে মজে কেহ চক্রবর্ত্তীর মড়া॥

---

(১) শ্রীকণ্ঠ ও ভাস্কর উভয়ই কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

(২) সুধনালী একটী কুলের দোষ।

(৩) কৃষ্ণনগরের রাজ্যাধিকারের মধ্যে হরধামের আড়পার মসুণ্ডা গ্রাম এবং চূর্ণী নদীর পশ্চিম পার।

হরিমিশ্রে কেহ গেল কেহ রজনী প্রবেশে।
রবিতে তাপিত কেহ বেড়ায় বঙ্গদেশে॥
মহেশচন্দ্র কেশরকুনী দোষে বন্দ্যবাণী (৪)।
রামনাথ যোগে যন্থ কেহ শ্রীমন্তখানি॥

অথ ফুলিয়ায়াং।

পূর্ব্বং বাঙ্করখানী দোষঃ নন্দোবন্দ্যকাঞ্জিপত্তিবিবাহঃ। ইদানীং সাহস-খানিসম্পর্কঃস্যাৎ। ধোঁদাবাদাস্ত তৎসম্বন্ধিকন্যাসংগ্রহ যাং নীলকণ্ঠ লোহিত্যস্নানং। কাজিরবেড় নবাই খানদার দৌহিত্র হরিদাসসমন্বয়ঃ। অকালপৌষীয় (৫) আকিঞ্চভক্ষণং স্থবর্ণবণিককন্যাগ্রহণং। হিরণ্য-বন্দ্যস্যাসুযায়িতা প্রভিরাজকী শ্রীচট্টস্যাসুযায়িবন্দ্যোনসমং কুলত্যাগঃ। কিন্তু অধুনাশ্লোকবৃন্দকেচিত্ সমগ্রাবদন্তি। * * * পাত্তীরগুধয়ঃ পিণ্ডে গোপালার্ত্তিচতুর্ব্ব্যে। ধোধাবাদে শ্রীনাথেশ্মিন্ পপাত্তজনমেদয়ঃ। রগু-পিণ্ডো বলাৎকারো বিপর্য্যাযোহ্যপূর্ব্বিকা। যদিশ্যাত্র মত্তোদোষাঃ পঠ্যন্তে কুলনাশকাঃ। ধোঁদাদৃষ্টতাং মহদাশ্চর্য্যং নীলকণ্ঠকপর্দ্দিনা লৌহিত্যস্নান-যাত্রায়াংপ্রত্তঃ পম্নিকৈরসহঃ। অস্তৎপূর্ব্বমুক্তং চক্রবর্ত্তিদোষঃ। খড়দহে উক্তঃ সম্বন্ধিনঃ পূর্ণানন্দরামভদ্রাঃ সহ পরিবর্ত্ততে। বীর ইতি। বন্দ্যবীরভদ্রস্য কন্যাং মুং পার্ব্বতীদাসোহনোঢ়া। পার্ব্বতীদাসেন যেকন্যে হরিবন্দ্যো দত্তে। আদৌ পিত্রেতত্তঃ পুত্রেভ্রাতেতৎকন্যকাং দদৌ। বলাৎ-কারোহন্যপূর্ব্বিকা পার্ব্বতীশ শ্রীসম্বন্ধাম্বিতে বদেৎ। ত্রিগবন্ধঃ ইতি আদৌ ভগিন্যোত্ততোবিমাতরৌ ততঃ পত্নৌ। হড় ইতি বন্দ্যচণ্ডী-দাসাদিদোষঃ। খড়দহে উক্তঃ। হড়্ডিপইতি মুখভবানী গোবিন্দরামসুত রাজীবরায় হড্ডিপবধূগমনং। শ্রীরামমথুরাচয় নিবাসী তত্ত সম্বন্ধ বন্দ্য-দুর্গাদাস জগন্নাথদোষাৎ। তথাহি পূর্ব্বদেশস্থ ঘটকাবদন্তি। শ্রীরাম মথুরাচরস্থ করণাংঘাথায়িপুত্রোস্মৃতঃ। মুখইত্যাদিশ্রীবল্লব।

---

(৪) বন্দ্যরাণী,—বাণী শিকদার।

(৫) অকালপৌষীয়,—বর্দ্ধমানের এলাকাধীন কালনার সন্নিকট।

পূর্ণানন্দ সুত দুই শ্রীরাম গোবিন্দ।
শ্রীরাম শিবরাম দুই মাধব আনন্দ॥
রাজারামে কন্যাদান পিণ্ডীদোষ তাহে।
মথুমধু মহাদেব চাঁদরাম কহে॥
মথুরেশে বিভাদোষ মধু রূপবান।
রামচন্দ্র সুতহীন মহাদেব যান॥
অনুরাগ কুলে যাক মহীতল কাঁপে।
ভাগেতে শুষিল মধু রজনীর রূপে॥
কৃষ্ণবল্লভসুতা রামদেব করে চুরি।
সাগরে ডুবিল তরী এত দোষ ভরি॥
গোবিন্দ জগৎরূপ বিয়া কেশরকুনী।
গোবিন্দ করিলা রামদেবে পর্য্যাহানি॥
শিবসুত জগৎরূপ জগৎরামদেবে।
গয়ঘড় রত্নেশ্বর নারায়ণ লভে॥
জানকীনাথের কুল অমরচট্ট আগে।
আর্ত্তি যায় শ্রীগর্ভ মধুচট্টযোগে॥
সুনবন্দ্য রামচন্দ্র শ্রীগর্ভ পদে।
যদুপুত্রে কন্যাদান বিপর্য্যয় বান্দে॥
চট্টজাত বিশ্বনাথ বাণী হৃদয় আর।
জগঘোষে গুড়দোষে মৃত্যুঞ্জয়ী তার॥
বিশুসুত রামভদ্র তিতুসুতালয়।
গুড়দোষে রাঘাইঘোষে বিপর্য্যয় হয়॥
হৃদয় সদয় অতি গুণানন্দখানি।
পত্র পেলে করে গ্রহণ লক্ষণেতে জানি॥

বিশ্বনাথের সুতা লইতে করে অনুমতি।
হৃদয় নিদয় হয়ে রামে কহে পাতি॥
এই দোষে বিশ্বনাথ রহে এক সাত।
যুতে রয় বিশু হৃদয় জানকীনাথ॥
অনন্ত বলাই রামভদ্র তার পরে।
অনন্তে বাতাবী বিয়া ক্ষেম্য যদুবরে॥
রাজীব নির্জীব হয় মহিন্তার পাকে।
বলাই করিলা গতি বাণী মেল ডাকে॥
রামভদ্র কুলচন্দ্র শঙ্কর বলাৎকার।
শঙ্কর-তনয় দুই ফুলে কুলে সার॥
নারায়ণ গোবিন্দরাম বিশো চন্দ্রচূড়।
লক্ষ্মীকান্ত যাদবেন্দ্র বিনয় প্রচুর॥
নারায়ণ মাধবচট্ট ভ্রাতৃবেদ শেষে।
পিতৃচ্যুতি করে ভুক্তি পুত্র শিব আশে॥
জনার্দ্দন করে গ্রহণ পঞ্চানন-সুতা।
মহিন্তাগণী পঞ্চাননী জনার্দ্দনযুতা॥
বিশ্বেশ্বর গোবিন্দের কেশরেতে গতি।
কি কহিব কুল তার বংশে নাই বাতি॥
যোগেসম ত্রিবিক্রম বাবলা শ্রীনাথে।
পিতৃত্যক্ত পিণ্ডভোক্ত হড় উক্ত তাতে॥
ক্ষেম্য করে যাদবেরে বন্দ্যতে পীউড়ি।
রামনাথ ভবনাথ সুতে বিদ্যাধরী॥
কোমল বিকল হয় পীতমুণ্ডী দোষে।
সমল কমল দেখি শিবানন্দ আসে॥

বন্দ্যগতি চন্দ্রপতি রুক্মী হয় ভগ্ন।
কুলাভাব বংশে তাপ নাম শত্রুঘ্ন॥
শ্রীধর মুখবর চট্টব্যাস লিখি।
হিরণ্যাক্ষ মধ্যে করি শ্রীগর্ভে সুখী॥
শ্রীগর্ভ করি খর্ব্ব মধুচট্ট যোগে পায়।
বাণীনাথ হৃদয় সাত ক্ষেম্যভাবে যায়॥
পুরাই হৃদয়রতি লোকনাথ আর।
জগদীশ অবশেষ জগদানন্দ তার॥
মধুর ভাগ যত থাক নিবেদন করি।
প্রথমেতে কহি তাতে নাম যজ্ঞেশ্বরী॥
মুখবর যজ্ঞেশ্বর স্বল্পফুল্ল বটে।
দিগম্বরী যজ্ঞেশ্বরী মধুদোষে ঘটে॥
দিগায়ি ভট্ট বলে চট্ট ঘটক দেবীবরে।
তার কন্যা রূপে ধন্যা বিয়া যজ্ঞেশ্বরে॥
সুন্দর তনয় রঘু রমণী কদম্বে।
মীরনাম গুণধাম ভোগ অবিলম্বে॥
এইহেতু কুলকেতু রঘুবন্দ্য লয়।
অবশেষে মধুদোষে যজ্ঞেশ্বরী হয়॥
রজনীকরের কন্যা বাণীনাথে লয়।
খর্গঘিবিল্লী কহে দেবীবর মহাশয়॥
গুণ্ডসুত ভগবান করিয়া স্থকিত।
ভগদোষে চু নাম রমানাথে স্থিত॥
পাঁচুচক্র সন্দিগ্ধ বিষ্ণু বন্দ্য কুশেরাড়ি।
দৈবকীরে বিষ্ণুযোগে কন্যাদান করি॥

পূর্ব্বগ্রামী আচার্য্যশেখর নাম ধরে।
তার কন্যা গুণে ধন্যা দৈবকীর ঘরে॥
পরেতে করিলা পাঁচু পুরাই সনাতনে।
সনাতনী মনোহর পুরাই করণে॥
পালধি সন্দিঘ্নচট্ট সনাতন নাম।
তার কন্যা লয়ে পুরাই হারাইল ধর্ম্ম॥
মনোহর পুত্রবর দৈবকী-নন্দনে।
সিয়াড়ি গাঙ্গুলী বিষ্ণু কয় পুরাই শুনে॥

ইতি পঞ্চানর্থী।

অথ বৈদ্যনাথী, চাঁদবল্লভী, মহেশী ও মারুপখানী প্রভৃতির কারিকা (৬)।

গয়ঘড় বংশধর পুত্র বৈদ্যনাথ।
কৃষ্ণানন্দে পায় রগু পঞ্চানন খাত॥
পাইয়া রগু পিতৃপিণ্ড কৃষ্ণানন্দ ঘরে।
হরিসুতা অদভুতা লয় পিতৃবরে॥

---

(৬) দেবীবর কর্ত্তৃক ছত্রিশ মেল অবধারিত হইলে পর, ঐ সকল মেলমধ্যে কতকগুলি ভাগ বা যূথ হইয়াছে, যথা,—খড়দহে বৈদ্যনাথী, ত্রিদোষী, বল্লেশ্বরী, চাঁদবল্লভী, সিদ্ধান্তি, হরিমিশ্রী, কাশ্যপকাশারী ইত্যাদি। এইরূপ ফুলিয়াতে সর্ব্বানন্দী ও অনর্থী; কিন্তু অনর্থী উপরোক্ত দুই মেলেরই ভাগ; বিশেষ খড়দহে প্রচলিত, যথা,—রজনীকরী, বিষ্ণু নারকেল, বিষ্ণু-সিদ্ধান্তি, সনাতনশৃগালী ও আচার্য্যশেখরী এই পাঁচটী অনর্থীর ভাগ। অন্যান্য মেলেও এইরূপ অনেক ভাগ, যূথ ও থাক আছে।

দিনকর চট্টবর আনে তার ঝি।
বংশধর কুলধর বলে উপায় কি॥
বংশদিনে হরিসনে কুল নাহি মানে।
কাটে মুণ্ড দিয়া পিণ্ড বংশে পিণ্ডদানে॥
হরি ভাবে কিবা হবে ঠেকে বিষম দায়।
দিনসুত কৃষ্ণানন্দ ভগ্নী দেয় তায়॥
দিনকর শীঘ্রতর পিণ্ড কৃষ্ণানন্দে।
হরিসুত কৃষ্ণপুত বংশসুত সঙ্গে॥
এক রণ্ডে নানা পিণ্ডে আর বিপর্য্যয়।
দিনসুত যদুগোপাল বৈদ্যনাথী পায়॥
দৈবকীতে কন্যা দিতে ভাল নহে জানি।
শ্রীকণ্ঠ কুলকুণ্ঠ বৈদ্যনাথী মানি॥
কৃষ্ণানন্দ হরে মুণ্ড লোহার তনয়।
বলে ধরি নরহরি অনন্ত পলায়॥
নরহরি করে চুরি সন্তোষের ঝি।
রমাকান্ত মনে ভাবে বলে উপায় কি॥
দোষ পায় সন্তোষ রায় হইল স্থকিত।
নরাইতে ভগ্নী দিতে করে উপনীত॥
পুষ্পোৎসব কুৎসা রব হইল তখন।
কৃষ্ণানন্দসুতাপতি হইলা নিগমন।
নরহরি মধুকরি কৃষ্ণানন্দে লাগে।
হরবল বিপর্য্যয় গুণানন্দী ভাগে॥
খড়দহে যত ভাগ সংক্ষেপে জানায়।
বিস্তার কহিলে তারা মনদুঃখ পায়॥

ভবানন্দ-কুলবন্দ্য গুড় পরিণয়।
সেনেশ্বরী বন্দ্যঘটী পরে পরিণয় ॥
রামুপরে মহাশাড় মুখকন্যা লয়।
এই ভাগ বলে থাক কুলে অপচয় ॥
কৃষ্ণানন্দে কাঞ্জিদোষ বিষ্ণুদাস বন্দ্য।
অপরে হইল এই মিশ্রী ভবানন্দ ॥
হৃদয় সদয় বড় ভুবনচট্ট আগে।
বল্লভ জগাই রতি করে একযোগে ॥
হৃদয়-তনয় রাম গুণানন্দখানি।
ভুবন হইছে ভগ্ন দিগুঁদোষে জানি ॥
শ্রীচাঁদবল্লভ কৃষ্ণদাস মহাজন।
শ্রীমন্ত রামনাথ ভুবন-নন্দন ॥
গুণানন্দ শ্রীমন্তখানিদোষ লভি।
স্বনামে হইল থাক শ্রীচাঁদবল্লভি ॥
চাঁদসুত নারায়ণ রতনকাশী রূপে।
রামেশ্বর রামানন্দ বেদবির কূপে ॥
সুতহীন নারায়ণ কুলে তিন সার।
রাঘবরূপ ধনোভূপ নারাণবন্দ্য আর ॥
রঘুসুত কুলযুত কি কহিব কথা।
বিমল কমলমধু খাইলেক মাথা ॥
কৃষ্ণদাস বাণীনাথ বন্দ্যযুথে (১) রয়।
যোগযাগ নাহি মানে শ্রীমন্ত বিষয় ॥

---

(১) মেলের ভাগকে এখানে থাক, যূথ বা থর বুঝিতে হইবে।

পুত্র যাদু করে কুল ভবনাথ সঙ্গে।
পরে তায় ভগ্নী দেয় বিপর্য্যয় রঙ্গে॥
কৃষ্ণদাসী এত দোষে থাকে যুথে রয়।
কুলীন কুলজ্ঞ সবে বিচার করি কয়॥
দেবাই করিল আর্ত্তি যদুকেশব রঙ্গে।
শ্রীপতি গাঙ্গুলী আর ভুবনের সঙ্গে॥
মুখবর রামভদ্র বল্লভ গৌরী আর।
ভুবন পাইয়াছে মধু ধনোকুলে সার॥
শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গানন্দ রামভদ্র সরে।
সুতহীন কুলক্ষীণ বিদিত সংসারে॥
শ্রীকৃষ্ণের • দিওীদোষ পাকে।
গঙ্গাবংশ রামনাম জানকীতে ডাকে॥
গোবিন্দ রাজীব রামভদ্রের তনয়।
সুতধাম রঘুনাম বন্দ্য মহাশয়॥
কন্যাহীন কিছু ক্ষীণ কেবল কুলকুশে।
গঙ্গাবংশে মহেশচট্ট রামচন্দ্র শেষে॥
হরি নামে বলাই ধাম বল্লভান্ত বটে।
যদুচট্টের রণ্ডদোষ এ কারণে ঘটে॥
মহেশের পৌত্র রামগোবিন্দ নাম ধরে।
বন্দ্য রামচন্দ্র নাম ঠেকিলেক হড়ে॥
জনোর্দ্দিমধু হড়সন্ধি পূর্ব্বভাব হীন।
ভুবন পারিপার্য্যদল নানামতে ক্ষীণ॥
ভুবন-তনয়া নলচিরা করে বাস।
নীলকণ্ঠ চট্ট আসি করে উপহাস॥

মালা গলে দিয়া জনে করে পরিণয়।
সেই কন্যা নারায়ণ আনে নিজালয়॥
হরিসাত বল্লভীথাক ডাকে এই দোষে।
মহেশ চট্টর থাক কহি অবশেষে॥
চণ্ডীদাস বন্দ্যসুতা মহেশেতে লয়।
নাহি বর পায় হড় হরির বর কয়॥
পাইয়া তঙ্কা সেই শঙ্কা লভ্য শিব আনে।
ভ্রাতৃযোগে কুশে লাগে শিব নাহি মানে॥
পরে আশি বন্দ্যবংশী নাহি বর্ত্তমান।
তার পুত্র রামচন্দ্র তাহে কন্যাদান॥
এই দোষে কুলশেষে মহেশেতে জানি।
মহেশী হইল থাক আর মারুপখানি॥
খড়দহে যত ভাগ থাকে যুথে আছে।
সংক্ষেপেতে কহি ভয়ে গালি দেয় পাছে॥
যোগেশ্বরে মধু পরে ফুলে গঙ্গানন্দে।
কিন্তু লাভ সমভাব শঙ্কর মুকুন্দে॥
গয়ঘড়ে আনাই তবে মুখ রামানন্দে।
যুগল হইল মেল ঠেকে নানা ফান্দে॥
নয়ন করিলা যেই হরিকৃষ্ণ দাসে।
রাঘব মাধব রায়ী ফুলে বিমল ভাসে॥
ভবানীচরণ তর্কবাগীশ ঘটকে।
কহিলেক দুই মেল সম বলে লোকে॥
ধরণীধরের কুল কহি অতঃপর।
খাঁড়িমুখে কুলদুখে হয়েছে ফাঁফর॥

সবো ঘোষে আর্ত্তি,পশে শুনিতে কুৎসিত।
পিণ্ডভোগী কন্যা রোগী বশিষ্ঠ বিদিত॥
বশিষ্ঠনন্দিনী সর্ব্বানন্দের বনিতা।
সতীঝিতে পিণ্ড দিতে বলিলেক পিতা॥
হইল বল্লভীমেল বল্লভকুলভূপে।
দ্বিপীণ্ডে বল্লভীমেল কহিল সংক্ষেপে॥
লভ্য করি কংশারি ক্ষেম্য পুরন্দরে।
অরবিন্দ নহে মন্দ জগদানন্দ পরে॥
অরোক্কতি লভ্য পূতি নারায়ণ যায়।
নীলকণ্ঠ কুলকুণ্ঠ ক্ষেম্য করি তায়॥
ভ্রাতৃবর বলভদ্র পশ্চাৎ গমন।
বাণীনাথ জগন্নাথ পুরোর নন্দন॥
যাদব শঙ্কর লক্ষ্মীকান্ত তিন জন।
কুলাভাব বংশে তাপ কে করে বর্ণন॥
পীতাম্বর বংশপর যদুনাম ধরে।
লভ্যজান নারায়ণ চট্টগোবিন্দ খোড়ে॥
গোবিন্দ খুড়ী যত্ন করি মৈথনালী দোষে।
হরিবতি বিন্দানন্দ তিন পুত্র শোষে॥
করিয়া শ্রীগর্ভ খর্ব্ব শঙ্কর জানকী।
আগে অমরচট্টবর মধুদোষ দেখি॥
যদু গৌরী চাঁদ বলাই শ্রীরাম লোকনাথ।
যদু জানি মারুপখানি মজুমদারী সাত॥
গৌরীকান্ত দান্তশান্ত বিয়া সেটের ঝি।
বলে গৌরী কিবা করি উপায় হবে কি॥

এ পিতাড়ী বছলবাড়ি হাড়ি পরিবাদ।
বিত্তধ্বজী বলে পাজি একি বিসম্বাদ ॥
চট্ট নিমাই আর্ত্তি যায় বল্লভীর মেলে।
অনন্ত নয়ন রাঘব চৈতলীর কুলে ॥
পাঁচ পুত্র রামভদ্র চণ্ডীদাস মানি।
ভবানী জগৎরূপ নারায়ণ জানি ॥
মুকুন্দে বিবাহ দিণ্ডী হিরণ্যকে আনি।
লজ্জা ত্যাগ বাড়ে রাগ শ্রীনিবাসে জানি ॥
অবসতি জন্মেজয় চৈতল পশ্চাৎ।
বল্লভী পাইছে এই জানিবে সাক্ষাৎ ॥
ক্ষেম্য বন্দ্য সুরানন্দ সর্ব্বানন্দী বলে।
সুরানন্দকুলে বৃন্দ শুনে ভদ্রকালে ॥
নিমাই বলাই দুই যথা যার গতি।
নিমাই রহিল ভাবে বলাই চন্দ্রপতি ॥
নিমানন্দ নহে মন্দ যাদব শঙ্করে।
লক্ষ্মীকান্ত কুলে শান্ত আর্ত্তিভাব করে ॥
মুখ রামচন্দ্রনাম ক্ষেম্য গৌরী খায।
বিত্তধ্বজী পীতাড়ী আর মধুদোষ পায় ॥
রাঘবনয়ন কুমুদ কৃষ্ণনাম আর।
সুতহীন অতি দীন কুলহীন যার ॥
রাঘব পীতাড়ী বিভা ন্যূনেতে গোপাল।
মুখজাত রমানাথ রাজীবে জঞ্জাল ॥
ক্ষেম্য বন্দ্য রামভদ্র রূপনারায়ণ কুশে।
নারায়ণ মথুররমা শ্রীবল্লভ শোষে ॥

নারায়ণ পারিমেলে দেখিতে কুৎসিত।
বরণে শমন আছে ঘটকে বিদিত॥
জন্মজ করিলা গতি পারিয়াল মেলে।
বলাই মথুরা দুই স্বভাবেতে র'লে॥
দুর্গাদাস বিষ্ণুদাস বন্দ্য রামভদ্র।
নীলকণ্ঠ মহেশচট্ট গোবিন্দখুড়ীমাত্র॥

কাশ্যপকাঞ্জিড়ীর কারিকা।

কাশ্যপকাঞ্জিড়ী বিয়ে ছিল নারায়ণে। (৮)
একযোগে অষ্টাদশ উঠিল গগনে॥
দোষজাল পাতিয়া বসিল নারায়ণে।
প্রথমে আইলাধম সুত দুই জনে॥
সাগরদিয়া কুলমধ্যে রাঘবসন্ততি।
রামদেব কৃষ্ণ ছিল দোঁহা পাপমতি॥
কৃষ্ণ ফিরিঙ্গীর ডরে স্থানছাড়া হয়।
রামদেব গাঙ্গুলী অতুর চতুষ্টয়॥
তর্কালঙ্কারসুত পঞ্চম চৈতলী।
রামনাথ সুতদ্বয় তারপর বলি॥
ভাই দুই একযোগে রামনারায়ণে।
এত দোষে অষ্টাদশ বাঁচিবে কেমনে॥

---

(৮) রামনারায়ণ যোগেশ্বর পণ্ডিতের বংশ ও শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন পঁচিশ পুরুষ। ইনি খড়দহমেলের লোক।

বলাৎকার বিপর্য্যয় গোপাল গাঙ্গুলী।
অতঃপর গাঙ্গবংশ স্বজনাতে গেলি॥
উৎকল চতুরাননী রঘুনন্দন হ'তে।
কন্যাদ্বয় পরে লয় কেশরকুনীতে॥
শ্রীমন্তখানির দোষ চট্ট রামভদ্র ছিল।
যজ্ঞের দুহিতা পেয়ে রজনীতে গেল॥
রূপরাম ভগ্নিদান করে শ্রীরাঘবসুতে।
তর্কালঙ্কার আইল কেশরকুনীতে॥
বিদ্যাধর সার্ব্বভৌম বোঝান দোঁহা পেয়ে।
চর্ম্মকার পরিবার উঠিল ডাকিয়ে॥
মগদোষ পেয়ে চট্ট চৈতল কাতর।
মগযুগী চাঁদ ভুমুই আছে ত বিস্তর॥
যবন ফিরিঙ্গী মগ আর চর্ম্মকার।
মহামহা বারুণীর যোগ হ'ল একবার॥
শুন সবে কুলজ্ঞ কুলীন মহামতি।
জাতিকুল অভাব অষ্টাদশের সঙ্গতি॥

অথ নারায়ণদাসী থাক।

(ফুলিয়া মেল।)

নারায়ণদাস বড়াল জানি।
পানদূষী করি তাহাকে মানি॥
সে যে শিশুসুত গোপিকা ধরি।
আনিয়া তনয়া প্রদান করি॥

সেহেতু গোপী যে বসিয়া ভাবে।
বলিছে কি হবে কে মোরে লবে ॥
আর গোপীনাথ ঠেকিয়া চরে।
ছট্‌ফট্‌ করি কাঁপিছে ডরে ॥

অত্র নারায়ণদাসী। তৎসুতা রুদ্র, জনার্দ্দন, বলরাম। রুদ্রস্য কেশরকুনীবিবাহ। জনার্দ্দনস্য বংশাভাব। বলরামস্য চাঁদপ্রতাপে বিবাহ রাজা ভবানীর কন্যা। অয়ং অর্ব্বাচীনঃ। উচিত বন্দ্য গোপীনাথ আদান-প্রদান। বন্দ্যরামদেব গ্রহণং। তৎপুত্রে শ্রীরামে প্রদানাৎ। অত্র হেতুর্মহতিপিণ্ডস্য *। তৎসুতা রঘুনন্দন, ভৃগুরাম, রামনারায়ণ, জয়রামাঃ। রঘুনন্দনস্যাদৌ জঙ্গলবাদলে কাঞ্জণকাঞ্জাভীভাবং। উচিত বং শ্রীরামপ্রং পশ্চাৎ ভগ্নিং দত্বা। বং ভুবনেশ্বরপ্রদানাৎ প্রংচ। তৎসুতা গোপাল, জগন্নাথ, দুর্গারামা। ভৃগুরামস্য বাগমারাতে বিবাহ। তৎসুতা কৃষ্ণরাম, অযোধ্যারাম, রামরাম, সুন্দররাম, গঙ্গারামা।

কানাই মুখজ পরে, মুখজ বল্লভ রড়ে,
বিশ্বেশ্বর তার মধ্য কেচিত
তাহাতে গান, চাঁদসুত পরাণ,
বারজন এই দোষে, পঞ্চানর্থ কুলে ঘোষে।
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথী রণ্ড পিণ্ডদোষে ॥
যদু জগদীশ গোকুলচট্টকূলে।
শ্রীকণ্ঠ জগদীশ বিশো বংশবর।
ভবানী মুখজ আর ভবে বীরেশ্বর ॥
বিরামে রমাকান্ত কানাই-নন্দন।
কমল তপস্বী বটে চৈতলে মদন ॥
শ্রীধরচট্টজ বটে রামকৃষ্ণসুত।
বৈদ্যনাথী বারজন অতি অদভুত ॥

ইন্দ্রের তনয় বিয়া কৈল কৃষ্ণানন্দ।
সিদ্ধান্তির আদ্য মূল হন তাতে বন্দ্য ॥
অনন্ত (১) তাহার মাঝে চট্ট নরহরি।
অনন্ত সন্তোষ মুখকুলে অবতরি ॥
জগাই শ্রীকান্তমুখ চট্ট মহেশ্বর।
কেশব পার্ব্বতী গোপী বন্দ্য বংশবর ॥
বন্দ্য হরি বল্লভী হৈল সাগরদিয়া কুলে।
কানাই তাহার পর চট্টজ চৈতলে ॥
বাসুতনয় হৈলা বন্দ্য চণ্ডীদাস।
সিদ্ধান্তি চতুর্দ্দশ হইল প্রকাশ ॥
কেহ বলে হরিমিশ্রি চাঁদবল্লভী ভাবে।
দুর্গাদাসী একখানি হয়ে গেল তবে ॥
তাহার মধ্যে ছায়া কিছু জানিবে বিশেষে।
খড়দহ প্রধান মেল ভাগ এই দোষে ॥
পিতৃ উপরোধে কন্যা করে পিণ্ডদান।
বল্লভী এই দোষেতে হইল প্রধান ॥
পিণ্ডদোষে বল্লভী ডাকে দেবীবর।
চতুর্ভুজ বন্দ্য আর চট্ট পুরন্দর ॥
সর্ব্বানন্দ ঘোষকুল মুখ শ্রীনিবাস।
মুকুন্দ জন্মেজয় চট্টেতে প্রকাশ ॥
গৌরীকান্ত বন্দ্য মুখ নীলকণ্ঠ হয়।
ত্যজিলে রাজীব হড় সন্তোষ তনয় ॥

---

(১) কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

ছাড়িলে ধন্দের আশ কংশারি পূতিতুণ্ড।
বন্দ্যজ দেবাই লয়ে সবে খেলে পিণ্ড ॥
বংশের উদ্ভব কিবা হৈলে সাগরে।
মহিন্তাতনয় বিভা পড়িল ফাঁফরে ॥
চট্টবংশ গোবিন্দ নাথাই নন্দন।
হরি বিদ্যানন্দ বন্দ্য কুলে দুই জন ॥
অনন্তচট্টজ বন্দ্য বিশ্বনাথ শেষে।
বল্লভে গোবিন্দ খেড়ি মহিন্তার দোষে ॥
সর্ব্বানন্দ বিয়া করে মহিন্তার ঘরে।
বর্ষাতে ঢাকিল যেন দেব দিবাকরে ॥
রাঘব ভরতমুখ কংশারি তপন।
মহিন্তা পাইলে আগে এই পঞ্চজন ॥
সিন্দুরিয়া বন্দ্য বিভা করে রবিকর।
সর্ব্বানন্দী ভাগ তবে হইল দুই থর ॥
নির্ম্মল তাহাতে আছে বন্দ্যজ কমল।
ভুবন ঘোষাল রঘু গাঙ্গজ বিমল ॥
মুখরাজীব গঙ্গানন্দ বাসুদেব নাম।
রবিকরি সাত জন হইল প্রধান ॥

চট্টকুলে গঙ্গাদাস, ধন্দেতে হইল নাশ,
নীলকণ্ঠ গাঙ্গ আর্ত্তি হয়।
বন্দ্যভগী গঙ্গানন্দ, তাহাতে লাগিল ধন্দ,
মৃত্যুঞ্জয় ভাস্কর উদয় ॥
শুসেন জগাই আর, হিরণ্য হীরার ধার,
লক্ষ্মীকান্ত চট্টকুলে বাস।

কাঁটাদিয়া শ্রীনাথ, হইল তাহার সাথ,
ধন্দদোষে ফুলিয়া প্রকাশ ॥
পার্ব্বতী যে অনুকুল, বীরভদ্রী তার মূল,
উত্থানে সুন্দরদোষখানি।
হরিবন্দ্য তায় যায়, পর্য্যায় সে দোষ পায়,
শ্রীধরচট্টজ পরে গণি ॥
বন্দ্য হরি বিয়া করে, পুত্র রামদাস বরে,
বলাৎকার আর বিপর্য্যয়।
খড়দহকুলে ষষ্ঠীদাসে, বল্লভী তাহাতে আসে,
বীরভদ্রী তিন মেলে পায় ॥
যজ্ঞেশ্বর মুখবর, রঘুনন্দন তার পর,
কাঙ্গাড়ীজড়িত রঘুনাথ।
কেশব সাগরদ্বীপে, চিহ্নিত করিয়া বাপে,
পুত্রবরে তবে রমানাথ।
রামজীবন সুত, অতি বড় অদভুত,
বিবাহ করিল পিতৃবরে।
কৃষ্ণাদি বল্লভ আর, মুখটী কুলের সার,
রামভদ্রে বন্দ্য তার পরে ॥
কাশ্যপ-কাঙ্গাড়ীদোষে, এই সপ্ত জন ভাষে,
দুই জন বটে খড়দহ মেলে।
ধনঞ্জয় ফুলিয়াকুল, নাহি যার সমতুল,
প্রধান কুলীন রিপুকুলে ॥
মুকুন্দ করিল বিয়ে, দিগু শ্রীরামের মেয়ে,
পর্য্যায়ে ঠেকিল সত্যবান।

যোগেশ্বর পণ্ডিত, কুলেশীলে পূজিত,
সেইকালে মধুচট্ট পান ॥
সুন্দর মুকুন্দবর, মধুবাণী শঙ্কর,
শ্রীধর শ্রীকান্ত ভরত গণি।
ভাস্কর কুলেতে আসে, ত্রৈলোক্য জানকী শেষে,
রামচন্দ্র সাগরদিয়া মানি ॥
অবসথি মধুদোষে, এই সপ্তজন ভাষে,
খড়দহ ডাকে মেলের প্রধান।
মেলে ডাকে অগ্রগণ্য, এবে ফুলিয়া বটে ধন্য,
পরে খড়দহ হইল পাঁচ খান ॥

ত্রিদোষীকুলের কারিকা।

(কৈবরা-সর্ব্বানন্দী।)

রাঘব গাঙ্গজ মুনিকুলেতে নির্ম্মল।
দেবীবর তাতে কিছু করি মিছা ছল ॥
দৈবে তনয়া তার ডুবে ছিল জলে।
ধীবরে পাইয়া তাহা তুলে নিল জালে ॥
যতনে রাখিল কন্যা পুরোহিত ঘরে।
বন্দ্য দামোদর সেই কন্যা বিভাকরে ॥
কৈবরা-সর্ব্বানন্দী এই সে কারণ।
যাহাতে মজিল চট্ট গৌরীতপন ॥
মুখজ শ্রীকান্ত বিশকুলের মাঝে।
মুরারী মাধব নীলকণ্ঠ দেবরাজে ॥

শ্রীধর যজ্ঞেশ্বর চট্টবংশবর।
গোপাল গোবিন্দ তবে লিখি ধরাধর॥
রাঘবে হইল দুষ্ট এই দশজন।
ব্যক্তিভাবে নিরূপণ ঘটকে ইহা কন॥
হৃদয়গান্ধর্ব্বী ডাকে কুলীন্যাল দোষে।
ঘটকে রক্ষেছে কুল তাহা কে নিকাশে॥
মদন রাঘবযোগে হরিকৃষ্ণ দাস।
রামকৃষ্ণসুত তিন হন তার নাশ॥
রুক্মিণী বন্দ্যজ চট্ট কামদেব পান।
অনন্ত চট্টজ পরে গেলা গোপীবান॥
মুখ রঘু বামদেব জগু বন্দ্যখানি।
কুলীন্যাল হলাহল সবে মেলি জানি॥
তার মধ্যে কৃষ্ণানন্দী হন বিষ্ণুপুরে।
মুরারী কৃষ্ণের ঘর গোপী বধ করে॥
সুভলেইকার দোষ সুন্দর চট্ট তাতে।
কিশোর রসিকচট্ট চিন্তামণি সাতে॥
কন্দর্প-চট্টরাজ গোপের ছায়া পান।
সর্ব্বানন্দীর কৃষ্ণানন্দী হন একখান॥
জানকী যদুতে কর্ম্ম অতি বিপর্য্যয়।
বাণীভাবে জগদোষে ত্রিদোষ সঞ্চয়॥
মৃত্যুঞ্জয় চট্ট বিশো (১০) গুড়দোষ পায়।
বন্দ্যজা হৃদয়সুত (১১) তাহাতে মিশায়॥

---

(১০) বিশো মুখোপাধ্যায়।
(১১) হৃদয়সুত,—লক্ষ্মণ ও গুণানন্দ। ইহাঁরা নপাড়ী।

গুণানন্দখানির দোষ লক্ষণে বিস্তার।
রামভদ্র (১২) শঙ্করে করিল বলাৎকার॥
চট্টজ মাধব (১৩) বলে পরে নারায়ণ।
ত্রিদোষ ভাগের কুল এই নয়জন॥

ত্রিদোষ আসিয়া ঘটে, জানকীনাথেতে ঘটে,
শুন তার সকল কারণ।
ত্রিদোষীয়া বন্দ্যবাণী, তার সঙ্গ কুল জানি,
জানকীর হলে অভবন॥
অবসথি কুলে স্থিতি, অচ্যুত সন্তান অতি,
গুণবান গুণানন্দ রায়।
ভবাই তনয় জানি, রাঢ় গৌড়ে বঙ্গে মানি,
পাতশাই চাকুরি করে তায়॥
অমূঢ়ানন্দিনী ঘরে, বলে দান করি কারে,
কুলজ্ঞেরে করে নিবেদন।
তবে সে কুলজ্ঞ কহে, কাঁটাদিয়া বংশ তাহে,
হৃদয়-নন্দন লক্ষ্মণ॥
সুন্দর অতি গুণবান, শুদ্ধমতি তাকে আন,
কন্যা কর দান।
তবে সে কুলজ্ঞ-প্রতি, আনাইতে অনুমতি,
দিয়ে বলে করহ সন্ধান॥
কুলজ্ঞ যাইয়া ত্বরা, পণগণ দিয়া সারা,
পত্র করি হৃদয়-নিকটে।

---

(১২) ইনি যোগেশ্বর পণ্ডিতের প্রপৌত্র।
(১৩) ইনি উদয়কুলবরের পৌত্র। ইহাঁর পিতার নাম কৃষ্ণদাস।

পরে বিধি বিড়ম্বিত, গুণানন্দে বিপরীত,
ঘটিল সে পড়িল শঙ্কটে॥
শঙ্কট সারিয়া পরে, গুণানন্দ ডঙ্কা করে,
দেখে ঘরে অমূঢ়ানন্দিনী।
তবে রায় গুণানন্দ, আনাইলে হৃদয়বন্দ্য,
বলিছে লক্ষ্মণে দেহ আনি॥
লক্ষ্মণ পলায় শুনি, বাঁধিলে হৃদয় আনি,
তবে রামে আনাইয়া দিলে।
গুণানন্দ অধিকারী, রামে কন্যা দান করি,
বহুধনে কুলজ্ঞ তুষিলে॥
এমন লক্ষণ বরে, হৃদয় শ্রীধর করে,
তদাযোগ দিলে ভাই বাণী।
সেইহেতু গুণানন্দী, দোষে এসে হ'লে বন্দী,
বাণীনাথ মুখ শিরোমণি॥
বিশোবংশ দেবরাজ, তাহার তনয়মাঝ,
মৃত্যুমুখ গুড়েতে বিধান।
অবসথি বিশ্বনাথ, পর্য্যায় তাহার সাত,
রামভদ্রবরে সুতাদান॥
বিশু যে পর্য্যায় ঠেকে, বাণীনাথ করে তাকে,
বাণীনাথে এই সে কারণ।
পরে শুন বাণীসুতা, কে বনন্দিনীযুতা,
হয়েছিল করিয়ে স্বজন॥
তাহে জগঘোষ আসি, পাইয়া অন্ধকার নিশি,
চুরি করি করিলা গমন।

কাংশবংশ জগঘোষ, সেই হ'তে এই দোষ,
বাণীনাথে ত্রিদোষ মিলন ॥
এই যে বাণীর সাথ, হইল জানকীনাথ,
ত্রিদোষ বলিয়ে সেই ডাকে।
পরে আর কতজন, করে তাহে আগমন,
জানকীনাথের অনুরাগে ॥

অদত্বা কৈবরাকন্যা রাঘবস্য দুরাত্মনঃ।
কামতো নির্গতাযাতি কথংস্যাদঘরেকুলং ॥

বঙ্গস্থপুনর্মহিন্তাপনিয়োগঃ। তথাচ এক সর্ব্বানন্দ তিন থর। আগুল ভাগে হরিহর। পুনর্মহিন্তা শ্রীমন্তথানিমেলা। এই ক্রমে কুল গেলা॥ মরিয়া গেল যমের ঘর। আপন না থাকিতে না পারে পর॥ অভাবে পুত্রপৌত্রানাং ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা॥ ইত্যুক্তিং প্রত্যুক্তি। সর্ব্বানন্দ প্রথমমবধৎ যোমহিন্তা প্রদোষে ছদ্মপ্রায়মানসি নিহতো রাঘব ধীবরেণ। গন্ত্রাতস্মাৎ কথমপিপুনঃ সিন্দুরামল্লবর্গে শান্তস্তস্থৌ সঃ রবিকদলেসাধুমিত্রস্থ মৈত্রং। সর্ব্বানন্দে বিবাহঃ। পাঁচুরণ্ডাহুযোগতঃ। গাং রাঘবে কৈবরাদোষঃ। পশ্চাদ্বল্লভাচার্য্যাভিযোগঃ। নীলকণ্ঠে শ্রীনাথ পরিবর্ত্তঃ। বনমালীথানীয়ঃ। বনমালী যবনান্ন ভক্ষণদোষঃ। মাধবে সন্দিগ্ধ কাঞ্জিবিবাহঃ। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণরাজকন্যাবিবাহঃ।

দুষ্টবাণী জগঘোষে (১৪) মুখ মৃত্যুঞ্জয় (১৫) তথা।
লক্ষণেন গুণানন্দে ত্রিদোষে জীবনং কৃত ?

---

(১৪) জগঘোষে,—অর্থাৎ জগ ঘোষাল।

(১৫) কামদেব পণ্ডিতের পুত্র।

অথ. যজ্ঞেশ্বরী।

সুন্দর বন্দ্যজসুত, রঘু অতি গুণযুত, তার গুণ অদভুত,
অতি উপহাস।
যবন করিয়া জানি, মীরকাদম্বিকে মানি, রঘুবন্দ্য সীমন্তিনী,
করে সহবাস ॥
পরেতে পালধি ঘরে, সন্দিগ্ধ দিগম্বরে, সুতা সমর্পণ করে,
মুখ যজ্ঞ আনি।
যজ্ঞেরে পিতার গালি. জেনেছিল সুকনালী,সেইহেতু দুষি বলি,
যজ্ঞ মুখমণি ॥
মুখ যজ্ঞেশ্বর তায়, ব্যাকুল্ হইয়া ধায়, দৈব রঘু সঙ্গ পায়,
কুল করে গিয়ে।
হইল যজ্ঞেশ্বরী, কুলজ্ঞেতে গ্রন্থ ধরি, লিখিল বিচার করি,
এই দোষ পেয়ে ॥
কুলেতে সুন্দর ধায়, লোভহেতু মধু খায়, খড়দহে তেঁই গায়,
যজ্ঞেশ্বরী ভাগ।
অথবা দামাইসুত, মুকুন্দ করয়ে যুত, শ্রীগর্ভেতে অদ্ভুত,
হইল অনুরাগ ॥
কাঞ্জি বা কাঞ্জিড়ী ঘরে, সন্দীপু রজনীকরে, কন্যা দিলে বাণীবরে,
বাণী পৈল পাকে।
ভগবান অবসথি, যজ্ঞেশ্বরী অবস্থিতি, বাণীনাথে করে গতি,
রজনীকরী ডাকে ॥
যজ্ঞেশ্বরীর থাক, রজনীকরী বলি ডাক, * * * *,
জানিহ নিশ্চয়।
কানু গোপী রতু আর, নিবাস চৈতলসার, পটকসন্তান তার,
অনুগত হয় ॥

অথ পঞ্চানার্থ।

(শ্রীকালীভাগ।)

কাঞ্জিলাল কাঞ্জিয়াড়ী, বলে করে হুড়াহুড়ি,

রজনীরে জানি তনয় তাহার।

বিয়ে ধনলোভে করে গিয়ে, কামসুত বাণী গাঙ্গুলীতে দেয় যেয়ে,

সিদ্ধল বলিয়ে বিষ্ণুর বাখান।

বিষ্ণু বন্দ্য শুদ্ধমতি, তাহার তনয়পতি, সুন্দর সন্তান।

আর এক সারখেল বিষ্ণু, লোকে তারে বলে দুষ্ট. গাঙ্গোদি মেল।

সুনন্দন কামজ সার, সুতে সইয়ে তার, ঘটাইল জঞ্জাল।

চট্টো বাংপালধি গাঁই, সন্দিগ্ধ বলে ভাই, সোনাই শ্রুকাল॥

পুরাই শ্রীধরসুত, আনি সুতা করে যুত, কর্ম্ম করে ভাল।

আচার্য্যশেখর পরে, কাঞ্জিবাদী মুল ঘরে, দেয় কেহ যায়।

চট্টো কাশীনাথ পরে, তার সুত বিয়া করে, দূষী হইল তায়॥

এই পঞ্চানার্থ জেনো, একত্র নাহিক গুণ, যতনে শুন কুলাচার।

ভকতি করি কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি, ন্যায়ালঙ্কার॥

সন্দিগ্ধ সনাতন, পুরাই আনিয়া ধন, দিয়া সুতা দিলা।

পলায় কুলজ্ঞ দেখি, সেইহেতু নাম রাখি, ডাকে শ্রীকাল বলিয়া॥

পুরাই হইল দোষী, সেইহেতু পাঁচুতে আসি,

অবসথি ঘরে।

পরে আর বন্দ্য মনোহরে, সাগরদিয়া যেন তারে,

সে কিন্তু ডরে॥

মনোসুত সীমন্তিনী, পিতা মুরারীকে জানি,

মন দোষী তায়।

সনাতনী সাঙ্গ হয় পঞ্চানর্থা যায়॥

অপরঞ্চ।

রজনীচ তথা বিষ্ণুঃ কাশুপোবঞ্চকঃসনা।
আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থী কুলান্তকাঃ ॥

এই পঞ্চশ্রোত্রিয়কে পঞ্চানর্থী শ্রোত্রিয় বলে। যথা,—রজনীকর, বিষ্ণু (১৬) কাশুপ, বঞ্চকসনা (১৭) ও আচার্য্যশেখর এই পাঁচ প্রকার শ্রোত্রিয় কুলের অন্তকস্বরূপ। এই পঞ্চ অনর্থী ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের ভাগ এবং ঐ মেলমধ্যেই বিশেষ প্রচলিত। কানাই ছোটঠাকুর ও অবসথি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় রজনীকরী দোষপ্রাপ্ত। ইঁহারা পরস্পর পাল্‌টী প্রকৃতিভাব। খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের বাণেশ্বর বংশের কৃষ্ণশরণ, আত্মারাম ও দর্পনারায়ণ রজনীকরে প্রবিষ্ট।

অথ দিগুীদোষের কারিকা।

খড়দহ মহাকুল, তাহে যোগেশ্বর মুল,
দিগুীদোষ বলি শুন তাহাতে জন্মিল।
তাহার কারণ শুন, হোসেন সা পাতসাকে মানো,
তাঁহার উজীর জনো দিগুীরায় ছিল ॥
পরমানন্দ তার নাম, পশ্চিমদেশেতে ধাম,
বহুকুলে বিধি বাম তেঁই সে বাড়িল।
অনূঢ়ানন্দিনী ঘরে, বলে দান করি কারে,
কুলজ্ঞ আসিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল ॥
তবে কুলজ্ঞেতে কয়, অবসথি বংশ তায়,
সত্যবান মহাশয় তোমার পর্য্যায়।

(১৬) বিষ্ণু সিদ্ধস্তি ও বিষ্ণু নারকেল।
(১৭) সনাতন শৃগালী।

তাহার তনয়সুত, রূপ তার অদ্ভুত,
মুকুন্দ (১) সুমতিযুত কন্যা দেয় তায়॥
পরে মুকুন্দেকে ধরি, আনি তবে সভা করি,
বসিয়া মুকুন্দে বরি কন্যা করে দান।
তুষিল কুলজ্ঞগণ, দিয়া বহুবিধ ধন,
তবে সে কুলজ্ঞগণ রায়েরে বাখান॥
পরে সত্যবানে ধরি, পরিচয় জিজ্ঞাসা করি,
রায়ের ঐশ্বর্য্য হেরি মৌন সত্যবান।
মৌন সম্মতি বুঝি, কুলজ্ঞ লিখিল পাঁজি,
চট্ট দিগুীদোষে মজি সবে করে গান॥
মধু পিতামহের দায়, ভাবিত আছে যে তায়,
থাকে যথা দিগুীরায় জ্ঞাতি ভাই মূল।
কুৎসা কারণ রায়, সর্ব্বদা আনন্দ পায়,
মুকুন্দ আছে যে তায় সদা অনুকূল॥
(পরে দামোসুত) রামচন্দ্র মিশ্রী নাম, আটক পাতসার ধাম,
যোগেশ্বরের দায়।
মধু তাকে পেয়ে পরে, রায় বলি মুক্ত করে.
তুষিত মিশ্রীবরে সত্য দিলে তায়।
চট্ট কর অবধান, গিয়ে যোগ-সন্নিধান,
রাখিব তোমার মান বলি যোগেশ্বরে।
মধু লয়ে বন্দ্যবর, আসে যথা যোগেশ্বর,
দরবার কথাপর মধুকথা পরে॥

---

(১) মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শুন মহাশয় তবে, মধু কেন হতে হবে,
শুনি যোগেশ্বর ভাবে বিমরিষ মন।
তবে বন্দ্য বলে শুন, মধু না লইলে জান,
ত্যজিব জীবন॥
তবে অনুরোধ মানি, শুভসুত মধু আনি,
কামসুত সপ্ত গণি স্বীয় সর্ব্ব সুত।
দামোদর সুতদ্বয়, একযোগে কুল হয়,
অন্তিমেতে মহাশয় হ'ল অদ্ভুত॥
পূর্ব্বে ছিল গড়গাঁই, সুখনালী পিপলাই,
এবে জনো দিগুী পাই দেখ বিচারিয়া।
খড়দহ মেল বলি, ডাকে অতি কুতুহলী,
সুন্দর বন্দ্যজ চলি তাহে কুল ল'য়ে॥
যথার্থ মধুর জানি, নয়ান পুরাই গণি,
নিজ দলে এক প্রাণী না পাইল সাত।
তেঁই চৈতল সার, হরিকৃষ্ণ দাস আর,
ধন্দ স্বীকার তার হৈল দৈবাৎ॥
নয়ান সন্তানসার, নারায়ণ নাম তার,
বিশো বংশের আর কুলের বাখান।
পিতৃ অনুমতি লয়ে, কাশ্যপকাঞ্জাড়ী বিয়ে,
নারায়ণ করে গিয়ে ভুবনে বাখান॥
শুন বলি তার পরে, আসিয়া বসিল ঘরে,
শেষে নিল পিতৃবরে রামচন্দ্রসুতা।
পিতৃঘরে আসি তবে, বসি মনে মনে ভাবে,
কি করিতে কিবা হবে কুল করি কোথা॥

মাতুল-তনয় সাত, চৈতল হইল হাত,
তাহে বন্দ্য বসনাথ কুলে ধন্য জানি ।
সাগরে কি কব তার, গাঙ্গ চতুষ্টয় সার,
তার গতি নাহি আর ধন্যো দুই গণি ॥
পরে শুন দিয়া মন, রামভদ্র নারায়ণ,
মধুবিদ্য তার গণ বাধা তাহে চলে ।
যাদু মধু সারোদ্ধার, দেশভেদে বলে আর,
লক্ষ্মীগোপাল তার মাঝে কেহ বলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ জানি, রামদেব তাহে মানি,
রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সহিত ।
রামকৃষ্ণ রঘুনাথ, হইল তাহার সাথ,
বল্লভ জীবন তাত কারণে ভাবিত ॥
মধু রঘু সহোদর, অষ্টাদশ একত্তর,
কাশ্যপকাঞ্জাড়ী সর হইল প্রধান ।
খড়দহ মেলে থাক, কাশ্যপকাঞ্জাড়ী ডাক,
বড় তার অনুরাগ কুলজ্ঞেতে গান ॥

নবনার্থ (২) শ্রোত্রিয়ের কারিকা ।

রামকান্ত শিষ্টশান্ত নন্দর তনয় ।
শ্যামনগরে বিয়া পরে পিতৃবর হয় ॥
পিতৃব্য প্রসাদ তার মুনসীতে গতি ।
পশ্চাৎ হইল কুল ভ্রাতৃযোগে স্থিতি ॥

(২) শ্যামনগর, চাণক, বালী, চাঁচকুণ্ড, পঞ্চসার, রাজপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি গ্রামবাসীকে নবগ্রামনিবাসী শ্রোত্রিয় বলে ।

বন্দ্য হরিরাম বিভা বালী দিণ্ডী করে।
তার পুত্র রাজারাম চাণক দিণ্ডী ঘরে॥
পিতার হয় বালী দিণ্ডীসুতের চাণকঘর।
পশ্চাৎ সেই পুত্র হয় পুত্রবর॥
চুঁচুড়াতে দিণ্ডী বিভা বন্দ্য নারায়ণে।
গাঙ্গসুত রামকান্ত চাঁচকুণ্ড সনে॥
আর তাতে ভুলাই বিভা ছিল অবশেষে।
চাঁচকুণ্ড ভুলাই দুই জানিবে বিশেষে॥
রামজীবনে রাজপুর কোঁয়ারি গ্রহণ।
কোঁয়াড়ি সংগ্রহ হ'লে বিশেষ মরণ॥
সন্তোষ অমুজ তার বিভা পঞ্চসার।
শ্বশুর হইল তার জনার্দ্দন সরকার॥
নবনর্থার আগুমূল এই সে কারণ।
প্রথমে মজিল তাহে এই নয় জন॥
পরস্পর বাঁধাবাঁধি হইল পরিপাটী।
মুখগাঙ্গ আর তাহে সাগরবন্দ্যঘটী॥

সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তি ও তাহার কারিকা।

"রাঘবঃ (১) ভরতঃ (২) কংশঃ (৩) বাচস্পতিসুতাবুভৌ (৪)।
মহিন্তা-তাপসংযুক্তা পঞ্চে পঞ্চত্বা গতাঃ॥"

সর্ব্বানন্দী কহি মেল বন্দ্য সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় পরিণয় করি বন্দ্যরাজ কান্দে॥

---

(১) রাজা রাঘব গাঙ্গুলী। (২) ভরত মুখোপাধ্যায়। (৩) কংশারি ঘোষাল। (৪) পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণ বাচস্পতির পুত্রদ্বয়।

রাঘব গাঙ্গুলী হরিমিশ্রের পশ্চাৎ।
সুখনালী (৫) মুখবাণী (৬) পণ্ডিত সাক্ষাৎ॥
সর্ব্বানন্দী মেল হয় এই দোষ পেয়ে।
ভরত করিল ঘোষ কংশারি আনিয়ে॥
কংশারি করিল চট্ট তপন গৌরীসনে।
মহিন্তায় প্রাণ যায় এই পঞ্চ জনে॥
শ্রুতমাত্র বলভদ্রে কি কহিব কথা।
গৌরী তপন চট্ট আসিলেক যথা॥
রাঘবসুত গৌরীবর গাঙ্গুলী আনিল।
রাঘাইভাব বড় তাপ যেহেতু হইল॥
সর্ব্বানন্দী মেল রাঘব গাঙ্গুলী পাইয়া।
ধনো পূজ চতুর্ভুজ পদেতে রাখিয়া॥
পুনর্বার্ত্তি গঙ্গাপতি সুতে বিয়া দেয়।
পরে কন্যারূপে ধন্যা ধীবর বিষয়॥
বন্দ্যসুত কুলযুত তাকে সমর্পণ।
এই দোষে রাঘাই ঘোষে বিপর্য্যয় লিখন॥
শ্রীকান্ত দেবরাজ মুরারী আর নিলো।
শ্রীধর যজ্ঞেশ্বর পাইয়া হয় ভাল॥
কিন্তু নিলোকন্যা শিশু হইল সংশয়।
চট্ট জন্মেজয়ের পাছে বন্দ্যরাজ যায়॥
পুরোনন্ত গোপীকান্ত কাশীনাথ পরে।
জানকী নিবাসগুণা সপ্ত সুধাকরে॥

---

(৫) শ্রোত্রিয়গত দোষ। (৬) কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

চট্টজাত বাণীনাথ হৃদয় রাঘব।
অনন্ত গোপাল গোপী ঘোষাল ও সব॥
দানে দক্ষ পুষ্করাক্ষ্য ভ্রাতৃ পঞ্চযোগে।
গুণানন্দ নহে মন্দ কুলে ধন্দ লাগে॥
রূপবতী গুণবতী গুণানন্দ-জায়া।
সাহসখাঁন বেভার যে করে নানা মায়া॥
অবিরত পতিমত করে রতিসঙ্গ।
রমণী গর্ব্বিনী দেখি সাহস করে ভঙ্গ॥
সপত্নী তনয়া খাঁনে রমণে দক্ষিণা।
সাহসখাঁনি যুত মানি করি বিবেচনা॥
মুখ মহাদেব আর রপাড়ি সাক্ষাতে।
বাসুবংশে ধনঞ্জয় শ্রীমস্তখানিতে॥
আর্ত্তিকৃতি বাসুপূতি গোপী কৃষ্ণানন্দ।
সুখোদয় ধনো লয় রাজীব কুলচন্দ্র॥
অতঃপর কহি সব সংক্ষেপ করিয়া।
বুঝিবা যেজন পুঁথি বিচার করিয়া॥
মহাদেব হড় পায় ভ্রাতৃকন্যাদানে।
রঘুবন্দ্য পর্য্যাদোষ কেহ নাহি মানে॥
রামদাসে পণদোষে সাবর্ণে করিল।
মাধাইর পর্য্যায়দোষে রামদাসী হ'ল॥
হৃদয় গান্ধর্ব্বখাঁনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কুলন্যাল কুলে শাল রাঘবেতে জানি॥
বন্দ্যতে রুক্মিণী কামদেব গোপীরায়।
যোগেতে করিয়া সবে গান্ধর্ব্বী পায়॥

ভ্রাতৃপরে কুলতরে যোগ নাহি মানে ।
কুলে থাক বলে ডাক কহে এ কারণে ॥
গৌয়াজে করিলা সবে একত্র হইয়া ।
মদনমোহন কৃষ্ণদাস রাঘব মিলিয়া ॥
বিশ্রাম মদন করে গোবিন্দের সনে ।
হৃদয় গান্ধর্ব্বী থাক লয় এত জনে ॥
কৃষ্ণদাস চট্টরাজ রাধাকুল ভূপে ।
নয় জনে একাসনে রহে গন্ধকূপে ॥
মদন-তনয় কণ্ঠ গোপী রামচন্দ্র ।
দামুরাজবল্লভ জয়কৃষ্ণ বলভদ্র ॥
মুরলী সন্দিগ্ধ কৃষ্ণানন্দ সুতা লয় ।
সুবল তনয়া বধে করে পরিণয় ॥
কৃষ্ণানন্দে কুলবন্দী হয় এই দোষে ।
কামুরাম শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর পায় শেষে ॥
রবিকর চট্টবর সুন্দরায় গতি ।
বলাইবন্দ্য নাহি সঙ্গে শিবে অব্যাহতি ॥
বিমল কমলবন্দ্য রবিকর আনে ।
ভুবনে তাপিত কমল রবিকর মানে ॥
সুতা রঘু বিষ্ণু জিতাই কাশীনাথ পরে ।
রঘুচট্ট করে কুল রামভদ্র তরে ॥
ব্যাসের পশ্চাৎ কুল জানিবে নিশ্চিত ।
বৃন্দ ভাব হয় রঘু ঘটকে বিদিত ॥
সুতমাত্র শ্রীকান্ত জগতে পূজিত ।
লভ্যকরে * * ঘোষাল বিদিত ॥

বন্দ্যবংশ হরিহর পার্ব্বতীর সুত।
কণ্ঠকেতে বিরাজিত মেলেতে পূজিত॥
পূর্ব্ব দুই দোষ কই প্রথম গোপী ঘায়।
যোগেতে করিয়া মাধব পাস্কর্ব্বী পায়॥
বিষ্ণুদাস করে কুল মাধব বন্দ্যবংশে।
চাঁদগঙ্গানন্দে গোপাল তিন বন্দ্য শেষে॥
চক্রঘোষ পরিতোষ বল্লভ দেবালয়।
পার্ব্বতী সন্তোষ পরে মধু ঘোষ পায়॥
সুখানন্দ বরসান্ত বছুর পশ্চাত।
মাধব ঘোষলী মারুপ রাতাড়ি (৭) আঘাত॥
যাদবহরি কেশববাণী চাইব পুত্র হিত।
মাধবে মহিন্তা দোষ যশোরে বিদিত॥
তর্কবাগীশ (৮) মহাশয় মহিমা অপার।
দানধর্ম্ম নানাকর্ম্ম ভুবনে প্রচার॥
কালীদাস কৃষ্ণকেশ রাজীব তনয়।
রাজীবের বিপর্য্যয় শুন পরিচয়॥

---

(৭) একটী শ্রোত্রিয় দোষ।

(৮) রামতর্কবাগীশ মহাশয়। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার এবং আঁড়িয়াদহ ঘোষাল গোষ্ঠীর পরিচয়ের আদিপুরুষ অর্থাৎ ইঁহার নামেই আঁড়িয়াদহের ঘোষাল গোষ্ঠীরা পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহার সাত পুত্র। যথা:--রামদেব, মহাদেব, বাসুদেব, শিবদেব, মধুদেব, হরিদেব ও শুকদেব সার্ব্বভৌম। "পুরোহিত" নামক মাসিকপত্রে কিছু দিন পূর্ব্বে কাশ্যপগোত্র শিরোনাম দিয়া যে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বক হইতে অযোবিংশতি পুরুষ রামগোপাল তর্কবাগীশ মহাশয়কে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের" টীকাকার বিবেচনা করা হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম।

জানকীতে গাঙ্গবন্ধু ছিল বিপর্য্যয়।
হরিহর মত করে কেহ কেহ কয়॥
পার্ব্বতী সন্তোষে কুল পিতার পূর্ব্বকালে।
গুণানন্দী আদি দোষ ভেকারণে চলে॥
যাদব কেশব দুই রাজীবেতে কুল।
দোষ নয় সব হয় এই সে আমূল॥
তর্কবাগীশ মহাশয় বিচার করিয়া।
রতিনাথ ভবানী আর কাশীনাথ লইয়া॥
জানকী রাঘবচট্ট নারায়ণ পরে।
চট্ট মথুর রামেশ্বর সপ্ত একাধারে॥
শিবারাম গুণধাম রাজীবের সুত।
শিবাতে শ্রীমন্তখাঁনি কুলেতে অদ্ভুত॥
জনার্দ্দন করে গ্রহণ তর্কবাগীশ সুতা।
রঘুদেব বিয়া করি জনার্দ্দনীযুক্তা॥
বিষ্ণুপুরে মৈথনাদী ছিল জনার্দ্দনে।
জনার্দ্দনী হয় ভাব এই সে কারণে॥
বিশেষ মহেশচট্ট যাদব শুক যোগে।
সুন্দরাত নাহি মুরা অভিরাম ডাকে॥
তাহার তনয়া শুক করে পরিণয়।
অধোমুখ রহে শুক কি করি উপায়॥
জনার্দ্দনসুতা ছিল বড় রূপবতী।
শুকদেব বিয়া করে করিয়া যুকতি॥
কুল গেল কুল গেল কুলাচার্য্য ভানে।
ছয় জন বরকন রুদ্র নাহি মানে॥

দাসপুত্র হয় মাত্র মুকুন্দের ছেলে ।
রহিল কেবল রূপে [illegible] ॥
অপরের হইল যত কি কহিব কথা ।
বিস্তার কহিতে গেলে কুলের অবস্থা ॥

কাশ্যপকাঞ্জিড়ী সাক্ষাৎ কুলনির্ণয় কারিকা ।

পিতৃবরে চন্দ্রসুতা নিলে নারায়ণ ।
গাঙ্গ রামকৃষ্ণসুতা করিল গ্রহণ ॥
দুর্লভ সরকারের পর করি বলাৎকার ।
গোপাল গাঙ্গুলী আনি দিলে এক ভার ॥
নগদির পরে ধন গোবিন্দকে ধরি ।
অন্তিমে তনয়া দিলে বলাৎকার করি ॥
মধুমুখে কুল শুন রাঘব মহাশয় ।
তার সুতা নিলে কেহ বিপরিয়য় ॥
(কয়) গাঙ্গ রামচন্দ্রসুতা নিলে তারপর ।
চট্ট জীবনে কুল যায় সুতবর ॥
রঘুমুখে কুল শুন শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ।
তার সুতা নিলে পরে কাশ্যপকাঞ্জিড়ী ॥
তর্কালঙ্কার সুতা করিল গ্রহণ ।
কাশ্যপকাঞ্জিড়ী হইল চট্টোজে মিলন ॥
বিপর্য্যয় হয় তায় পরে শুন আর ।
কৃষ্ণচরণ বন্দ্য আসি দিলে এক ভার ॥
হৃৎসুত জয়কে সুতা পরে হেতু পায় ।
পরে রামে সুতাকান্দি পালে বিপর্য্যয় ॥

জাহাঙ্গীরে বাদ রঘু হত্যা দায় ।
দুঘটী ঘল্লোল পুরন্দর রঘু বয় ॥
শেষে বস গঙ্গানারায়ণ সর্ব্বলোকে জানি ।
পুত্র শ্রীচরণবসু খটকে বাখানি ॥
পুনঃ পুনঃ গাঙ্গ রঘু অমান্য সাক্ষাৎ ।
রঘুতে তাহার সুতা ভঙ্গের পশ্চাৎ ॥
বিদ্যাধরের কুল রঘুগাঙ্গ নায় ।
তনয়া লইল পরে শিবধর আর ॥
তৎপুত্র শ্রীরামধর কুলের বিধান ।
অষ্ট বস্ত যোগে ভাগে কুলক্ষেত্রে গান ॥
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ চট্ট ভিত্তী পাইয়া অন্ধ ।
পিতৃধর হইয়া পরে গাঙ্গ রামচন্দ্র ॥
তনয় গোপালধর তার ধর হরি ।
জীবনেতে মধুমুখ যাদুধর ধরি ॥
গাঙ্গ রামচন্দ্রসুতা মধুমুখে দিল ।
বল্লভেতে কুলধর গোপাল হইল ॥
হরিরাম তনয়ধর কুলের কাহিনী ।
রামকৃষ্ণ কুল মুখ নারায়ণে জানি ॥

চাঁদবল্লভীর কারিকা ।

তার পর আর শুন, রামনাথ চট্টধন,
ভুবন-সন্ততি ভেলো কুলে অধিকারী ।
শ্রীমন্ত খাঁয়ের সুত, হরিশ্চন্দ্র তৎসুত,
তার শুন অদ্ভুত সন্দেহ কুলারি ॥

তার সুত রামনাথে,   বিয়া করি কিয়ে পথে,
কেহ নাহি তার সাথে আসি করে কুল।
পরে সেই রামনাথ,   চাঁদবল্লভ কৃষ্ণ সাথ,
জেনো তার জাত ভাত ওপাদক শূল।
এই চাঁদবল্লভী ডাক,   বড়দহে এক থাক,
বাণীনাথ করে যাগ সুখে হরিষ পেলে।
হড়মত বিপর্য্যয়,   বলাৎ ত্রম্বক তায়,
হরিবল্লভ কুলে গায় হরিবল্লভী হলে।
শ্রীরামের সুত রতি যগে নিয়েছিল।
তার কন্যা নিয়া চাঁদের জাতিকুল গেল।
রূপকূপে স্থিতো যথাঃ বড়দজা দত্তমন্দিরে।
সুগন্ধিত্বং সমাসাদ্য পতিতঃ কুলকুঞ্জরঃ।
রূপকূপে জয়ো ভাসে নীলকণ্ঠের তনয়।
বিষ্ণুযোগে কুল পেলে জানিহ নিশ্চয়।
দত্তবাটী দুষ্ট ছিল বন্দ্য রুদ্ররাম।
সেই পুত্রবরে তার বন্দ্য জয়রাম।
শ্রীরামতনয় মধু রূপসুতাপতি।
পঞ্চানন্দী রামদেব শুন তার স্থিতি।
কুসুমকুলী কেহ বলে কেহ বলে বন্দ্য।
রূপসুতাপতি রামু বড়দহে নিন্দ্য।
মহেশতনয় মহাদেব সমকাজ।
হড়মারূপ হরির দোষ পাইলা বড় লাজ।
দত্তচন্দ্র সুতাকান্ত যোগাই তনয়।
রুদ্রবরে মধু পরে কেশবেরে পায়।

জয়রাম সুতপাতি মুখ রামেশ্বরে।
রামদেব নারায়ণ দুয় জনে বরে॥
রূপকুলে দত্তদোষে রতিকান্ত বিষ্ণু।
যোগাই তাহার সম কুলে হ'ল জ্যেষ্ঠ॥
ঠেকে গেল তিন জন পুত্রবর দোষে।
না কহিল কুলাচার্য্য উপরোধবশে॥
রামেশ্বর-সুতা ছিল পরম রূপসী।
শ্রীমন্ত ভজতে সেই গোবিন্দ প্রেয়সি॥
পর্য্যাগত দোষ পায় বন্দ্য জয়রাম।
সেই কুলে যাদবেন্দ্র করিল বিশ্রাম॥
অনন্ত মুকুন্দ আর বন্দ্য নন্দরাম।
ছড়দোষে রামদেবসুতা সমকাম॥
পোড়াড়ি দোষের দোষী রূপনারায়ণ।
চট্ট নারায়ণসুতা করিল গ্রহণ॥
বারেন্দ্র বিপ্র প্রজাপতি দুর্গতিপ্রসাদ।
মুখকন্যা বলাৎকারে নাহি অবসাদ॥
যাদবে ভগিনী দিল রূপনারায়ণ।
দত্তরত্ন বলাৎকার পুত্রাণী গমন॥
ভবানী শিরাই আর মুখজ কানাই।
হরিদাস মুখ সন্তোষ ছড়দোষ গাই॥
চণ্ডীদাসে জড়াজড়ি সাত চোখ থেকো।
সিদ্ধান্তের পশ্চাৎ কুল ফুলে কেন ডাক॥

একাদশ অধ্যায়।

দেবীবর ও তাঁহার সমসাময়িক লোক।

এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে, দেবীবর ঘটক কোন্ সময়ের লোক এবং তাঁহার সমসাময়িক লোকই বা কাহারা? দেবীবরের মতে পঞ্চদশ শকের শেষে কৌলিন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। দেবীবর যাঁহাদের কুল-মর্য্যাদা প্রদান ও যাঁহাদের কুলভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই দেবী-বরের সমসাময়িক লোক।

দেখা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তি তাঁহার সমকালীন ও সম-মর্য্যাদার লোক :—

যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরির্বংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ॥
নোহারি যোগমর্য্যাদ্য সবসম্বন্ধকারণাৎ।
ভ্রষ্টো যোগেশ্বরস্তত্র শুদ্ধরোঽসু দসুন্দরঃ।
ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

১। যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুখ)। ২। দিনকর চট্টোপাধ্যায়। ৩। হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। ৫। ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। সুসেন মুখোপাধ্যায়।

"পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মুল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা।
জগদানন্দের সহ আইসে যে গঙ্গা॥
পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল অই অংশে মেলা।
খড়দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরিবন্দ্য গয়ঘড় পাল্টী মুল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়॥

যোগেশ্বর খড়দহে বংশ বড় আর।
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুলবর ॥"

একণে উপরোক্ত ছয় মহাত্মার অধস্তন পুরুষ গণনা করিলে, কত পুরুষ হইবে তাহাই দেখা যাউক। আমরা যোগেশ্বর পণ্ডিতের এক শাখা মাত্র গণনা করিয়া একণে পাঠকগণকে দেখাইব, তাহা হইলেই জানা যাইবে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতে তাঁহারা বর্ত্তমানে কত পুরুষ অন্তর।

এই নগরীর উনঠনিয়া-নিবাসী বহুগুণরাশি প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকবর ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১) মহাশয় যে বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, যোগেশ্বর হইতে সেই বংশের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষের বংশাবলী নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা:—

১ যোগেশ্বর, ২ জানকীনাথ, ৩ রামভদ্র, ৪ নারায়ণ, ৫ জনার্দ্দন, ৬ রামকৃষ্ণ, ৭ শ্রীরাম পঞ্চানন, ৮ নিধিরাম, ৯ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ১০ ঈশানচন্দ্র, ১১ শ্রীগোপালচন্দ্র (২), ১২ শ্রীবিপিনচন্দ্র। ইহারও পুত্রমুখ দেখিবার সময়।

ঈশানচন্দ্রের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীদাস, হরিহর, মাধবচন্দ্র ও গুরুদাস। ইঁহারা সকলেই স্বগুণ পরিচয়ে বিখ্যাত। উক্ত মাধবচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর একাদশ পরিচয়সংজ্ঞক। ইনি সুখ্যাতির সহিত জেলা চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, ঢাকা এবং রাঁচী প্রভৃতি স্থানের সব্‌জজের কার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণপূর্ব্বক একণে ভবানীপুরে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র শ্রীকেদারনাথ। ইঁহারও পুত্রসন্তান হইয়াছে। এই পুত্র ত্রয়োদশ পুরুষ বলিয়া গণনীয়। কালীদাসের পুত্র শ্রীযদুনাথ ১১। তাঁহার পুত্র শ্রীঅক্ষয়কুমার (৩)। অক্ষয়েরও পুত্রসন্তান হইয়াছে। এই পুত্রও ত্রয়োদশ পুরুষ গণ্য। হরিহরের পুত্র শ্রীচিরঞ্জীব

---

(১) ইঁহাদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভী গ্রাম।

(২) ইনি একজন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার। একণে ইনি কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন।

(৩) ইনি এম, বি, উপাধিধারী একজন ডাক্তার ও হরিনাভী, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

৩ শ্রীউমাচরণ ১১। উমাচরণের পুত্র শ্রীসুরপতি ১২। সুরপতিরও পুত্রমুখ দেখিবার সময় অনেকদিন অতীত।

এক্ষণে যদি ন্যূনকল্পে প্রতি পুরুষে গড়পরতায় ২৬ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্মকাল ধরা যায়, তাহা হইলে উর্দ্ধসংখ্যা ১৩ পুরুষে ৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে যোগেশ্বরাদি ছয় মহাত্মার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা।

চৈতন্যদেবও প্রায় এই সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) প্রাদুর্ভাব হইয়া ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃঃ অব্দে) শ্রীশ্রীনীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে তিরোভূত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

এই সময়ে বঙ্গসমাজের জাতিভেদ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে ও অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্মের মতসকল হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। তৎকালে বঙ্গসমাজের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন হইবার সূত্রপাত। আবার এই সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি (ইহাঁকে কাণাভট্ট শিরোমণিও বলে) ন্যায়শাস্ত্রের নব নব পথসকল আবিষ্কৃত করিয়া নবদ্বীপে প্রবেশিত করেন। তৎকালে মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্রের যদ্রূপ চর্চ্চা ছিল, বঙ্গদেশে তদ্রূপ ছিল না; তজ্জন্য রঘুনাথের অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথা হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আইসেন। সেই সময়ে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র নামে এক মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক ছিলেন। সার্ব্বভৌমের নিকট রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক বিচারে পরাভূত করিয়া পক্ষধরের দর্প খর্ব্ব করেন। তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধিক আলোচনা ও নানা গ্রন্থ রচিত হয়। তাহার পরে রামভদ্র সিদ্ধান্ত, তৎপরে জেলা মালদহীয় অন্তঃপাতি নিশিন্দাগ্রামনিবাসী উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকৃত

"কুসুমাঞ্জলী" গ্রন্থের রামভদ্রীয় নামে টীকা; রঘুনাথ শিরোমণি ও ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত "দীধিতি" গ্রন্থের টীকা ও "বহুবাদার্থ" গ্রন্থ; তৎপরে মথুরানাথ তর্কবাগীশ চারিখণ্ড "চিন্তামণি" গ্রন্থের টীকা এবং শিরোমণি কৃত "দীধিতি" গ্রন্থের টীকা ও "বহুবাদার্থ" গ্রন্থ; তদনন্তর জগদীশ তর্কালঙ্কার সমস্ত "দীধিতি" গ্রন্থের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের "শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ এবং ব্যুৎপত্তিবাদ" ও রঘুনাথ কৃত "বৌদ্ধাধিকারের বিবরণ" গ্রন্থের টীকা প্রভৃতি রচিত হয়। প্রায় এই সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ নামক অনেক অদ্বিতীয় তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি এই গ্রন্থ রচনাদ্বারা আপনাকে সুবিখ্যাত করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে নবদ্বীপ বিদ্যার্থীগণের গৌরবের স্থান হইয়া উঠিল এবং দিন দিন চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা বিদ্যার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নবদ্বীপের রাজারাও পণ্ডিত মহাশয়দিগকে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমি দান ও নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ শিরোমণির সময়েই বন্দ্যঘটীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপাণ্ডিত্যসহকারে তাৎকালীক ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়া ও প্রাচীন মতের দোষ দেখাইয়া "শুদ্ধিতত্ব, উদ্বাহতত্ব, তিথিতত্ব, মলমাসতত্ব, একাদশীতত্ব" প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে অভিনব স্মৃতিসমূহ বিভক্ত করেন ও বঙ্গবাসীদিগের নিকট ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা বুঝাইয়া খ্যাতাপন্ন হন। বঙ্গদেশে আজিও পূজা বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ঐ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ, এই মহাত্মাদ্বারা সংস্কৃতশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলিন্যমর্য্যাদার পুনঃসংস্করণ ব্যবস্থাপিত হয়।

এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে, দেবীবর ঘটক এবং যোগেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি ছয় মহাত্মা এক সময়ের লোক। তাঁহাদের অধস্তন পুরুষ গণনায় ১৩ পুরুষে ৩৩৮ বৎসর ইহাও একপ্রকার স্থির; তাহা হইলে,—

এক্ষণে শক ১৮২১
বাদ ৩৩৮

বাকি ১৪৮৩ শক থাকিবে
চৈতন্যের তিরোভাব ১৪৫৬ শক

বাকি ২৭ বৎসর (প্রায় একপুরুষের জন্মকাল)

চৈতন্যের তিরোভাবের পর অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া কখনই মান্য করা যাইতে পারে না, সুতরাং ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব, তাহার সহিত আর ২৭ বৎসর যোগ কর, ১৪৮৩ শক হইবে। এই গণনায় চৈতন্যকেও দেবীবরের প্রায় সমসাময়িক লোক বলা যাইতে পারে। এই সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজা ছিল না, ইতিহাস পাঠকেরা ইহা অবগত আছেন।

এই খানে দেখা যাউক, পণ্ডিত দেবীবর ঘটকমহাশয়ের বর্ষ গণনা ও কৌলীন্য-সংস্কারের বর্ণনা কতদূর প্রকৃতিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। এই আর্য্য-বংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে তৎসম্বন্ধীয় একাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঘটনানুরোধে এই খণ্ডেও সেই অংশের কতিপয় পংক্তি গ্রহণ করা হইল। মূলকথা এই যে, "দেবীবরের মতে পঞ্চদশ শকের শেষে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়" ইত্যাদি।

বঙ্গের কোন ইতিহাসে অথবা কোন প্রসিদ্ধ ঘটকের কারিকায় এমন অদ্ভুত কথা আমরা পাঠ করি নাই। প্রথমতঃ "পঞ্চদশ শকের শেষ" ইহা বলিলে কি বুঝায়, দেবীবর তাহা জানিতেন না, এমত অনুচিত কথা বলিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সুতরাং বলিতে হইবে, "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া গিয়াছে। "সম্বন্ধ-নির্ণয়"কার বোধ হয় এই মূল-তত্বটী স্মরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। "পঞ্চদশ শকের শেষ" ইহা ১৮০০ বৎসরের কথা। ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর বিদ্যমান ছিলেন, পাগলেও এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। বস্তুতঃ, শক পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে, এ দেশের কুলীনের কুল লইয়া দেবীবর ঘটকের বাল্যক্রীড়া বিজ্ঞ-লোকমাত্রেই ইহা জানেন।

দ্বিতীয়তঃ পঞ্চদশ শকের শেষে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, দেবীবর কর্তৃক কুলীনের মেলবন্ধন, ইহাও আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি। "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সেই সময়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। বর্ষ গণনায় ভ্রম অপেক্ষা এই ভ্রম আরও অদ্ভুত। উপরেই বলা হইল, সে সময়ে এদেশে হিন্দুরাজা ছিলেন না। দেশের রাজা ভিন্ন সহস্র ক্ষমতাবান হইলেও অপরে কখনই দেশবাসী মাননীয়

ব্যক্তিগণকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করিতে পারেন না। যদিও কেহ চেষ্টা করেন, কেহই তাহা পালন করেন না। পালন করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করিতেও গণনীয় লোকে মুখবক্র হয়। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সময়ে তাঁহাদের বংশশুদ্ধি, লক্ষ্মণসেনের দ্বারায় কুলমর্য্যাদা সংস্থাপন, তাহা প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর ঘটক বঙ্গের কুলমর্য্যাদায় সংস্থাপন করিলেন, ইহা শুনিতেও অশ্রাব্য, গ্রহণ করিতেও অবিশ্বাস্য। দেবীবর যাহা করিয়াছিলেন, সত্যের মান রক্ষার্থ এইখানে তাহা আমরা বলিতেছি।

শক পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে দেবীবর যখন বাক্‌সিদ্ধ হন, সেই সময়ে তিনি রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, কুলাংশে কে কতদূর পবিত্র, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের মধ্যে অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঘটক মহাশয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া একটী সভা আহ্বান করেন; সেই সভায় কুলীনদিগের দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক নূতন নূতন থাকবন্ধ ও মেলবন্ধ করা হয়;—নূতন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করা হয় নাই।

দেবীবরের উদ্দেশ্য অবশ্য ভাল ছিল; কিন্তু বিশেষ বিশেষ কুলীনের প্রকৃত অথবা কল্পিত দোষগুলি কারিকাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সে শুভ উদ্দেশ্য তিনি প্রকৃতপক্ষে সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। কারণ যে গ্রন্থ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিবে, সে গ্রন্থে রাজদত্ত কুলমর্য্যাদাপ্রাপ্ত-কুলীনের দোষের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখা কোনমতেই উচিত ছিল না। পূর্ব্বেও আমরা একস্থলে বলিয়াছি, কর্ত্তব্যানুরোধে এইস্থলেও বলিতেছি, কুলীনের দোষোদ্ঘোষণ ঘটকের কার্য্য নহে। কৌলীন্যের মহিমা কীর্ত্তনই ঘটকের কার্য্য। বিপরীত কার্য্য করিয়া পণ্ডিত দেবীবর দুর্ভাগ্যক্রমে স্বকর্ত্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা কুলীনসমাজের কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তিনি দেখিতে আসিলেন না, তখনও অনুভব করিতে পারেন নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়!

বোধ করুন, একজন কুলীন, দেবীবরের সময়ে আংশিক আচারভ্রষ্ট

হইয়াছিলেন, দেবীবর তাঁহাকে সমাজমধ্যে খর্ব্ব করিয়া দোষাশ্রিত কুলীন-শ্রেণীতে গণনা করিয়া রাখিলেন। সেই কুলীনের পুত্রপৌত্রাদি কেহ যদি ভবিষ্যতে সদাচারপরায়ণ হন, কারিকার আঘাতের অনুরোধে তিনি আর কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। ঘটকের পক্ষে ইহা কি সামান্য দৌরাত্ম্যের কথা? এক একটী মান্যবংশকে দেবীবর ঠাকুর চির-জন্মের মত নতমস্তকে রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা না করিয়া—দোষের কথা-গুলি কারিকাবদ্ধ না করিয়া, সাধারণী সভায় মৌখিক তর্কবিতর্কে পর্য্যবসিত রাখিলেই ভাল হইত। এখনও যেমন সাধারণে বলে, "কুল ছাড়া দোষ নাই, দোষ ছাড়া কুল নাই" ঘটকের সভায় সেইরূপ বাচনিক ব্যাখ্যাই উত্তমরূপ শোভা পাইত। মেলবন্ধন করা কঠিন কার্য্য ছিল না; দোষ না দেখাইলে মেলবন্ধন হয় না, ইহা অতি হাস্যকর। সেইরূপে মেলবন্ধন হওয়াতে, কুলীনসমাজ আজকাল ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দেবীবরের শুভসঙ্কল্পে এমন বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। সেনরাজদত্ত কুলমর্য্যাদা আমাদের মহা গৌরবের নিদর্শন। কুৎসিত কারিকার দৃষ্টান্তে অধুনা আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের কুলীনসন্তানেরাও আমাদের কুলমর্য্যাদার নিন্দা করিতেছেন। এই অমান্য-শেল আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতেছে! ইংরাজেরা বিদেশী, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এদেশের ইতিহাস লিখিতেছেন, কুলকর্ত্তা সেনরাজের প্রশংসা করিয়া তাঁহারাও বলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই তিনি কুলমর্য্যাদা দিয়াছিলেন। যাঁহাদের অভিজ্ঞতা অল্প, তাদৃশ ইংরাজ অকারণ আক্ষেপ করিয়া বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেনরাজ এই প্রথাকে পুরুষানুক্রমিক করিয়া গিয়াছেন। এ কথা সত্য নহে। নবগুণবিশিষ্টেরাই কুলীন হইবেন, কুলকর্ত্তার এই মহার্থ-বাক্যের দ্বারাই পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্যকথার খণ্ডন হইয়া রহিয়াছে। গুণাংশে এতদূর গেল, দোষাংশটাই দেবীবর ঘটক পুরুষানুক্রমিক করিয়া-ছেন। তাঁহার দ্বারায় আমরা যে যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। তৎকৃত অপকারের জন্য বিরলে আমরা অশ্রুপাত করিয়া থাকি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত।

বন্দ্যবংশ-সমুদ্ভূত দেবীবর ঘটক বংশজ ও যোগেশ্বর পণ্ডিত কুলীন ছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তাঁহারা উভয়েই একজনের দৌহিত্র; সুতরাং পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর মুখটীবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি একে কুলীন, তাহাতে আবার নানাবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত ও নানাস্থানীয় ছাত্রগণের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি পণ্ডিত ছিল। তিনি অতিশয় আতিথেয়ী ছিলেন ও অতি গোপনে দান করা তাঁহার নিয়ম ছিল। এই সকল কারণে যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা দেবীবর ঘটক অপেক্ষা অধিক ছিল।

দেবীবর ঘটক কেন যে কুলীনদিগের উপর ততদূর নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন, একটী প্রমাণে তাহা আমরা কিছু কিছু বুঝিতেছি। ব্রহ্মশাপে রাজা পরীক্ষিত সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তৎপুত্র রাজা জনমেজয় সর্পকুল নির্ম্মূল করণার্থ সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। একের দোষে কুলনাশে প্রতিজ্ঞা। দেবীবর ঘটকের প্রায় সেইরূপ। নিম্নে তাহার উদাহরণ গ্রহণ করুন।

একদা যোগেশ্বর পণ্ডিত দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া দৈবাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে তিনি দেবীবরের বাটীতে উপস্থিত হন। দেবীবর-জননী যোগেশ্বরের আগমনসংবাদ শ্রবণে যারপরনাই আনন্দিতা হইয়া শশব্যস্তে যথোচিত স্নেহের সহিত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বরও বিনয়নম্রবচনে তাঁহার মাতৃস্বসার চরণে প্রণিপাত করিলে, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া যোগেশ্বরকে বলিলেন, তুমি আপাততঃ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রান্তিদূর কর; পরে আমি অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। এই কথা শুনিয়া যোগেশ্বর বলিলেন, মাসি মা! আপনি আমার আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন না; আর আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া স্বপাকে ভোজন করিলে, আপনার প্রতি আমার অবজ্ঞাও করা হয়, যেহেতু আমার

মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, সে কুলের গৃহে আমাদের পাদপ্রক্ষালন করাও নিষিদ্ধ। দেবীবরের গৃহে আহার করিলে আমার মানের হ্রাস হয়, অতএব আমায় ক্ষমা করুন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার ক্ষমতাতীত। এই বলিয়া যোগেশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিনি যৎকালে দেবীবরের বাটীতে উপস্থিত হন, তৎকালে দেবীবরও দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

যোগেশ্বর বিদায় হইবার পর অবধি. দেবীবরের জননী যারপরনাই মনোক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, অতএব দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে আগমনাবধি বিদায় পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ স্বীয় পুত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাপু! যোগেশ্বর যদি নিজে আমার বাটীতে আসিয়া আমার নিকট অন্ন চাহিয়া খায়, এমন কোন কৌশল করিতে পার, তাহা হইলে আমিও প্রাণ-ধারণ করিব, নতুবা এ মর্য্যাদাবিহীন জীবনে আমার আবশ্যক নাই।

দেবীবর তাঁহার মাতার এবম্বিধ মনঃক্ষোভ শুনিয়া তাঁহাকে যৎপরো-নাস্তি বুঝাইলেন এবং তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার মনোকষ্ট দূর করিবেন। যদি একান্ত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে এ পাপপ্রাণ আর রাখিবেন না।

ইতিপূর্ব্বে দেবীবরের অপর এক নাম ছিল; কিন্তু তাঁহার মাতার আদেশে তিনি একান্তমনে কালীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ও তপস্যা, শবসাধন প্রভৃতি দ্বারা দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়া, দেবী আদ্যাশক্তির বরে সিদ্ধ হইয়া বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বনাম লোপ হইয়া, তিনি দেবীবর নামে খ্যাত হন।

মাতৃ-আদেশে দেবীবর সিদ্ধমনোরথ হইয়া এককালে বাক্‌সিদ্ধ হইলেন। বাক্‌সিদ্ধ হইয়াই প্রথমে তিনি মাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি-লেন। তৎপরে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক কুলীনদিগের দোষানুসন্ধান ও তাঁহাদের কুলনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুলাংশে কে কতদূর পবিত্র, তাহাও দর্শন করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের

মধ্যে অনেকেই নবগুণবর্জ্জিত হইয়াছেন। অতএব এই সময়ে কৌলীন্যের পুনঃসংস্কারের আবশ্যক। এই সুসময় বিবেচনা করিয়া তিনি স্বকার্য্য সাধনের প্রকৃত অবসর বুঝিতে পারিলেন এবং যাবদীয় কুলাচার্য্যদিগকে আহ্বান করিয়া কুলীনদিগের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। কুলাচার্য্যেরা সকলেই একমত হইয়া দেবীবরের মতের অনুকূলে সম্মতি প্রদান করিলেন। দেবীবরও তাঁহাদের বলে বল পাইয়া একেবারে একটী সভার দিন স্থির করিলেন। ঐ দিনে তিনি সভাস্থ সভ্যদিগের দোষ বিচার করিয়া মান-দান করিবেন, এই মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে হঠাৎ এইরূপ দৈববাণী হইল যে, "বৎস দেবীবর! তুমি যে দিন সভা করিয়া কুলমর্য্যাদা প্রদান করিবে, সে দিন তোমার সমস্ত দিনের জন্য সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা থাকিবে না; কেবল দণ্ডদণ্ডকালমাত্র ঐ বিষয়ে তোমার অদ্বিতীয় প্রভুতা থাকিবে।"

দেবীবর এই দৈববাণীর বিষয় সকলের নিকট রটাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। এদিকে নির্দ্ধারিত সভার দিন আসিয়া উপস্থিত। যথাসময়ে সভামহাশয়েরাও সভায় আগমন করিলেন। দেবীবর দোষানুসারে একবিধ দোষে দূষিত ব্যক্তিদিগকে এক এক দলে আবদ্ধ করেন। সেই দলের নাম মেল। বিভাগানুসারে সমস্ত কুলীন-দিগকে তিনি ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন। (৯১ পৃষ্ঠা দেখ।)

যখন যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুলবিচারের সময় উপস্থিত হইল, তখন দেবীবরের মুখ হইতে এই কারিকাটী নির্গত হইল। যথাঃ—

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং ভবে যোগেশ্বরে কুলং॥

অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গ যেরূপ, আকাশের কুসুম যেরূপ, বন্ধ্যার সন্তান যেরূপ, যোগেশ্বরের কুলও সেইরূপ।

এই কারিকাটী শ্রবণ করিয়া যোগেশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, দেবীবর ঈর্ষাবশে তাঁহাকে নিষ্কুল করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যোগেশ্বরের সহিত তাঁহার ভ্রাতা কামদেব পণ্ডিতও ছিলেন। "ঘটক" এই তিনটী অক্ষর

দর্শনে অঙ্কিত করিয়া তাঁহারা উভয় সহোদরে দেবীবরের বাটীতে আগমন করেন। দেবীবর সে সময় বাটীতে উপস্থিত না থাকাতে, তাঁহারা তাঁহার জননীর নিকট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতি বিনীতভাবে অন্ন প্রার্থনা করেন; কিন্তু দেবীবরজননী ভগিনীপুত্রদ্বয়কে কুলীন সম্বোধনে কৌশলক্রমে কহিলেন, তিনি অন্নপ্রদানে অক্ষম। বিশেষতঃ, সে সময় অন্নাদি প্রস্তুত ছিল না, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। যোগেশ্বর ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রথমে পর্য্যুশিত অন্ন প্রার্থনা করিলেন। জননী তাহাই দিলেন; যোগেশ্বর সানন্দে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর দেবীবর বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, যোগেশ্বর নানা স্তবস্তুতিদ্বারা মাতাপুত্র উভয়কেই প্রসন্ন করিয়াছিলেন। দেবীবর মাতার আদেশ লইয়া উপরোক্ত কারিকাটীর শেষে যে "কুলং" শব্দ আছে, তাহার পূর্ব্বে অকার যোগ করিয়া "যোগেশ্বরে অকুলং" এই বলিয়া কারিকাটী বজায় রাখিলেন, সুতরাং অকার লোপ হইয়া কেবল লুপ্ত অকারের চিহ্নমাত্র রহিল। তখন অর্থ হইল, যদি শশকের শৃঙ্গ, আকাশে কুসুম এবং বন্ধ্যার সন্তান হয়, তথাপি যোগেশ্বর নিষ্কুল নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যোগেশ্বর পণ্ডিত দেবীবরের সমসাময়িক লোক এবং বিশেষ প্রসিদ্ধ ও মান্যব্যক্তি। যোগেশ্বর খড়দহ মেলের প্রকৃতি। দেবীবর ইহাঁকে প্রথমে নিষ্কুল করিলেন, পরে আবার অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রথমে যে দেবীবর যোগেশ্বরকে কেন নিষ্কুল করিয়াছিলেন, তাহা যোগেশ্বর তখন বুঝিতে পারেন নাই, পরে জানিতে পারিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দেবীবর ও তাঁহার দীক্ষাগুরু।

দেবীবরের দীক্ষাগুরু ও লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় গোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কুলমর্য্যাদা প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার মনে মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেবীবর অবশ্যই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ কুলমর্য্যাদা প্রদান করিবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু,

দেবীবর যখন আমার শিষ্য এবং আমি তাঁহার দীক্ষাগুরু, আর নিজেও তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তখন যে, কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি গুরুদেবের নাম স্মরণ না করিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এ কথা কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব এমন এক উচ্চ আসনে আমার উপবেশন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে আমি সহজে দেবীবরের দৃষ্টিপথে পতিত হই এবং গুরুদর্শনে তিনি পরম আপ্যায়িত হইয়া আমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মর্য্যাদা ব্যবস্থা করেন।

তিনি মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সভার সম্মুখস্থ সর্ব্বোচ্চ এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দেবীবর গুরুর এরূপ অভব্যতা দেখিয়া যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইলেন, যেহেতুক তিনি জানিতেন, যে সভ্যদিগের অনুমতি ব্যতীত উচ্চ আসনে উপবেশন করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য। সভ্যেরাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেবীবর তাঁহার গুরুর ঈদৃশ অশিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন; কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না;— সকলেই নীরব ও পরস্পর কাণাকাণি করিতেছেন।

সভ্যদিগের মনের ভাব কতক পরিমাণে শোভাকরের হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস দেবীবর! আমার প্রতি সদয় হও, আমি তোমার মন্ত্রদাতা গুরু, আমাকে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করা উচিত।

গুরুদেবের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার পক্ষে আসন হইতে অবরোহণ করা অত্যন্ত লজ্জাকর, সুতরাং পরিহাসের ভয়ে তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন; শিষ্য কিন্তু গুরুবাক্যে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। বরং তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া কহিলেন, প্রভো! বাক্‌দেবী আমার মুখ হইতে সে সময়ে কি বলাইবেন, তাহা এক্ষণে আমি কি প্রকারে স্থির করিয়া বলিতে পারি?

কিয়ৎক্ষণ পরে এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী বাক্যটী দেবীবরের রসনা হইতে বিনির্গত হইল:—

ডাক দিয়ে বলে দেবীবর,
নিষ্কুল শোভাকর।

তদুত্তরে ঐ কবিতার পূরণস্বরূপ গুরুদেবের মুখ হইতে দেবীবর অপেক্ষা গুরুতর বজ্রতুল্য এই অপরার্দ্ধ পদ উচ্চারিত হইল :—

ডাক দিয়ে বলে শোভাকর,
নির্ব্বংশ দেবীবর॥
মেলমালা।

শোভাকর নিস্তব্ধ হইলেন। এ দিকে সভাও ভঙ্গ হইল।

নিন্দার পাত্র হইলেও গুণাংশের অপলাপ করা দোষ। মেলবন্ধন-সম্বন্ধে দেবীবরের নির্দ্দোষিতার এইরূপ প্রমাণ আছে :—

"পূর্ব্বেতে জন্মিল দোষ পরে দেবীবর।
মেলিরূপ দীপদানে উজলিল ঘর॥
মানেরে জানিতে গেলে তারতম্য চাই।
তারতম্য না থাকিলে মানামান নাই॥
কুলের পুস্তকে যত দোষ ব্যাপি ছিল।
এক ঠাঁই করি দেবী দেখাইয়া দিল॥
স্মৃতি দুষ্ট অন্যপূর্ব্বা বিপর্য্যয় ধাঁদা।
পরিবেত্তা, ছায়া, কায়া, ডিণ্ডিপিণ্ডি নাঁদা॥
শত শত পাতে দেবী পাতি পাতি করি।
আনিলেন সমুদায় একযোগ করি॥
সমান সমান লোকে থাক দিল পরে।
একের দোষেতে পাছে অন্যে পড়ি মরে॥
হেন কথা করে দেবী প্রকারে প্রচার।
দোষ নাহি যার কুলে কুল নাহি তার॥
গুণের আশ্রয় দোষ জানিবে নিশ্চয়।
প্রতিযোগী না থাকিলে কেবা কোথা রয়॥

সুখ দুঃখ জড়াজড়ি বিবাহ অভাব।
বেদের নিয়মমত দেখাইল ভাব॥
মিহির তিমির নাশে প্রতিযোগী হয়।
বিপর্য্যয়ে টোটে কুল কুলাচার্য্যে কয়॥
কিন্তু বিচারিয়া দেবী ভাগ সাজাইল।
যার যেই স্বাধিকার দেখাইয়া দিল॥
হেন উপকার যদি দেবী না করিত।
কুলীনের কুলীনত্ব কিছু না থাকিত॥
এই সব দেখাইয়া মানের জীবন।
যে জন করিল দান দোষী সে কেমন॥
দেবীবরে ভাষে দোষ করে অপকার।
দ্বিজত্বে পঙ্কত্ব পায় সে দোষ কাহার?
কালের গতিক সব কার্য্যে টানি আনে।
দেবীতুল্য লোক আর হবে না ভুবনে॥"

দেবীবর ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদাব বিচার করেন, নিম্নলিখিত প্রাচীন ঘটকদিগের কারিকায় দেবীবরের দোষ দেখাইয়া এই কবিতাটী প্রচারিত আছে। যথা,--

এইকালে রাঢ়ে বঙ্গে পোড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে দাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥

দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥

মেলমালা।

অনেকে মহারাজ বল্লালসেনের উপর যে দোষারোপ করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই দোষ যথার্থপক্ষে দেবীবরের স্কন্ধে অর্পণ করাই উচিত। ইঁহার দ্বারাই সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হয়। আজ কুলীন-দিগের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, কন্যাদায়ে কাহাকেও এত ব্যতি-ব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না!!!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কুলশাস্ত্রের সাঙ্কেতক নিয়ম।

বংশাবলী লিখিবার পূর্ব্বে "কুলমঞ্জরী" ও অন্যান্য কুলাবলী-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে কুলশাস্ত্রমতে অংশ ও বংশ বুঝিবার কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম এস্থলে লিখিত হইল। বর্ত্তমানকালে সাধারণ পাঠকবর্গের কতদূর উহা বুঝিবার রুচি হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তত্রাচ কর্ত্তব্য বোধে আমরা তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিলাম। অংশ বুঝিতে হইলে এইরূপ সঙ্কেতবাক্য বুঝিতে হইবে। যথা,—আং—আর্ত্তি, (১) লং—লভ্য (২) ন্যূং—ন্যূন (৩) ক্ষেং—ক্ষেমা (৪) তুং—তুল্য, কং—কন্যা, বিং—বিবাহ, গ্রং—গ্রহণ,

(১) আর্ত্তি অর্থাৎ পিতৃতুল্য ব্যক্তি। (২) লভ্য,—জ্যেষ্ঠভ্রাতার পশ্চাৎ যাহাকে লাভ করা যায়। (৩) ন্যূন,—কিছু কম। (৪) ক্ষেমা,—পুত্রতুল্য।

প্রং—প্রদান, আং প্রং—আদানপ্রদান, বিপ—বিপর্য্যয়, কিং আং—কিঞ্চিদার্ত্তি, কিং ক্ষেং—কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য। লং কিং—কিঞ্চিল্লভ্য। প্রং প্রং—দানাদান ইত্যাদি। (সপ্তম অধ্যায় দেখ।)

বংশ বুঝিবার সঙ্কেতবাক্যগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল, তন্মধ্যে কতকগুলি নিজ নিজ নাম ও উপাধিদ্বারা ও কতকগুলি বসতি ও গ্রামের নাম, অনুসারে লিখিত হইয়াছে। যথা,—চৈতল চট্টোপাধ্যায়। এখানে চৈতল নাম বুঝিতে হইবে। সাগরদিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ সাগরদিয়া গ্রামের নাম। ঐ গ্রামে হরি বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন, এজন্য তদ্বংশীয়েরা সাগরদিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া খ্যাতাপন্ন। অবশথী চট্টোপাধ্যায়;—সর্ব্বেশ্বর চট্টো-পাধ্যায় অবশথী নামে একটী যজ্ঞ করাতে, তদ্বংশীয়েরা অবশথী চট্টোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। চং পা, অর্থাৎ পাটুলীর চাটুতি। চং ধং, অর্থাৎ ধনঞ্জয়, চট্টোপাধ্যায়ের বংশে ধনোর চাটুতি বলিয়া খ্যাত। বং উ বন্দ্য উন্দুরা। উন্দুরা গ্রামের নাম। বং গ বন্দ্য গয়ঘড়ী। বং বাং বন্দ্য বাঙ্গালপাশ। এ সকল গ্রামের নাম। এইরূপ নিয়মে সমস্ত বংশই বুঝিতে হইবে। যথা,—

বং	...	...	বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং সা	...	...	সাগরদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং গ	...	...	গয়ঘড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং বা	...	...	বাবলার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং বাং	...	...	বাঙ্গালপাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং কাং	...	...	কাঁটাদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং উ	...	...	উন্দুবার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং ন	...	..	নপাড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায়।
চং	...	...	চট্টোপাধ্যায় বা চাটুতি।
চং চৈ	...	...	চৈতল চাটুতি।

এই সকল আবার ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে, যথা;—আর্ত্তি, সদার্ত্তি, পূর্ণার্ত্তি। ক্ষেম্য, সংক্ষেম্য, পূর্ণক্ষেম্য। মধ্যাংশ,—কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য, কিঞ্চিদার্ত্তি। যথা, "পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকং।" অতিলভ্য, অতিন্যূন। কিঞ্চিল্লভ্য, কিঞ্চিন্ন্যূন।

চং খং	...	...	খনিয়ার চাটুতি।
চং অ	...	...	অবশথী চাটুতি।
চং পা	...	...	পাটুলীর চাটুতি।
চং দে	...	...	দেহাটার চাটুতি।
পূ	...	...	পূতিতুণ্ড।
গাং	...	...	গঙ্গোপাধ্যায় বা গাঙ্গুলী।
চং খা	...	...	খালকুলিয়ার চট্টোপাধ্যায়।
চং ধং	...	...	ধনোর চট্টোপাধ্যায়;
চং মং	...	...	মনোর চট্টোপাধ্যায়।
চং পং	...	...	পভোর চট্টোপাধ্যায়।
চং বিং	...	...	বিভোর চট্টোপাধ্যায়।
মুং কুং	...	...	কুলিয়ার মুখটী।
মুং কাং	...	...	কাচনার মুখটী।
মুং ফুং স্বং	...	...	স্বল্প ফুলিয়ার মুখটী।
মুং আ	...	...	আড়িয়ার মুখটী।
মুং বি	...	...	বিশ্বেশ্বর মুখটীর বংশ।
কাং	...	...	কাঞ্জিলাল।
কুং	...	...	কুন্দ।
ঘোষ	...	...	ঘোষাল।
বং বাং স্বং	..	...	স্বল্প বাঙ্গালপাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বং না	...	...	নাঁদার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুং বি,—সর্ব্বানন্দী প্রাপ্ত নয়। মুং বিসর্ব্বা,—সর্ব্বানন্দীপ্রাপ্ত। মুং বি মুং বিসর্ব্বা অর্থাৎ মুং শঙ্করবংশ, মুং জানকীনাথ প্রভৃতির বংশ। উদ্ধব নামের পরিবর্ত্তে উধো, কীর্ত্তিব পরিবর্ত্তে কিতো। যথা,—চং বাঙ্গালসুত কিতো, মুং আরিতসুত উধো। এইরূপ আরও অনেক আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সামাজিক ও বৈবাহিক নিয়ম। (১)

কন্যাগত কুল বর্ণন।

"শ্রোত্রিয় গৃহেতে নিজ কুল পরিণয়।
কন্যা দিলে সেই গৃহে শ্রোত্রিয়ান্ত হয়॥
জীবনে মরণে হয় কন্যাগত কুল।
কন্যার অভাব হ'লে না থাকিবে কুল॥
কন্যাভাবে কুলীনের কি হবে অবস্থা।
লক্ষ্মণ ভূপতি তার করিল ব্যবস্থা॥
সপর্য্যায় কন্যা যদি করয়ে গ্রহণ।
থাকিবেক কুল তার কে করে খণ্ডন॥
তদভাবে কুশ কন্যা করিবে গ্রহণ।
অথবা ঘটক অগ্রে প্রতিজ্ঞা নিয়ম॥
রণ্ডদোষ খণ্ডনেতে এই সে ব্যবস্থা।
নিশ্চিত কন্যায় থাকে কুলের অবস্থা॥
সর্ব্বকালে কন্যা হয় কুলের প্রকৃতি।
প্রকৃষ্টরূপেতে হয় সেই সে প্রকৃতি॥
পিতার মরণে ধন পুত্রগণে পায়।
কুলীন হইলে কুল দুহিতায় যায়॥

---

(১) "কুলসারসংগ্রহ" ও অন্যান্য কুলাবলী-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে এই অধ্যায়ে লিখিত বিষয় কয়েকটী পাঠকগণের দর্শনার্থ প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ পাঠ করিয়া তাৎকালীক সামাজিক ও বৈবাহিক অবস্থা জানিতে পারিবেন।

পুত্রগত দোষ হ'লে আক্ষেপ বলি তারে।
কন্যাগত দোষ হ'লে কুল দলে মরে॥"

কুলক্রিয়ার নিয়ম।

পাদপূজি কন্যাদান শাস্ত্রের লিখন।
সে পাদ পূজনে কিছু শুনহ লক্ষণ॥
যার সঙ্গে পিতৃকুল তাহার সন্তান।
সম পর্য্যা হ'লে পরে কুলের সন্ধান।
তদভাবে পিতামহ পথ দিয়ে চলে।
অপেক্ষায় ন্যূন হ'লে স্বঘর সম্বলে॥
ঘর ছাড়ি যেইজন পরঘরে যায়।
কুলীনত্ব নষ্ট তার বংশজত্ব পায়॥
আর্ত্তি ক্ষেম্য দানাদানে নাহি কিছু দোষ।
কেবল হইলে ক্ষেম্য না হয় সন্তোষ॥

বিবাহ।

"বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থক ভার্য্যা করে,
তারে বলি শুদ্ধসত্ব বিয়া।
তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে,
সপর্য্যায় মিলন করিয়া॥
ইথা ভিন্ন করে বিয়া, কড়িলোভে মরে গিয়া,
অনির্দ্দিষ্ট অপকৃষ্ট ঘরে।

দ্বিজ রমানাথ কয়, ছিন্ন বিয়া সুনিশ্চয়,
কুলীনের মজিবার তরে॥
চুরি দারিতায়া, শব্দ একধারা,
দারবৃত্তি বলি দারি।
সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে,
ভোগহেতু করে নারী॥
কুলে মতি যার, কুলে করে দার,
দোষ কিছু নাহি তাতে।
কুলেরি শাসন, পর্য্যাটী গণন,
নিষ্ঠাবৃত্তি আছে যাতে॥
কুলে একা বৃত্তি, হইলে প্রবৃত্তি,
দানাদানে লেঠা ঘটে।
বিনা কুলকাজ, সমাজেতে লাজ,
বটে কি বলনা বটে॥
দানাদান ঘরে, সবে নিন্দা করে,
কিরূপে মানেরে রাখি।
মাথা হেঁট করি, নাহি খায় বারি,
কভু না চাতক পাখী॥
সপর্য্যায় স্বাধিকার, ব্যত্যয় নাহিক যার,
নিজে দোষ টানি আনে তায়।
নির্ম্মল কুলেতে, অবংশ হইতে,
নিন্দাভোজি বাপ মায়॥"

কুলীনের বংশ ও পর্য্যায়।

"যে হেতু অজ্ঞাতকুল স্মৃতির আচার।
চালাতে না পারে বংশে দেখি পূর্ব্বাপর॥
স্মৃতিশাস্ত্রমতে শুদ্ধ মুনিগণে কয়।
সপ্তমী (২) পঞ্চমী (৩) বর্জ্জ্যা বিবাহ নিশ্চয়॥
তারে না মানিলে বংশে স্বজনা ঘটিবে।
লঙ্ঘিয়া স্মৃতির মত নরকে ডুবিবে॥
একারণ জানা চাহি বংশের সন্ধান।
কার সঙ্গে কত সংখ্যা হয় ব্যবধান॥
কার কার বংশ সঙ্গে এক গোত্র হয়।
কার কন্যা কার পুত্রে পর্য্যাসমন্বয়॥
পায়ে ধরি কন্যাদান স্মৃতির লিখন।
এই হেতু জানা চাহি কুলের লক্ষণ॥
মহারাজ আদিশূর করিয়া যতন।
পঞ্চশাখি বঙ্গদেশে করিলা স্থাপন॥
পঞ্চজনের ঊনষাটি হইল নন্দন।
গাঁই আখ্যা দিয়া নৃপ লোকান্তর হন॥
শাখায় শাখায় তার বেড়ে গেল ডাল।
অনবস্থা দেখি তার বল্লাল ভূপাল॥
তিন অংশে সবাকারে বিভাগ করিয়া।
অর্পিলা মর্য্যাদা রাজা গুণ বিচারিয়া॥

---

(২) সপ্তম পুরুষ। (৩) পঞ্চম পুরুষ। স্মৃতিশাস্ত্রমতে পিতৃবংশে সপ্তম পুরুষের ও মাতামহবংশে পঞ্চম পুরুষের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। এই বিবাহকে স্বজনা-বিবাহ বলে।

বান্ধিল ভূপাল কুল ত্রয়োবিংশ দিয়া।
আট গাঁই মুখ্য গৌণ পঞ্চদশ নিয়া॥
গৌণসহ মুখ্যকুলে করিয়া মিলন।
ত্রয়োবিংশ রাখিল নাম বিষ্ণুকনন্দন॥
আর এক ষটত্রিংশৎ স্বতন্ত্র রাখিয়া।
আখ্যা দিলা শ্রোত্রিয়ের গুণ পরীক্ষিয়া॥
লক্ষ্মণ রাজন তার লক্ষণ দেখিল।
উৎসাহে উৎসাহ-সুতে পর্য্যা সাজাইল।
ঊনবিংশ অবতংস হইল তখন।
শাখায় শাখায় তার পর্য্যার মিলন॥
পিতৃপদে কন্যা রাখি পর্য্যায় সাজায়।
ব্যত্যয় হইলে পরে বিপর্য্যয় হয়॥
এই স্থানে দেখ তবে কুলের নিয়ম।
যদি কার বংশে হয় অনেক নন্দন॥
যোগ ভিন্ন কুল কিছু না হয় সমান।
সমান পর্য্যায় যার সেই সমমান॥
পুনরপি সেই বংশে সেই অবতংস।
যথা গোপী গৌরীযোগে রামাচার্য্য বংশ॥
তার ভ্রাতৃগণ যবে দিবে পরিচয়।
লইবে পিতার নাম কুলেতে নিশ্চয়॥
কুলেতে পরিল ঘাটি কুলীনের ছেলে।
তার ঐ কৃতি (৪) ভ্রাতা কুলাংশ পাইলে॥

---

(৪) যাহার কুল হইয়াছে সেই কৃতি।

পরম্পর এইরূপে অবতংশ নামে।
ফুলিয়া প্রকৃতিসম সাগরসঙ্গমে ॥
নামিয়াছে বহু অংশ প্রশংসা হইয়া।
উৎসাহের বংশে অংশ অনুবৃত্তি লইয়া ॥
অংশমত বংশ চলে সেই সে কুলীন।
জানিলে দোষের সহ ঘটক প্রবীণ ॥
যদি কেহ কুলবৃত্তি আপনি না জানে।
তাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া অতি সে কঠিনে ॥
মানবস্তু যার আছে সেই বুঝে মান।
তাহাতে বঞ্চিত হ'লে অন্ধেরি সমান ॥
নয়নবিহীন যেই, তাহাকে দর্পণ
দর্শনের তরে করা বৃথা সমর্পণ ॥
কুল কি পদার্থ হয় কিরূপে বুঝিবে।
পর্য্যাবৃত্তি লাভ ভাব কিরূপে জানিবে ॥
বিপর্য্যয়ে কুল করে নিষ্ঠাবৃত্তি নয়।
অংশ বংশ বুঝিলে সে কুল নাহি কয় ॥"

———

ষোড়শ অধ্যায়।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশ।

মহাত্মা ভট্টনারায়ণের অধস্তন বংশাবলী বর্ণনের পূর্ব্বে আমরা "কুলরমার রচনা" উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উর্দ্ধতম চতুর্থ পুরুষের বংশাবলী পাঠকগণের দর্শনার্থ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। যথা,—

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাপূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তত্রাদৌ সর্ব্বতোমান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ।
তত্রজাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ ॥
তৎসুতো বামদেবোঽভূন্মহাদেবশ্চ তৎসুতঃ।
ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকে ॥
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতা।
দামোদরস্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ ॥
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপিচ।

উপরোক্ত পঞ্চগোত্রের আদিপুরুষ যে সর্ব্বলোকপূজিত প্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য-মুনি (১) তাঁহারই বংশে ভট্টনারায়ণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন। এই ভট্টনারায়ণের পিতার নাম ক্ষিতীশ, পিতামহ মহাদেব, প্রপিতামহ বামদেব, বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাসের ন্যায় কলিব্যাস। ক্ষিতীশের পুত্র দামোদর, শৌরী, বিশ্বম্ভর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ। কোন কোন মতে "দামোদরো নৃসিংহশ্চ শৌরী বিশ্বম্ভরস্তথা।" এ মতে নৃসিংহকে এক পুত্র ধরা যায়। যাহা হউক, ইঁহারা সকলেই সর্ব্বগুণান্বিতা ও বিখ্যাত ছিলেন।

---

(১) শাণ্ডিল্যমুনির পিতা কাশ্যপ, পিতামহ কশ্যপ। ইনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। এক্ষণে যেস্থানে "শাণ্ডিল্য" নামে রেলওয়ে ষ্টেশন

ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র জন্মে। তাঁহারা রাজদত্ত গ্রামের নাম অনুসারে প্রত্যেকেই গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন বংশের আদিপুরুষ হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বরাহ ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হন, তজ্জন্যই তাঁহার নামের পূর্ব্বে আদি শব্দ সন্নিবেশিত আছে। ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্রের নাম,—১ (আদি) বরাহ, ২ রাম, ৩ নীপ, ৪ নান (নাল), ৫ বাটু (বটুক), ৬ গুঁই (গুপ্তি), ৭ গুণমণি, ৮ শাণ্ড (শাহ, সাচু), ৯ বুড় (গণপতি), ১০ বিকর্ত্তন (মহামতি), ১১ নীল (বিক), ১২ মধুসূদন, ১৩ কোর (নিহো, দীন), ১৪ বাঞ্ছ (শুভ, কাম), ১৫ মাধব (বিভু, দেব), ১৬ মহামতি (গুপ্ত)।

আমরা এখন আদি বরাহের বংশাবলী বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার অধস্তন বংশাবলী বন্দ্যঘটী গ্রামে বাস করাতে, তাঁহারা বন্দ্য (বাঁড়ুড়ি) গাঁই প্রাপ্ত হইলেন। আদি বরাহের দুই পুত্র, ৩ বৈনতেয় ও গোবিন্দ (২)। বৈনতেয়র পুত্র,—৪ সুবুদ্ধি (৩) ও দেবল। সুবুদ্ধির পুত্র

হইয়াছে, সেইস্থানেই তাঁহার আশ্রম ছিল। উহা নৈমিষারণ্যের সন্নিকট এবং অযোধ্যা ও নেপাল-বনবিভাগের মধ্যস্থল। "শাণ্ডিল্যসূত্র" নামক ভক্তি-তত্ত্ব-প্রকাশক গ্রন্থখানি এই মহাত্মারই বিরচিত। যথা ভাষ্যে ;—

প্রণম্য শিরসা দেবং শ্রীস্বপ্নেশ্বর সূরিণা।
শাণ্ডিল্যং শতসূত্রীয়ং ভাষ্যমাভাষ্যতেঽধুনা॥

শাণ্ডিল্য মহর্ষি স্ববংশসম্ভূত অসিত এবং দেবলেসংযুক্ত হইয়া গোত্রকার হয়েন। আবার শাণ্ডিল্যপত্নী শাণ্ডিলীর চরিত্র যেরূপ পবিত্র ছিল ও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে তাঁহার পাতিব্রত্যের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে তাঁহাকে সাধ্বী-স্ত্রীদিগের মধ্যে একটী অগ্রগণ্যা রমণী বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে যে, এই সাধ্বী রমণী বেদের কোন কোন অংশ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই শাণ্ডিল্যবংশে অসিত ও দেবল নামে দুই ঋষি জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁরাও বেদ প্রণয়নকর্ত্তা। এই দুই মহাত্মা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের পঞ্চম হইতে চতুর্ব্বিংশ সূক্ত পর্য্যন্ত বিংশতি সূক্ত সঙ্কলন করেন।

(২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই ও তদীয় জ্ঞাতিবর্গের পূর্ব্বপুরুষ এই গোবিন্দ।

(৩) "পুরোহিত ও অনুশীলন" নামক মাসিকপত্রে, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়

৫ বিবুধেশ। তৎপুত্র ৬ আয়ু, গায়ু (গাঁই) বীরহংস ও সুভিক্ষ বা শুভঙ্কণ (৪)। আয়ুসুত ৭ হাকুচ, নিধো, অহু, গঙ্গাধর, ভগীরথ ও সুরেশ্বর (৫)। গঙ্গাধরের পুত্র,—৮ সুহাসো, হহসো, পহসো (পশুপতি), ধরণীধর, নরসিংহ, অনন্ত ও ভূধর। কোন কোন মতে সুহাসো ও পহসো একই ব্যক্তি। পহসো সুত ৯ শকুনি, কিত্তো ও বিঠোক। শকুনির পুত্র ১০ আহ্লন ও মহেশ্বর। ইহাঁরা এবং ইহাঁদিগের সহিত বন্দ্যবংশের দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় ব্যক্তি নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রথমে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, (শক ১০৬৬)। পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন, বহুরূপ ও হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় এবং আয়িত মুখোপাধ্যায়ের সহিত আহ্লন বন্দ্য বৈবাহিক আদানপ্রদান করেন। তাঁহার পুত্র ১২ জয়পাণি। মহেশ্বরও একজন মহাত্মা এবং মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ও লক্ষ্মণসেনের সভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তিনি শুচ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু গৌণ-কুলীন অহিরূপপিপ্পলী এবং চোৎখণ্ডীবংশীয় রুদ্রের সহিত পরিবর্ত্ত করাতে তাঁহার মানের খর্ব্বতা হয়। যথা,—

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশাবলীর মধ্যে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্রের নাম "গৌভীম" দেখিতে পাই; কিন্তু এ নামটী অন্য কোন গ্রন্থে উল্লেখিত নাই। সর্ব্বত্রেই সুবুদ্ধির নাম বিশেষ পরিচিত ও তিনিই ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন. সুতরাং "গৌভীম"কে প্রপৌত্র বলিয়া স্বীকার করিলে একপুরুষ বাড়িয়া যায়। আবার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র বিবুধেশ।

(৪) ৺রামগতি ন্যায়রত্নের বংশাবলীতে ৬ শুভঙ্কণের পুত্র ৭ ধবল। তৎপুত্র ৮ বিশ্বরাহ ও তাঁহার পুত্র ৯ চক্রপাণি ও মকরন্দ লিখিত আছে। তাহা হইলে এই মকরন্দকে নবম পুরুষ ধরিতে হয়; কিন্তু আমরা তৎ-পরিবর্ত্তে ইহাঁকে একাদশ পুরুষে দেখিতে পাই। আমরা অনেক গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া এই শেষোক্তটীই গ্রহণ করিলাম।

(৫) সুরেশ্বর সাধারণ বাঁড়ুড়ি নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশে ভাগবত ও ভগবদ্গীতার সুবিখ্যাত-টীকাকার ৺শ্রীধর স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে দ্বাদশ পুরুষ অন্তর। তাঁহার বংশ নাগাচি গ্রামে আছে, কিন্তু কোন্ জেলার মধ্যে ঐ গ্রাম, তাহা জানা যায় নাই।

"অতিরূপ পিপ্পলী কেম্যক দোষাৎ,
তুল্যেন শুচিনা সহিতার্ত্তিভবাৎ।
চৌৎখণ্ডী-রুদ্রস্য সুতাঞ্চ লব্ধা,
দত্ত্বাত্মজাং খর্ব্বো মহেশ্বরোঽভবৎ ॥"

এরুমিশ্র

গারুসুত ৭ হাকুচ, তৎসুত ৮ মহাব্রত ও জিতামিত্র। মহাব্রতের পুত্র ৯ স্বামী, পবিত্তোষ, রুদ্র, মধু। স্বামীসুত ১০ বৈদ্য ও বল্লভ। বৈদ্যসুত ১১ ঈশান, ভুবন। ৬ শুভিক্ষসুত ৭ আদিদেব অগ্নিহোত্র। তৎপুত্র ৮ অনিরুদ্ধ ও ভয়াপহ। উত্তরবঙ্গে অনিরুদ্ধের বাস। তৎসুত ৯ পিথাই, দীক্ষিত, কামাই, নন্দিদেব, কৌতুক, মার্কণ্ডেয়, হাড়ো ও রাঘবনাথী। দীক্ষিত-সুত ১০ ঘর্ম্মাংশু, অতিশয়, মহাশয়, তারাপতি। ঘর্ম্মাংশুসুত ১১ দেবল, বামন, কুবের। ৮ ভয়াপহ দক্ষিণদেশবাসী। তাঁহার পুত্র ৯ ধবল, অম্বর, বিশ্ববাহু। ধবলের পুত্র ১০ আদিত্য, মহাদেব। মহাদেবপুত্র ১১ মকরন্দ, চকো। এই মকরন্দ ও পূর্ব্বোক্ত ঈশান, বামন ও দেবলকে আমরা ভট্ট-নারায়ণ হইতে একাদশ পুরুষে দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই নবগুণ-বিশিষ্ট কুলীন ছিলেন।

মকরন্দের পুত্র ১২ দাস ও বিনায়ক। কাঁটাদিয়া-বংশ বর্ণনকালে মকরন্দের বংশাবলী আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইবে। দাস কাঁটাদিয়া ও বিনায়ক নপাড়ী, এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলা হইল। ঈশান এই বংশের একাদশ পুরুষ। তৎপুত্র ১২ শ্রীধর, চকো, তারাপতি, পদ্মো, মহীপতি, উষাপতি, জয়পতি, শশ, বনমালী, দিবো, ডুমো, কুমো, পদো, লক্ষ্মীপতি, ভূপতি, শ্রীপতি। তারাপত্যাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রোত্রিয়ত্বং বিধিয়তে। এতে সিন্দুরমল্লত্বং যাতাঃ। ইঁহারা সিন্দুরামল্ল।

১২ শ্রীধরসুত ১৩ আড়ো। এই বংশ উন্দরার বন্দ্যঘটী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দেবল ও বামন একাদশ পুরুষ। ভাবলপুর গ্রামে তাঁহার বাস। তৎ-পুত্র ১২ নরসিংহ, মহানন্দ, শিকো, যোগী, ভয়াপহ। যোগীসুত ১৩ হলো,

আখণ্ডল, কুশলী। আখণ্ডল হইতে আখণ্ডলবংশ খ্যাতাপন্ন, আর সকলেই তাবলাস্থুর নামে পরিচিত।

বামন ১১। তৎসুত,—শম্ভো, রত্নাকর। এই বংশের লোক সকলেই বংশজ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহেশ্বর, গৌণকুলীন অতিরূপপিপ্পলী ও রুদ্র চোৎখণ্ডীর সহিত পরিবর্ত্ত করাতে, তাঁহার সম্মানের লাঘব হয়; কিন্তু পরে এইরূপ প্রকাশ হয় যে, তিনি অবদান-পরম্পরা-দ্বারা পুনরায় সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা,—

"মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞাঃ শুচচট্ট-সুতাপতিঃ,
রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকাকৃতী।
পিপ্পলীয়াতিরূপেণ বিজ্ঞেন গুণশালিনা,
চৌৎখণ্ডীরুদ্রকেন পরিবর্ত্তঃ সহোঽকরোৎ॥

মহাদেবঃ সুতস্তস্য লক্ষ্মণসেন প্রপূজিতঃ।
তুল্যশ্চট্ট কিতোকোঽভূতুল্যমুং চ উধোতথা॥
স্যনোচিতো লৌলিকস্য আর্ত্তিরুদয়নোঽপিচ।
ক্ষেম্য গাঙ্গোহলকশ্চ মহাদেবস্য চাভবৎ॥
ত্রিবিক্রমঃ পুরাইশ্চ দুর্ব্বলিশ্চৈব তৎসুতাঃ।
যথা মহাদেব সুতাস্তিকঃ পুরশ্চ দুর্ব্বলিঃ॥
অভ্যাবৃত্তিঃ কুন্দষাঠো তিকোবন্দ্যস্য চাভবৎ।
ততো বিকর্ত্তনস্তল্যে মুখবংশাজভাস্করঃ॥
দ্বাভ্যাং নাসাদিতা কন্যা ব্যতিহারে দ্বয়োরপি।
বভুবতুস্তিকোকস্য পুত্রৌ দ্বৌ নেঙ্গড়ির্বেঙ্গড়িঃ॥
বাবলীগ্রামনামানৌ বন্দ্যদ্বংশপ্রপূজিতৌ।"

মিশ্রিগ্রন্থ।

ক্রমে পরিষ্ঠাংশে পর পর অঙ্কসংখ্যায় পুত্রাদির গণনা কর। যথা.—

তিক ১। নেম্পুড়, ভেস্পুড় ২। গাঙ্গ, সোম, শিখোনখো ৩। পঞ্চ ৪। নিধাই প্রভৃতি এবং ভৈরব ঘটক, মেলিভাজন ৫। নিধাইসুত নরাই প্রভৃতি ৬। দেবিদাস প্রভৃতি ৭।

পুরকস্য।

"উধোমুখ সুতৈকার্ত্তিঃ শৌর্য্যযুক্তঃ প্রতাপবান্।
কুলীনাশ্বরায়াঞ্চ পুরুষোত্তম সমো নহি॥
আর্ত্তিরস্য হলোগাঙ্গশ্চট্ট নৃসিংহকঃ সমঃ।
মুখ বিশ্বেশ্বরস্তদ্বল্লাভোঽত্র বৃদ্ধি হেতুতা।
কেশবোপাধিনা চক্রে ক্ষেমশ্চট্ট গুণাকরঃ॥
কিঞ্চিৎ ক্ষেম্য কাঞ্জিতেয়ী লাভায় দুষ্টকশ্যকাঃ।
ক্ষেম্যঘোষ শুভোনামা পুরুষার্থে বৃহত্তরঃ॥
পুত্রোপাধি ভাগীনেয়ঃ কৃতশ্চট্ট পণ্ডস্তথা।
কেশবাখ্যশ্চলগণস্তৎসুতা যজ্ঞিরেত্রয়॥

দুর্ব্বলেঃ।

গাঙ্গুলীয় হলস্তজা পরিভুদ্দেবোপমো দুর্ব্বলিঃ।
অর্ত্ত্যো চট্টজ আয়িতো কুলবশ্যোচিতঃ কর্ত্তনঃ॥
ন্যূনশ্চাস্য শিরোমুখঃ শুভমিতে ক্ষেমোগুণশ্রীকরৌ।
গামায়ুমুক গাঙ্গকোপ্যঽবসথো ক্ষেমাস্তথাদ্যাকর
তৎপুত্রা বহুপুরুষাঃ সমভুবন পঞ্চাপ্যনন্তোহরি
সঙ্কেতোঽবরজো মহাতিথি করো নারায়ণ ভাস্করঃ॥"

১০ মহেশ্বরের পুত্রের নাম ১১ মহাদেব। তিনি কিতো চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধব ও কৌলিক মুখোপাধ্যায়, উদ্ধরণ পূতিতুণ্ড এবং হলধর গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদান করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ১২ তিকু

(ত্রিবিক্রম) পুতি (পুরাই) ও দুর্ব্বলী। তিকু বাবলাগ্রামনিবাসী। দুর্ব্বলী জ্যেষ্ঠ ও অন্য দুই ভ্রাতা অপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি পিতার অনুমতিক্রমে হলধর গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার বৈবাহিক আদানপ্রদান আশিত, দয়াকর, অবসথী সর্ব্বেশ্বর, গুণাকর ও শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়, শিরো ও বিকর্ত্তন মুখোপাধ্যায় এবং আয়ু গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত চলিয়া আসিতেছে।

দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র। যথা,—১৩ অনন্ত, সঙ্কেত, হরি, নারায়ণ ও ভাস্কর। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অনন্ত, গড়বড় গ্রামে বসতি করিতেন বলিয়া এই বংশীয় যাদবেন্দ্র হইতে গড়ঘড়ী ভাব বলা যায়। অনন্তের পুত্র ১৪ বনমালী, জনো, পদ্মনাভ। জনপুত্র ১৫ মদন ও হৃষিকেশ। হৃষিকেশের পুত্র ১৬ বংশধর। তৎপুত্র ১৭ কৃষ্ণানন্দ, বৈদ্যনাথ। (পরে অনন্তের বিস্তারিত বংশাবলী দেখ।)

দুর্ব্বলীর দ্বিতীয় পুত্র ১৩ সঙ্কেত। ইনি অতিশয় আতিথেয়ী ছিলেন। ইহাঁ হইতেই সাগরদিয়া বাড়ুড়ি নাম খ্যাত; কিন্তু ইনি বৃহৎবাঙ্গালপাশ গ্রামে বাস করিয়া বাঙ্গালপাশ হইয়াছেন। অবসথী সর্ব্বেশ্বর ও কেকড়ি, আভো ও মনো চট্টোপাধ্যায়, পশু ঘোষাল, জন কাঞ্জিলাল ও রাম পূতিতুণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাহসংক্রান্ত আদানপ্রদান হয়। তিনি কি কারণে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান "বন্দ্যঘটী" গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও প্রকাশিত নাই।

সঙ্কেতের দুই পুত্র—১৪ উৎসাহ ও বৎস। উৎসাহের দশ পুত্র জন্মে। যথা,—১৫ আনো, কনো, বিষ্ণু, রঘু, শ্রীরঙ্গ, মার্কণ্ড (মার্কণ্ডেয়), রূপ, ভীম, সারঙ্গ ও বাসু। (৬) ইহাঁদিগের মধ্যে আনো, রঘু ও শ্রীরঙ্গের বংশাবলী পাওয়া যায়। আনোর (অনন্তের) পুত্র ১৬ লখাই (লক্ষ্মীনাথ)। তাঁহার পুত্র ১৭ সর্ব্বানন্দ কটক। তৎপুত্র ১৮ প্রসিদ্ধ দেবীবর। ইনিই কুলীনদিগের মেল বিভাগকর্ত্তা। শক পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

---

(৬) কোন কোন পুস্তকে একাদশ পুত্রও দেখা যায়।

রঘুর পুত্র ১৬ লম্বোদর। তৎসুত ১৭ চাঁদাই। ১৮। জীবধর। ১৯। দৈবকীনন্দন। ২০। হরিদাস। ২১। রাজেন্দ্র। ২২। বিনোরাম। ২৩। কিঙ্কর। ২৪। রাজারাম। ২৫। গঙ্গারাম। ২৬। অভয়াচরণ। ২৭। ভোলানাথ। ২৮। বামাচরণ। ২৯। শ্রীইন্দ্রনাথ, শ্রীসুরনাথ, শ্রীকেদারনাথ। এই ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল ও পরিচিত গ্রন্থকার।

শীরঙ্গের পুত্র ১৬ নারায়ণ। তৎসুত ১৭ হিরণ্য, রত্নাকর, সহস্রাক্ষ, রাঘব ও বলভদ্র। সহস্রাক্ষ বাঙ্গাল-মেলপ্রাপ্ত। তাঁহার পুত্র ১৮ পুনাই, পদ্মাকর, রামবেদগর্ভ। রামবেদগর্ভসুত ১৯ জগদীশ ঘটক রায় ভঙ্গ হয়েন। (৭)

জগদীশের বংশাবলী স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে।

জগদীশের চতুর্থ পুত্র নারায়ণ ২৩। ইনি সপ্তবাঙ্গালপাশ গ্রামে বাস করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর পৈতৃকস্থানে বাস করিতেন; কিন্তু তিনি কুলীনমধ্যে গণ্য ছিলেন না।

---

(৭) [illegible] সমাজের জমীদার রাজা গোবিন্দ রায়ের [illegible] ঐ রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে [illegible] জানিতে পারিয়া মহারাজা [illegible] জগদীশ পাটুলীর রাজার [illegible] করায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র /৫ পাই মাত্র দিয়া শান্ত করান। পাটুলীর রাজার নিকট রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র [illegible] উপনয়ন উপলক্ষে কৌশলে ঐ /৫ পাই যৌতুকস্বরূপ লইয়াছিলেন, সুতরাং বিষয় না পাইয়া ও বড়লোকের বিরুদ্ধে কিছু না করিতে পারিয়া নিরস্ত হন; কিন্তু জীবিকার জন্য কুলাচার্য্যের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতেই ঘটক এবং রাজজামাতা বলিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত এই বংশীয়েরা ঐ উপাধি ধারণ করিতেছেন। এই বংশেই মেলমালা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণয়নকর্ত্তা প্রসিদ্ধ ৺রামগতি ন্যায়ালঙ্কার ও তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ্বর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে যশোহর কোর্টে ওকালতী করিতেছেন। নিবাস সাঞ্চাডাঙ্গা, যশোহর। ইঁহার প্রণীত "কুলতত্ত্ব দর্শন" হইতে এই বংশাবলী ও অন্যান্য বিষয়ও সংগৃহীত হইল।

তৃতীয় হরিও সাগরদিয়া নামে খ্যাত ১৩। তাঁহার পুত্র ১৪ উদয়ন। তৎপুত্র ১৫ মাধব। মাধবের পুত্র ১৬ বিষ্ণুমিশ্র। তৎপুত্র ১৭ ধ্রুবানন্দ, পৃথ্বীধর। পৃথ্বীধরসুত ১৮ গঙ্গাধর, দামোদর। গঙ্গাধরসুত ১৯ ভগীরথ, হরিহর, রত্নগর্ভ। এই রত্নগর্ভ বল্লভী মেলে গমন করিয়াছেন। ইহাঁরই বংশ নিখিল কুলীন কুলাচার্য্যের গুরু বিল্বপুষ্করিণীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা।

১৭ ধ্রুবানন্দ। ইনি একজন অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ও অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। এই মহাত্মাই মিশ্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ কুলাচার্য্যেরা বিবাহ সময়ে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকেন। গ্রন্থারম্ভে যথা,—

শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ।

নত্বাতাং কুলদেবতাং খলু সতাং সন্মানুষাং মানসেজ্ঞাতাং ভক্তি বিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদামোদিতাং। শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিক মহাবংশাবলি ব্যক্তস্তোবকে তৎপরিবর্ত্তকীর্ত্তনমিদং শ্রীমদ্ধ্রুবানন্দকঃ।

এই কবিতাটী পাঠ করিয়া সমীকরণাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বোধ হয় যেন, সেই সভাধিকৃত কুলীপুরুষের পিতৃলোক স্বর্গারোহণ করিতেছেন ও তাঁহারই যেন যশের দুন্দুভিশব্দ চতুর্দ্দিকে হইতেছে।

উক্ত সাগরদিয়া গঙ্গাধরসুত বংশ সাগরদিয়া ভগীরথ। গাং নীলকণ্ঠ পাণ্টী। যথা,—

উপাধিনার্জ্জিতঃ খলু নীলকণ্ঠশ্চকার গঙ্গাধরবন্দ্যজোঽসৌ।
সৎক্ষেম্যকং চট্টসুতঞ্চ গঙ্গাদাসং সুবন্দ্যঞ্চ ভগীরথখ্যোং॥
ক্ষেম্যং তথা মুখ্যকুলেষু গঙ্গানন্দাখ্যভট্টং সুচিরেণ তদ্বৎ।
মৃত্যুঞ্জয়োমুখ্যকুলেষু যোগাচ্চট্টোদয়ং তস্য সুতা বভুবুঃ॥

ভগীরথের পাঁচ পুত্র, যথা,—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি।

মনোহর জিতামিত্রো দেবানন্দস্ততঃপরঃ।
শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথসুতা ইমে॥

মনাই জিতাই দেবাই শ্রীমন্ত শ্রীপতি।

মনাই অন্ত কুলে। জিতাষ্টকস্থার্ত্তি গাং শ্রীপতি লাভমুং রামচন্দ্র মুং গৌরীদাসক্ষেমা গাং জানকীনাথ, গাং রামনাথ। তৎসুতা বাণী শিকদার, শ্রীরাম। বাণী শিকদারস্থার্ত্তি গাং জানকীনাথ লভা মুং চাঁদ, বল্লভ, কৃষ্ণদাস, ভদ্রসময়ে। দেবানন্দস্থার্ত্তি গাং জানকীনাথ গাং রামনাথ ভদ্রসময়ে। শ্রীমন্তস্য। গৌরী শ্রীযুক্ত বল্লভো চ রভসা বন্দ্যাজিতামিত্রকঃ। দানাদান বিধানতঃ কুলবরঃ শ্রীমন্ত বন্দ্যোদ্ভবঃ॥ শ্রীপতি কস্থার্ত্তি গাং মধু গাং কেশব-লাভ। মুং বি রামভদ্র, মুং বল্লভ, মুং গৌরীভাস্করসুতাঃ কামদেব পৌত্রাঃ ভদ্রসময়াৎ দ্বিধাভাগপূর্ব্বে তৎসুত দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী।

দুর্গাদাসস্য উং মুং কুং রত্নেশ্বর মুং গোপীশ্বরঃ প্রদানাৎ মুং রমেশ্বর রামচট্টযোগে লাভ চং চৈ রামচন্দ্র চং চৈ গোবিন্দ শঙ্করসুতৌ উদয়পৌত্রৌ তৎসুতা রাঘব রামকৃষ্ণ রামেশ্বর রমাকান্ত চক্রবর্ত্তিনঃ। (১) রমাকান্ত অন্তে কেশরকোণীপ্রাপ্ত বলাৎ। তদবধি কেশরভয়ে পলায়নারম্ভঃ। রাঘবস্য উং মুং কং কৃষ্ণঠাকুর মুং হরিবংশ মুং গোবিন্দ মুং কুং গোপীনাথসুত। তৎসুত জয়রাইনামা জয়রাম। অন্যোচিত মুং কুং রতিকান্ত মুং কুং বিষ্ণু-ঠাকুর একযোগে পুত্র রঘুরাম কেশবরাম বরাভ্যাং।

তৎসুত রুদ্ররাম, রঘুরাম, কেশবরাম। বং সাগর রামকৃষ্ণস্য উচিত মুং কুং রমানাথ তৎসুত বিষ্ণুবরেণ প্রং। বিষ্ণুবরং নীলকণ্ঠসুত বিষ্ণু রমানাথসুত বিষ্ণুস্থিতি। তৎসুত গোপীকান্ত। অস্য উং মুং কুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারপুত্র হরিরামবরেণ প্রং। তৎসুত হরিরাম,—হরিসুত রামরাম, শ্রীরাম। বং সা রাঘবসুত জয়রাম চক্রবর্ত্তী, তাঁহার বংশ বাহুল্য।

রাঢ়ে রুদ্রঃ সমাখ্যাতো।
বঙ্গে রঘুরাম কেশবৌ॥
এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥

মেলমালা।

এই কুমুদ ন্যায়বাগীশ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গুরুর মূলপুরুষ এবং

(১) চক্রবর্ত্তি পাধি, কুলপ্রাধান্যের বিশেষণ।

বাৎস্য-গোত্রীয় কাণ্ডারী গাঁই। শুদ্ধ বন্দ্যিরগাছীতে ইঁহার বংশ আছে। নিবাস যশোহর জেলার অন্তঃপাতি সারলগ্রাম।

রুদ্ররামসুত —রামচন্দ্র, অভিরাম, রামকৃষ্ণ, অনন্তরাম, রাজবল্লভ, নন্দরাম, মুকুন্দরাম, শঙ্কর, রাঘবেন্দ্র, গোবিন্দরাম। রঘুরামসুত,—কালাচাঁদ, রামপ্রসাদ, শ্রীধর, কৃষ্ণচন্দ্র ভৃগুরাম, উদয়নারায়ণ, শ্যামসুন্দর, সন্তোষ, দুর্গারাম, রামগঙ্গামালী, রবিলোচন, নন্দকিশোর, রঘুজ, বাথানি। কেশব-সুত,—আনন্দিরাম, হরিনারায়ণ, বিষ্ণুরাম গঙ্গারাম, রামানন্দ, পুরুষোত্তম, মণিরাম, ভৃগুরাম, শুকদেব, রামদেব ও রামলাল।

প্রকৃত বিষ্ণুঠাকুরাদির কুলে রামেশ্বরাদির কুল লেখা গেল, যেহেতুক তাহা হইলে ব্যক্তি নির্দ্দেশ হইবে। রামেশ্বরস্য উং মুং গোবিন্দঠাকুর ত: পিণ্ডদোষ পুত্রাদিভিঃ শ্রাদ্ধং ৫ তৎ ইং মুং রাজেন্দ্র, জগদানন্দ (৮) পৌত্র, পুনরুচিত মুং গোবিন্দ পিণ্ডমার্জ্জনাচন্দ্র পুত্র গোপীনাথবরেণ। তৎসুত গোপীনাথ, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ, রামনাথ, রঘুদেব, কামদেব, রামদেব রমাকান্তস্য কেশরকোণী প্রভৃত্য।

গোপীনাথ, রামদেব,—উভয়দেশে। রামনারায়ণ উভয় দেশে এবং জেলা হুগলী,আঁটপুরগ্রামে। লক্ষ্মণ বলরামঠাকুর ভাগিনেয়, বলাগড়। রামনাথ,—কাঁচকুলি প্রভৃতি গ্রামে। রঘুদেব, কামদেব,—দিগড়াদিগ্রামে।

অনন্তবংশ, গড়গড়ী থাক।

অন্যমতে দুর্ব্বলীয় পুত্র অনন্তের বংশাবলী যে প্রকার লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল যথা,—

অনন্তের চারি পুত্র,—কৃষ্ণ, বনমালী, চক্রপাণি ও শ্রীপতি ১৪। বনমালীর পুত্র ১৫ জনাই, দিবাকর, গৌরী, পদ্মনাভ, সুরেশ্বর, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ। পূর্ব্বে অনন্তের তিন পুত্র বনমালী, জনো ও পদ্মনাভ বলা

---

(৮) রঘুরাম ত্যজে পিণ্ড গোপীনাথে খায়।
অবশেষে সেই পিণ্ড জগতে না পায়।
গোপীনাথ রামদেবযোগ, লক্ষ্মণ রামনাথযোগ, রঘুদেব কামদেবযোগ।

হইয়াছে, এক্ষণে এই নামের সহিত মিলাইয়া দেখিলে কেবল "বনমালী"কে একমাত্র পুত্র বলা যায়, অপর দুইটী অর্থাৎ অনো ও পদ্মনাভ পৌত্রস্থানীয়, সুতরাং একপুরুষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এইরূপ ভূর্বলীর তৃতীয় পুত্র হরি। পূর্ব্বে তৎপুত্র উদয়ন, তাঁহার পুত্র মাধব ও তৎসুত বিষ্ণুমিশ্র বলা হইয়াছে। এক্ষণে আবার কোন কোন পুস্তকে হরির পুত্র উদয়ন ও বিষ্ণুমিশ্র বর্ণিত আছে। এক মতে উদয়নের পৌত্র বিষ্ণুমিশ্র, অপর মতে উদয়নের ভ্রাতা। যাহাই হউক, আমরা প্রথমোক্ত মতটী গ্রহণ করিলাম। হরির চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়ন। উদয়নের সাত পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ১৫ মাধব। তাঁহার পুত্র ১৬ বিষ্ণুমিশ্র। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই মহাত্মারও সাত পুত্রের মধ্যে কেবল আমরা ১৭ পৃথ্বীধর ও ধ্রুবানন্দের নাম দেখিতে পাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দ পিতার ন্যায় "মিশ্র" উপাধি প্রাপ্ত হন। পৃথ্বীধরের পুত্র, ১৮ গঙ্গাধর। এই গঙ্গাধরের পুত্র প্রসিদ্ধ ভগীরথ ১৯। (স্থানান্তরে ভগীরথের বংশাবলী দেখ।)

মতান্তরে অনন্তের পুত্র কৃষ্ণ, বনমালী, চক্রপাণি ও শ্রীপতি। কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে অনন্তের কেবল একমাত্র সন্তান "নন্দন" দেখিতে পাই। এই নন্দনের পুত্র চক্রপাণি, বনমালী ও শ্রীপতি। বনমালীর পুত্র অনো, দিবাকর, গৌরী, পদ্মনাভ, গোবিন্দ, সুরেশ্বর ও পুণ্ডরীকাক্ষ। এই মতটীই আমরা প্রামাণিক বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিলাম।

এক্ষণে অনন্তের প্রপৌত্র পদ্মনাভ ভট্টনারায়ণ হইতে ১৬ পুরুষ স্থির হইল।

পদ্মনাভের পুত্র, ১৭ সুধাকর, জয়পতি, অশ্বপতি, নিশাপতি। সুধাকরসুত ১৮ হরি, বল, বাসু। বাসুসুত ১৯ হিরণ্য (৯), শত্রুঘ্ন, ধরাই। হিরণ্যসুত ২০ আনাই (১০), তপন, শিবানন্দ, বিদ্যানন্দ। আনাইসুত

---

(৯) হিরণ্যস্য উচিত চং, মুকুন্দ প্রং হেতুঃ। উচিত মুং মুরারি মুং, দেবরাজ মুং নীলকণ্ঠ একযোগে অত্র সাধুঃ। নুান মুং, জগদানন্দ মুং, সুষেন মুং, গঙ্গানন্দ ভট্ট উচিত মুং, শ্রীধর মুং মধু পূর্ব্বো।

(১০) আনাইকস্য উচিত মুখ, কাশীনাথ মুখ, রমানাথ বিং দেবরাজসুতা

২১ রঘুনাথ (১১), লক্ষ্মীনাথ, জগদীশ, শ্রীনিবাস। রঘুনাথপুত্র ২২ নারায়ণ (১২)। লক্ষ্মীনাথপুত্র, ২২ হরিহর, ষষ্ঠীদাস। নারায়ণসুত ২৩ কৃষ্ণবল্লভ (১৩), মধু। ষষ্ঠীদাসসুত ২৩ রামভদ্র, রামচন্দ্র, রামনাথ, মথুরেশ। কৃষ্ণবল্লভপুত্র ২৪ চন্দ্রশেখর (১৪), রামেশ্বর, রত্নেশ্বর। রামভদ্রসুত ২৪ রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, গোপাল। রামচন্দ্রসুত ২৪ রামচন্দ্র, শিবরাম, মহাদেব, পঞ্চানন। মথুরেশসুত ২৪ মধুসূদন, রামদেব, রতিকান্ত, বামদেব, রামচরণ। রত্নেশ্বরপুত্র ২৫ ভুবনেশ্বর (১৫), রাজারাম, রঘুরাম, আনন্দিরাম, বলরাম, জগন্নাথ, জগদীশ, অনন্তরাম। ভুবনেশ্বরসুত ২৬ যজ্ঞেশ্বর (১৬), চাঁদ, শ্রীধর (১৭), কাশীশ্বর, জগমোহন, প্রতাপ।

অত্র চিন্তনীয়ং। ন্যূন মুখ, অনন্ত মুখ, জ্ঞান মুখ, শিবাচার্য্য মুং, রামাচার্য্য আত্মা মুং, গোবিন্দ মুং কানাইযোগে।

(১১) রঘুনাথস্য ন্যূন মুং, রাঘবেন্দ্র মুং, গোপাল মুং, কাশী মুং, বিশ্বেশ্বর মুং যদু একযোগতঃ। চং গোপী, চং গৌরী চৈ লক্ষ্মীকান্তসুতৌ।

(১২) অস্য ন্যূন মুং, রমানাথ মুং, জগদীশ মুং, হরিহর কেচিৎ। ন্যূন মুং মহেশ পঞ্চানন প্রং, পৌত্র রত্নেশ্বর বরেণ গ্রহণাৎ, ততো মুং ফুং গোপালস্য দৌহিত্রিকন্যা, মুং বিং রত্নেশ্বর, মুং কাশীশ্বর, মুং রামানন্দ প্রদানাৎ। অত্র চাঁদবল্লভী খড়দহ, বিং হৃদয় পৌত্রপুত্র মধুবরেণ গ্রহণাৎ।

(১৩) কৃষ্ণবল্লভস্য ন্যূন মুং, মুরহর প্রং ভদ্রসময়ে পশ্চাৎ উচিত মুং ভুবনেশ্বর মুং, গোপাল কবিভূষণ প্রদানাৎ।

(১৪) চন্দ্রশেখরস্য উচিত মুং, রামদেব বিং ভুবনেশ্বরসুত রত্নেশ্বর পৌত্র, মুং রাজারাম প্রং ভদ্রসময়ে।

(১৫) ভুবনেশ্বরস্য কাশেরহাটপুকরিয়া-নিবাসী রামদেব ব্রহ্মচারিকস্য কন্যাবিবাহ। সতু রাঢ়ীবারেন্দ্রী, তত ন্যূন মুং নন্দরামপুত্র শ্রীধরবরেণ গ্রহণাৎ ফুং রামকৃষ্ণস্য স্বয়ং কন্যাভাব, অত্র পরীক্ষিত রায়ীবংশ্য।

(১৬) যজ্ঞেশ্বরস্য সন্দিগ্ধ-বিবাহঃ, ততো অমূর্ত্তি মুং, হরি মুং, সদাশিব গ্রহণাৎ, মুং বিং রাজেন্দ্রসুত রত্নেশ্বরপৌত্র চাঁদবল্লভী এবং চং চৈ মহাদেব তর্কবাগীশকুলং চৈ মহেশগোষ্ঠী। যজ্ঞেশ্বর চাঁদবল্লভী। চাঁদস্য ভঙ্গ।

(১৭) শ্রীধরস্য দিগুী বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিন কন্যাবিবাহ জাজিগ্রামে পশ্চাৎ পুত্রবরে, মুং নন্দরামস্য কন্যা বিবাহ।

নারায়ণ চাঁদবল্লভী প্রবিষ্ট। তৎসুত ২৩ কৃষ্ণবল্লভ ও মধু; কিন্তু গ্রন্থান্তরে কৃষ্ণবল্লভকে নারায়ণের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখিত আছে। আবার ষষ্ঠীদাসের পুত্র, ২৩ মথুরেশ বলা হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে উক্ত কৃষ্ণবল্লভ-সুত ২৪ রত্নেশ্বরের পুত্র মথুরেশ লিখিত আছে। এইরূপ অনেকস্থানে নামের ও সম্পর্কের অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা পূর্ববর্ণিত পরিচয়টী প্রামাণিক বলিয়া স্থির করিলাম। অপরঞ্চ সর্ব্বেষাং ভাবো ভিন্নঃ।

গয়ঘড়ী, হিরণ্য প্রং, ষষ্ঠীদাসবংশ, ফুলিয়ামেলের লোক। ২২ ষষ্ঠীদাস (১৮)। তৎপুত্র রামভদ্র (১৯) প্রভৃতি। রামভদ্রের পুত্র রত্নেশ্বর (২০) রামেশ্বর, গোপাল। এই রত্নেশ্বরের পৌত্র ও ভুবনেশ্বরের পুত্র পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি ছয় ব্যক্তি। যজ্ঞেশ্বরের ভ্রাতা

---

(১৮) ষষ্ঠীদাসস্য পিতৃবরে মুং রাঘবেন্দ্র, মুং বিশ্বেশ্বর, মুং কাশীশ্বর, মুং যদুনাথ, এষাং কন্যা বিবাহ ন্যূন মুং নীলকণ্ঠ কুলাৎ ভ্রাতৃ হরিযোগে মুং [illegible]ঠাকুর প্রং প্রং, [illegible] রায়ণদাসী [illegible]ভুক্ত।

(১৯) রামভদ্র অয়ং কুং বিশ্বেশ্বরস্য দৌহিত্র ন্যূন মুং রঘু প্রং পুত্র [illegible]শ্বর বরেণ প্রং। কুং রাজেন্দ্রসুত যদুনাথ পৌত্র।

(২০) রত্নেশ্বরস্য ন্যূন মুং, বামদেবকুলাৎ হেতু তত্র চিহ্নং। মুং রঘুজ, [illegible] রামচরণ প্রং স্বয়ং প্রং মুং কুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য। অত্র মধুসূদন তর্কালঙ্কারো প্রাপ্ত। শ্রীমন্তখানী চ তত্রৈব [illegible]কালাভীতে যা কন্যা মুং রামচরণেন হরিপ্রা দত্তা। সা কন্যাপুত্র বলরামেন নিত্য পলায়িতা। [illegible] কন্যা ন্যূন মুং বাণেশ্বর তৎপুত্রে প্রাণবল্লভে বিং, পুত্র আনন্দিরাম বরেণ [illegible], মুং রামরাম দানকর্ত্তা হেতুত্র অপরা কন্যা মুং রামচরণসুতে সন্তোষ [illegible] দত্তা ইতি বিং। আগে পাছে রামচরণ, মধ্যে বাণেশ্বর, ইতি ঘটকা [illegible]দন্তি।

জগমোহনের পুত্র ২৭ বৃন্দাবন, বীরেশ্বর (২১), মদন, গৌরমোহন (২২) ২৬ প্রতাপ (২৩)। তৎসুত ২৭ উদয় ও তাঁহার পুত্র ২৮ চণ্ডীচরণ। অং বিং আত্মারাম চক্রবর্ত্তিন কন্যা। তত্তুক পশ্চাৎ মুং হৃদয়রামস্য কন্যা বিবাহ পিতৃবরে। ভুবনেশ্বরের তৃতীয় ভ্রাতা ২৫ রঘুরামের (২৪) পুত্র ২৬ কালী চরণ (২৫), শিবচরণ, সর্ব্বেশ্বর (২৬), নীলাম্বর, বৈদ্যনাথ, গঙ্গাধর ২৫ বলরাম (২৭)। তৎসুত ২৬ জয়দেব, কৃপারাম, দুর্গাচরণ, মৃত্যুঞ্জয় কৃপারামের পুত্র ২৭ রামপ্রসাদ, দুলাল, লোচন, রামতনু, শ্রীকান্ত, রামহরি সুন্দর, রামনিধি, বিশ্বনাথ। দুর্গাচরণপুত্র ২৭ রামশঙ্কর। মৃত্যুঞ্জয়পুত্র ২৭ রামচন্দ্র। ২৫ জগন্নাথের পুত্র, ২৬ রামকান্ত, কৃপারাম। ২৫ আনন্দিরামপুত্র ২৬ শ্যাম (২৮) বৈকুণ্ঠ, পরাণ। শ্যামের পুত্র ২৭ দেবীচরণ, রামলোচন রাধানাথ, রাধাকান্ত, জগমোহন। দেবীচরণ, রামলোচন ও জগমোহন ভঙ্গ। বৈকুণ্ঠের পুত্র ২৭ তিলকরাম, মাণিক, রামচন্দ্র, ঠাকুরদাস, রাধামোহন।

---

(২১) বীরেশ্বরস্য পিতৃ অবিদ্যমানে, মুং কালীশঙ্করস্য কন্যা বিবাহ কুং বাণেশ্বরস্যবংশে উচিত মুং তারাচাঁদ প্রং, পুত্র জনার্দ্দনবরেণ, কন্যাদ্বয় প্রং মদনভঙ্গ, কাশীমবাজার দিনুরামস্য কন্যা বিবাহ।

(২২) গৌরমোহনস্য উচিত মুং তারাচাঁদ প্রং একযোগে।

(২৩) প্রতাপস্য ভঙ্গ, খাটন্ডি গ্রামে ঘোষাল রাজারাম অকৃতি মৃত।

(২৪) রঘুরামস্য অমূর্ত্তি চং কৃষ্ণপ্রসাদ প্রং। ন্যূন মুং, নারায়ণ মুং, রামনাথ কুং রামদেবস্য গঙ্গাধরপৌত্র, ক্ষেমা চং, রমাকান্ত চং, ধনঞ্জয় প্রং বিপর্য্যয়।

(২৫) কালীচরণস্য ভঙ্গঃ, ন্যূন মুং আত্মারাম প্রং প্রং চং শিবচরণস্য ন্যূন মুং, মুক্তারাম প্রং।

(২৬) সর্ব্বেশ্বর ভঙ্গ।

(২৭) বলরামস্য সন্দেহ পাচু রায়স্য কন্যা বিং তেলকূপি উচিত মুং কানু প্রং দিগাড়ী গুরু চক্রবর্ত্তী চ।

(২৮) শ্যামস্য ফরাশডাঙ্গা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরিকস্য কন্যা বিবাহঃ। ন্যূন মুং, নন্দপ্রহণাৎ, মুং হরি প্রং, কুং মধুসূদন তর্কালঙ্কার বংশ।

তিলকরামসুত ২৮ ভগবতীচরণ, অভয়াচরণ, রামধন, রামকৃষ্ণ। মাণিকসুত ২৮ রামগোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ, তারাচাঁদ।

২৫ অনন্তরাম (২৯)। তৎসুত ২৬ রামসিংহ, কৃষ্ণসিংহ, নরসিংহ। জগদীশস্য পুত্রো রামকৃষ্ণ রায়স্য কন্যা বিবাহে ভঙ্গ। ন্যূন মুখ শিবরাম গ্রহণাৎ। মধুসূদন তর্কালঙ্কারজ সাধু।

২৪ গোপালস্য কৃত বিবাহ। ন্যূন মুখ নন্দরাম বন্দ্যাৎ প্রং কুং রামদেবস্য পর্য্যায়ে রামদেবে বিদ্যমানেঽপি। তৎসুতা ২৫ রামকিশোর, পাঁচু, রামচরণ। রামকিশোরস্য বংশাভাবঃ। পাঁচুনামা নন্দকিশোরস্য কন্যাভাব। তৎসুত হরিরাম।

২৩ রামচন্দ্র। তৎসুত ২৪ যাদু, মহাদেব, শিবরাম, পাঁচু (পঞ্চানন)। যাদুসুত ২৫ ভিতুনামা রামগোবিন্দ, রামনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ। রামগোবিন্দসুত, ২৬ মুরলি, নিধিরাম, অযোধ্যারাম, গোপীরমণ, কৃপারাম, রঘুরাম, হৃদয়রাম কেশবরাম, রামশঙ্কর। মুরলিকস্য বিবাহ নিশি জয়দেব রায়স্য কন্যা, ভিখারথী গ্রাম, জেলা নদীয়া। তৎকন্যা জাহাপুরে বিবাহনাশঃ। অপুত্রোঽং। নিধিরামের পুত্র ২৭ ভবানীশঙ্কর, গদাধর, কারিমা রমণ, সদাশিব। ভবানী-সুত ২৮ কৃষ্ণানন্দ। গোপীরমণপুত্র ২৭ রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, সীতাবর, কাশীনাথ। রাধাকৃষ্ণের পুত্র ২৮ শম্ভুনাথ, কালীনাথ, রামনাথ। অযোধ্যা-রামস্য ষণ্ডগ্রামী বিবাহঃ। ন্যূন মুং কালীশঙ্কর আং প্রং। তৎসুত ২৭ শিবচরণ। অস্য ন্যূন মুং, দুর্গাদাস প্রং কুং লোহারামসুত বয়োধিকা। রঘুরামপুত্র ২৭ রামসুন্দর। রামনারায়ণ পুত্র ২৬ বিনোদ। শ্রীনারায়ণসুত ২৬ প্রেমনারায়ণ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ। প্রেমনারায়ণপুত্র ২৭ রাধাকৃষ্ণ রামশরণ, কানাই। জয়নারায়ণস্য বিবাহ কৃষ্ণনগর পদ্মনাভ সরকারস্য কন্যা। পশ্চাৎ ন্যূন মুং মনোহরপুত্রবরেণ গ্রহণাৎ প্রং। নরনারায়ণপুত্র, ২৭ মাণিকচাঁদ।

---

(২৯) অনন্তরামস্য ঘোড়াঘাটে দিওয়ী বৈদ্যনাথ তালুকদারস্য কং বিং সন্দেহ। ততো ন্যূন মুং, রামরাম স্বয়ং প্রং পুত্রবরেণ চ ভ্রাতৃ জগন্নাথযোগে তৎপুত্রাভ্যাং প্রং।

২৪ মহাদেব। তৎপুত্র ২৫ বিশ্বেশ্বর, নন্দরাম, গোপীকান্ত, শঙ্করসুন্দর। বিশ্বেশ্বরসুত ২৬ জয়রাম, কৃষ্ণরাম। জয়রামস্য পিরালী হরেকৃষ্ণ রায়স্য কন্যা বিবাহ। সবে পিরালীরাভ্রাতা।

২৪ শিবরাম। তৎপুত্র ২৫ চাঁদ, ধনিরাম। পঞ্চাননপুত্র ২৫ আত্মারাম।

২৩ মথুরেশ (৩০)। তৎসুত ২৪ রাজারাম, জিতু, রামদেব (৩১), রামচরণ, নরোত্তম, বলরাম, মধুসূদন, রামরাম। রামদেবসুত ২৫ কেশব (৩২), গোপাল (৩৩)। কেশবের পুত্র ২৬ নন্দরাম, দুর্গারাম, রামরাম, রঘুরাম, রামকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, গৌরীকান্ত, শ্যামসুন্দর, বিষ্ণুরাম। গোপালের পুত্র ২৬ রামনিধি। ২৪ জিতু (৩৪)। তৎপুত্র প্রাণবল্লভ। রাজারামসুত ২৫ রাজবল্লভ, রামেশ্বর, চণ্ডীচরণ, নন্দরাম। রাজারামস্য চং রামজীবন রায়স্য কন্যা বিবাহাৎভঙ্গঃ। ততোচিত মুং দেবীদাস প্রং, চন্দ্রশেখরস্য ন্যূন মুং শিবরাম প্রং প্রং। নরোত্তমসুত ২৫ রসিক রায়, রঘুনাথ রায়। নরোত্তমস্য মুং রাজবল্লভ রায়স্য কন্যা বিবাহাৎভঙ্গঃ। ততো ন্যূন মুং, রাধাবল্লভ মুং, রামনাথপুত্রবরেণ প্রদানাৎ, আং ফুং রঘুনাথস্য।

রামনাথপুত্র, ২৪ কামদেব, রামজীবন, রামদেব। কামদেবসুত

---

(৩০) মথুরেশ স্বয়ং মুং রাঘবেন্দ্রস্য দৌহিত্র, ততো ন্যূন মুং, বাসুদেব প্রং, নারায়ণক্ষেত্রে ফুং রাঘবেন্দ্রসুত জগদানন্দগোষ্ঠীজাকন্যা মুং মাধাই কেশব রায়স্য নীতা, সা কন্যা ইত্যাচার্য্যাং আক্ষেপং।

(৩১) রামদেবস্য ন্যূন মুং, রামচন্দ্র বলাৎ প্রং, ফুং যদুসুত কেশবকুলি অবিদ্যমানে মুং মহাদেব বলাৎ মুং রুদ্র।

(৩২) কেশবস্য ন্যূন মুং শ্রীরাম, তৎপুত্র জগতবল্লভবরেণ প্রং, অমূর্ত্তি মুং মহাদেবপুত্রবরেণ প্রং।

(৩৩) গোপালস্য ন্যূন মুং মহাদেবপুত্রবরেণ প্রং।

(৩৪) জিতুকস্য কাশ্যপকাঞ্জিড়ী বিং, ততোচিত মুং, রূপনারায়ণ, মুং, নরোত্তম প্রং, ততো ন্যূন চং জীবনকৃষ্ণ তত্সুতে প্রং ততঃ কন্যা অংদৃশে-গতা।

২৫ হটুনন্দরাম। রামজীবনসুত ২৫ দয়ারাম, কৃষ্ণচন্দ্র। এই বংশ আপাততঃ এই পর্য্যন্ত লিখিয়া নিবৃত্ত হওয়া গেল।

ফুলের মুখটীদের সহিত নীলকণ্ঠ ঠাকুর হইতে অনন্তবংশের যোগ দেখা যায়। যথা,—

লবণ যবন যোগাৎ সাগরোদগ্রসারঃ
কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূট কুলারিঃ।
ইতি বিষম সময়ে নীলকণ্ঠোহপিকুণ্ঠঃ
গয়ঘড় কুলকেতূঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥

মেল খড়দহ,—চাঁদবল্লভী।

মুখ বংশোদ্ভব কামদেব পণ্ডিতের সন্তান শ্রীধরের পুত্র মদয়। তৎসুত চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস। শ্রীধর খড়দহ ও মধুদোষে দূষিত এবং নারায়ণ বন্দ্য, রাধাকান্ত ঠাকুর, ভুবন চট্ট, মুরহর তর্কবাগীশ (মুখ) ইহাঁরা সকলেই ফুলে মেলের লোক ও ধন্দদোষপ্রাপ্ত। এই উভয় দোষাশ্রিত অর্থাৎ মধু ও ধন্দদোষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একযোগে আদানপ্রদান করাতে, শ্রীধরের পৌত্র চাঁদ ও বল্লভ হইতে চাঁদবল্লভী থাকের সৃষ্টি হয় ও এই থাকে অনেক কুলীন দেখা যায়। শ্রীধর খড়দহ মেলের ও নারায়ণ বন্দ্য প্রভৃতি ফুলেমেলের লোক হইয়াও আর স্ব স্ব মেলে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, সুতরাং চাঁদ-বল্লভীতে প্রবিষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন। চাঁদবল্লভী মুখকুল। ফুলিয়া খড়দহ উভয় মেলের লোক এই থাকে আছে। যথা,—

বং সাগর বাণী শিকদার; বং গ রঘুনাথসুত নারায়ণ; মুং নীলকণ্ঠ ঠাকুরসুত রাধাকান্ত ঠাকুর; গাং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মুং ফুং হরিবংশ ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর রামদেব ঠাকুরদ্বয়। এই থাকটী জ্ঞাত হইলে বহু কুলাংশ জানা যায়।

অনন্তবংশের আনাইসুত ২১ রঘুনাথ এবং লক্ষ্মীনাথ ফুলিয়া মেলের

সভা পালটী। রঘুনাথসুত ২২ নারায়ণ, খড়দহ মেলে চাঁদবল্লভী দলে প্রবেশ করেন। যথা,—

নারায়ণ চলি যবে ঐ ভাগে গেল।
ফুলিয়ার ফলফুল (৩৫) চলিতে লাগিল॥

গয়ঘড়ী থাকের রুদ্র বন্দ্য. বংশ রাজীবযোগে শ্রীধর ঠাকুরের পৌত্র রামকৃষ্ণসুত গোবিন্দরাম চাঁদবল্লভী প্রবিষ্ট।

নারায়ণের প্রপৌত্র (কৃষ্ণবল্লভের পুত্র) ২৪ চন্দ্রশেখর, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর। চন্দ্রশেখরসুত ২৫ রাধাবল্লভ (৩৬) রুদ্র, বিশ্বেশ্বর, গঙ্গাধর, রাজীব। রাধাবল্লভসুত ২৬ নীলকণ্ঠ (৩৭), বলরাম। নীলকণ্ঠপুত্র ২৭ রামভদ্র (৩৮), পদ্মলোচন। রামভদ্রসুত ২৮ রামকৃষ্ণ, যাদবেন্দ্র, প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ।

২৫ রুদ্র (৩৯)। তৎপুত্র ২৬ সদাশিব (৪০), কাশী, ভবানন্দ। সদাশিবের পুত্র ২৭ গৌরীকান্ত (৪১), বাঞ্ছারাম, শ্যামরাম, রামদুলাল। গৌরীকান্তসুত ২৮ রাধাবল্লভ, জগন্নাথ, রামজয়। বাঞ্ছারামসুত ২৮ গঙ্গাহরি, দুলাল। বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গাধর অপুত্রক।

---

(৩৫) ফল,—কৃতি কুল; ফুল,—অকৃতি কুল ইত্যাদি।

(৩৬) রাধাবল্লভস্যার্দ্ধি গাং চাঁদ প্রং গাং কামদেবপুত্র ভ্রাতৃযোগে। ন্যূন মুং, গোবিন্দ প্রং রামকৃষ্ণসুত শ্রীধরপৌত্রঃ। সতু নপুংসকঃ। অত্র নারায়ণদাসীপ্রাপ্তঃ।

(৩৭) নীলকণ্ঠস্য উচিত চং শ্যাম প্রং ধনগোপাল পৌত্র।

(৩৮) রামভদ্রস্যার্দ্ধি গাং সূর্য্যনারায়ণ প্রং গাং লক্ষ্মীনারায়ণজহেতু। শুভদ্বারায় পণ গ্রহণ।

(৩৯) রুদ্রস্যার্দ্ধি গাং চাঁদ আং প্রং ভ্রাতৃযোগে পশ্চাদার্দ্ধি গাং। শ্রীনারায়ণপুত্র ভবানন্দবরেণ প্রং, অত্র স্বয় রাজপুরী প্রং চ।

(৪০) সদাশিবস্যার্দ্ধি গাং অযোধ্যারাম প্রং।

(৪১) গৌরীকান্তস্য গাং সন্তোষ রায়স্য কন্যা বিবাহঃ ভঙ্গ। উচিত মুং রামপ্রসাদ প্রং, পশ্চাৎ যা কন্যা বহির্গতা সা মুং ফুং ব্রজকিশোর প্রং ফুং নন্দরামসুত আর্দ্ধি গাং নন্দদুলাল গাং চাপারামসুত।

২৫ রাজীব (৪২)। তৎসুত ২৬ শঙ্কর, সন্তোষ, নিধিরাম, দয়ারাম। সন্তোষস্য বংশাভাব। শঙ্করের পুত্র ২৭ রামজয়, জগৎরাম, বেচারাম, পরাণ। নিধিরামপুত্র ২৭ জগন্নাথ, ভৈরব, রামতনু, গৌরী। দয়ারামপুত্র ২৭ রামসুন্দর, ব্রজকিশোর।

২৪ রামেশ্বর (৪৩)। তৎসুত ২৫ রামানন্দ, দুর্গারাম। রামানন্দপুত্র ২৬ কৃষ্ণদাস, শ্যাম, জগদানন্দ, গঙ্গানন্দ। শ্যামসুন্দরের পিতৃবরে মুখ বিজয়রামের কন্যা বিবাহ। জগদানন্দের চোট্‌খণ্ডী শুকদেব রায়ের কন্যা বিবাহ এবং পিতামহস্য-মাতামহভ্রাতৃকন্যা বিবাহে স্বজনাদোষঃ। পশ্চাৎ পিতামহপর্য্যায়ী চং নরেন্দ্র পঞ্চাননস্য কন্যা বিবাহ। অত্রাপি চোট্‌খণ্ডী রজনীকয়ী মুং রাজারামসুত।

২৪ রত্নেশ্বর। তৎপুত্র ২৫ রামচন্দ্র, রাজারাম, রামদেব। রামচন্দ্রপুত্র ২৬ কালীচরণ, বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, আনন্দিরাম, ভৃগুরাম, সন্তোষ। ভুবনেশ্বরস্য পিতামহবরে চট্ট নীলকণ্ঠস্য কন্যা বিবাহ। স্বয়ং কন্যাভাবঃ। তৎসুত ২৭ শ্যাম, কৃষ্ণরাম, গোকুল, রামকিশোর, আত্মারাম ন্যায়বাগীশ। এতে চং নীলকণ্ঠস্য দৌহিত্রঃ। ২৬ সন্তোষ। তৎপুত্র ২৭ শঙ্কর, ভবানীচরণ, কৃষ্ণদেব, বিনোদ, দর্পনারায়ণ। শঙ্করের পুত্র ২৮ সদাশিব, বিনোদ। ২৬ ভৃগুরাম। তৎপুত্র ২৭ কিঙ্কর। আনন্দিরামপুত্র ২৭ হরিনারায়ণ।

২৫ রাজারাম। তৎসুত ২৬ নন্দ, রামশরণ, রামকিশোর, হরেকৃষ্ণ, রামসুন্দর। ২৫ রামদেব। তৎপুত্র ২৬ রামজীবন, পাঁচু, রমাকান্ত, রাধাকান্ত, রামেশ্বর। রামজীবনপুত্র ২৭ দুলাল, ষষ্ঠীদাস, কেবলরাম, দাতারাম। পাঁচুকস্য কন্যাভাব। তৎসুত ২৭ রামচরণ, নয়ান, ব্রজরাম। রামচরণস্য নূন মুং সুন্দরাম এবং বিশ্বেশ্বরজ গন্ধর্ব্বরায়ী। তৎসুত ২৮ রঘুরাম, কানাই,

---

(৪২) রাজীবস্যার্ত্তি গাং চাঁদ এবং এবং ভ্রাতৃযোগে। নূন মুং গোবিন্দ এবং, ফুং রামকৃষ্ণ নারায়ণদাসীপ্রাপ্ত।

(৪৩) রামেশ্বরস্য উচিত মুং, রামদেব পূর্ব্বে কুশাৎ কেচিৎ অকৃতি। তৎসুতা রাজেন্দ্র অস্য উচিত মুং, আনন্দিরাম এবং, বিং বিশ্বেশ্বরজ কাশ্যপকাঞ্জিরী।

চাঁদ, রামজয়। নয়ানস্য মুং রামজীবন রায়স্য কন্যাবিবাহে ভঙ্গ। তৎ-সুত ২৮ প্রাণকৃষ্ণ। ২৬ রমাকান্ত। তৎসুত ২৭ মুকুন্দ ও রাধাকান্তের পুত্র ২৭ নিধিরাম, রামনাথ, কন্দর্প, রামপ্রসাদ, সুন্দর।

নারায়ণের পুত্র, ২৩ মধু, অয়ং গোপাল ঠাকুরস্য দৌহিত্র। তত: পিতৃ মুং বিং কাশীশ্বরস্য মুং রামানন্দয়োঃ কং বিং। অত্র চাঁদবল্লভী, উচিত মুং, ভুবনেশ্বর প্রং, মুং গোপাল কবিভূষণ প্রং, অত্র দিঘাড়ী চং যাদবেন্দ্র প্রং, চং কৃষ্ণজীবন তৎপৌত্র গোপালগোবিন্দবরেণ প্রং, অত্র ভোভট্টী, ততঃ মুং সাতু, মুং ভদ্রেশ্বর পুত্র রামশরণ বরেণ প্রং, পুত্র মহাদেব কৃষ্ণরাম বরেণ প্রং। তৎ-সুত ২৪ বিষ্ণুরাম, কৃষ্ণরাম, রাধাকান্ত, মহাদেব। বিষ্ণুরাম অয়ং মুং রামা-নন্দস্য দৌহিত্র উচিত চং রামদেব প্রং। তৎসুত ২৫ রামগোবিন্দ, রাঘব, গোপীকান্ত। রামগোবিন্দপুত্র ২৬ শিবচরণ, ধরণীধর, দয়ারাম, শ্যাম-সুন্দর। শিবচরণস্য মেদিনীপুরে নারায়ণ মজুমদারস্য কন্যা বিবাহে ভঙ্গ:। রাঘবসুত ২৬ গয়ারাম, শঙ্কর। গয়ারাম চাতরাগ্রামে ভঙ্গ। তৎপুত্র ২৭ বৈদ্যনাথ, রামতনু। শঙ্করের পুত্র ২৭ কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ, শম্ভু-নাথ। গোপীকান্তসুত ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎরাম।

২৪ মহাদেবস্য উচিত চং, রামদেব মুং, অনন্তরাম প্রং, পুত্র সীতারামবরেণ প্রং মুং ঘনশ্যাম কুশাৎ। মুং বাণেশ্বর পৌত্র নন্দকিশোরবরেণ প্রং। তৎ-সুত ২৫ সীতারাম, শ্রীরাম, হরিরাম, শিবরাম। শ্রীরামপুত্র ২৬ নন্দকিশোর, রামকান্ত। নন্দকিশোরপুত্র ২৭ রামলোচন, গোকুল, সর্ব্বেশ্বর, ধর্ম্মদাস রামসুন্দর, কালীপ্রসাদ, গঙ্গারাম, রাধামোহন ও রাজচন্দ্র। রামকান্তস্য ... গাং রামকেশব, তৎপুত্র কালাচাঁদবরেণ প্রং, ভ্রাতৃ রামপ্রসাদযোগে, অত্র উড়িয়াপিপ্পলী। ভুলা মুং প্রভাপপুত্র কৃপারামবরেণ প্রং। তৎসুত ২... কৃপারাম। সীতারামপুত্র ২৬ গঙ্গাধর, পাঁচু, রামপ্রসাদ, দুলাল।

২৪ কৃষ্ণরাম। তৎপুত্র ২৫ রামচরণ, দুর্গাচরণ, মনোহর, গোপীনাথ হরিহর, রামনিধি, বলরাম, রামনাথ। রামচরণপুত্র ২৬ রামদুলাল, রাম মোহন। দুর্গাচরণপুত্র ২৬ রামসুন্দর, লক্ষ্মীকান্ত, দেবনাথ। মনোহরপু... ২৬ রামদুলাল, নন্দদুলাল। গোপীনাথসুত ২৬ রামশঙ্কর, রাজকিশো... ব্রজকিশোর, যুগল, গোকুল, রামলোচন। হরিহরপুত্র ২৬ গঙ্গাধর, কালাচাঁদ

রামনিধিপুত্র ২৬ রামচন্দ্র, রামচন্দ্র, কমললোচন, গোরাচাঁদ, ঠাকুরদাস। বলরামপুত্র ২৬ রামমাধব, রাধামাধব, বিশ্বেশ্বর। রাধামাধব মেদিনীপুরের জিতরাম মজুমদারের কন্যা-বিবাহদ্বারা ভঙ্গ। রামনাথসুত, ২৬ বিশ্বনাথ, রমানাথ, রামরতন। (বাহুল্যভয়ে অবশিষ্টাংশ পরিত্যক্ত হইল)।

ভগীরথবংশ,—মেল ফুলিয়া।

এই বংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, (১৭৮।১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ) এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভট্টনারায়ণ হইতে ১৯ পুরুষে ভগীরথের আবির্ভাব। এই ভগীরথের পাঁচ পুত্র,—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি। তন্মধ্যে মনোহর, জিতামিত্র ও শ্রীমন্ত এই তিনজন খড়দহমেলের লোক। দেবানন্দ সর্ব্বানন্দীপ্রাপ্ত, ত্রিদোষী। শ্রীপাত খাঁটী কুলে। শ্রীপতির পুত্র, ২১ দুর্গাদাস। তৎসুত, ২২ রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব ও রমাকান্ত। ইঁহারা চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও সাগরদিয়া বন্দ্যবংশ বলিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন। সাগরের চারি অংশে ইঁহারা যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহাকে চতুঃসাগরী বলে, যথা :—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভুত তদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেলবন্ধনকালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সেকালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ।
সমবায়িভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলী সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥

চট্টবংশে মিলিত হয় গাঙ্গুলীর কুল।
পরম্পরা-সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী ব'লে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা সিদ্ধতাভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥

কুলচন্দ্রিকা।

অপরঞ্চ।

"সাগরের সেই চর প'ড়ে যবে ছিল।
কুলাচার্য্য কল্পতরু তাহে লাগাইল॥
চরেতে স্থাপিত হ'য়ে পায় মহাবল।
এবে যে শোভিত তাহে কত ফুলফল॥"

রামকৃষ্ণের পুত্র, ২৩ গোপীনাথ (১) বা গোপীকান্ত। ফুলিয়া মেলের রমণ ঠাকুরের সহিত ইহাঁর কুল। গোপীকান্তপুত্র, ২৪ হরিরাম। তৎসুত, ২৫ রামরাম, শ্রীরাম।

রামেশ্বরসুত, ২৩ গোপীনাথ, রামদেব, রঘুদেব, কামদেব, রামনারায়ণ, রামনাথ ও লক্ষণ। ফুলিয়ার মুখটী রমণ রাজবল্লভের সহিত রঘুদেব ও রামদেবের এবং মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত রামনারায়ণের কুলবন্ধন হইয়াছে। যশোহরের অন্তঃপাতি জঙ্গলবাদালনিবাসী ফুলের মুখটী রঘুনন্দনাদির সহিত রামনাথ ও লক্ষণের কুল। লক্ষণ বলরাম ঠাকুরের ভাগিনেয়, সাং বলাগড়।

---

(১) "কুলসারসংগ্রহ" ও অন্যান্য কুলাবলিসংক্রান্ত গ্রন্থে রামেশ্বরের পুত্র গোপীনাথকে দেখা যায়।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর গোষ্ঠী, যাদবেন্দ্র বংশাবলী. সাং আয়দা, জেলা হুগলী। রামেশ্বরের পুত্র, ২৩ রামনাথ। তৎসুত, ২৪ যাদবেন্দ্র(২)। তাহার পুত্র, ২৫ মুলুকচাঁদ, (৩) চাঁদ (৪) ও রামরাম। মুলুকচাঁদপুত্র, ২৬ দর্প-নারায়ণ, (৫) রামকিশোর। চাঁদের পুত্র, ২৬ কৃষ্ণকিঙ্কর, শ্যামসুন্দর, উদয়-নারায়ণ, যুগলকিশোর, হরিনারায়ণ, দয়ারাম, নিমাই, কৃষ্ণহরি। রামরাম-সুত, ২৬ দেবীচরণ, রামচরণ, রামগোবিন্দ, রামভদ্র, কৃষ্ণচরণ ও রামশরণ। দেবীচরণের পুত্র. ২৭ নীলু, গৌরী। রামচরণসুত, ২৭ রামশঙ্কর, রামসন্তোষ, রামতনু, দেবনাথ। নীলুরপুত্র, ২৮ ক্ষেত্রনাথ, সাং আয়দা। তৎসুত ২৯ শারদা, সুখময়, অভয়। গৌরীরপুত্র, ২৮ কেদার। তৎসুত, ২৯ শ্যামাচরণ, সাং আয়দা। তাঁহার পুত্র, ৩০ জয়শঙ্কর, কালীপদ, তারাপদ।

দর্পনারায়ণসুত, ২৭ ঘনশ্যাম, দেবনাথ, প্রতাপনারায়ণ (৬) ও কার্ত্তিক। ঘনশ্যামপুত্র, ২৮ রামধন, হরচন্দ্র। দেবনাথপুত্র. ২৮ প্রাণনাথ (বীরভদ্রী-বিবাহ), ভোলানাথ, তিনকড়ি, (অবং ভঙ্গ) জগচ্চন্দ্র (চৈতলে বিবাহ) বদনচন্দ্র (বীরভদ্রীবিবাহ), সূর্য্যকুমার। প্রতাপনারায়ণপুত্র, ২৮ গোপী-নাথ। তৎসুত, ২৯ সর্ব্বচন্দ্র, সাং আয়দা। রামধনসুত, ২৯ ঈশ্বরচন্দ্র (বীরভদ্রীবিবাহ), বিষ্ণুচন্দ্র (চৈতলে বিবাহ), মহেশচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র।

---

(২) যাদবেন্দ্রস্য উঃ মুঃ ফুং, জয়রামপুত্র মুলুকচাঁদবরেণ প্রং, ততঃ পুত্র রূপনারায়ণবরেণ প্রং, মুঃ মধুসূদনস্য।

(৩) মুলুকচাঁদস্য উঃ মুঃ ফুং, রমিনারায়ণ মুঃ ফুং, রূপনারায়ণ আং প্রং, ভ্রাতৃচাঁদযোগে, মুঃ জয়রামসুতৌ।

(৪) চাঁদস্য উঃ মুঃ ফুং, রামনারায়ণ মুং ফুং, রূপনারায়ণ আং প্রং, ভ্রাতা যাদবেন্দ্রযোগে। পশ্চাৎ উঃ মুং ফুং, গোপাল, পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর. শ্যামসুন্দর বরাভ্যাং প্রং, ততঃ পুত্র গদাধরবরেণ প্রং, মুং ফুং, রামেশ্বরঠাকুর-গোষ্ঠী।

(৫) দর্পনারায়ণস্য উঃ মুং ফুং, নকু, আং প্রং, মুং ফুং, রামনারায়ণজ।

(৬) প্রতাপনারায়ণস্য চং গদাধরগোস্বামীনঃ কং বিং ভঙ্গঃ, সাং বাঘনা-পাড়া।

ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র, ৩০ চণ্ডীচরণ (৭) ও অভয়াচরণ। বিষ্ণুচন্দ্রপুত্র, ৩০ প্যারী-মোহন। মহেশচন্দ্রসুত, ৩০ কৈলাশচন্দ্র ও মাধবচন্দ্রের পুত্র, ৩০ নবীনচন্দ্র সাং জয়রামপুর।

চাঁদের পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ২৬ কৃষ্ণকিঙ্কর (৮)। তৎসুত ২৭ কাশীনাথ ও ভৈরবচন্দ্র। কাশীনাথের পুত্র ২৮ রাধাকান্ত ও কেদারনাথ। কেদার-নাথসুত, ২৯ শম্ভুচন্দ্র ও যদুনাথ। শম্ভুচন্দ্রপুত্র ৩০ শশি। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র ২৮ তারিণীশঙ্কর, হরচন্দ্র, গুরুপ্রসাদ, হলধর ও রামধন। ২৬ শ্যাম-সুন্দর (৮)। তৎপুত্র ২৭ শিবনারায়ণ, হরানন্দ, তেকড়িনামা ভবানীচরণ ও কালীপ্রসাদ। হরানন্দপুত্র ২৮ সীতাকান্ত, ব্রজমোহন (অয়ং ভঙ্গ), গিরিধর, তারাচাঁদ ও হলধর। ২৮ ব্রজমোহনের পুত্র ২৯ বিশ্বনাথ, গোপাল ও কালাচাঁদ। ২৯ বিশ্বনাথের পুত্র ৩০ হরিপ্রসাদ, মতিলাল, নীলমাধব, কেনারাম, সাং সিঙ্গেরকোণ ও যুগল। হরিপ্রসাদের পুত্র ৩১ কালীকিঙ্কর ও নীলমাধবের পুত্র ৩১ রামচরণ। গোপালের পুত্র ৩০ শশিভূষণ, সাং কাল্‌না ও চন্দ্রভূষণ। তেকড়ির পুত্র ২৮ জগন্নাথ। তৎপুত্র ২৯ শ্যামাচরণ। তাঁহার পুত্র ৩০ রাজকিশোর ও তারিণীকিশোর, সাং ইদিলপুর। কালীপ্রসাদের পুত্র ২৮ গঙ্গানিধি ও ক্ষেত্রনাথ। ক্ষেত্র-নাথের পুত্র ২৯ ভগবতীচরণ সাং খনডাঙ্গা। ২৬ উদয়নারায়ণের পুত্র, ২৭ হারু, জয়নারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র। ২৬ যুগলকিশোরের পুত্র ২৭ রামসুন্দর, মধু-সূদন, রামমোহন, রাধাকান্ত, রাজকিশোর, রামতনু, রাধাকৃষ্ণ, মহিমাচন্দ্র। ২৭ রামমোহনের পুত্র ২৮ গোপীনাথ, ভবানী, পাঁচু। রাজকিশোরপুত্র ২৮ কানাই। মহিমাচন্দ্রের পুত্র ২৮ কালাচাঁদ ও কান্তিচন্দ্র, সাং নারায়ণপুর। কান্তিচন্দ্রের পুত্র ২৯ করুণাপ্রকাশ। ২৬ হরিনারায়ণ (৯) তৎপুত্র ২৭ রামচন্দ্র

---

(৭) ইনি কলিকাতা হিন্দুস্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার ছিলেন। সাং আহিরীটোলা।

(৮) কৃষ্ণকিঙ্করস্য ও শ্যামসুন্দরস্য উং মুং কুং, দেবীচরণ প্রং।

(৯) হরিনারায়ণস্য উং মুং কুং, গদাধর প্রং, ভ্রাতৃ দয়ারাম যোগে।

নন্দদুলাল, পদ্মলোচন। ২৬ দয়ারাম (১০) তৎপুত্র ২৭ কমল (১১) ও নন্দলাল। অপরাংশ বাহুল্যভয়ে অপ্রকাশিত রহিল।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী গোষ্ঠী, রঘুনন্দন বংশাবলী, সাং নপাড়া মূলযোড়, ২৪ পরগণা। রামেশ্বরের পুত্র, ২৩ গোপীনাথ। তৎসুত ২৪ রঘুনন্দন। রঘুনন্দনসুত ২৫ শ্রীবল্লভ, মাধব, রামশরণ, শ্রীকান্ত, প্রাণ-কৃষ্ণ। শ্রীকান্তসুত, ২৬ কালীচরণ, কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রামদুলাল, বীর-নারায়ণ, তারিণীশঙ্কর। কালীচরণসুত, ২৭ চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, হরিহর, গুরুপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ। রামদুলালসুত, ২৭ শিবচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ভগবতীচরণ, মাণিকচাঁদ, হরচন্দ্র। তারিণীশঙ্করসুত, ২৭ নিমাই, নীলমণি, অভয়াচরণ। নীলমণিসুত ২৮ যজ্ঞেশ্বর। শম্ভুনাথসুত ২৮ দুর্গাপ্রসাদ, রামধন, ব্রজজীবন। রামধনসুত, ২৯ রমানাথ। ব্রজজীবন-সুত ২৯ কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাচরণ। হরিহরসুত, ২৮ রাধানাথ, জগচ্চন্দ্র, দিগম্বর, তারাচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, সাং বলাগড়, নিত্যানন্দ, রামচাঁদ, মদন, ভোলানাথ, কৃষ্ণনাথ, নারায়ণ, সাং জিরাট। গুরুপ্রসাদসুত ২৮ রাধা-কিশোর। তৎসুত ২৯ কৈলাশচন্দ্র। বীরনারায়সুত, ২৭ ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রসুত ২৮ উমাচরণ। তৎসুত ২৯ দীন-নাথ, সিদ্ধেশ্বর, সাং জয়রামপুর। ঈশানচন্দ্রসুত ২৮ দিগম্বর। তৎসুত ২৯ রমানাথ, সাং বরিজহাটী, শারদাচরণ ও দক্ষিণাচরণ। তারাচাঁদসুত ২৯ মহেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, নন্দলাল, সাং বলাগড়। মহেশসুত ৩০ জগচ্চন্দ্র, বৃন্দাবন। গিরিশসুত ৩০ নরেন্দ্র, সাং বাগবাজার ও কিরণ। নন্দলালসুত ৩০ পূর্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রসুত ২৯ ঈশানচন্দ্র। তৎসুত ৩০ রাজেন্দ্র গিরীন্দ্র। নিত্যানন্দসুত, ২৯ নীলকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, সাং চোরবাগান। রামচাঁদসুত ২৯ ত্রৈলোক্য, অবিনাশ, মাধব,

---

(১০) উং মুং ফুং, গদাধর ততঃ পুত্র সদানন্দবরের প্রং, ভ্রাতৃ হরি-নারায়ণ যোগে, পশ্চাৎ উং মুং ফুং, রামনিধি প্রং, ততঃ পুত্র রামতনু বরের প্রং।

(১১) কমল খোষালচাঁদ গোস্বামীর কং বিং ভঙ্গ, সাং বাঘনাপাড়া।

উমাচরণ। ভোলানাথসুত, ২৯ মাধব, সাং নিমতা ও রামকৃষ্ণ, শ্রীনাথ, ভূতনাথ।

শিবচন্দ্রসুত, ২৮ গোবিন্দচন্দ্র, যদুনাথ, রাজচন্দ্র, মোহনচাঁদ, ঈশানচন্দ্র, শ্রীনাথ, বদনচাঁদ, পঞ্চানন, শ্যামাচরণ, উমাচরণ, গোরাচাঁদ, বিষ্ণুচন্দ্র, রাধাকান্ত। গোবিন্দসুত ২৯ অমরনাথ। তৎসুত ৩০ নৃত্যগোপাল, সাং বরাহনগর। যদুনাথসুত ২৯ মাধব, কৈলাশচন্দ্র, সাং রড়া ও সত্যচরণ, সাং বঁড়িসা। মোহনচাঁদসুত ২৯ অন্নদাপ্রসাদ, ক্ষুদিরাম, সাং বলাগড়। অন্নদাসুত ৩০ ত্রিগুণাচরণ সাং বলাগড় ও হরি। ক্ষুদিরামসুত ৩০ নারায়ণ, সাং বলাগড় ও শ্রীনাথসুত ২৯ কেদারনাথ, সাং মূলাযোড় ও কালীনাথ। কেদারনাথসুত ৩০ বসন্ত, বিজয়, বিনয়। কালীনাথ-সুত ৩০ ক্ষেত্রদাস। বদনচাঁদসুত ২৯ মহিমাচন্দ্র, সারদাপ্রসাদ, সাং বলাগড় ও নবীনচন্দ্র, হরি, শ্যামানন্দ, সিদ্ধেশ্বর, অবিনাশ। শারদাসুত ৩০ বিজয়, বসন্ত। নবীনসুত ৩০ তুলসী। শ্যামানন্দসুত ৩০ হরিনারায়ণ। শ্যামাচরণসুত ২৯ বনমালী, দ্বারকানাথ, সাং সাহানগর ও ভূতনাথ। রাধা-কান্তসুত ২৯ বৈকুণ্ঠ, সাং দ্বারাহাটা।

রামচন্দ্রসুত ২৮ পূর্ণচন্দ্র, কৃষ্ণধন, বামকমল। পূর্ণচন্দ্রসুত ২৯ শরচ্চন্দ্র। কৃষ্ণধনসুত ২৯ ভোলানাথ ও অন্নদা (ইনি বি,এ, বি, এল)। ভোলানাথসুত ৩০ গিরিজাপদ। মহেশচন্দ্রসুত ২৮ লালচাঁদ, গুরুকান্ত, সাং পানীহাটী ও গিরিশ, ত্রৈলোক্যনাথ, সাং বলাগড়, এবং ক্ষেত্রমোহন, সাং বরিজহাটী। লালচাঁদসুত ২৯ বেচারাম, সাং তালতলা। গিরিশসুত, ২৯ চন্দ্রনাথ, মহানন্দ। ক্ষেত্রমোহনসুত ২৯ হরি। ভগবতীচরণসুত ২৮ সিদ্ধেশ্বর। তৎসুত ২৯ দেবেন্দ্রনাথ, সাং দেবানন্দপুর। মাণিকচাঁদসুত, ২৮ হরিশ, কালীদাস, কালীধন, সাং যোড়াসাঁকো ও শ্যামাচরণ। কালীদাসসুত ২৯ গোপাল, সাং কালীঘাট। তৎসুত ৩০ রাজেন্দ্র। কালীধনসুত ২৯ শ্রীনিবারণ, নীলমণি, অরুণ, দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর গোষ্ঠী, ভুবনেশ্বর বংশাবলী, মেল ফুলিয়া। রামেশ্বরসুত ২৩ গোপীনাথ। তৎসুত ২৪ ভুবনেশ্বর। তৎসুত ২৫ কালীচরণ, রামশরণ, রামচরণ, রতিকান্ত, মনোহর, রাধাকান্ত, সন্তোষরাম,

গোবিন্দ, নন্দকিশোর। রামশরণসুত ২৬ কন্দর্প। তৎসুত ২৭ আনন্দি-রাম। তৎসুত ২৮ রামতনু, রামকানাই, রামজয়, রামধন, রামপ্রসাদ। রামচরণসুত ২৬ গৌরাঙ্গ। রতিকান্তসুত ২৬ রামকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ-সুত ২৭ নিমাই, কিনুনামা কালীপ্রসাদ, তিতুনামা রামনিধি। কিনুসুত ২৮ তারাচাঁদ, ভৈরবচন্দ্র। তারাচাঁদসুত ২৯ পীতাম্বর। তৎসুত ৩০ রাম-পদ, সাং পাতরা ও বিষ্ণুচন্দ্র, যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, বিধুভূষণ। রামপদসুত ৩১ আচ্ছালাল, বঙ্কুলাল, রঙ্গলাল, পঞ্চুলাল। যদুনাথসুত ৩১ চিন্তাহরণ। মনোহরসুত ২৬ রামরাম, রামকিশোর। রাধাকান্তসুত ২৬ রামপ্রসাদ। সন্তোষরামসুত ২৬ ব্রজ, আনন্দিরাম, হরি, কৃষ্ণচন্দ্র।

হরেকৃষ্ণসুত ২৭ রামলোচন তর্কভূষণ, রামহরি, রাজচন্দ্র, রাজকিশোর। রামলোচনসুত ২৮ তারিণীচরণ। তৎসুত ২৯ কালীকুমার, জগদ্বন্ধু, অনং-ভঙ্গ, সাং কামারহাটী। কালীকুমারসুত ৩০ মহেশচন্দ্র, সাং শ্যামপুকুর ও খগেন্দ্রচন্দ্র। জগদ্বন্ধুসুত ৩০ দীননাথ, প্রিয়নাথ, অবিনাশ, অটল। মহেশচন্দ্রপুত্র, ৩১ জ্ঞানেন্দ্র, যতীন্দ্র, সত্যেন্দ্র। রামহরিসুত ২৮ রামচাঁদ, গোরাচাঁদ।

রাঘবের পুত্র, ২৩ জয়রাম। জয়রাম জয়াই নামে বিখ্যাত। তাঁহার বংশ বাহুল্য।

"জয়াইয়ের যোগভঙ্গ, পাইয়ে রতির সঙ্গ,
হড় গুড় পোড়ারির দোষে।
রামদেব বলে খুড়া, কি হলো কুলের গোড়া,
ত্রিদোষ বলিয়া লোকে ঘোষে॥"

মেলমালা।

জয়রামের পুত্র ২৪ রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম। মেলমালায় বর্ণিত আছে,—

"এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥"

পোড়ারী দোষ জন্য. রুদ্ররাম ফুলের. মুখটী রঘুকেশবের দলে প্রবেশ করেন। রুদ্ররামাদির পুত্রগণের নাম ১৮০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে।

২২ রমাকান্ত। ইহাঁকে নবদ্বীপাধিপতি অন্তিমকালে কেশরকুণী প্রাপ্ত করান। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণ নিম্নোদ্ধৃত কবিতা পাঠে জানিতে পারিবেন।

রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীও (১২) ফুলিয়া মেলের লোক। তাঁহার দশ পুত্র, যথা,—২৩ রামগোপাল, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (১৩), বলরাম, শিবরাম, জয়কৃষ্ণ, রামজীবন (১৪), রামনারায়ণ, রামগোবিন্দ, রাজীব ও রামভদ্র।

রামেশ্বরের পিণ্ডদোষ।

"রাঘব আর রামকৃষ্ণ, রাম (১৫) রমাকান্ত।
চারি ভাই চক্রবর্ত্তী কুলেতে দুর্দ্দান্ত॥
রামেশ্বর বিয়ে করে মেটেরী নগর।
জাহ্নবীতটেতে গ্রাম দুসারি সহর॥

---

(১২) উং মুং ফুং, হরিবংশ ঠাকুর প্রং, ততো উং মুং ফুং. নীলক ঠাকুরপুত্র রামগোপাল বরেণ প্রং, ততঃ পুত্র গঙ্গাধর বরেণ প্রং, পুনর্মু হরিবংশ, ততঃ পুত্র রাজবল্লভ ঠাকুর-দ্বারা আশাড়ু ক্ষেত্র তলায়াং বলাৎকারে রাজআমী বিবাহিত কৃতিপুত্র শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বরেণ প্রং, পশ্চাৎ প প্রং, রমাকান্ত দর্পাৎ খর্ব্বঃ পুত্র পশ্চাৎ অত্র হেতুঃ। পশ্চাৎ মুমূর্ষু দশায় নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব-দ্বারা কেশরকুণী বিবাহিত; মুং ফুং যাদবে ঠাকুরস্য কন্যা বলাৎ বিং, অমন্ত্রে মৃত্যুশয্যায়াং বিবাহঃ ইতি অমন্যমানঃ।

(১৩) "শ্রীকৃষ্ণ রমার সুত ভিণ্ডিক বিচারে।
না জানি করিল বিয়া রায়ী গাঁই ঘরে॥"

(১৪) পৌত্র পর্য্যায় মুং ফুং, সন্তোষে কন্যা প্রং, ভ্রাতৃ বলরাম, শিবরা রামগোবিন্দাদি যোগে. মুং, রামচরণজ, মধুপৌত্র।

(১৫) রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

নবদ্বীপ নরপতির হয় অধিকার।
পণ্ডিত নামেতে রায় পেটা জমীদার॥
পালধি-বংশেতে সেই শ্রোত্রিয়প্রধান।
তার কন্যা বিয়ে করে ঐ মতিমান্॥
সেই অংশে পুত্র তাঁর হ'ল কয়জন।
পিতৃসেবা করে তারা অতি বিচক্ষণ॥
রাম সহোদর রমা কুল হরিবংশ। (১৬)
উদ্যমে বিশ্রামে তার আছিল প্রশংস॥
শ্রীকৃষ্ণ রমার সুত ডিণ্ডিক (১৭) বিচারে।
না জানি করিল বিয়ে রাই গাঁই ঘরে॥
তদবধি রমা আইসে মেটেরী নগর।
দেখিতে ভ্রাতার ভাব বৃদ্ধ রামেশ্বর॥
রামেশ্বরে বিশ্রামেতে নাহি হয় কুল।
সর্ব্বদা ডাকেন রাম হইয়া আকুল॥
রমার পশ্চাতে কুল না হয় উচিত।
কোথা বা হইবে কুল না হয় নিশ্চিত॥
রমার হইল ইচ্ছা বড়কে পশ্চাত।
ফেলিয়া করিবে রমা কুলেতে আঘাত॥
রমার প্রধান পুত্র কুলে হ'ল খাট।
সেইকালে রমা বুদ্ধি পাকায় উৎকট॥
দাদারে কহিল রমা কি কর বসিয়া।
জগন্নাথ দেখে আসি চল দুই ভায়া॥

---

(১৬) হরিবংশ ঠাকুরের সহিত রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুল।
(১৭) ডিংশায়ী।

পূর্ব্বদেশে বাস করি গঙ্গা পাওয়া ভার।
চাঁদমুখ দেখে আসি জন্ম নাহি আর॥
ইহা বলি রমা রামে সঙ্গে করি নিল।
ক্রমে ক্রমে পথ বয়ে নীলাচলে গেল॥
দরশন করি তথা হ'তে প্রত্যাগত।
প্রসাদি চিঁড়ায় আটুকে সঙ্গে নিলা কত॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন।
যেমন মনের গতি সেইমত হন॥
একের মনের গতি অন্যেরে মজাতে।
না জানে অধম তার কি হবে পশ্চাতে॥
পথমধ্যে বৃদ্ধ রামে হ'ল মহাপীড়া।
অতিসার হ'ল তার হেতু ঐ চিঁড়া॥
রামেশ্বরে উঠিবার শক্তি আর নাই।
রমা ভাবে এ সময়ে দাদা ছাড়ি যাই॥
প্রত্যুষে উঠিল রমা রাম আছে শুয়ে।
মালায় তণ্ডুলজল দাদার পাশে থুয়ে॥
সঙ্গীর সহিত রমা করিল প্রস্থান।
ক্ষণ পরে রামেশ্বর চৈতন্য যে পান॥
চারিদিকে দৃষ্টি করে কোথা গেল ভাই।
করুণ-স্বরেতে ডাকে রমাই রমাই॥
ক্রমে ক্রমে বহু ডাক দিল রামেশ্বর।
কাকস্য পরিবেদনা কে দেয় উত্তর॥
প্রহরেক হ'ল বেলা গগনমণ্ডলে।
রামেশ্বরের দৃষ্টি পড়ে তণ্ডুল আর জলে॥

মনে ভাবে রমা মোরে অন্নজল দিয়া।
সেথোর সহিত ভাই গিয়াছে চলিয়া॥
পূর্ব্ব হ'তে জানে রাম রমার চরিত্র।
কিছুতে না হয় তার অন্তর পবিত্র॥
বিশ্রামেতে কুল বাকি আছয়ে আমার।
কি জানি রমাই বা কি করে ব্যবহার॥
বোধ হয় কহিবেক দাদা লোকান্তর।
মম বরে হবে কুল তোরা শ্রাদ্ধ কর॥
রমার পুত্রের আছে রায়ী গাঁই বিয়া।
মোর কন্যা দান করাইবে তারে দিয়া॥
সকল পুত্রের মোর করিবেক নাশ।
এই ভাব রমা মনে করেছে নির্যাস॥
ইহা ভাবি রামেশ্বর করি লাঠি ভর।
ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত মেটেরী নগর॥
দশ দিনে দাইহাটে হ'ল অধিষ্ঠান।
মেটেরী নগরে দেখে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান॥
বৃষভদাগন স্থলে উঠিতেছে ধূম।
কোলাহল শব্দ তথা বড় ধামধুম॥
ঘাটের মাজিরে রাম জিজ্ঞাসা করিল।
ওপারে দেখি যে ওটা কি কার্য্য ঘটিল॥
মাজি বলে মহাশয় আমি ভাবি তাই।
আপনি না হও ঐ রায়ের জামাই॥
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী আপনারি নাম।
আপনার হয় শ্রাদ্ধ ঐ ধূমধাম॥

এ বড় আশ্চর্য্য কথ নাহি হয় স্থির।
আপনাকে দেখিতেছি জীবিত শরীর ॥
শ্রাদ্ধকথা শুনি রাম অজ্ঞান হইলা।
মুখে জল দিয়ে মাজি চেতন করিলা ॥
চেতনান্তে বলে মোরে শীঘ্র কর পার।
রাম রাম শব্দ করে মাজি অনিবার ॥
ইতস্ততঃ করি মাজি করিলেক পার।
কহিলা মাজিরে রাম ভ্রাতার ব্যাভার ॥
পার করি রামেশ্বরে সঙ্গেতে করিয়া।
পৌঁছায়িয়া দিলা মাজি রায়বাড়ী নিয়া ॥
মহাবুদ্ধি রামেশ্বরের অব্যর্থ সন্ধান।
রমার মনেরে রাম দেখে বিদ্যমান ॥
রামেরে দেখিয়া রমার মনে হ'ল ভয়।
ভূত হ'য়ে এল দাদা সবাকারে কয় ॥
ইহা বলি রমাকান্ত হইল অন্তর্ধান।
দেখিয়া সকল লোক হ'ল হতজ্ঞান ॥
রামেশ্বরে সকলেতে জিজ্ঞাসা করিল।
আদি অন্ত চক্রবর্ত্তী সকল কহিল ॥
শুনিয়া সভার লোক করে হায় হায়।
এই মত ভাই যেন কারো নাহি হয় ॥
পিণ্ড পেয়ে রামেশ্বর হইল দোষিত।
কোথায় হইবে কুল সর্ব্বদা ভাবিত ॥
বিশুসুত গোবিন্দের সহ কুল হয়।
সেই হেতু রামেশ্বর কুলে বেঁচে রয় ॥

বিশ্রামে গোবিন্দে পেয়ে পিগুদোষ ঘোচে।
হরি ন্যায়ালঙ্কার তাহা কারিকায় রচে॥

কেশরকুণী রাজা রাঘব-কর্ত্তৃক রমাকান্তে কেশর দোষ।

শ্রাদ্ধকথা শুনিলেন নবদ্বীপ রাজা।
আজ্ঞা দিলা রমারে করিতে হবে সোজা॥
পরেতে শুনহ তাহা কিরূপেতে ফলে।
রমারে সাধয়ে গঙ্গা মুমূর্ষককালে॥
ফুলিয়া গ্রামের নীচে জাহ্নবীর তীরে।
আশারুর (১৮) তলে আনি রাখিল তাহারে॥
রাজার ইঙ্গিত ছিল দেখিবে রমায়।
সংবাদ দিলেক দূত রাজার সভায়॥
রাজা বলে আন মম ভগিনীর কন্যা।
রমাসহ বিয়া দিয়া তারে করি ধন্যা॥
যাদবেন্দ্র মুখ তার পিতৃব্য জামাই।
রমাকান্ত বিনা তার যোগ্য লোক নাই॥
ভ্রাতা তার নীলকণ্ঠ রমাসহ কুল।
সেই কুলে আনে রাজা কেশরের মূল॥
যাদবেন্দ্র সুতা আর সঙ্গে শত ঢাক।
অমাত্যসহিত তথা যান মহাভাগ॥
রমাকান্ত সন্নিধানে রাজা অধিষ্ঠান।
বলিলেন বন্দ্য অদ্য বিয়া বিদ্যমান॥

---

(১৮) বৃক্ষাবশেষ।

যাদবেন্দ্র সমতুল্য কুলীন না পাই।
তুমি আছ আনি তাহে দিলেম গোসাঞি॥
ভাগিনীর ভাগ্য মম কহিতে না পারি।
রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর হইবে সে নারি॥
উদ্যোগ হয়েছে সব ত্রুটি কিছু নাই।
অদ্য তুমি হবে মোর ভাগিনী-জামাই॥
যেমত করেছ কার্য্য পাবে তার ফল।
ঈশ্বরের ইচ্ছা এই না হবে বিফল॥
জগন্নাথ গেলে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই ল'য়ে।
সেই ফলে তব পুত্রে দেখে তব বিয়ে॥
অদ্যাপিও এই কথা জনশ্রুতি চলে।
দেখাব বাপের বিয়া বলে রাগের কালে॥
ইহা বলি মহারাজ বিয়া আরম্ভিল।
ফুলিয়া সমাজমধ্যে সংবাদ করিল॥
রমাকান্তের বিয়া শুনি অবাক হইয়া।
ফুলিয়ার সকল লোক যায় পলাইয়া॥
পেয়ে অন্তে রমাকান্তে রাজা নহে স্থির।
রমাকুল নাশে রাজা জ্বলন্ত মিহির॥
রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা।
রমা সে কন্যারে বলে, পুনঃ পুনঃ মা মা॥
রাজা বলে এই বিয়ার এই মন্ত্র হয়।
বিবাহটী বুঝি লও কুলীন সভায়॥
কোথা গেল সেই রাজা কোথা গেল রমা।
ঘোষণা রহিলমাত্র বিয়ার মন্ত্র মা, মা॥

শতসংখ্য ঢাক বাজে সভাটী বেড়িয়া।
কোথা মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথাকার বিয়া॥
ক্ষণপরে রমাকান্তে করে অন্তর্জলি।
গঙ্গালাভ হ'ল তার প্রস্তুত সকলি॥
সপুত্রাদি জ্ঞাতিগণে চিতা সাজাইয়া।
সৎকার করিল তারে বেদমন্ত্র দিয়া॥
পরে সবে চলি গেলা যে যাহার বাসে।
পূর্ব্বদেশী ঘটকেতে শুনিল বিশেষে॥
বলাৎকার বলি তারা হেতুটী লিখিল।
কেশর আক্ষেপমাত্র কুলেতে হইল॥
হেথা রাজা নিজ দেশী ঘটক ডাকাইয়া।
কেশরের ভাব কুলে দিলা লেখাইয়া॥
ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইল।
কেশরের ভাব কুলে ডাকিয়া উঠিল॥
কেহ বলে এই বা রাগ আর রাগ ছিল।
রাজবাড়ী পূর্ব্বে এক সভা হয়েছিল॥
চন্দনবিলাসে আজ্ঞা রাজা দিয়াছিল।
আমার গোদেতে দেহ রমা বলেছিল॥
এই কোপে রমাকান্তে কেশর করিল।
পরোক্ষ সম্বন্ধ পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইল॥

কারিকা।

রমাকান্তে পেয়ে অন্তে রাজা নহে স্থির।
রমাকুলনাশে রাজা জ্বলন্ত মিহির॥

"বলাৎকার করে তারে আধারুদ্ধ জলে।
সাগর ভাসিল যেন প্রলয়ের জলে॥
ক্ষণপরে রমাকান্তে করে অন্তর্জলি।
গঙ্গালাভ হল তার প্রস্তুত সকলি॥"

এই শ্লোকে ঘটক বলিলেন, রাঘব চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, এই চারি চক্রবর্ত্তী সহোদর বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন কুলীন। নবদ্বীপের রাজাধিকৃত মেটিয়ারি গ্রামে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হয়। রায়পেটার জমীদার বিখ্যাত পালধিবংশীয় একজন প্রধান শ্রোত্রিয় এই রামেশ্বরের শ্বশুর। পালধিকন্যার গর্ভে রামেশ্বরের অনেকগুলি পুত্র জন্মে।

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী হরিবংশ কুলপ্রাপ্ত। কেন না, হরিবংশ ঠাকুরের সহিত রমাকান্তের কুল। রমাকান্তের এক পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া রাইগাঁই গৃহে বিবাহ করেন। বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ সহোদর রামেশ্বর কেমন আছেন, দেখিবার নিমিত্ত রমাকান্ত সেই সময় মেটিয়ারি গ্রামে উপস্থিত হন। রামেশ্বরের কুল কোথায় হইবে, সেই কথা লইয়া তোলাপাড়া হয়। বিশ্রামের সহিত রামেশ্বরের কুল হইতে পারে না। কাহার সহিত হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া রামেশ্বর সর্ব্বদা ব্যাকুল। রমাকান্তের পর রামেশ্বরের কুল ইহাও অনুচিত; অথচ তাহাও অনিশ্চিত। জ্যেষ্ঠকে অপদস্থ করিয়া কুলে আঘাত করিতে রমাকান্তের ইচ্ছা হইল। তাঁহার প্রধান পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ছোট ঘরে বিবাহ করিয়া কুলে খর্ব্ব হইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি এক উৎকট বুদ্ধি খাটাইলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে তখন আর দৃষ্টি রহিল না।

অবসরক্রমে রমাকান্ত একদিন রামেশ্বরকে বলিলেন, দাদা! চল একবার শ্রীক্ষেত্র দর্শন করা যাউক। পূর্ব্বদেশে বাস করি, সেখানে গঙ্গা নাই, জগন্নাথের চাঁদমুখ দর্শন করিয়া জন্মটা সার্থক করিয়া আসি।

রামেশ্বর সম্মত হইলেন। উভয় সহোদরে জগন্নাথক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। দর্শনান্তে প্রত্যাগমন সময়ে পথে রামেশ্বরের অত্যন্ত পীড়া হইল

মাকান্ত জগন্নাথের প্রসাদী চিঁড়া্দাইকে কিছু অধিক পরিমাণে দাদাকে
াওয়াইয়াছিলেন, তাহাই সত্ত অধিকমাত্র পীড়ার মূল। রামেশ্বরের উঠিবার
ক্তি রহিল না; একভাবে অচেতন। অদূরে উঠিয়া দাদার শিয়রে
ৎকিঞ্চিৎ জলতণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক সঙ্গীগণের সহিত রমাকান্ত স্বচ্ছন্দে দেশে
করিয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওদিকে রামেশ্বরের চৈতন্যোদয়
ইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। রমাই রমাই
লিয়া বারম্বার চীৎকার করিলেন, কেহই উত্তর দিল না! বেলা যখন
ক প্রহর, শিয়রের জলতণ্ডুলের প্রতি তখন রামেশ্বরের নেত্র নিপতিত
ইল। তখন তিনি বুঝিলেন, জন্মের মত অন্নজল প্রদান করিয়া রমাই
মাকান্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! রমাকান্তের চরিত্র
র্ব্বাবধিই রামেশ্বরের জানা ছিল। অত্যন্ত কুটিল, অত্যন্ত হিংস্র, অত্যন্ত
পট। বিশ্রামেতে আমার কুল হইল না, রমা তাহা জানে; না জানি
সই কুলপন্থা লইয়া সেই ক্রূরমতি কি অনর্থই বা বাধায়! সে হয় ত দেশে
গয়া পুত্রগণকে বলিবে, দাদার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে, আমার
াশীর্ব্বাদে তোমাদের কুল হইবে, তোমরা স্বচ্ছন্দে শ্রাদ্ধ কর। রমার
ুত্র শ্রীকৃষ্ণ রাইগাঁই ঘরে বিবাহ করিয়াছে, রমা হয় ত তাহার দ্বারা
ামার কন্যাকে সেই নিকৃষ্ট ঘরে সমর্পণ করাইবে। তাহা হইলেই
ামার সমস্ত পুত্রের কুল ধ্বংস হইয়া যাইবে। দুষ্টমতি রমাকান্তের ইহাই
ভিসন্ধি নিশ্চয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সেই রুগ্নাবস্থায় যষ্টির
উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন; দশ দিনে
দাঁইহাট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁইহাটের সম্মুখস্থ নদীর পর-
পারে মেটিয়ারি। ওপারে অনেক লোকসমারোহ হইয়াছে, মহা কলরব
হইতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া রামেশ্বর খেয়াঘাটের একজন মাঝিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওপারে এ সকল কিসের ধুমধাম?"

রামেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, মাঝি চঞ্চলভাবে কহিল, আপনাকে
দেখিয়া আমার আর জ্ঞান নাই! আপনিই না রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী? আপনিই
না ঐ গ্রামের রায়বাড়ীর জামাই? তাই ত! কি আশ্চর্য্য! আপনি বাঁচিয়া

রহিয়াছেন; কিন্তু এপারে আপনারই শ্রাদ্ধ হইতেছে, আমরা [illegible] শুনিলাম।

আমার শ্রাদ্ধ! কি ভয়ঙ্কর কথা! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, রামেশ্বর বিভ্রান্তচিত্তে মাঝিকে কহিলেন, শীঘ্র আমাকে পার করিয়া দেও। মাঝিও রাম রাম শব্দ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে পার করিয়া দিল। শ্রাদ্ধের আয়োজনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ভ্রাতা রমাকান্ত কিরূপ শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে, নৌকায় বসিয়া রামেশ্বর সেই সকল কথা মাঝিকে শুনাইলেন। বিস্ময় মানিয়া মাঝি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রায়বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

রামেশ্বরকে দেখিয়া রমাকান্তের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। দাদা ভূত হইয়া আসিয়াছে, সকলকে এই কথা জানাইয়া দিয়া রমাকান্ত তথা হইতে পলায়ন করিলেন। সভাস্থ লোকেরা রামেশ্বরকে বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, রামেশ্বর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় দিলেন। শুনিয়া সকলেই চকিতনয়নে চাহিতে চাহিতে সবিস্ময়ে কহিলেন, সংসারে এমন ভাই যেন কাহারও না হয়।

রামেশ্বরের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, পিণ্ডদান পর্য্যন্ত বাকি ছিল না, সুতরাং রামেশ্বরে পিণ্ডদোষ ঘটিল। সে অবস্থায় কোথায় কুল হইবে, রামেশ্বর পুনর্ব্বার তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে বিশুসুত গোবিন্দের সহিত তাঁহার কুল হইল। বিশ্রামে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পিণ্ডদোষ ঘুচিয়া গেল। এতৎসম্বন্ধে হরিনাথ ন্যায়ালঙ্কার কারিকায় লিখিয়াছেন—

আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ কুলকুমুদতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে,
সত্ত্বৈস্তৈ সদ্বিচারৈঃ সমপদ সদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনাম্নাত্মজক কুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখৈঃ
বিশ্রামে লব্ধকীর্ত্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥

নবদ্বীপের রাজা রাঘব, অতঃপর রামেশ্বরের শ্রাদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। রমাকান্তকে প্রতিফল দিবার ইচ্ছা হইল। রমাকান্তের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত।

কুলিয়কালের [illegible] এক [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইয়াছে। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আজ্ঞা দিলেন, আমার [illegible] কর. রমার সহিত তাহার বিবাহ দিব। রাজাজ্ঞা পালিত হইল, মুমূর্ষু রমাকান্তের সহিত রাজার ভাগিনেয়ীর নামমাত্র বিবাহ হইয়া গেল, রমাকান্তের কুলে কেশরকুণী দোষ ঘটিল। পরক্ষণেই রমাকান্তের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রেরা দাহ করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন। জগন্নাথক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ভ্রাতার প্রতি রমাকান্ত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলে তাঁহার পুত্রেরা বাপের বিয়া দেখিলেন। বিবাহের মন্ত্রপাঠ সময়ে রমাকান্ত সেই কন্যাকে বারম্বার মা বলিয়াছিলেন। এ বিবাহে শত শত ঢাক বাজিয়াছিল। রমাকান্ত কেশর হইল, রাঢ়ে বঙ্গে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। ঘটক ডাকাইয়া রাজা রাঘব এই কথা কারিকায় লিখাইয়া দিলেন। এই প্রকারে রমাকান্তের কুলনাশ এবং তৎপুত্রগণের কেশরকুণী ভাবপ্রাপ্তি।

রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীজ, রামজীবন বংশাবলী, মেল ফুলিয়া।

রমাকান্তের দশ পুত্রমধ্যে ২১ রামজীবন। রামজীবনের পুত্র ২৪ নীলকণ্ঠ (১৮), কৃষ্ণপ্রসাদ (১৯), মথুরেশ, হরিহর, চন্দ্রচূড় (২০) ও দেবীপ্রসাদ (২১)। জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠের পুত্র ২৫ কালীচরণ (২২)। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র ২৫ বাণীনাথ। চন্দ্রচূড়ের পুত্র ২৫ কালীশঙ্কর, ভবানীশঙ্কর ও মাণিক। দেবীপ্রসাদের পুত্র ২৫ কৃষ্ণনাথ, হরিনাথ, গঙ্গানারায়ণ (২৩), রঘুদেব ও সদাশিব।

---

(১৮) পুত্র পর্য্যায় মুং ফুং, সন্তোষে কন্যা প্রং, ভ্রাতৃ হরিহরাদি যোগে।

(১৯) পুত্র পর্য্যায় মুং ফুং, সন্তোষে কন্যা প্রং, সর্ব্বানন্দমেকযোগে।

(২০) পুত্রতুল্য মুং ফুং, সন্তোষ প্রং, ভ্রাতৃনামেক যোগে।

(২১) পুত্রতুল্য মুং ফুং, সন্তোষ প্রং, ভ্রাতৃনামেক যোগে।

(২২) উং মুং ফুং, সন্তোষ ততঃ পৌত্র পদ্মলোচন বরেণ প্রং, জ্ঞাতি ভ্রাতৃ খেলারাম ইত্যাদি যোগে।

(২৩) কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তীণঃ কং বিং ভর্ত্তিঃ, সাং রাজনগর। উং মুং, রামগতি প্রং, গঙ্গাপ্রসাদজ।

কালীচরণের তিন পুত্র ২৬ কীর্তিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ (২৪) ও লোকনাথ (২৫) জয়নারায়ণের পুত্র ২৬ রামকান্ত ও রামনিধি (২৬)। কীর্তিনারায়ণ নিজে ভক্ত, তৎপুত্র ২৭ মধুসূদন। দর্পনারায়ণের পুত্র ২৭ জয়রাম ও কৃষ্ণরাম। লোকনাথের পুত্র ২৭ রামসুন্দর ও গৌরচন্দ্র। রামকান্তের পুত্র ২৭ কৃষ্ণহরি। রামনিধির পুত্র ২৭ অভয়াচরণ। মধুসূদনের পুত্র ২৮ জগচ্চন্দ্র ও রঘুমণি (২৭)। কৃষ্ণহরির পুত্র ২৮ ঈশান, মহেশ ও যজ্ঞ। অভয়াচরণের পুত্র ২৮ জয়কুমার (২৮)। রঘুমণির পুত্র ২৯ আনন্দচন্দ্র। ঈশানের পুত্র ২৯ চন্দ্রমোহন ও মদনমোহন।

রামজীবনের অপর পুত্র হরিহর (২৯)। হরিহরের পুত্র ২৫ বিষ্ণুরাম (৩০) ও খেলারাম (৩১)। খেলারামের দুই পুত্র ২৬ রামকিশোর সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন (৩২) ও রাজকিশোর (৩৩)। রামকিশোরের পাঁচ পুত্র ২৭ অমর-কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (৩৪), চন্দ্রকান্ত (৩৫), গৌরীকান্ত, তারাকান্ত ও কাশীকান্ত।

---

(২৪) উং মুং কুং, কৃষ্ণরাম ততঃ পুত্র পদ্মলোচন বরেণ প্রং, ভ্রাতা লোকনাথ ইত্যাদি যোগে।

(২৫) উং মুং কুং, কৃষ্ণরাম ততঃ পুত্র পদ্মলোচন বরেণ প্রং, জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রভৃতয়ো যোগে।

(২৬) উং মুং কুং, গুরুপ্রসাদ প্রং।

(২৭) আর্ত্তি গাং, আনন্দ প্রং।

(২৮) সাং ধলছত্র, জেলা ঢাকা।

(২৯) পুত্র পর্য্যায়, মুং কুং, সন্তোষ প্রং, ভ্রাতৃ নীলকণ্ঠাদিযোগে।

(৩০) কাং রামজীবনস্য কং বিং ভঙ্গঃ।

(৩১) উং মুং কুং, সন্তোষ জ্ঞাতি ভ্রাতৃ কালীচরণাদি যোগে।

(৩২) উং মুং কুং, কৃষ্ণরাম, ততঃ পুত্র পদ্মলোচন বরেণ প্রং, জ্ঞাতি ভ্রাতৃ দর্পনারায়ণাদি যোগে, বং সন্তোষজ।

(৩৩) অয়ং ভঙ্গঃ। উং মুং কুং শিবচন্দ্র প্রং।

(৩৪) অয়ং ভঙ্গঃ। সাং ইদিলপুর। উং মুং কুং জগবন্ধু প্রং।

(৩৫) অয়ং ভঙ্গঃ। উং মুং কুং, গোবিন্দ প্রং।

রাজকিশোরের পুত্র, ২৭ উদয়চাঁদ (৩৬) ও গঙ্গাপ্রসাদ (৩৭)। অভয়কৃষ্ণের পুত্র, ২৮ ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ (৩৮), ভৈরবচন্দ্র তর্কালঙ্কার (৩৯) ও নন্দকুমার (৪০)। চন্দ্রকান্তের পুত্র, ২৮ নবকুমার (৪১), কালীকুমার (৪২) শুক-সিদ্ধান্ত ও রামকমল এই তিন পুত্র। উদয়চাঁদের পুত্র, ২৮ আনন্দচন্দ্র ও গঙ্গাপ্রসাদের প্যারীমোহন, হরিমোহন, শশিমোহন ও বসন্ত এই চারি পুত্র। ঈশানচন্দ্রের পুত্র, ২৯ কালীপ্রসন্ন, হরপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন, জানকীনাথ ও কাশীনাথ। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র, ২৯ শ্রীনাথ ও গুরুনাথ। নবকুমারের পুত্র, ২৯ অন্নদাচরণ ও শ্যামাচরণ। নন্দকুমারের পুত্র, ২৯ মধুসূদন। রামকমলের পুত্র, ২৯ বিশ্বেশ্বর ও তারকেশ্বর। আনন্দচন্দ্রের পুত্র, ২৯ করুণাকুমার, মহিমাচন্দ্র, কৈলাশচন্দ্র ও রামচন্দ্র। প্যারীমোহনের পুত্র, ২৯ হরেন্দ্র। হরপ্রসন্নের পুত্র ৩০ শশাঙ্ক। শ্রীনাথের পুত্র, ৩০ দীননাথ। অন্নদাচরণের পুত্র, ৩০ অনুকূল ও হেমচন্দ্র এবং শ্যামাচরণের পুত্র ৩০ সুরেন্দ্র।

জিতামিত্র প্রকরণ। খড়দহ মেল, চাঁদবল্লভী।—বন্দ্য ভগীরথের দ্বিতীয় পুত্র জিতামিত্র (১)। তৎপুত্র ২১ বাণী শিকদার (২) ও

---

(৩৬) উঃ মুঃ ফুঃ, বৃন্দাবন, মুঃ ফুঃ, নবীন প্রঃ।

(৩৭) উঃ মুঃ, ফুঃ, বৃন্দাবন, প্রঃ, উঃ মুঃ ফুঃ তারক প্রঃ।

(৩৮) উঃ মুঃ ফুঃ, অনাথ প্রঃ, সাং কুরাণী।

(৩৯) উঃ মুঃ ফুঃ, কালীকুমার মুঃ ফুঃ, নবীন প্রঃ, সাং কোটাপাড়া।

(৪০) উঃ মুঃ ফুঃ, রাসবিহারী, মুঃ ফুঃ, আনন্দবিহারী প্রঃ, সাং পালং।

(৪১) উঃ মুঃ ফুঃ, অম্বিকাচরণ প্রঃ, সাং কোটাপাড়া।

(৪২) উঃ মুঃ ফুঃ, কৈলাস প্রঃ।

(১) জিতামিত্র,—সং মুং বি রামভদ্র, মুং বি বল্লভ, মুং বি গৌরীদাস, আর্ত্তি গাং যদু, আং প্রং, পশ্চাৎ আর্ত্তি গাং শ্রীপতি, চং ধং ভুবনযোগে; আং প্রং অত্র মধুসম্পর্কাৎ মেল খড়দহ। ক্ষেমা গাং রামনাথ, গাং জানকীনাথ, আং প্রং।

(২) বাণী,—আর্ত্তি গাং রামনাথ, গাং জানকীনাথ, সং মুং বি গোবিন্দ,

[illegible]রাম। এই রাণী পিতার চাঁদবল্লভী আশ্রয়। [illegible]—চাঁদবল্লভ কৃষ্ণদাস,
রাণী শেষে উন্মাদ। রাজীব পুত্র ২২ চণ্ডীদাস, হরিনাথ, মথুরানাথ, ভবনাথ (৩) ও শিবনাথ। ভবনাথসুত ২৩ হরিরাম (৪), মধুসূদন। হরি-রামসুত ২৪ নন্দরাম (৫), রামদুর্লভ, (অয়ং ভঙ্গ) শিবরাম, (অয়ং ভঙ্গ) লক্ষ্মীকান্ত, (অয়ং ভঙ্গ) গৌরীচরণ, (অয়ং ভঙ্গ) রামকিশোর, রামশরণ, বিষ্ণুরাম, কালীশঙ্কর। নন্দরামের পুত্র ২৫ রুদ্র। রামদুর্লভের পুত্র ২৫ কৃষ্ণরাম, শোভারাম। কৃষ্ণরামসুত ২৬ গদাধর। তৎসুত ২৭ শঙ্কর। শোভারামসুত ২৬ মনোহর, রঘুনাথ, বলরাম, রামচন্দ্র, রামকানাই, পঞ্চানন। রামকানাইসুত ২৭ রামরতন। ২৪ শিবরামপুত্র ২৫ ধর্ম্মদাস। রাম, যুগলকিশোর, ভগীরথ, ব্রজকিশোর, রামরাম, শঙ্কর, আনন্দিরাম। যুগলকিশোরপুত্র ২৬ নন্দলাল, রামকান্ত, কালাচাঁদ। ব্রজকিশোরপুত্র ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র, দৈবচন্দ্র। আনন্দিরামসুত ২৬ রামসুন্দর তর্কবাগীশ ও রামতনু, সাং বহিচী। লক্ষ্মীকান্তসুত ২৫ রামরাম, দুর্গারাম, শ্যাম, বিষ্ণুরাম, গোবিন্দ, দয়ারাম। গৌরীচরণসুত ২৫ আত্মারাম ও শোভারাম।

২৩ মধুসূদন (৬)। তৎসুত ২৪ মহাদেব, (অয়ং ভঙ্গ) সীতারাম, (অয়ং ভঙ্গ) উমাকান্ত, (মাথাই মেলে গত) কালীচরণ (৭) ও কিঙ্করনামা,

---

মুং খি, রাজীব, আং প্রং। পশ্চাৎ লং মুং বি চাঁদ, মুং বি বল্লভ.—মুং বি কৃষ্ণদাস, পুত্র ভবনাথ দ্বয়েণ প্রং, চং ধং, রামনাথযোগে। অত্র চাঁদ-বল্লভী আপ্তঃ।

(৩) ভবনাথ,—লং মুং বি রামজীবন, মুং বি লক্ষ্মণ, মুং বি রাম, মুং বি যাদবেন্দ্র, আং প্রং, মুং বি কৃষ্ণদাসজাং।

(৪) হরিরাম,—লং মুং বি অনন্তরাম, উং মুং ফুং মহাদেব, চং চৈ ষষ্ঠী-দাস, আং প্রং, অত্র পঞ্চানার্বিভাব।

(৫) নন্দরাম,—লং মুং বি রাধাকান্ত প্রং, আর্ত্তি চং অ রাজারাম প্রং।

(৬) মধুসূদন,—আর্ত্তি চং অ, কৃষ্ণকিঙ্কর, চং অ, রমাপতি, আং, প্রং চং অ, বিশ্বেশ্বরজো; অত্র রজনীকরিভাব।

(৭) কালীচরণ,—ক্ষেমা চং অ, দুর্গাচরণ প্রং।

বাসুদেব (৮)। মহাদেবসুত ২৪ রামশরণ, শ্যাম। সীতারামসুত ২৫ সাতু, রামকান্ত। সাতুসুত ২৬ রামপ্রসাদ, রামানন্দ, রামমোহন, রামধন। রামকান্তসুত ২৬ বিনোদরাম, গঙ্গাপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ। কিঙ্নামা বাসুদেবসুত ২৫ শ্যামাচরণ (৯), দুর্গাচরণ (১০), ঘনশ্যাম। শ্যামাচরণসুত ২৬ রামদুলাল (১১), গঙ্গানারায়ণ, কৃষ্ণচরণ (১২), রামচরণ, রামনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ। রামদুলালপুত্র ২৭ প্রাণকৃষ্ণ, কৃষ্ণজীবন। কৃষ্ণচরণসুত ২৭ তারিণীচরণ, দেবীচরণ। রামনারায়ণসুত ২৭ মদনমোহন। গুরুপ্রসাদসুত ২৭ রামচন্দ্র। দুর্গাচরণসুত ২৬ পঞ্চানন (১৩), রামসুন্দর, রামানন্দ, রঘুনাথ, কমললোচন, রামশঙ্কর, রামলোচন, রামকিশোর, গৌরাঙ্গচাঁদ, রামতনু, নবকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। পঞ্চাননপুত্র, ২৭ রামরাম, কানাই, কালাচাঁদ, শিবরাম, রামনিধি, জয়কৃষ্ণ, বংশীবদন, কৃষ্ণমোহন। রামসুন্দরসুত ২৭ রামনিধি, ত্রিলোচন, গোপীনাথ, রামমোহন। রঘুনাথসুত ২৭ দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ। কমললোচনসুত ২৭ নিত্যানন্দ, কাশীনাথ, জগন্নাথ, পার্ব্বতীনাথ। রামলোচনসুত ২৭ রামরাম, ভৈরব, প্রেমচাঁদ, লালচাঁদ, জগচ্চন্দ্র। রামকিশোরসুত ২৭ তনুরাম, বদনচাঁদ (সাং হালীসহর)। গৌরাঙ্গসুত ২৭ ঠাকুরদাস। রামরামসুত ২৮ রাজনারায়ণ। তৎসুত ২৯ নিমচাঁদ, রামনরসিংহ, গোবিন্দ। বদনচাঁদসুত ২৮ ঈশ্বরচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, প্যারীমোহন। ঈশ্বরসুত ২৯ শ্রীরাম, হরলাল, রমণ, কেদার, গোপীকৃষ্ণ, ইনি মুন্সেফ। হরলালপুত্র ৩০ আশুতোষ, ভবতোষ।

---

(৮) কিঙ্নামা বাসুদেব,—আৰ্ত্তি চং জ, রামেশ্বর প্রং, পুত্রতুল্য মুং ফুং, রূপরাম প্রং, ততো মুং ফুং, অযোধ্যারাম প্রং, মুং ফুং, শিবাচার্য্য গোষ্ঠী।

(৯) শ্যামাচরণ,—উং মুং ফুং, রূপরাম প্রং, ততঃ পুত্র শ্যামবরেণ প্রং।

(১০) দুর্গাচরণ,—গাং মধুসূদন রায়স্য কং বিং ভঙ্গঃ, উং মুং, রামকান্ত [ং] কাশীনাথ প্রং।

(১১) রামদুলাল,—আৰ্ত্তি গাং শ্যাম প্রং, অত্র বীরভদ্রীপ্রাপ্তঃ।

(১২) কৃষ্ণচরণ,—উং মুং ফুং কালীপ্রসাদ প্রং।

(১৩) পঞ্চানন,—মুং পরাণ প্রং, সাং উত্তরপাড়া।

২৭ কালাচাঁদ (চং হরি প্রং)। তৎপুত্র,—২৮ জগবন্ধু, রমানাথ। জগবন্ধুপুত্র, ২৯ বামাচরণ, শ্রীপ্রমদাচরণ (১৪)। রমানাথপুত্র ২৯ শ্রীমহেন্দ্র-নাথ, শ্রীপ্রিয়নাথ (১৫), শ্রীপ্রমথনাথ ও শ্রীশেখরনাথ। রামনিধিপুত্র ২৮ লালমোহন, আনন্দমোহন, নবীন। লালমোহনপুত্র, ২৯ প্যারীমোহন। আনন্দমোহনপুত্র, ২৯ ব্রজমোহন। নবীনপুত্র ২৯ রাখালদাস। বংশীবদন-সুত ২৮ রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণধন, লক্ষ্মীনারায়ণ। কৃষ্ণধনসুত ২৯ পার্ব্বতীচরণ, তারিণীচরণ। লক্ষ্মীনারায়ণসুত ২৯ হরিশ, বিশ্বেশ্বর, ভোলানাথ, আশুতোষ। হরিশপুত্র ৩০ বিধু, করুণাময়। কৃষ্ণমোহনপুত্র, ২৮ বেণীমাধব। প্রিয়নাথ-সুত ৩০ শ্রীহেমচন্দ্র।

সাগরদিয়া বন্দ্য, ভগীরথবংশ, বাট্‌কেমারি।

দেবানন্দের সন্তান, গঙ্গানন্দগোষ্ঠী, মেল সর্ব্বানন্দী।

ভট্টনারায়ণ হইতে ১৯ পুরুষ ভগীরথ। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে এস্থলে দেবানন্দের বংশই (১) কীর্ত্তন করা যাইতেছে।

দেবানন্দের তিন পুত্র,—২১ শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গানন্দ ও দেবীদাস। শ্রীকৃষ্ণ-সুত ২২ রঘু। রঘুসুত, ২৩ হরিবল্লভ, রামবল্লভ। হরিবল্লভসুত, ২৪ রামগোবিন্দ, রামনারায়ণ, রামজীবন, মধু, রামকৃষ্ণ। গঙ্গানন্দসুত, ২২ রতিনাথ, ভবানীদাস, কাশীনাথ। রতিনাথসুত, ২৩ রামগোপাল, মহেশ, রামনারায়ণ, রামগোবিন্দ, রামকেশব। রামগোপালসুত ২৪ রামকান্ত, রাধাকান্ত।

২১ পরিচয়ে গঙ্গানন্দ। ঘটকেরা তাঁহার বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

গঙ্গানন্দ বিয়া করে শঙ্করনন্দিনী।
শঙ্কর মহিন্তা বটে সত্য এ কাহিনী॥

---

(১৪) শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী। ইনি এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকের পদে নিযুক্ত।

(১৫) ইনি বি, এল ; বেরিলি কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল।

(১) এই বংশে খড়দহ মেলের লোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

এ কারণে হইল সর্ব্বানন্দী রবিকরি।
আর তাহে পুনঃ মহিন্তা বিচারি ॥
তারপর হরি ঘোষ ক্ষেম্য নিকশে।
আদান-প্রদান নাই কেবল কুল কুশে ॥
পরে চট্ট নীলকণ্ঠ বাসুদেব-সুত।
তাহাতে জানিবে এই অবসতি-সুত ॥
লভ্যমুখ রাজীবের অনন্ত সন্ততি।
অনন্ত কারণ তাহা আছে অবগতি ॥
সুতামাত্র * জানিবা বিশেষ।
রতিও ভবানীদাস কাশীনাথ শেষ ॥
রতিনাথের প্রদানমতে বিষ্ণুদাস সুতে।
কেশব হরি দুইজন কেবল কুশেতে ॥
পরে ক্ষেম্য * হরি ঘোষ সুত
জানকী রাঘব চট্ট রামেশ্বর-সুত ॥
লভ্যমুখ কালীদাস রাজীব-সন্ততি।
পরে চট্ট * * প্রদান বিদিতি ॥
পরে আর্ত্তি শিবরাম ক্ষেম্যভাবে।
গোপাল শিবরামসুত বিশেষ জানিবে ॥
সুতাসুখ রতিনাথের এক এক গণ।
গোপাল, মহেশ, গোবিন্দ আর নারায়ণ ॥

ভগীরথের পুত্র দেবানন্দের বংশপরিচয় এইরূপ :—

দেবানন্দ কুলে বন্দ্য ভগীর সন্ততি।
প্রথমেতে গাঙ্গ যদু কেশব শ্রীপতি ॥

ধন ভুবন চট্টযোগে খড়দহ প্রবেশ।
লভ্য মুখ রামভদ্র বল্লভ গৌরী শেষ॥
সুত তিন গুণবান একে একে করে।
শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গানন্দ, দেবীদাস পরে॥
শ্রীকৃষ্ণের দিগুী বিয়া প্রথমে হইল।
রামনাথ গঙ্গসুতে প্রদান করিল॥
গাঙ্গ জানকীতে দিতে পাইলেন হেতু।
পরে লভ্য গোবিন্দ রাজীব বিশো রামভদ্রসুত॥
কেহ কেহ লেখে তাহা কেহ বা কেচিৎ।
তৎসুত রঘুমাত্র এই তো বিদিত॥
বিধির বিপাকে তিনি হইলেন সুতাহীন।
কিরূপে হইবে কুল ভাবে নিশিদিন॥
কিবা হবে কুলে সবে ভাবি বসে বসে।
গাঙ্গ মহেশ চট্ট রামচন্দ্র কুল কুশে॥
পুত্র দুই হরিবল্লভ রামবল্লভ নাম।
দুই জনার কন্যা হতে পূরে মনস্কাম॥
হিরণ্যের প্রথম ধনো মুকুন্দে প্রদান।
বিড়ালদিয়া দিগুী তাহে কুলাচার্য্যে কন॥

ভবানীদাসসুত, ২৩ রাঘব, রামজীবন, রাজীবলোচন। রামজীবনসুত ২৪ কালীচরণ। তৎসুত ২৫ অনন্তরাম। তৎসুত ২৬ রামদুলাল। তাঁহার পুত্র, ২৭ কালীদাস, যাদবেন্দ্র তর্কবাগীশ, রামমোহন ও গোপীনাথ। কালীদাস, নিবাস সাং নিমতা ও যাদবেন্দ্র সাং হরিনাভী, রাজপুর। কালীদাসসু[ত] ২৮ রাজনারায়ণ (২)। তৎসুত ২৯ জানকীনাথ ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা

(২) রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। সন্তানা[দি] জন্মিবার পর, ইনি নিমতা গ্রামের পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া বহুকা[ল]

কন্যার গর্ভে গ্রন্থকার শ্রীতিনকড়ি ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন। যাদবেন্দ্রসুত ২৮ গোবিন্দ, কৃষ্ণগোবিন্দ। রামমোহনসুত, ২৮ গোপাল। গোপীনাথের বংশাভাব।

রাজীবলোচনসুত ২৪ মাণিকরাম। তৎসুত ২৫ মুক্তারাম। তাঁহার পুত্র ২৬ কাশীনাথ। তৎসুত ২৭ রামতারক ও কার্ত্তিকচন্দ্র। রামতারকসুত ২৮ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র হাল নিবাস, সাং শিবপুর ও শ্রীযদুনাথ, নিবাস, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বহুবাজার। গোবিন্দসুত ২৯ শ্রীবিপিনচন্দ্র ও যদুনাথসুত শ্রীনসীরাম। কার্ত্তিকচন্দ্রসুত ২৮ শ্রীভুবনমোহন, নিবাস চালতা-বাগান, নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন। তৎসুত ২৯ শ্রীসতীশচন্দ্র, শ্রীগিরিশচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবটকৃষ্ণ। সতীশচন্দ্রসুত ৩০ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ।

ভগীরথজ, শ্রীমন্তগোষ্ঠী, কৃষ্ণগোবিন্দ বংশাবলী। মেল খড়দহ, কাশ্যপকাঞ্জারী।—শ্রীমন্তসুত ২১ রামচন্দ্র। তৎসুত ২২ রাঘব। তাঁহার পুত্র ২৩ কৃষ্ণচরণ। ২৪ রামগোপাল। ২৫ অভিরাম। তৎসুত ২৬ কৃষ্ণগোবিন্দ (১)। তৎসুত ২৭ রামজয়, সাং দোহার, জেলা

সংসারত্যাগী হন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। পরে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের অনুনয়ে এবং ৺গুরুদেবের অনুরোধে সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র প্রভৃতির বিয়োগে তাঁহাকে অত্যন্ত শোকে ও দুঃখে কালযাপন করিতে হয়। ইনি স্বীয় শ্বশুরালয় বারাশত সব্ ডিবিজনের অধীন কল্যাণপুর গ্রামে বাস করিয়া সন ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে অন্যূন ৮৫ বৎসর বয়সে একমাত্র দৌহিত্র (এই গ্রন্থকার) রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে তাঁহার পত্নীও জীবিতা ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহার পুত্রবধূ সাং চাতরা নিবাসী ৺শঙ্কর সিদ্ধান্তের কন্যাও জীবিতা আছেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই।

(১) কৃষ্ণগোবিন্দস্য অতিক্রম্য, গাং তারাচাঁদ প্রং, গাং রামজয়স্য, বং দেবল দৃষ্টা।

ঢাকা, রামসুন্দর (২) ও কাশীনাথ। রামজয়সুত, ২৮ নন্দকুমার। তৎসুত ২৯ মহেশ, অস্য বংশাভাব। রামসুন্দরসুতা ২৮ ভৈরবচন্দ্র (৩)। তৎসুত ২৯ অক্ষয়কুমার, দুর্গাচরণ (৪), অশ্বিনীকুমার (৫), অমরচন্দ্র। অক্ষয়কুমার-সুত ৩০ পরেশনাথ, সোমনাথ, প্রমথনাথ, সতীশচন্দ্র। দুর্গাচরণসুত ৩০ সুরেন্দ্রনাথ, ভুপেন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদনাথ। অশ্বিনীকুমারসুত, ৩০ শৈলেন্দ্রনাথ। অমরচন্দ্রসুত ৩০ দেবেন্দ্রনাথ।

কাশীনাথসুত ২৮ রাধামাধব। তৎসুত ২৯ শ্যামচাঁদ। তৎসুত ৩০ অনাথবন্ধু ও প্রসন্নচন্দ্র। প্রসন্নচন্দ্রসুত ৩১ বসন্ত ও বিজয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ অতিক্ষেম্য। তৎপ্রমাণসূচক ধ্রুবানন্দোদ্ধৃত দেবল বন্দ্যোর কুলের কবিতা এই :—

দেবলস্যোচিতশ্চট্টো বহুরূপ উদাহৃতঃ।
আহিতো মুখজস্তদ্বৎদভ্যাবৃর্ত্ত্যা ক্রটিকৃতঃ॥
শিরোঘোষস্তথৈবাস্যাতি ক্ষেম্যোগাং গদোঽপিচ।
হ্যানঃ কাঞ্জি কানুকোপী দেবলস্য সুতা ইমে॥
নৃসিংহোঽথ মহানন্দঃ শিকো যোগী ভয়াপহ।

---

(২) রামসুন্দরস্য ক্ষেম্য গাং, ভগবান প্রং, বিশ্রামে ক্ষেম্য গাং, জগন্নাথ প্রং, গাং তারাচাঁদজ।

(৩) ভৈরবচন্দ্রস্য আর্ত্তি গাং, জগন্নাথ, ততঃ পুত্র রামচন্দ্র, কালীকুমার বরাভ্যাং প্রং। পুনর্গাং জগন্নাথ, স্বপুত্র অক্ষয়কুমার, দুর্গাচরণ বরাভ্যাং প্রং। বিশ্রামে ক্ষেম্য গাং, কালীকুমার প্রং।

(৪) দুর্গাচরণ,—ইনি ঢাকা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের বিখ্যাত সংস্কৃতাধ্যাপক। সাং দোহার, জেলা ঢাকা।

(৫) ইনিও প্রসিদ্ধ ইংরাজীভাষাবিৎ শিক্ষক, সাং দোহার।

কাঁটাদিয়া কুল, মেল খড়দহ।

দাস্নু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান,—চতুর্ভুজ প্রং।

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে উপরোক্ত বংশ বর্ণন করা যাইতেছে। এই বংশের প্রথম কুলীন মকরন্দ ভট্টনারায়ণ হইতে একাদশ পুরুষ। মকরন্দের দুই পুত্র,—১২ দাস্নু ও বিনায়ক। প্রথমটী কাঁটাদিয়া, দ্বিতীয় নপাড়ী। দাস্নু কণ্টকদ্বীপে বাস করাতে "কাঁটাদিয়া" ও বিনায়ক নপাড়া গ্রামে বাসহেতু "নপাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। দাস্নু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ এইরূপ :—

দাস্নু বন্দার একাদশ পুত্র,—১৩ বাস্নু, অভ্যাগত, বাটু, মুরারি, বনমালী, মধু, দনু, নৃসিংহ, গড়ু, প্রথরী ও মাধব।

পঞ্চম বনমালীর দুই পুত্র—১৪ ভব ও ভীম। ভীম হইতেই এই বংশ বিস্তারিত হইয়াছে। ভীমের পুত্র ১৫ হরিনারায়ণ, মাধব, রবি। মাধবসুত ১৬ কুবের, উমাপতি, আদিত্য ও অনন্ত। আদিত্যসুত ১৭ দিবাকর, পীতাম্বর। পীতাম্বরসুত ১৮ গঙ্গাগতি, চতুর্ভুজ (১), রাজাধর, অর্জ্জুন, রুদ্র, ধনঞ্জয়। রাজাধর, অর্জ্জুন, রুদ্র ও ধনঞ্জয়বংশে কুলাভাব। গঙ্গাগতি সর্ব্বানন্দী-প্রাপ্ত। (নিম্নে তাঁহার স্বতন্ত্র বংশাবলী দেখ।) চতুর্ভুজের তিন পুত্র—১৯ লোহাই (২), সবাই, সুন্দর। লোহাইসুত ২০ শ্রীনাথ পাঠক (৩), মাধব,রাম, বাস্নু, বাণীনাথ, কমল, কৃষ্ণধন, হৃদয়, যাদব। শ্রীনাথসুত ২১ রাম ও যদুনাথ পাঠক (৪)।

---

(১) চতুর্ভুজস্যার্ত্তি চং অনাই, নূন চং বনারি আর্ত্তি মুং গোপাল ঘটক নূন চং, জগাই চং, বাণ।

(২) লোহারিকস্য নূন চং চিত্রাঙ্গদ অত্র চিতৌপ্রস্তঃ। আর্ত্তি চং ত্রিপুরারি ভ্রাতৃযোগে মুং যোগেশ্বর পণ্ডিত ভ্রাতৃযোগে, অত্র নূন চং শ্রীগর্ভ অত্র সুধনালী।

(৩) শ্রীনাথস্যার্ত্তি মুং মৃত্যুঞ্জয়, মুং গঙ্গানন্দ ভট্ট ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য্য বরেণ প্রং প্রং চং উদয়ো।

(৪) যদুনাথ পাঠক চক্রবর্ত্তিণ আর্ত্তি মুং রামভদ্র, মুং শিবাচার্য্য, মুং কানাই, মুং গোবিন্দরাম, চং শঙ্কর, চং শ্রীনিবাস। তত সন্দিগ্ধদিগুী পাঠকচন্দ্রস্য কন্যাবিবাহ, অত্র পাঠকচন্দ্রী। চং কৃষ্ণদাস, চং হরি অত্র খড়দহ।

মাধবসুত ২১ ত্রৈলোক্যনাথ (৫) জানকীনাথ, রাম অপুত্রক। যদুনাথসুত ২২ গোপাল, মুকুন্দ, মধুসূদন, গোবিন্দ, গোপীনাথ। গোপালপুত্র ২৩ মহেশ, মথুরেশ, গণেশ, চাঁদ, জগন্নাথ। মহেশসুত ২৪ রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ (৬) রামকৃষ্ণভঙ্গ ও বহুবিবাহ এবং অপুত্রক।

জয়কৃষ্ণের পুত্র ২৫ যাদব, নন্দকিশোর, নরেন্দ্র (৭) কন্দর্প, কৃষ্ণচন্দ্র। যাদবসুত ২৬ রাধাকান্ত, বল্লভিকান্ত। নন্দকিশোরপুত্র ২৬ ব্রজ। নরেন্দ্র-পুত্র ২৬ রুদ্রদেব, মনোহর, কালীচরণ, রামানন্দ, উদয়, বেহারি, রসিক, শ্রীকৃষ্ণ, তিতু। শ্রীকৃষ্ণপুত্র, ২৭ চাঁদ, কীর্ত্তিচন্দ্র, লোকনাথ।

রুদ্রদেবের পুত্র ২৭ নয়ন, শঙ্কর। কন্দর্পসুত, ২৬ বিশ্বনাথ, শঙ্কর, রমাকান্ত, দয়ারাম, আত্মারাম, গণেশ। গণেশের বংশাভাব।

চাঁদের পুত্র ২৮ প্রাণবল্লভ (৮) কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভসুত, ২৯ নকড়ি, নরেন্দ্র, হৃদয়রাম, বাণেশ্বর, কল্যাণ, বিশ্বনাথ, জানকীনাথ, ধর্ম্মদাস, লোকনাথ, নন্দকুমারাদয়। নকড়িসুত ৩০ হরি। তৎসুত ৩১ রুদ্র, বিশ্বনাথ, রামানন্দ, নারায়ণ। জানকীনাথসুত ৩০ খেলারাম, ভবানন্দ, রামশঙ্কর। রামশঙ্করসুত, ৩১ রাধানাথ, রাজীবলোচন, গুরুচরণ, নারায়ণ। সাং খাড়ুবদি।

---

(৫) ত্রৈলোক্যনাথস্য পিতৃবয়স্তুল্য চং গুণার্ণবানন্দখানস্য কন্যা বিং হানি।

(৬) জয়কৃষ্ণস্য সন্দিগ্ধ ত্রিবেণীনিবাসী সুবর্ণবণিক-ব্রাহ্মণস্য কন্যাবিবাহ। কেচিৎ বদন্তি। ততো ন্যূন চং হরিরাম এং সিদ্ধান্তি আর্ত্তি চং চণ্ডীদাস, অত্র ভবানন্দ মিশ্রী। ততো গাং রাধাবল্লভস্য রায়স্য কন্যা বিং ভঙ্গঃ। আর্ত্তি মুং দুর্গাদাস প্রং। অত্র দুর্গাদাসী। ন্যূন চং রামচন্দ্র আং প্রং হেতুঃ। আর্ত্তি মুং শিবারাম কুং মধুসূদনসুত।

(৭) নরেন্দ্রস্যার্ত্তি মুং প্রতাপনারায়ণ মুং হৃদয়।

(৮) প্রাণবল্লভস্য ক্ষীরগ্রামনিবাসী, সন্দেহ লক্ষ্মণ বিদ্যাবাগীশস্য কং বিং, আর্ত্তি মুং মহাদেব অবিদ্যমানে কন্যাগ্রহণ, অত্র রজনীকরী। ততোঽস্য-কন্যা মহাদেবপুত্রেণ বলাদপহৃত্য কেচিৎ। সাকন্যামধ্যমাংশপুত্রায় চট্ট-কিশোরায় প্রং।

প্রাণবল্লভপুত্র, ২৯ শিব (৯), গৌরী। শিবদেবপুত্র, ৩০ কালীচরণ (১০), ভবানীচরণ, গোকুল (১১), হরিদেব, রঘু, দুলাল। কালীচরণসুত, ৩১ রামকান্ত, রামচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই দাস্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২) বংশোদ্ভব।

এক্ষণে চতুর্ভুজের পুত্র সবাইয়ের বংশ বর্ণিত হইতেছে:—চতুর্ভুজের দ্বিতীয় পুত্র ১৯ সবাই (১২)। তৎসুত, ২০ মধু, গোপীনাথ, শ্রীগর্ভ (১৩), কেশব। মধুসুত, ২১ শ্রীকান্ত, জগন্নাথ। শ্রীগর্ভসুত ২১ রঘু (১৪), গৌরীকান্ত (বৈষ্ণবী মেলে গত) চাঁদ, রমাকান্ত, শ্রীরাম, লোকনাথ। রঘুনাথসুত ২২ জগদানন্দ, বংশী, গোপাল, শুণানন্দ, পার্ব্বতী। জগদানন্দসুত ২৩ রাধাবল্লভ, গোপীরমণ, রত্নেশ্বর। রাধাবল্লভসুত ২৪ শ্রীধর, মহাদেব, রামচন্দ্র। মহাদেবসুত, ২৫ শ্রীধর, রামরাম, শুকদেব, কৃষ্ণ।

---

(৯) শিবদেবস্য কাকড়িহাটিনিবাসী। সন্তোবস্য কং বিং, সন্দেহ আর্ত্তি মুং হরিরাম এং। পুত্র কালীচরণ গৌরিযোগাৎ পশ্চাৎ। পিতৃতুল্য চং রামকিশোরপুত্র কালীচরণাদি বরেণ এং।

(১০) কালীচরণস্য মুং হরিরামস্য কং বিং, পশ্চাৎ পিতামহ পর্য্যায়, চং রামকিশোরস্য কং বিং গোপালমঃ। আর্ত্তি মুং শুকদেব এং ফুং, হরিদেবপৌত্র, ভ্রাতৃ হরেকৃষ্ণ যোগাৎ।

(১১) গোকুলস্যার্ত্তি মুং রামদেব এং, মুং নন্দরাম এং, ফুং রত্নেশ্বরজ, অত্র রত্তঃ।

(১২) এই বংশের এই পর্য্যন্ত এখানে প্রকাশিত হইল। উৎসাহ পাইলে, বিশিষ্ট পাঠকমহাশয়গণকে এই বংশের পূর্ণাংশ প্রদর্শন করিতে যত্ন পাইব।

(১৩) সবাইকস্য ন্যূন চং যষ্টীদাসহেতুঃ আর্ত্তি চং ত্রিপুরারি এং, মুং যোগেশ্বর পণ্ডিতপুত্র শ্রীগর্ভবরেণ এং, ন্যূন চং শ্রীগর্ভ এবং চং মধু এং।

(১৪) শ্রীগর্ভস্যার্ত্তি মুং অমর, মুং শঙ্কর, মুং জানকীনাথ, অভ্যাবৃত্তি অত্র মধু।

(১৫) রঘুনাথস্য মারুপখানি যবনসম্পর্কঃ, ততো আর্ত্তি মুং অনন্তপুত্র সদানন্দবরেণ হেতুঃ অত্র বজেশ্বরী হরিমজুমদারিচ, চট্ট হরি মজুমদার, মুখ সদানন্দকে মালা দিয়াছিল। ততো ন্যূন চং কানাই আং কামদেবজ।

রামরামসুত ২৬ রাজারাম, শ্যাম, কিনু, আত্মারাম, চতুর্ভুজ, মনোহর রামনিধি। রামচন্দ্রসুত, ২৫ বিশ্বেশ্বর, অনন্তরাম, পাঁচু, বাণেশ্বর। বিশ্বেশ্বর পুত্র, ২৬ বলদেব, জয়দেব, ব্রজনাথ, কানুরাম। বলদেবসুত ২৭ গৌরীকান্ত রামদেব, গঙ্গানারায়ণ, রামনারায়ণ, মাণিক। সাং সোমনগর। জয়দেবসুত ২৭ ভবানীচরণ, শ্যামাচরণ। ভবানীচরণসুত ২৮ কৃষ্ণচরণ, রামচরণ, রাম প্রসাদ। ব্রজনাথপুত্র ২৭ প্রভুরাম, পরমানন্দ। সাং প্রতাপপুর। গোপাল সুত ২৩ রত্নেশ্বর, বিশ্বেশ্বর (১৬) কাশীকান্ত। রত্নেশ্বরসুত ২৪ রামচন্দ্র, রঘুনাথ। রামচন্দ্রের বংশাভাব। রঘুনাথপুত্র, ২৫ কৃষ্ণদেব, মহাদেব, নিধিরাম, গঙ্গাধর, জগদীশ। নিধিরামসুত ২৬ লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন। তৎসুত ২৭ সদাশিব. সাং আগড়পাড়া।

বিশ্বেশ্বরসুত ২৪ রাঘব। তৎসুত ২৫ জয়রাম, কৃষ্ণরাম, অযোধ্যারাম। সাং খড়িধানি। বংশীসুত ২৩ রামচন্দ্র। পার্ব্বতীসুত ২৩ রাঘব, মধুসূদন, নরোত্তম। রাঘবসুত ২৪ শিবরাম, রত্নেশ্বর, বিষ্ণুরাম। রত্নেশ্বরসুত ২৫ খেলারাম, হরিরাম, শিবরাম, রামকান্ত, নারায়ণ। বিষ্ণুরামসুত ২৫ পদ্ম-লোচন বিদ্যালঙ্কার, সাং তালা। মধুসূদনসুত ২৪ রাজারাম, সাং অম্বিকা-চাকলা ও নরোত্তম দক্ষিণদেশবাসী।

সবাইসুত ২১ কেশব। তৎসুত ২২ মথুরেশ। তৎপুত্র ২৩ নন্দকিশোর, রামনাথ, যাদু, চাঁদ, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রামশরণ, রাজারাম। নন্দকিশোর-সুত ২৪ বিশ্বেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামজীবন, রাজারাম, প্রাণকৃষ্ণ। বিশ্বেশ্বরসুত ২৫ রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, বলরাম, রূপরাম, ভৃগুরাম, রাজারাম। রত্নেশ্বরসুত ২৫ মুকুন্দ, নীলকণ্ঠ, গঙ্গাধর, মনোহর। চাঁদের পুত্র ২৪ রামগোপাল। তৎসুত, ২৫ নিমাই ও অপর দশ জন। নিমাইসুত, ২৬ জগমোহন, কানাই, নন্দরাম, রামদুলাল, শিবরাম। জগমোহনপুত্র, ২৭ দীননাথ, নন্দরাম,

---

(১৬) বিশ্বেশ্বরস্যার্ত্তি মুং রামগোবিন্দ রায় প্রং, মুং মল্লিক ধনাই, জাত সন্তানন্দখানি, পশ্চাৎ পুত্রতুল্য প্রং গুড়বিবাহাৎ মুং বিং গণেশ প্রং, তৎ কন্যা যথেনীতা, ধর্ম্মপ্রমাণং তৎসুত রাঘব, অস্যার্ত্তি মুং ইন্দ্রনারায়ণ মুং, রাম-নারায়ণ প্রং কাং মাধব প্রং।

রামচন্দ্র। রামচন্দ্রপুত্র, ২৮ শ্রীপঞ্চানন, বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর, নিবাস জেলা নদীয়া, শ্রীনগর, শিমুলিয়া। তৎসুত. ২৯ শ্রীহরকালী; শ্রীকৃষ্ণবেহারী। হরকালীপুত্র, ৩০ সঞ্জীবন। কৃষ্ণসুত ৩০ শ্রীভোলানাথ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার।

লোহাইপ্রকরণ, রজনীকরী।—কাঁটাদিয়াবংশে লোহাই ভট্টনারায়ণ হইতে ১৯° পুরুষ। লোহাইয়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ২৩ জগন্নাথ (১৭)। তৎসুত, ২৪ শিবরাম, অভিরাম, ভৃগুরাম, বলরাম, ছকু, জয়রাম, রামনাথ। শিবরামের বংশাভাব। অভিরামসুত, ২৫ বিষ্ণুদাস, শুকদেব, রঘুদেব, রামশরণ, লক্ষ্মীকান্ত, নিধিরাম, প্রসাদ, অনন্তরাম, আনন্দিরাম, বাসু, কামদেব, দৈবকীনন্দন, গোবিন্দরাম। কামদেব অপুত্রক। রঘুদেবসুত, ২৬ বিশ্বেশ্বর, শোভারাম, রামকান্ত, ব্রজরাম, রামানন্দ, রামকিশোর, কেবলরাম, রামকান্ত, শঙ্কর, কৃষ্ণদেব। কেবলরামসুত, ২৭ খেলারাম, শ্যাম, গৌর, রামতনু, গঙ্গানন্দ। সাং চেঙরা, বলিয়ারপুর। রামকান্তসুত, ২৭ নীলাম্বর, গোপী। সাং মাইলপাড়া।

ভৃগুরামসুত, ২৫ অভিরাম, কন্দর্প, কেশব, রঘু, গোবিন্দ, হৃদয়, কন্দর্প, নারায়ণ, আত্মারাম, রাধাকান্ত, পরশুরাম, রামজীবন, গোপীকান্ত, হরিরাম। হরিরামসুত, ২৬ রামানন্দ, সাং মাইলপাড়া। কন্দর্পসুত, ২৬ শ্যামচরণ, সাহেব, খেলারাম, দয়ারাম। গোবিন্দ বংশাভাব।

রামনাথসুত, ২৫ রামজীবন, সদাশিব, রামরাম, মহাদেব, কন্দর্প। কন্দর্পসুত, ২৬ শ্যাম, সাফল্যরাম, দয়ারাম। দয়ারামসুত, ২৭ গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণ। সাং রুক্মিণী।

---

(১৭) জগন্নাথস্য ঘোষ বিনোদ চক্রবর্ত্তিণ কন্যা বিবাহভঙ্গঃ। বহবো বিবাহস্য ততো মোহনী নটী সম্ভোগাৎ, ইত্যাশ্চর্য্যং ন্যূন চং, রাধাকান্ত বং, পঞ্চানন্দী আর্ত্তি মুং রূপনারায়ণ প্রং, মুং বিং রামজ মুং অনন্ত আং প্রং। মুং রূপনারায়ণসুত, বন্দ্য রামেশ্বরস্য পশ্চাৎ। হেতুঃ। ততো অস্য কন্যা মনোহরসাহীগ্রামে দিত্তা জয়রাম শর্ম্মণানিতা সর্ব্বনাশঃ। নিহল গ্রামে অতো আর্ত্তি মুং অনন্ত আং প্রং পুত্রবরেণ।

হৃদয়বংশ।—হৃদয়সুত, ২১ শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, রামজীবন, রাঘব। শ্রীরামপুত্র, ২২ গোপাল, গোবিন্দ। লক্ষ্মণসুত, ২২ হরি, নারায়ণ। হৃদয়ের ভ্রাতা কমল। তৎসুত, ২১ চাঁদ, গোপাল, রামানন্দ, গদানন্দ। চাঁদসুত ২২ পরমানন্দ, গোবিন্দ, হরানন্দ, ঘনেশ্যাম, নন্দকিশোর। পরমানন্দসুত, ২৩ কামদেব, জয়হরি। কামদেবসুত, ২৪ দর্পনারায়ণ। গোবিন্দসুত, ২৩ ভুবন, অভিরাম। হরানন্দের বংশাভাব। ঘনেশ্যামসুত, ২৩ কল্যাণ, ভগবতি, অযোধ্যারাম। কল্যাণের বংশাভাব।

গোপালসুত, ২৩ মহেশ, রতিনাথ, রামেশ্বর। মহেশসুত, ২৪ রত্নেশ্বর। রামেশ্বরসুত, ২৪ কাশীশ্বর। তৎসুত ২৫ রামচন্দ্র, রামনারায়ণ। রামনারায়ণসুত, ২৬ অভিরাম, মণিরাম, বিষ্ণুরাম, গণেশ। অভিরামসুত, ২৭ শ্যাম। শ্যামসুত, ২৮ নীলমণি, হরেকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ। সাং শিবপুর। মণিরামসুত, ২৭ সন্তোষ, বিনোদরাম, প্রভুরাম, কৃষ্ণরাম, দয়ারাম, কালীপ্রসাদ, রামকিশোর।

কাঁটাদিয়া কুল, নানা মেল।

হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান,—ভব প্রং।

ভট্টনারায়ণের অধস্তন একাদশপুরুষ মকরন্দে প্রথম কুল। তাঁহার দুই পুত্র, ১২ দাসু ও বিনায়ক। দাসু কণ্টকদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন, সেই নামানুসারে কাঁটাদিয়া পরিচয়। এই দাসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাদশ পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম বনমালী। তাঁহারও দুই পুত্র, ১৪ ভব ও ভীম। ভব হইতে এই শাখা বিস্তারিত। ভবের তিন পুত্র, ১৫ জীব, ভুধ ও ভোথলক। জীবের দশ পুত্র, ১৬ সুজ, রুদ, শ্রীরঙ্গ, শ্রীর, বীজ, প্রবর, মধু, বসুন্ধর, জয়পতি ও দিগম্বর। দিগম্বরসুত, ১৭ বলভদ্র ও সর্ব্বানন্দ। সর্ব্বানন্দের পুত্র, ১৮ হিরণ্য ও ভরত।

হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাত পুত্র, ১৯ কাশীনাথ, ভোলানাথ, লোকনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিশ্বনাথ, কামদেব ও শ্রীনাথ। তৃতীয় লোকনাথ ভিন্ন অপর পুত্রদিগের বংশ অপরিজ্ঞাত। লোকনাথের তিন পুত্র, ২০ রঘুনন্দন,

নারায়ণ ও কমল। নারায়ণের বংশ অপরিজ্ঞাত। কমলের বংশও বিলুপ্ত। যদুনন্দনের পুত্র ২১ জয়রাম ও রাঘবেন্দ্র। ইহাঁদের উভয়েরই বংশ ইলছোবা ও অন্যান্য গ্রামে বিদ্যমান আছে। জয়রামের ছয় পুত্র, ২২ মধু, রামেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুরাম, মাধব ও শিবরাম। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণের আট পুত্র এবং পঞ্চম মাধবের এক পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে ২৩ বিশ্বনাথ, বাসুদেব ও কৃষ্ণরাম ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচ জনের নাম ও বংশ অজ্ঞাত। বিশ্বনাথের পুত্র, ২৪ নীলকণ্ঠ। তৎসুত ২৫ রামরুদ্র। রামরুদ্রের পাঁচ পুত্র, ২৬ মনোহর, প্রভুরাম, রামচন্দ্র, হরচন্দ্র ও গদাধর। তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রভুরামের পুত্র ২৭ শ্যামাচরণ। চতুর্থ হরচন্দ্রের দুই পুত্র, ২৭ হলধর ও দিগম্বর।

মাধবের পুত্র ২৩ বিনোদ। তৎসুত ২৪ আত্মারাম ও রামপ্রসাদ। আত্মারামের পুত্র, ২৫ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের পুত্র, ২৬ রামজয় ও অভয়। রামজয়ের পুত্র, ২৭ রামলোচন ও হরদেব। রামলোচনপুত্র, ২৮ শ্রীধর ও গোপাল। হরদেবের চারি পুত্র, ২৮ অভয়, বক্রেশ্বর, বীরেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর। অভয়ের পুত্র ২৯ নন্দকুমার। বক্রেশ্বরের পুত্র, ২৯ পূর্ণচন্দ্র। বীরেশ্বরের পুত্র ২৯ প্রমদাচরণ। নন্দকুমারের পুত্র, ৩০ আশুতোষ। তৎসুত ৩১ ভূষণ।

আত্মারামসুত লক্ষ্মণের দুই পুত্র, ২৬ দুলাল ও ভৈরব। দুলালের পুত্র, ২৭ শ্যামাচরণ ও পীতাম্বর। শ্যামাচরণের পুত্র, ২৮ সহায়রাম ও বেণীমাধব। সহায়রামের পুত্র, ২৯ শ্রীশরচ্চন্দ্র। পীতাম্বরের দুই পুত্র, ২৮ শশিভূষণ ও শ্রীনগেন্দ্র। শশিভূষণের পুত্র. ২৯ শ্রীঅমৃতলাল ও শ্রীঅঘোরনাথ। ভৈরবের পুত্র ২৭ শ্রীব্রজকুমার।

রামপ্রসাদের পুত্র, ২৫ রামনিধি। তৎসুত ২৬ কালীকান্ত ও গঙ্গাকান্ত। গঙ্গাকান্তের বংশ অজ্ঞাত। কালীকান্তের পুত্র, ২৭ করুণাময়। তৎসুত ২৮ শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠের পুত্রেরা বারাণসীবাসী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ২৯ শ্রীনীলমাধব।

জয়রামের ভ্রাতা রাঘবেন্দ্রের তিন পুত্র,—২২ রুক্মিণীকান্ত, রমাবল্লভ ও রমাকান্ত। রুক্মিণীকান্তের পুত্র. ২৩ কৃষ্ণদেব ও বাণেশ্বর। কৃষ্ণদেবপুত্র, ২৪ রাধাকান্ত। তৎসুত ২৫ সনাতন। তাঁহার পুত্র ২৬ রঘুবীর ও মহেশ।

রঘুবীরের পুত্র, ২৭ শ্রীভবনাথ ও মহেশের পুত্র, ২৭ শ্রীকান্তিচন্দ্র ও ঈশ্বর-চন্দ্র। বাণেশ্বরের পৌত্র, ২৫ রামগোপাল। তৎপুত্র ২৬ ভবানীচরণ। তৎসুত ২৭ রামকানাই। তৎসুত ২৮ উমাচরণ। তাঁহার পুত্র ২৯ শ্রীহরিদাস ও শ্রীতুলসীদাস।

রমাবল্লভের পৌত্র, ২৪ ভুবনেশ্বর। তৎসুত ২৫ কেবলরাম। তৎসুত ২৬ কালীশঙ্কর। তৎসুত ২৭ তারকনাথ ও হরিহর। তারকনাথের পুত্র ২৮ দেবনারায়ণ। তৎসুত ২৯ শ্রীপার্ব্বতীচরণ। হরিহরের পুত্র, ২৮ শ্রীভগবতীচরণ। তৎসুত ২৯ শ্রীসিদ্ধেশ্বর ও শ্রীসতীশচন্দ্র। রমাকান্ত সন্তানেরা জিরাট গ্রামে অবস্থান করিতেছেন।

হিরণ্যভ্রাতা ভরতের (১) সন্তানেরা পণ্ডিতরত্নী মেলভুক্ত হইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন। ভরতের পাঁচ পুত্র, ১৯ রাম, গৌরীনাথ, ব্যাস, শ্রীনাথ, পুরাই। ব্যাসের পুত্র, ২০ মাধব। তৎসুত ২১ মহেশ। তৎসুত ২২ হরি, শ্রীরাম, দুর্গাদাস, রঘুনন্দন। দুর্গাদাসপুত্র, ২৩ রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর। রামেশ্বরের বংশীয়েরা আমুদপুরে আছেন। ইহাঁরাও পণ্ডিত-রত্নীমেলভুক্ত। এই মেলস্থ রত্নেশ্বরবংশে রামরাম, বাসুদেব ও কৃষ্ণদেব-পুত্র রামনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মেলের কুলীনগণ নদীয়া জেলার তেহরিয়া ও হুগলী জেলাস্থ উত্তরপাড়ায় অধিক দেখা যায়।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতি ইল্‌ছোবা গ্রামে হিরণ্য বাঁড়ুয্যের সন্তান বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাসস্থান। এই বংশ ঐ প্রদেশ-মধ্যে অতিশয় মান্য ও বিখ্যাত। অনেকানেক দেশপূজ্য প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত অধ্যাপক এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই বংশোদ্ভব অধ্যাপকদিগের দ্বারাই বংশবাটী, শিবপুর, বিবপাড়া, অম্বিকা প্রভৃতি সমাজসকল অধিকতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। অদ্যাপি এই বংশে দুই একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক বিদ্যমান আছেন। এই

---

(১) আর্ত্তিকাং, শতানন্দ, কাং দৈবকী, নূান চং, বাচস্পতি, চং পীতাম্বর, চং অ, বিদ্যাধর পাঠক, চং অ, দৈত্যারি, আর্ত্তি মুং, অা, উর্দ্ধরণ, নূান চং অ, গরুড়, ক্ষেম্য গাং, কৃত্তিবাস আং প্রং।

বংশে রামগতি ন্যায়রত্নের জন্ম। ২৭ পরিচয়ের হলধর বন্দ্যোপাধ্যায় (চূড়ামণি) ইহাঁর জনক। গঙ্গুনায় ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টনারায়ণ হইতে অষ্টবিংশতি পুরুষে পরিচিত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দুই পুত্র, ২৯ শ্রীকৃষ্ণধন ও শ্রীনগরীন্দ্রনাথ।

হলধর চূড়ামণির ভ্রাতা ২৭ দিগম্বরের তিন পুত্র, ২৮ শ্রীশ্রীপতি, শ্রীযদুপতি ও শ্রীব্রজপতি। শ্রীপতি স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, এক্ষণে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেছেন। যদুপতি মুন্সেফ ও ব্রজপতি আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত আছেন। শ্রীপতির পুত্র, ২৯ শ্রীপরেশ, শ্রীঅনুকূল ও শ্রীঅনিল। যদুপতির পুত্র, ২৯ শ্রীপঞ্চানন, শ্রীগজানন ও শ্রীষড়ানন। ব্রজপতির পুত্র, ২৯ শ্রীঅমূল্য।

অনুমান হয় হিরণ্যই ইলছোবা গ্রামে বাস করেন। যে হেতুক তাঁহার ভ্রাতা ভরতের সন্তান ঐ গ্রামে কেহই নাই। হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় যৎকালে জীবিত ছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কুলীন সন্তানদিগের আচার বিনয়াদি গুণের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভট্টনারায়ণাদির আগমনের পূর্ব্বে এদেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহাদিগের সহিত ভট্টনারায়ণাদির বংশের আদানপ্রদান ছিল না। দেবীবর ঘটক যখন মেলবন্ধ করেন, তখন এই নিয়ম হয়, এক মেলের লোক অন্য মেলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। কুলীনসন্তান শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে শ্রোত্রিয়াক্ত হইতেন। বংশজের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল ভঙ্গ হইয়া যাইত। এই সময় উক্ত হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ইল্‌ছোবায় গুড় নামক কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করাতে, দেবীবরের ব্যবস্থায় তিনি তাদৃশ কোন দোষে দূষিত বিদ্যাধর পাঠকের সহিত এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া প্রথমে বিদ্যাধরী মেলে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন গত হইলে তিনি ঐ মেল ত্যাগ করিয়া চন্দ্রবতী মেলভুক্ত শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কুলক্রিয়া করিয়া ঐ মেল প্রাপ্ত হন। চন্দ্রবতী মেলের লোকদিগের সহিতও হিরণ্যের অধিকদিন সম্প্রীতি ছিল না। পুনর্ব্বার কিছুদিন পরে তিনি স্বইচ্ছায় গৌরীবর চট্টোপাধ্যায়কে কন্যাদান করেন। গৌরীবর তাঁহার স্বমেলের লোক ছিলেন না, সুতরাং ঘটকেরা মেলত্যাগ জন্য তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া, স্ব স্ব গ্রন্থে আর তাঁহার

কুলমর্য্যাদার কথা লিখিলেন না। তাহাতে হিরণ্যও কুপিত হইয়া কোন মেলে বদ্ধ না থাকিয়া, সকল প্রধান মেলেই কন্যা সম্প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেব। তৎসুত ২৪ রমানাথ। তৎসুত ২৫ দাকনারায়। তৎপুত্র ২৬ রামমোহন। তৎসুত ২৭ রাখালদাস। তাঁহার পুত্র ২৮ শ্রীকান্ত। এক্ষণে তাঁহাদের বংশ লুপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম। তৎসুত ২৪ দুর্গারাম। তৎপুত্র ২৫ রামগোবিন্দ। তৎসুত ২৬ হরদেব ও পদ্মলোচন। হরদেবের পুত্র ২৭ রামকুমার। তৎসুত ২৮ কালীপ্রসন্ন ও তাঁহার পুত্র ২৯ শ্রীনিবারণচন্দ্র। পদ্মলোচনের পুত্র ২৭ শিবচন্দ্র। তস্য পুত্র ২৮ শ্রীক্ষুদিরাম, শ্রীবিধুজীবন ও শ্রীকেদারনাথ। ক্ষুদিরামের পুত্র ২৯ শ্রীরাখালদাস। বিধুজীবনের পুত্র ২৯ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র। ইহাঁরা গুপ্তিপাড়ায় বাস করেন।

এক্ষণে এই একটী পরিবারের ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ২৯ পুরুষের নামাবলী যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৺হলধর চূড়ামণির ঔরসে হুগলী জেলার ইল্‌ছোবা গ্রামে রামগতি ন্যায়রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া "ন্যায়রত্ন" উপাধি লাভ করেন। হলধর চূড়ামণি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন; তিনি কলিকাতায় থাকিয়া যাজনক্রিয়া করিতেন, কয়েক ঘর কুলীন সন্তানের যাজনক্রিয়া ব্যতীত অপর কাহারও দান গ্রহণ করিতেন না। সেই সময়ে রামগতি কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন ও শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চশ্রেণীস্থ সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে বহরমপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া শেষদশায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃত অনেকগুলি স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী আছে, তন্মধ্যে "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বহু শ্রম ও বহু অনুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ হইয়াছে। তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিত।

বন্দ্য কাঁটাদিয়া; মেল সর্ব্বানন্দী।

গঙ্গাগতি প্রং. দেবানন্দ গোষ্ঠী।

সাং মূড়াপাড়া, জেলা ঢাকা।

দাম্মু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে গঙ্গাগতির জন্ম। গঙ্গাগতি (১) ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ অন্তর ও সর্ব্বানন্দী-মেলপ্রাপ্ত। গঙ্গাগতির ৫ পুত্র, ১৯ দেবানন্দ (দেবাই) (২), দামোদর, হরি, গোবিন্দ ও নারায়ণ। দেবানন্দসুত, ২০ সুরানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, বিদ্যানন্দ, শিবানন্দ, ভুবনানন্দ (৩), জ্ঞানানন্দ, শত্তানন্দ, জগদানন্দ। কৃষ্ণানন্দসুত, ২১ শিবানন্দ, ভবানন্দ, লোকনাথ ও গৌরীকান্ত। ভবানন্দ ও গৌরীকান্ত ভঙ্গ। শিবানন্দসুত, ২২ জগন্নাথ। ভবানন্দসুত, ২২ বিশ্বেশ্বর। তৎপুত্র ২৩ কমলাকান্ত। তৎসুত, গোপাল, লক্ষ্মণ, রামেশ্বর। গোপালপুত্র ২৫ রামচন্দ্র। তৎসুত, ২৬ ভবানীচরণ, রামচরণ। ভবানীচরণপুত্র, ২৭ জগন্নাথ, কেবলরাম, কানাই। জগন্নাথপুত্র ২৮ রাধাকৃষ্ণ। কেবলরামসুত ২৮ কালীদাস।

গৌরীকান্তসুত, ২২ সদাশিব। তৎসুত ২৩ রামনাথ। তৎসুত ২৪ জগদীশ। তৎপুত্র, ২৫ রামকান্ত। তৎসুত ২৬ হরি। তৎপুত্র, ২৭ গোবিন্দরাম, শিবরাম। গোবিন্দরামপুত্র ২৮ রামরতন, রামজয়, রাধামাধব। রামরতনপুত্র, ২৯ গঙ্গাধর, পীতাম্বর। গঙ্গাধরসুত, ৩০ ঈশানচন্দ্র, কালীচন্দ্র, চন্দ্র। পীতাম্বরসুত, ৩০ প্রতাপচন্দ্র, সাং মূড়াপাড়া। রাধামাধবসুত,

---

(১) গঙ্গাগতিরার্ত্তি চং জয়ু চং তুল্য বাচস্পতি চং সবাই, লভ্য ঘোষ ...নাথ, অত্র তুলসীতলা স্থাননির্ণয়ঃ। আর্ত্তি চং ঈশ্বর ক্ষেম্য; পুতি পুড়ো বিদো গাং রাঘব, অত্র সর্ব্বানন্দী কেচিৎ।

(২) দেবাইকস্যার্ত্তি মুং পৃথ্বীধর লভ্য ঘোষ অরবিন্দ ন্যূন চং, অম্বেজয় পুরন্দর, অত্র বল্লভীপ্রাপ্তঃ। পুনর্চং অম্বেজয় ক্ষেম্য, গাং দৈবকী গাং গাং রঘু, অত্র রাঘাই।

(৩) ভুবনানন্দ ব্যতিরেকানং বংশে কুলাভাব। ভুবনানন্দস্য ন্যূন চং, ধর চং, শ্রীগর্ভ কিং ক্ষেম্য পুতি হৃদয় লভ্য ঘোষ শ্রীকর।

নীলমণি, নন্দকুমার। নীলমণিস্থত, ৩০ হরেন্দ্র। শিবরামস্থত, ২৮ কৃষ্ণচন্দ্র।
তৎস্থত, ২৯ তারিণীচরণ, উমাচরণ।

ভুবনগোষ্ঠী,—রাঘাই।—ভুবনানন্দস্থত, ২১ রামভদ্র (৪), জানকী,
জগন্নাথ, চণ্ডীদাস। রামভদ্র 'পারিহাল-মেলপ্রাপ্ত।' তৎস্থত, ২২ মহেশ,
পরমানন্দ। জগন্নাথস্থত, ২২ রমানাথ, রূপনারায়ণ, রাঘব, রাজেন্দ্র
গণেশ। রমানাথস্থত, ২৩ গোপীকান্ত, রাধাকান্ত। গোপীকান্তস্থত, ২৪
মধু, রামেশ্বর, রামচন্দ্র। মধু ভঙ্গ। তৎস্থত, ২৫ রামদেব, মহাদেব, কৃষ্ণদেব।
রামদেবস্থত ২৬ দেবীচরণ, মনোহর, মুরারি, কন্দর্প, মুকুন্দ। রামচন্দ্রস্থত, ২৫
রাঘব, যাদব, গোবিন্দ, মথুর। রাঘব অপুত্রক। যাদবস্থত, ২৬ রামনারায়ণ
সাতু। সাতুপুত্র, ২৭ শ্যামসুন্দর, রামসুন্দর, কালীশঙ্কর। শ্যামসুন্দরস্থত ২৮
রামলোচন, রামতনু, রামহরি, বনমালী, জগন্নাথ।

মথুরানাথস্থ কন্যা অপাত্রস্থা। তৎস্থত ২৬ রামানন্দ, রামকিশো
হরানন্দ, শ্যামানন্দ, ভবানীচরণ। রাধাকান্তস্থত ২৪ বিশ্বনাথ, কাশীনা
রামসন্তোষ। বিশ্বনাথস্থত ২৫ রামজীবন, কালীপ্রসাদ। রামজীবনস্থ
২৬ মহাদেব, নারায়ণ। নারায়ণ ভঙ্গঃ। কাশীনাথস্থত ২৫ শঙ্কর, কিশো
ইহাঁরা দুই জনেই ভঙ্গঃ। সন্তোষস্থত ২৫ রত্নেশ্বর, রঘুরাম।

রাজেন্দ্রস্থত ২৩ কৃষ্ণচরণ, পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন, রামদেব (৫), গোপ
অভিরাম। কৃষ্ণচরণস্থত ২৪ মথুরেশ, মধুসূদন। দুই জনেরই বংশাভাব
বৃন্দাবনস্থত, ২৪ রামানন্দ, মনুরাম, অযোধ্যারাম। রামানন্দস্থত, ২
গোপাল। মনুরামস্থত ২৫ বৈষ্ণব, গৌরচন্দ্র। গৌরচন্দ্রপুত্র ২৬ গোবর্দ্ধ
গিরিধর। গোবর্দ্ধনস্থত ২৭ মধু, রামমোহন, রামেশ্বর, রমানাথ, রামসুন্দ

---

(৪) রামভদ্রস্থ ন্যূন চং, জানকী চং, ব্যাস চং, রঘু চং, বিনোদ রায়
অত্র পাড়িয়াল। ততঃ ক্ষেমা গাং সনাতন আচার্য্য।

(৫) রামদেবস্থ রাজগ্রামী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তিণ কং বিং। ততো
ঘটকাদিত্যস্থ কন্যা বিং ভঙ্গঃ। উচিত চং কন্দর্পরায় বং প্রং, ন্যূন
রাঘব আং প্রং, উভয়োঃ পুত্রবরেণ।

াজমোহন, শ্রীকান্ত. নীলমোহন। অযোধ্যারামসুত ২৫ আনন্দিরাম, দয়ারাম, নিধিরাম।

রামদেবসুত, ২৪ ভগবান, নন্দরাম, নারায়ণ, নকু, কাশী, জীবন। ারায়ণসুত, ২৫ সন্তোষ। নকুসুত ২৫ আত্মারাম, ব্রজ।

দামোদর প্রভৃতি গোষ্ঠী, মেল সর্ব্বানন্দী।—গঙ্গাগতির দ্বিতীয় ত্র দামোদর (৬)। তৎপুত্র, ২০ বিষ্ণু, সনাতন, লক্ষ্মীনাথ। বিষ্ণুসুত, ২১ গন্নাথ, কামদেব, রামকৃষ্ণ। জগন্নাথসুত, ২২ গণেশ, মধু। গণেশসুত ১ কন্দর্চাঁদ, দেবী। মধুসুত, ২৩ নারায়ণ (৭), শ্রীরাম পঞ্চানন। শ্রীরামসুত রামপ্রসাদ, রামসুন্দর। রামকৃষ্ণসুত ২২ গোবিন্দ, জয়দানন্দ, নীলকণ্ঠ। াতনসুত ২১ গোপীকান্ত। সনাতনের কন্যার বংশে গোবিন্দ বিবাহ রিতেন। অত্র নাশঃ। গোপীকান্তসুত, ২২ বল্লভ, শিব। শিবসুত ২৩ াদেব। তৎসুত ২৪ কৃষ্ণদেব, কেশব, মধু। কৃষ্ণদেবসুত, ২৫ রাজেন্দ্র, াপাল। রাজেন্দ্রসুত ২৬ রামরাম, বিষ্ণুরাম। রামরাম সার্ব্বভৌমের কন্যাকে নাহর ঘোষাল বিবাহ করেন। তৎসুত ২৭ সন্তোষ, দুলাল। গোপাল- ১ ২৬ দয়ারাম। কেশবসুত ২৫ বিশ্বনাথ। তৎসুত ২৬ ভবানীচরণ।

লক্ষ্মীনাথসুত, ২১ যদুনাথ। তৎসুত ২২ মৃত্যুঞ্জয়। তৎসুত ২৩ সুসেন। সুত ২৪ রামনাথ। তৎসুত ২৫ রাঘব। তৎসুত ২৬ নন্দরাম, রাজারাম, রাম, রামদেব, সদাশিব, শ্রীরাম। সাং জয়নগর, হাতিয়াগড় পরগণা।

---

(৬) দামোদরস্যার্ত্তি মুং পৃথীধর, চং দিনকর চৈ, ঘোষ কংসারি, র্ত্তি চং চতুর্ভুজ পশ্চাৎ, ক্ষেমা গাং গৌরী গাং, বহু গাং, রঘু অত্র রাঘাই। চাৎ মুং হরিমিশ্র বলাৎ গ্রহণাৎ ফুং ধনপতিজ, পশ্চাৎ কন্যা শিমলাই াদাসে বিবাহঃ। অত্র নাশঃ।

(৭) নারায়ণ ধজস্য গাং রাঘবস্য কন্যাবিবাহঃ। কৈবর্ত্তাভাতাকন্যাকে বদন্তি। ক্ষেমা পূতি বিষ্ণুপণ্ডিত পুং শ্রীরঙ্গ ভট্টঃ। অত্র শ্রীরঙ্গভট্টী ল গতঃ। চং জগন্নাথ, চং গাং যুধিষ্ঠির অত্রবিরপুরিয়াদোষঃ। মুং পাণি ফুং গৌরিবংশ মধুজ, আর্ত্তি চং মাধব উচিত চং বিজয়।

নারায়ণবংশ।—নারায়ণসুত ২৪ শ্রীনিবাস, শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, ভবানী-দাস, মহেশ্বর, গোপীনাথ, বাসু, রঘুনাথ। মহেশ্বরসুত, ২৫ মধু হালদার। তৎসুত, ২৬ যদু, মথুর, যজ্ঞেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞেশ্বরসুত, ২৭ দুর্গাদাস, নীলকণ্ঠ, মহাদেব, পুণ্ডরীক। শ্রীকৃষ্ণসুত, ২৭ গোপী চক্রবর্ত্তী। তৎসুত ২৮ রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী। তৎসুত, ২৯ রাজেন্দ্র, রঘুদেব। নিবাস সাং বনগ্রাম। যদুসুত, ২৭ চৈতন্য, মাণিক। চৈতন্যের কন্যা অপাত্রে প্রদান। তৎসুত ২৮ রূপবল্লভ, গোপীনাথ, কাশীনাথ। কাশীনাথসুত, ২৯ রামকৃষ্ণ। তৎসুত ৩০ রাজীবলোচন, রঘুনাথ। রাজীবসুত, ৩১ রামেশ্বর, রামজীবন, রামচন্দ্র। রামেশ্বরসুত, ৩২ রামনাথ, বিষ্ণুদেব (৮), রামচন্দ্র। রামনাথসুত, ৩৩ শ্রীকৃষ্ণ। তৎসুত, ৩৪ দীননাথ, মনোহর, নিধিরাম। রামজীবনসুত, ৩২ জয়দেব, সন্তোষ, নন্দরাম। রামচন্দ্রসুত, ৩২ রামরাম, শঙ্কর। রামরামঠাকুর-সুত, ৩৩ রামকিশোর, রামনিধি, রামজয়, রামবল্লভ, রামহরি, রামচন্দ্র। রামনিধিসুত, ৩৪ রামকান্ত। নিবাস কলিকাতা।

বন্দ্য কাঁটাদিয়া, মেল বল্লভী (১), সবাই প্রং।

গৌরীকান্তবংশ, রামভদ্র গোষ্ঠী।

"গৌরীকান্ত সুতে রূপ রামভদ্র বলে।
ভাঙ্গায় জগদানন্দ চণ্ডীদাস চলে॥"

কাঁটাদিয়া দাসু বংশের উনবিংশতি পুরুষে সবাইয়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সবাইয়ের পৌত্র ২২ গৌরীকান্ত (২) প্রভৃতি ছয় ভ্রা

---

(৮) বিষ্ণুদেবস্য কন্যা সভারামে প্রদান, বংশাভাব।

(১) কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশের মধ্যে বৈদ্যনাথ, রতিকান্ত, রামভদ্র, রা চন্দ্র, রামদেব ও রামকৃষ্ণ বল্লভীমেলে নিবদ্ধ।

(২) গৌরীকান্তস্য স্বয়ং মুং যোগেশ্বরস্য দৌহিত্র, অস্য পিতাড়ী দাসস্য কং বিং। আর্ত্তি চং নিমাই প্রং ধং মুকুন্দসুত অত্র বল্লভী চং অনন্ত, চং জগন্নাথসুত চং নরন, চং রাঘব চৈ বাণীনাথসুত।

(২২১ পৃষ্ঠা দেখ)। গৌরীকান্তসুত, ২৩ রামভদ্র (৩), চণ্ডীদাস, ভবানীদাস, জগদানন্দ, রূপনারায়ণ। রামভদ্রসুত, ২৪ শ্রীকৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ (৪), দেবীদাস, মধুসূদন (৫), রামেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের বংশাভাব। গোবিন্দসুত, ২৫ রতিকান্ত, রাঘব, রাজেন্দ্র, মহাদেব। রতিকান্তসুত, ২৬ রামচন্দ্র, রামেশ্বর, রামজীবন, মণিরাম, রাজারাম, প্রাণবল্লভ। রামচন্দ্রসুত, ২৭ রামদেব, সদাশিব, রামকৃষ্ণ। রামদেবসুত, ২৮ রামরাম, রামশরণ, দেবীচরণ, বলরাম, মুকুন্দ। রামরামসুত, ২৯ রামসুন্দর, রামজয়, রামনারায়ণ, কালীপ্রসাদ, রামলোচন, রামকান্ত। কালীপ্রসাদসুত, ৩০ তারিণীচরণ ও ভবানীচরণ। বলরামসুত, ২৯ কাশীনাথ, শম্ভুনাথ। মুকুন্দসুত, ২৯ গুরুপ্রসাদ। রামকৃষ্ণসুত, ২৮ বৈদ্যনাথ, সাং তেলেনীপাড়া। রামেশ্বরের কন্যা অপাত্রস্থা। তৎসুত ২৫ শিবেশ্বর, বীরেশ্বর ও যাদবেন্দ্র। শিবেশ্বরসুত, ২৬ রামসুন্দর, ছকু। রামসুন্দরসুত, ২৭ প্রেমচাঁদ, লালচাঁদ, নসীরাম। সাং শালিখা। যাদবেন্দ্রসুত, ২৬ রামকিশোর। রামকিশোরসুত, ২৭ লক্ষ্মণ, শিশুরাম। লক্ষ্মণসুত ২৮ নসীরাম, সাং ফরাশডাঙ্গা। রাজেন্দ্রসুত ২৬ অনন্ত। রাঘবসুত ২৬ বারাণসী। মহাদেবের বংশাভাব। দেবীদাসসুত, ২৫ মথুরেশ (৬), যদু, ভগবতী, মহাদেব। মথুরেশসুত, ২৬ ভুবনেশ্বর, নীলকণ্ঠ, রাজারাম, গোপীরমণ, লক্ষ্মীকান্ত, কানুরাম, নরেন্দ্র। ভুবনেশ্বরসুত, ২৭ কৃষ্ণবল্লভ, শ্যামসুন্দর,

---

(৩) রামভদ্রস্যার্দ্ধি চং রাঘব প্রং ধং মুং গোপাল মজুমদার কুশাৎ, কেচিত চং কুমুদ, চং চণ্ডীদাস, চং রঘু, চং ভরত, চং শ্রীকৃষ্ণ, চং বিষ্ণুদাস, চং নীলকণ্ঠ, এতে চৈতলিয়াঃ অবিদ্যমানে ক্ষেম্য চং নারায়ণপুত্রবরেণ আং প্রং, অত্র গোবিন্দখুড়ী।

(৪) গোবিন্দস্য ভঙ্গঃ। আর্দ্ধি চং শ্রীরামপুত্র দ্বারা আং প্রং, মুং মোহনরায় প্রং প্রং জামল যবনদোষঃ সম্পর্ক।

(৫) মধুকস্য ভঙ্গঃ, স্বয়ং কন্যাভাব।

(৬) মথুরেশস্যার্দ্ধি চং রঘুদেব প্রং, মুং লক্ষ্মীকান্তপুত্র ভুবনেশ্বরবরেণ, আং প্রং ভ্রাতৃযোগে, অত্র পীরালী সম্পর্কঃ। কেশরকুণী চ ক্ষেম্য কুশ প্রং, মুং যদু প্রং।

খেলারাম, আত্মারাম, নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠসুত, ২৮ রামনারায়ণ। গোপী-রমণসুত, ২৭ হরিদেব, কৃষ্ণদেব, শুকদেব, দয়ারাম, মুকুন্দ, রসিক, জয়দেব, মনোরথ, রামচন্দ্র, গোপাল, ভবানী, চামুক। কৃষ্ণদেবসুত, ২৮ দ্বারকানাথ, সুখময়, পুরুষোত্তম, কালীচরণ। দ্বারকানাথসুত ২৯ জগৎরাম। কাণুরাম-সুত ২৭ রামনাথ, কিশোর, গোপাল, ব্রজকিশোর। নরেন্দ্রসুত ২৭ গোপাল, নয়ন, সুখ।

যদুসুত ২৬ মণিরাম, রামকান্ত, প্রাণবল্লভ, নিধিরাম, হরেকৃষ্ণ, কাশী, বিদ্যাধর। মণিরামসুত, ২৭ বৈদ্যনাথ। প্রাণবল্লভসুত, ২৭ আত্মারাম, চতুর্ভুজ, কেবল, পার্ব্বতী, ভবানী, ভিকু, গোপাল, নন্দন, জগন্নাথ, পঞ্চানন। বিদ্যাধরসুত ২৭ কৃষ্ণরাম, কালীচরণ, দেবী, গৌরী, প্রভুরাম, নন্দদুলাল, রামেশ্বর। কৃষ্ণরামসুত ২৮ নারায়ণ। মহাদেবসুত, ২৬ রত্নেশ্বর, পদ্মনাভ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগর্ভ।

হরিসুত ২৫ রঘুনন্দন, রত্নেশ্বর। মধুসুত, ২৫ রুক্মিণীকান্ত, রঘুদেব, রামজীবন। রুক্মিণীকান্তসুত ২৬ গোপাল, গণেশ। রামজীবনসুত ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র, ঘনেশ্যাম, অভিরাম, হরিচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রসুত ২৭ চাঁদ।

গৌরীকান্তের দ্বিতীয় পুত্র ২৩ চণ্ডীদাস (৭)। তৎসুত ২৪ মহাদেব (৮), রামদেব, কৃষ্ণদেব, গদাধর। মহাদেবসুত, ২৫ রামগোপাল, রামগোবিন্দ, ভুবন। রামগোপালসুত ২৬ দুর্গাচরণ, রামশরণ, রামশঙ্কর, রামনারায়ণ, কাশীনাথ, রাজারাম। গোবিন্দসুত ২৬ কেশবরাম, রামশঙ্কর, রামকান্ত, রামকানু। কেশবসুত ২৭ মাণিকরাম, দয়ারাম, সদাশিব, যাদবেন্দ্র। মাণিক শিবপুর নিবাসী। রামশঙ্করস্য কন্যাভাব। তৎসুত ২৭ শিশু, নয়ন। সাং

---

(৭) চণ্ডীদাসঃকৃতি সুবাপিচ, ভতো পোড়ারি বিং, আর্ত্তি চং গোপী আং প্রং চৈ অনন্তজ, তৎসুত বিশ্বেশ্বর অস্যার্ত্তি মুং মালাধর খাঁন কং বিং হানি। আর্ত্তি চং মথুরানাথ, অত্র বালী মেল, আর্ত্তি মহাদেব বিং জগদানন্দজ, ন্যূন চং নন্দরাম প্রং অং কৃষ্ণবল্লভজ।

(৮) মহাদেবস্য চং নন্দকিশোর, পিতামহ পর্য্যায়, চং রূপনারায়ণ, মুং মদনগোপাল, তৎপুত্র রঘুদেব বরেণ প্রং।

দিঘুর গোপালনগর। রামকান্তসুত ২৭ কৃপারাম, গঙ্গারাম, কালীপ্রসাদ, গৌরহরি। নিবাস শিবপুর। রামদেবসুত ২৫ মহেশ (৯), ধনঞ্জয়, পাঁচু। গঙ্গাধরসুত ২৫ দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধনসুত, ২৬ গৌরীচরণ।

গৌরীকান্তের চতুর্থ পুত্র ২৩ জগদানন্দ (১০)। তৎসুত ২৪ চামু, প্রাণবল্লভ, রাজবল্লভ, নকড়ি, রামশরণ, পরশুরাম। চামুসুত ২৫ নন্দরাম, ধর্ম্মদাস, রামনাথ। প্রাণবল্লভসুত ২৫ লক্ষ্মীকান্ত। রাজবল্লভসুত ২৫ পুত্তিরাম, খেলারাম, কালীচরণ, দুর্গারাম। রামশরণসুত ২৫ শুকদেব, মনোহর, রামরাম, শুভঙ্কর। শুভঙ্করসুত ২৬ কৃষ্ণচরণ, মহাদেব, কালীপ্রসাদ। পরশুরামসুত ২৫ আত্মারাম।

রূপনারায়ণ বংশ।—"রূপের তনয় চারি কুলে কল্পতরু।
গোপী, বিশু, রামনাথ, কণীয়ান্ পারু।"

গৌরীকান্তের কনিষ্ঠপুত্র ২৩ রূপনারায়ণ (১১)। তৎসুত ২৪ রঘুনাথ (১২), রামনাথ (১৩), বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, পার্ব্বতিনাথ, কাশীনাথ।

---

(৯) মহেশস্থ মধুদিয়া বিং জাতিকুলয়ো বিনাশঃ, আর্ত্তি চং রামশরণ আং প্রং।

(১০) জগদানন্দস্থ হড় বিং, ততশ্চং নারায়ণস্থ কং বিং ভঙ্গঃ, ততশ্চং ভবানন্দে প্রং নাশঃ। ক্ষেমা চং কমলাকান্ত এবং চং মণিমাধব, আর্ত্তি মুং রামগোপাল প্রং।

(১১) রূপনারায়ণস্থার্ত্তি চং রাঘব চং কুমুদকুলাৎ রামভদ্রযোগে ততো অবিদ্যমানে চং কুমুদসুতে গোবিন্দে প্রং বিং।

(১২) রঘুনাথস্থার্ত্তি চং গোবিন্দ, তৎসুত রামেশ্বর, অস্থার্ত্তি মুং শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ বংশাভাব।

(১৩) রামনাথস্থার্ত্তি চং রমাকান্ত এবং তৎপুত্র গঙ্গারামবরেণ, মুং মথুরানাথ প্রং, ততো চং চৈ লক্ষণ প্রং, ভ্রাতৃ বিশ্বনাথযোগে. অত্র গোবিন্দখুড়ী, কিন্তু অমান্তমান। ততো অবিদ্যমানে চং গঙ্গারাম, বাণকন্যা প্রং বিং, পশ্চাৎ তৎপুত্রে গোপালে প্রং বিং।

রামনাথস্থত ২৫ মধুসূদন, নন্দকিশোর (১৪), কৃষ্ণদেব, রাঘব (১৫), ভুবনেশ্বর, রত্নেশ্বর, ঘনেশ্যাম, শ্রীধর, আনন্দিরাম। মধুস্থত, ২৬ কিনু, রামচরণ। কিনুস্থত ২৭ কৃষ্ণ, কৃপারাম। রামচরণস্থ বংশাভাব। নন্দকিশোরস্থত, ২৬ গোবিন্দ। তৎস্থত ২৭ হৃদয়রাম।

কৃষ্ণদেবস্থত, ২৬ রামদেব, রামরাম, বিষ্ণুরাম, সীতারাম, রাজারাম, শ্যামরাম। রামদেবস্থত ২৭ কুঞ্জবিহারী, শিব, গোবিন্দ। বিষ্ণুরামস্থত, ২৭ গোকুল, রাধাকান্ত। গোকুলস্থত, ২৮ রঘুনাথ, তিতু।

রাঘবস্থত, ২৬ দুর্গারাম, রামানন্দ, বেচারাম, রামগোবিন্দ, কন্দর্প, মহাদেব, শঙ্কর, ব্রজরাম, কল্যাণ। দুর্গারামস্থত ২৭ কৃপারাম, শঙ্কর, জগু, রামহরি। রামানন্দস্থত, ২৭ দয়ারাম। কন্দর্পস্থত, ২৭ বিনোদ, রামকান্ত। গোবিন্দস্থত, ২৭ রামনারায়ণ, হরি, রামচরণ। বেচারামস্থত, ২৭ জগৎরাম, সাহেবরাম, শিবরাম। কল্যাণস্থত, ২৭ মাণিক্য। ভুবনেশ্বরস্থত, ২৬ দয়ারাম, তিলকরাম, রতিরাম।

ঘনেশ্যামস্থত, ২৬ রামকিশোর, রাজবল্লভ, দয়ারাম, শঙ্কর, হরেকৃষ্ণ, রাধাবল্লভ। রামকিশোরস্থত ২৭ রামচরণ (১৬), রামজিউ, রামলোচন। রামচরণস্থত, ২৮ হরিশ্চন্দ্র। রামজিউস্থত ২৮ গোকুলচাঁদ, রামচাঁদ, গোরাচাঁদ, নারায়ণচাঁদ। রাজবল্লভস্থত ২৭ কন্দর্প। দয়ারাম (১৭) ও রাধাবল্লভের বংশাভাব। শঙ্করস্থত ২৭ ভোলানাথ। হরেকৃষ্ণস্থত ২৭ রামপ্রসাদ।

---

(১৪) নন্দকিশোরস্যার্ত্তি মুং বিশ্বেশ্বর প্রং, চং রাজেন্দ্র আং প্রং, চৈ লক্ষণজ গোবিন্দখুড়ীভাব।

(১৫) রাঘবস্য চং গোপীকান্ত রায়স্য কং বিং ভঙ্গঃ। আর্ত্তি মুং রামভদ্র আং প্রং, মুং দুর্গারাম, মুং পরমানন্দ প্রং।

(১৬) রামচরণস্য সন্দেহ বিং গোবিন্দ হালদারস্য কন্যা, ফরাশডাঙ্গায়। পশ্চাৎ প্রপৌত্র পর্য্যায়ে মুং যদুনন্দন প্রং, অত্র নন্দরাম বৈরাগীপ্রাপ্ত, ততঃ পৌত্রপর্য্যায় চট্ট রামসুন্দর প্রং ধং হরিদেবপৌত্র গোপীশ্বরবংশ।

(১৭) দয়ারামস্য পৌত্রপর্য্যায়ে, চং বিশ্বনাথ প্রং ভ্রাতৃযোগে, তৎস্থত হরচন্দ্র, অয়ং পুষ্টপুত্রঃ ভ্রাতৃপুত্র রামলোচনস্য ঔরসপুত্রঃ।

শ্রীধরের (১৮), পুত্র, ২৬ মুরারিরাম (১৯), রঘুরাম (২০)। বলরামসুত ২৭ তিতু, রামসুন্দর। রঘুনাথসুত, ২৭ বিনোদরাম, গোকুল, পাঁচু, ভবানী, নারায়ণ। আনন্দিরামসুত, ২৬ বীরেশ্বর বাচস্পতি, কৃষ্ণ, ব্রজনাথ।

গৌরীকান্তের কনিষ্ঠপুত্রের পুত্র, ২৪ বিশ্বনাথ (২১)। তৎপুত্র ২৫ রামশরণ, রামগোপাল, চাঁদ, কামদেব, রামতর্কালঙ্কার। রামশরণসুত, ২৬ গঙ্গাধর (২২), রামচন্দ্র (২৩), কৃষ্ণচন্দ্র (২৪), রামকান্ত। কৃষ্ণচন্দ্রসুত, ২৭ ব্রজকিশোর, রামানন্দ, রামসুন্দর। রামানন্দসুত, ২৮ রামমোহন। রামগোপালসুত, ২৬ রামগোবিন্দ, দয়ারাম, কৃষ্ণ, নন্দকিশোর। রাম-

---

(১৮) শ্রীধরস্য কালীঘাটে জনোদিওী বিং, আর্ত্তি চং গঙ্গারাম মুং হরিদেব ফুং গঙ্গাধরজ।

(১৯) বলরামস্যার্ত্তি মুং গোকুল প্রং, মুং রামনারায়ণ প্রং রামনাথ বাচস্পতি পৌত্রৌ বীরেশ্বর রামানন্দসুতৌ।

(২০) রঘুরামস্য ভঙ্গ, দোগাছিয়া, আর্ত্তি মুং জয়গোপাল প্রং, মুং রাম-নিধি প্রং মুং রাধাকান্ত পৌত্রৌ।

(২১) বিশ্বনাথস্যার্ত্তি চং রমাকান্ত, তৎপুত্রে মধুসূদনে প্রং, মুং হরির ন্যায়ালঙ্কার চং চৈ লক্ষণ প্রং, পুত্র রামশরণ বরেণ প্রং, অত্র গোবিন্দমুখী, তৎপুত্রে প্রং ভ্রাতৃযোগে।

(২২) গঙ্গাধরস্যার্ত্তি চং কামদেবে অবিদ্যমানে তৎপুত্রে প্রং, কামদেবস্য কৃতীপুত্রায় রামদেবায় প্রং, হৈতুরত্নে তৎসুতা রাধাকৃষ্ণ অস্যার্ত্তি চং, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্রে প্রং, তৎসুত কালীপ্রসাদ অস্যার্ত্তি চং কেশব প্রং, পুনশ্চং কেশবে উভয়োপুত্রবরেণ আং প্রং।

(২৩) রামচন্দ্রস্য ভঙ্গঃ, অস্য কন্যা ছিন্নবংশেননীতা। শাকম্ভাগ্রহেনিত্যা বেহালাগ্রামে চিন্তামণি অধিকারীস্য ভাগিনেয় বিবাহিতা, অত্র নাশঃ কলি-কাতা সহরে।

(২৪) কৃষ্ণচন্দ্রস্যার্ত্তি চং রামদেব, তৎপুত্র বিষ্ণুরামে প্রং, চং সন্তোষ, তৎপুত্রে কালীপ্রসাদে প্রং আর্ত্তি মুং বজ্রেশ্বর পুত্র ব্রজবরেণ প্রং, মুং রাম-গোবিন্দ, তৎপুত্রে প্রং, মুং বিশ্বেশ্বরসুতৌ।

গোপালের পরিবর্ত্তিদোষ। রামগোবিন্দস্থত, ২৭ কৃপারাম, আত্মারাম, রামনারায়ণ। কৃপারামস্থত, ২৮ গোকুল, রামচরণ। আত্মারাম ভঙ্গঃ। দয়ারামস্থত, ২৭ রামকিশোর। তৎস্থত ২৮ মনোহর, হরিহর, মুরহর, রামলোচন, রাজীব। কৃষ্ণস্য ভঙ্গঃ। তৎস্থত ২৭ সদানন্দ, কেশব। সদানন্দস্থত ২৮ বলরাম, রামেশ্বর, দুলাল। বলরামের বংশাভাব। রামেশ্বরস্য ভঙ্গ। কামদেবস্থত ২৬ কালীচরণ। তৎস্থত, ২৭ রঘুনাথ। রামতর্কালঙ্কার(২৫) স্থত, ২৬ রাজবল্লভ, কৃষ্ণ। রাজবল্লভস্য গাং রঘুদেব রায়স্য কন্যা বিবাহে ভঙ্গঃ। তৎস্থত, ২৭ সাতু, ভবানীচরণ, জগৎরাম।

গৌরীকান্তের পৌত্র ২৪ গোপীনাথের (২৬) পুত্র, ২৫ প্রাণবল্লভ (২৭), কৃষ্ণদেব, যাদবেন্দ্র, নীলকণ্ঠ, রাধাকান্ত, রামদেব। নীলকণ্ঠস্থত, ২৬ রামভদ্র, রামেশ্বর, বিষ্ণু, দুর্গারাম। রামভদ্রস্থত, ২৭ আনন্দিরাম। দুর্গারামস্থত, ২৭ রামলোচন, রামকিশোর।

গৌরীকান্তের অপর পৌত্র ২৪ পার্ব্বতীনাথের (২৮) পুত্র, ২৫ হরিহর, রামচন্দ্র, রাজেন্দ্র, রামবাম। হরিহরস্থত ২৬ দয়ারাম (২৯), জগৎরাম, রামকানাই, রতিরাম, কালীচরণ, রামানন্দ, সন্তোষ, মহাদেব, রামরাম, চাঁদ, গজেন্দ্র, জগন্নাথ। দয়ারামস্থত, ২৭ কৃষ্ণ, রামলোচন, রঘু। জগৎরামস্থত ২৭ রামনারায়ণ। রতিরামস্থত ২৭ ধরণী, কৌতুক, শঙ্কর, রামশঙ্কর। কালীচরণস্থত ২৭ নন্দকুমার।

---

(২৫) রামতর্কালঙ্কারস্যার্ত্তি মুং বিশ্বেশ্বর, তৎপৌত্র রতিকান্ত বরেণ প্রং, মুং শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ-পৌত্র রামকান্ত বরেণ প্রং, অত্র কাশ্যপকাঞ্জারী।

(২৬) গোপীনাথস্য পীতমুণ্ডী বিং, পশ্চাৎ ভঙ্গঃ সাবর্ণে; আর্ত্তি চং জয়কৃষ্ণ, তৎপুত্র বল্লভবরেণ প্রং, অত্র ঘণ্টেশ্বরীপ্রাপ্তহেতুশ্চ চৈ হরিজ, মুং নিধিরাম প্রং।

(২৭) প্রাণবল্লভস্য পিতৃবরে চং জয়কৃষ্ণস্য কং বিং।

(২৮) পার্ব্বতীনাথস্য মুং গণেশরায়স্য কন্যাসহ পণগ্রহণং গন্ধর্ব্বরায়ী, আর্ত্তি মুং রঘুনাথ প্রং, পশ্চাৎ ভঙ্গঃ। আর্ত্তি মুং যদু ঠাকুর প্রং, খড়দহ।

(২৯) দয়ারামস্যার্ত্তি চং মাণিক প্রং, চৈ চং রামনাথ, চং কৃপারাম আঃ প্রং, শক্রম্নমুতাহেতু।

বন্দ্য কাঁটাদিয়া, ভব প্রকরণ।

দাস্মুগোষ্ঠী, মেল পণ্ডিতরত্নী।

ভরতজ, গৌরীনাথবংশ।—এই বংশের আদিপুরুষ ভরত, ভট্টনারায়ণ হইতে ১৮ পুরুষ। ভরতের পিতৃপিতামহাদির নাম এতদ্গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশাবলীতে দৃষ্ট হইবে। হিরণ্য ও ভরত (১) দুই সহোদর। ভরতের পুত্র, ১৯ রাম, গৌরীনাথ (২), ব্যাস, শ্রীনাথ, পুরাই। গৌরীনাথের পাঁচ পুত্র,—২০ দুর্গাদাস, শিবরাম, মাধব, কালাচাঁদ ও মণিরাম। মাধবের পুত্র, ২১ মহেশ। তৎপুত্র,—২২ দুর্গাদাস। তৎসুত, ২৩ রামচন্দ্র। তৎসুত, ২৪ গোপাল (অয়ং ভঙ্গঃ)। গোপালের পুত্র ২৫ রামগোবিন্দ। তৎপুত্র, ২৬ সদাশিব। তৎসুত ২৭ কালাচাঁদ। তৎসুত, ২৮ শ্রীনারায়ণ। তৎপুত্র ২৯ শঙ্কর তরফদার। তস্য পুত্র, ৩০ গোপাল। তৎপুত্র, ৩১ পদ্মলোচন। তৎপুত্র ৩২ কালীনাথ। তৎপুত্র ৩৩ শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী। ইনি ময়মনসিংহ জেলার সুবর্ণখালি পোষ্ট আপিসের অধীন আমবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমীদার। গৌরীনাথের কনিষ্ঠপুত্র ২০ মণিরামের পুত্র, ২১ কৃষ্ণকিঙ্কর। তৎপুত্র ২২ জয়রাম। তৎসুত ২৩ বৈদ্যনাথ। তৎপুত্র ২৪ হরগোবিন্দ, সাং গোবরহাটী।

হরিজ, রামচন্দ্রবংশ।—ভরতের তৃতীয় পুত্র, ১৯ ব্যাস। তৎপুত্র ২০ মাধব (৩)। মাধবের পুত্র ২১ মহেশ (৪)। তৎপুত্র ২২

---

(১) ভরতস্য আর্ত্তি কাং, শুভানন্দ, কাং দেবকী, ন্যূন চং, বাচস্পতি, চং পীতাম্বর, চং অ, বিদ্যাধর পাঠক, চং অ, দৈত্যারি, আর্ত্তি মুং আ, উদ্ধরণ, ন্যূন চং অ, গরুড়, ক্ষেম্য গাং, কীর্ত্তিবাস, আং প্রং।

(২) গৌরীনাথস্য সুখনালী মহেন্দ্রস্য কং বিং, ন্যূন চং অ, নরসিংহ, আং প্রং, চং গরুড়জ, মেল পণ্ডিতরত্নী।

(৩) মাধবস্য আর্ত্তি চং ধং, ভবানীদাস প্রং, অত্র মেল পণ্ডিতরত্নী, আর্ত্তি চং ধং, রামানন্দ, মুং আ, রঘুনাথ, ন্যূন চং অ, বৈকুণ্ঠ, আং প্রং। ন্যূন চং চৈ, গোড়াই, মুং বি, ভরতস্য পশ্চাৎ ইতি কেচিৎ।

(৪) মহেশস্য আর্ত্তি চং ধং, গোপাল চং ধং, গোপীনাথ, মুং আ,

হরি (৫), শ্রীরাম, দুর্গাদাস ও রঘুনন্দন। হরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই এই বংশ পরিচিত। তাঁহার আট পুত্র,—২৩ রামনারায়ণ, রাজেন্দ্র, লক্ষণ. নন্দকিশোর, কাশীশ্বর, রামচন্দ্র (৬), রাধাবল্লভ ও রামগোপাল। রামচন্দ্রসুত, ২৪ কল্যাণ (৭), সদাশিবনামা চন্দ্রশেখর (৮), শোভারাম। কল্যাণসুত,—২৫ শঙ্কর, অন্বয়ং ভঙ্গঃ। তৎসুত,—২৬ কুড়ধন, দুর্গাচরণ, সাং বরাহনগর। কুড়ধনসুত,—২৭ কাশীনাথ। তৎসুত,—২৮ ঈশ্বরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, রামচন্দ্র। ঈশ্বরসুত,—২৯ যোগেন্দ্রনাথ। মহেশচন্দ্রসুত, ২৯ মনোহর, বেণীমাধব, গোপাল। দুর্গাচরণসুত,—২৭ নন্দকিশোর, রাজকিশোর, সাং বরাহনগর। নন্দকিশোরসুত,—২৮ দীননাথ। সদাশিবনামা চন্দ্রশেখরসুত,—২৫ রঘুনাথ, (অন্বয়ং ভঙ্গঃ), মনোহর, সাং বেলঘরিয়া ও রতিকান্ত। রঘুনাথসুত,—২৬ রামকৃষ্ণ। তৎসুত,—২৭ গঙ্গাধর। তাঁহার পুত্র,—২৮ চন্দ্রনাথ। রতিকান্তসুত,—২৬ রামজয় বিদ্যাভূষণ, রাধাচরণ, রামনিধি ও রামবল্লভ। রামজয়সুত,—২৭ গোপীনাথ শিরোমণি, সাং বারাসত, ও ভোলানাথ। গোপীনাথসুত.—২৮ শ্যামাচরণ ও বরদাচরণ (৯)। শ্যামাচরণসুত, ২৯ গোপালকৃষ্ণ, কাশীকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ। বরদাচরণসুত, ২৯ শ্রীজ্ঞানদাচরণ, শ্রীঅপর্ণাচরণ, শ্রীকুন্তলাচরণ, শ্রীকেতকীচরণ, শ্রীকৌশিকীচরণ ও

সুন্দর, ন্যূন চং, অ, চণ্ডীদাস গোস্বামী, আং প্রং পশ্চাৎ চং নারায়ণ ধং, জগন্নাথস্য পশ্চাৎ, অত্র আঠ্যা, ইতি কেচিৎ।

(৫) হরিস্য আর্ত্তি মুং আ, রাম ভতঃ পুত্র মধুবরেণ প্রং।

(৬) রামচন্দ্রস্য ক্ষেমা চং ধং, নীলকণ্ঠ, মুং আ. শোভারাম, আং প্রং।

(৭) মুং ধং মাধব প্রং, সাং বালী।

(৮) সদাশিব নামা চন্দ্রশেখরস্য ক্ষেমা মুং আ, সন্তোষ প্রং, মুং আ, মাতুল।

(৯) এই বংশে বারাসতনিবাসী বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মেকিনন্ মেকেঞ্জি কোম্পানীর আপিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় কারবারের কারবের নাম "বি বানর্জ্জি কোং।" সাং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীকেশবীচরণ। ভোলানাথসুত,—২৮ শ্রীকৃষ্ণ। তৎসুত, ২৯ রাধারমণ। রাধাচরণসুত, ২৭ শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ, মহেশচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র। মহেশচন্দ্রসুত ২৮ দীননাথ, ভুবনাথ। রামনিধিসুত ২৭ রামচাঁদ, রামকুমার। রামচাঁদসুত ২৮ যদুনাথ, অয়ং ভঙ্গঃ, সাং গোন্দলপাড়া। রাধাবল্লভ-সুত ২৭ রামকমল।

রামচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র, ২৪ শোভারাম (১০)। তৎসুত ২৫ বিনোদরাম ন্যায়ভূষণ (১১), ঘনশ্যাম, জানকী। বিনোদরামসুত, ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র ও ব্রজ-কিশোর সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণচন্দ্রসুত, ২৭ রামচন্দ্র, অয়ং ভঙ্গঃ। তৎসুত, ২৮ চন্দ্রলাল। ব্রজকিশোরসুত, ২৭ কাশীনাথ। তৎসুত, ২৮ গদাই, ভিকুরাম, নিবারণ। ঘনশ্যামসুত, ২৬ রামসুন্দর। জানকীসুত, ২৬ দয়ারাম, মাণিক ও রাঘব।

শ্রীরামজ, নারায়ণবংশ, সাং খানাকুলকৃষ্ণনগর, জেলা হুগলী।

শ্রীরাম (১২) ভট্টনারায়ণ হইতে ২৩ পুরুষ। শ্রীরামের ছয় পুত্র,—২৪ নারায়ণ (১৩), গোপীরমণ, রামেশ্বর, পরশুরাম, বাসুদেব ও জনার্দ্দন। নারায়ণের পুত্র, ২৫ শান্তিনাথ, কৃষ্ণদেব স্মার্ত্তবাগীশ, রঘুবীর ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গারাম পঞ্চানন। শান্তিনাথপুত্র, ২৬ বিষ্ণুরাম। তৎসুত, ২৭ কামদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রামভদ্র, (অয়ং ভঙ্গঃ), হীরারাম ও হরেরাম। শ্রীকৃষ্ণসুত ২৮ জগন্নাথ, মাণিকরাম, রঘুনাথ, কৃপারাম, (অয়ং ভঙ্গঃ), জিতুরাম। জগন্নাথ-সুত, ২৯ রামধন। তৎসুত, ৩০ মথুরামোহন। তৎসুত, ৩১ বলরাম। তৎপুত্র, ৩২ ধর্ম্মদাস। মাণিকরামসুত ২৯ লক্ষ্মীনারায়ণ (অয়ং ভঙ্গঃ)। তৎসুত, ৩০ হরকালী। তৎসুত ৩১ জগচ্চন্দ্র, কেদারনাথ, সাং হোগল-

---

(১০) শোভারামস্য ক্ষেম্য চং ধং, নন্দরাম, আং প্রং, সাং মেরোক, পরগণা মণ্ডলঘাট।

(১১) বিনোদরামস্য আর্ত্তি চং ধং, নন্দরাম ধং, ক্ষেম্য চং, রাম-কান্ত প্রং।

(১২) শ্রীরামস্য আর্ত্তি মুং আ, রামভদ্র, চং ধং, সদাশিব, চং ধং, শঙ্কর, মুং আ, রাম আং প্রং, নূ্যন চং অ, রাম তর্কবাগীশ, আং প্রং।

(১৩) নারায়ণস্য আর্ত্তি মুং আ, বিশ্বেশ্বর, আং প্রং, ভ্রাতৃযোগে।

কুড়িয়া। কেদারনাথের পুত্র, ৩২ মুনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও কালাচাঁদ
রঘুনাথসুত, ২৯ রামপ্রসাদ, গঙ্গারাম। রামপ্রসাদসুত, ৩০ শ্যামাচরণ
গঙ্গারামসুত ৩০ মদন, (অয়ং ভঙ্গঃ) সাং আহানাবাদ। কৃপারামসুত, ২
কালীপ্রসাদ, রাজনারায়ণ। কালীপ্রসাদসুত, ৩০ মাধব, সাং পাণ্ডুয়া
রাজনারায়ণসুত, ৩০ অভয়াচরণ। তৎসুত, ৩১ বিশ্বম্ভর। তৎসুত, ৩
হরিচরণ, রাম। জিতুরামসুত, ২৯ উমাকান্ত, কালীকান্ত। উমাকান্তসু
৩০ রামেশ্বর ও কালীকান্তপুত্র, ৩০ চতুর্ভুজ। রামভদ্রসুত, ২৮ প্রীতরাম
পঞ্চানন, নীলু। প্রীতরামসুত, ২৯ গঙ্গারাম। তৎসুত, ৩০ মধুসূদন
ঈশ্বরচন্দ্র, রাম তর্কালঙ্কার ও মাধব। পঞ্চাননসুত ২৯ কালীদাস। নীলুসুত
২৯ রামমোহন। তৎসুত ৩০ দীননাথ। তৎসুত, ৩১ বাণীচরণ, নিবারণ
হীরারামসুত, ২৮ দাতারাম বিদ্যাভূষণ, ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার ও যুধিষ্ঠি
তর্কসিদ্ধান্ত। দাতারাম বিদ্যাভূষণসুত, ২৯ কাশীনাথ, বৃন্দাবল্লভ
কৃষ্ণচরণ ও রাধাচরণ। কৃষ্ণচরণসুত ৩০ শ্যামাচরণ, দ্বারকানাথ
(অয়ং ভঙ্গঃ), সাং মহেশতলা। দ্বারকানাথসুত, ৩১ হরিপ্রসন্ন
রাধাচরণসুত, ৩০ কৈলাসনাথ, (অয়ং ভঙ্গঃ) ও বিশ্বম্ভর। কৈলাসনাথ
সুত, ৩১ হরিচরণ। বিশ্বম্ভরসুত ৩১ দুর্গাদাস, সাং গোপালনগর।
ত্রিলোচনসুত, ২৯ কৃষ্ণবল্লভ ও বনমালী। কৃষ্ণবল্লভসুত, ৩০ রাম।
বনমালীসুত, ৩০ অচ্যুতানন্দ (অয়ং ভঙ্গঃ), হৃষিকেশ, পরাণ (অয়ং ভঙ্গঃ)।
পরাণসুত ৩১ মদন। যুধিষ্ঠিরসুত ২৯ হরিহর ও পঞ্চানন। হরেরামসুত
২৮ গোপীকান্ত তর্কসরস্বতী, কমলাকান্ত বিদ্যাভূষণ, রামজীবন বিদ্যালঙ্কার।
গোপীকান্তসুত, ২৯ রামচন্দ্র, সাং পাণিহাটী। তৎসুত ৩০ কৃষ্ণপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ (অয়ং ভঙ্গঃ), যদুনাথ। কৃষ্ণপ্রসাদসুত, ৩১ নীলমণি। কমলা
কান্তসুত, ২৯ রামলোচন, রামকুমার। রামলোচনসুত, ৩০ শ্রীমন্ত। রাম
কুমারসুত ৩০ রামময়, সাং বালী। তৎপুত্র, ৩১ প্রসাদ। রামজীবনসু
২৯ কৃষ্ণমোহন, রামতারক, রামসর্ব্বস্ব। কৃষ্ণমোহনসুত ৩০ ভৈরব, রাম
দাস। ভৈরবসুত, ৩১ রঘুনাথ। রামদাসসুত ৩১ বিপিন। তৎসুত ৩
ভুবন। রামতারকসুত ৩০ শম্ভুচন্দ্র। তৎপুত্র ৩১ শীতল। তৎসুত ৩
প্রমথনাথ, সাং নলহাটি।

নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র, ২৫ কৃষ্ণদেব স্মার্ত্তবাগীশ। তাঁহার চারি পুত্র, ২৬ বলরাম বাচস্পতি (১৪), সীতারাম, লক্ষ্মণ (১৫) ও রামদুলাল। বলরাম-সুত ২৭ কৃষ্ণচন্দ্র, জগন্নাথ, রঘুরাম। কৃষ্ণচন্দ্রসুত ২৮ রাধাকান্ত, রামকান্ত, গোপীকান্ত। রাধাকান্তসুত, ২৯ রামমোহন, সাং গাজিপুর। তৎপুত্র ৩০ দামোদর, রাজকুমার, কার্ত্তিক, গণেশ। দামোদরসুত, ৩১ আশুতোষ, অনাদি, ভুলু। কার্ত্তিকসুত ৩১ চণ্ডী। গোপীকান্তসুত ২৯ রামকানাই। তৎপুত্র ৩০ হরগোবিন্দ। তৎসুত ৩১ কেদার। সীতারামসুত ২৭ অনন্ত-রাম। তৎপুত্র, ২৮ হরেকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মণসুত, ২৭ রামনারায়ণ, (অয়ং ভঙ্গঃ) ও রূপনারায়ণ। রামনারায়ণসুত, ২৮ মধুসূদন। তৎপুত্র ২৯ বৈকুণ্ঠ ও ক্ষীরোদ। রূপনারায়ণসুত ২৮ হরিদাস, গোলোকচন্দ্র। হরিদাসসুত ২৯ কৈলাস, সাং বরাহনগর, মহেশ সাং দক্ষিণেশ্বর, সীতারাম (অয়ং ভঙ্গঃ) ও হারাণ। কৈলাসপুত্র ৩০ অবিনাশ, প্রিয়নাথ। মহেশপুত্র ৩০ বিপিন। সীতারামের পুত্র, ৩০ নিবারণ, সাং বেলঘরিয়া। গোলোক-চন্দ্রসুত ২৯ শরচ্চন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, মহেশ, সাং বাঙ্গালপুর ডিহি আমতা। শরচ্চন্দ্রপুত্র ৩০ তারক, সাং বালী। গিরীশচন্দ্রপুত্র, ৩০ ভুলু। রামদুলাল-পুত্র ২৭ রামানন্দ, শিবরাম, রামনারায়ণ। রামানন্দসুত ২৮ রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, গুরুদাস, পরাণ। হরেকৃষ্ণসুত ২৯ ধর্ম্মদাস। তৎসুত ৩০ তিনকড়ি।

নারায়ণের তৃতীয় পুত্র ২৫ রঘুবীর ভট্টাচার্য্য। তাঁহার পাঁচ পুত্র, ২৬ হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার (১৬), প্রভুরাম তর্কবাগীশ, যাদবেন্দ্র সার্ব্বভৌম, জানকীরাম বিদ্যাবাগীশ ও পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার। হরিরামের চারি

---

(১৪) বলরামস্ত আর্ত্তি মুং, ঘনশ্যাম মুং, নারায়ণ আং প্রং।

(১৫) লক্ষ্মণস্ত ন্যুন চং, বাসুদেব ক্ষেম্য চং ধং, রামচরণ চং ধং আত্মারাম প্রং।

(১৬) হরিরামস্ত আর্ত্তি মুং আ, ঘনশ্যাম ন্যুন চং, রামগোপাল আং প্রং।

পুত্র, ২৭ রামকিশোর, রামকিঙ্কর, শিবরাম(১৭) ও রাঘবরাম (১৮)। রাম-কিশোরস্থত, ২৮ কৃষ্ণপ্রসাদ, রামনিধি, সাং বালী, ও তিতু। কৃষ্ণপ্রসাদস্থত, ২৯ নরোত্তম। তৎস্থত, ৩০ যজ্ঞেশ্বর। তৎস্থত, ৩১ রামময়। রামনিধি-স্থত, ২৯ রামচাঁদ, রামকমল, রামতারণ। রামচাঁদস্থত, ৩০ কালীনাথ, (অয়ং ভঙ্গঃ)। রামকমলস্থত, ৩০ হরচন্দ্র। তৎস্থত, ৩১ কৃষ্ণধন। রাম-তারণস্থত, ৩০ নিমাই, কৈলাস। নিমাইস্থত, ৩১ অঘোর। কৈলাসস্থত ৩১ হরিচরণ, হারাধন, মিহিরলাল। তিতুস্থত, ২৯ ব্রজমোহন, হারাণ। ব্রজমোহনস্থত ৩০ রামকুমার। হারাণস্থত ৩০ অক্ষয় ও উমেশ। রাম-কিঙ্করস্থত, ২৮ কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। তৎস্থত, ২৯ রামমোহন তর্কভূষণ ও গোকুল বিদ্যারত্ন। রামমোহনস্থত ৩০ সিদ্ধেশ্বর। তৎস্থত ৩১ শ্রীকণ্ঠ। গোকুলস্থত ৩০ রামদেব বিদ্যালঙ্কার। তৎস্থত ৩১, রঘুমণি, অমৃতলাল। শিবরামস্থত ২৮ রাজেন্দ্র (১৯) বেচারাম, নন্দরাম ও গুরুদাস। রাজেন্দ্রস্থত ২৯ কিনারাম। তৎস্থত, ৩০ যদুনাথ। বেচারামস্থত ২৯ রঘুনন্দন, কালাচাঁদ, নীলাম্বর। কালাচাঁদস্থত ৩০ প্রিয়ব্রত, রামমাণিক্য। নীলাম্বর-স্থত ৩০ রামার্জ্জুন, অবিনাশ। নন্দরামস্থত ২৯ রামতারণ, গোবিন্দ, গোপাল, রামচন্দ্র, সত্যব্রত। গোবিন্দস্থত, ৩০ সীতানাথ, রামগতি। গোপালস্থত, ৩০ রামরত্ন, রামমূর্ত্তি। রামচন্দ্রস্থত ৩০ রামপ্রসন্ন। রাঘবরামস্থত ২৮ রামশরণ, কৃষ্ণশরণ, দুর্গাচরণ, রামনাথ, গোরাচাঁদ, দুঃখীরাম বিদ্যাবাচস্পতি। রামশরণস্থত ২৯ মদন, পীতাম্বর। মদনস্থত ৩০ ঈশান। রামনাথস্থত ২৯ হারাণ, সাং নন্দনপুর, ও পূর্ণ। দুঃখীরাম স্থত, ২৯ ঠাকুরদাস।

প্রভুরাম তর্কবাগীশের পুত্র,—২৭ শ্যাম বিদ্যাভূষণ। তৎস্থত ২৮ রামজয়

---

(১৭) শিবরামস্ত ন্যূন চং, কৃপারাম, ক্ষেম্য চং ধং, রাজীব, আর্ত্তি মুং, রামতনু আঃ প্রং।

(১৮) রাঘবরামস্ত আর্ত্তি মুং, রাধাকান্ত, তত্ত পুত্র বেচারাম বরেণ প্রং ন্যূন চং, কৃপারাম, আঃ প্রং।

(১৯) রাজেন্দ্রস্ত আর্ত্তি চং ধং, ঠাকুরদাস আং প্রং।

শিরোমণি ও রামতনু তর্কালঙ্কার। রামজয়সুত, ২৯ কৃষ্ণগোবিন্দ, তারাচাঁদ। রামতনুসুত, ২৯ মনোহর। তৎসুত, ৩০ নবীন ন্যায়রত্ন। তৎসুত, ৩১ গাঙ্গেশ। যাদবেন্দ্র সার্ব্বভৌমের পুত্র, ২৭ হরদেব। তৎসুত, ২৮ রমারাম। জানকীনাথ বিদ্যাবাগীশের পুত্র, ২৭ সদানন্দ তর্কপঞ্চানন ও রামানুজ ন্যায়পঞ্চানন। সদানন্দের পুত্র, ২৮ মুক্তারাম ন্যায়রত্ন, রামচাঁদ বিদ্যাবাচস্পতি, রামদাস, মথুরামোহন। মুক্তারামের চারি পুত্র, ২৯ কালীদাস তর্কসিদ্ধান্ত, হরিনাথ, বারাণসী বিদ্যালঙ্কার, উপেন্দ্র। কালীদাসসুত, ৩০ রামেন্দ্র। তৎসুত, ৩১ নৃপেন্দ্র। হরিনাথসুত, ৩০ ভবেন্দ্র। তৎসুত ৩১, ললিতমোহন, হরিগতি। বারাণসীসুত, ৩০ সাতকড়ি। উপেন্দ্রসুত, ৩০ মহেন্দ্র, কুলেন্দ্র। রামদাসসুত ২৯ নসিরাম বিদ্যার্ণব। তৎসুত, ৩০ রামোদয় ও ভবতারণ।

নপাড়িকুল।

বন্দ্য নপাড়ি, রামবংশ।—মকরন্দের এক পুত্র দাসু (দাশরথি) বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে যেমন কাঁটাদিয়া বংশ বিস্তৃত হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার অপর পুত্র বিনায়ক নপাড়িকুলের আদিপুরুষ। তিনি নপাড়াগ্রামে বাস করাতে "নপাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। বিনায়ক ভট্টনারায়ণ হইতে দ্বাদশ পুরুষ। তাঁহার তিন পুত্র,—১৩ আপি, বাপি, বইক (১)। আপিবংশে মেলাভাব। বাপিবংশে কুলাভাব। বইকসুত,—১৪ তিলো, ভিকো, বিকো, নিনো, আকা, ঈশান (২)। ঈশানসুত,—১৫ রাম (৩), লক্ষ্মণ। রামসুত,—১৬ কামো, মাধো, নৃসিংহ, কুবের, শ্রীপতি, কেশব, অনন্ত, পীতাম্বর। অনন্তসুত,—১৭ বনমালী। তৎসুত, ১৮ ধরণীধর

(১) বইকস্যার্ত্তি ঘোষ আভো উচিত, ঘোষ দাচুকুন্দ শঙ্করপুতী, পীতাম্বর মুং গঙ্গা ক্ষেম্য, ঘোষ ভাবো মুং নারায়ণ।

(২) ঈশানস্যার্ত্তি পূতী রাম লভ্য, পূতী মাধব ক্ষেম্য, মুং ধনো।

(৩) রামস্যার্ত্তি চং ভাবো, চং সোম ক্ষেম্য, মুং সুজো মুং মুরারি, চং রাম আর্ত্তি, চং কৃষ্ণ কিঞ্চিদার্ত্তি চং পানু।

বল্লভাচার্য্য। তৎসুত,—১৯ অরবিন্দ। তৎসুত,—২০ যাদব, শঙ্কর, লক্ষ্মী-নাথ। যাদবসুত,—২১ চণ্ডীদাস (৪), গোপাল, মথুরা। গোপালসুত,—২২ গোবিন্দ। শঙ্করসুত,—২১ গোপাল। পীতাম্বরসুত,—১৭ বাসু, রঘু, রাঘব, জগো। রাঘবসুত,—১৭ চতুর্ভুজ (৫)। তৎসুত,—১৮ শ্রীমান, যদু (৬), মাণিক। যদু ব্যতিরেকানাং মেলাভাবঃ। যদুসুত,—১৯ হরি, বিদ্যানন্দ, রত্তি। হরিসুত,—২০ রমাবল্লভ, মথুরানাথ, পুরুষোত্তম (৭)। পুরুষোত্তমসুত,—২১ কাশীশ্বর, গোবিন্দ। কাশীশ্বরসুত,—২২ শিব, অনন্ত। গোবিন্দসুত, ২২ রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ। রামনারায়ণস্য বংশাভাব। রূপনারায়ণস্য কন্যাভাব। তৎসুত,—২৩ ছকু (৮)। তৎসুত,—২৪ চণ্ডী-দাস, সাং বীরপাড়া।

বন্দ্য নপাড়ি, বিদ্যানন্দবংশ (৯)।—বিদ্যানন্দসুত,—২০ পঞ্চানন (১০)। তৎসুত,—২১ শিবরাম, গোপাল (১১), রামচন্দ্র, রামেশ্বর,

---

(৪) চণ্ডীদাসস্য কন্যা পালধি শ্রোত্রিয়ে বিং, অত্র নাশঃ।

(৫) চতুর্ভুজস্য আৰ্ত্তি ঘোষ সর্ব্বানন্দ বল্লভাচার্য্যস্য পশ্চাৎ, মেল বল্লভী গড়া পুং কংসারি ক্ষেম্য চং পুরন্দর।

(৬) যদুস্যার্ত্তি মুং নারায়ণ ক্ষেম্য চং গোবিন্দ খোড়, অত্র মহিন্তা সম্পর্কঃ। অত্র গোবিন্দখুড়ী ভাবঃ, ধং শ্রীনাথজ।

(৭) পুরুষোত্তমস্য কন্যা কাউগাছি গ্রামে মহাদেব বিং নাশঃ। ক্ষেম্য মুং গদাধর প্রং নিকষে মুং সন্তোষ প্রং, বিং রামচন্দ্রজ।

(৮) ছকু অস্য ক্ষেম্য মুং, রামহরি প্রং, পুত্রবরেণ, তৎপুত্র কানাই বরেণ প্রং, কুং কানাইবংশ সাধু।

(৯) বিদ্যানন্দস্য ক্ষেম্য চং অনন্ত, চং জানকী, চং ভুবনকুলাৎ বিকিদার্ত্তি গাং জয়দেব, অত্র মেল সর্ব্বানন্দী, রাঘাই।

(১০) পঞ্চাননস্য আৰ্ত্তি ঘোষ বল্লভ, ততঃ কন্যা নাগপুর গ্রামে চং রামনাথে বিং, অত্র নাশঃ।

(১১) গোপালস্য ক্ষেম্য মুং রঘুনন্দন, মুং রাম, অত্র শতানন্দখানী মেলগত।

রামভদ্র, রামনাথ। শিবরামস্য শুদ্ধ বিং ভঙ্গঃ। তৎসুত ২২ মাধব, মধু, কামদেব, রত্নেশ্বর, রামরাম, বাঞ্ছারাম, নন্দরাম, ভুবনেশ্বর। রত্নেশ্বরসুত, ২৩ গঙ্গাধর, সীতারাম লক্ষ্মীকান্ত, কালীপ্রসাদ। গঙ্গাধরসুত, ২৪ সাতু, সীতারামসুত, ২৪ দুলাল, রামরাম, মিধিরাম, সাং কলিকাতা। রামভদ্রসুত, ২২ মনোহর।

বন্দ্য নপাড়ি, রতিনাথবংশ, মেল সর্ব্বানন্দী। রতিনাথসুত, ২০ দুর্গাদাস (১২) ও বিষ্ণুদাস। দুর্গাদাসসুত, ২১ রামচন্দ্র (১৩), মহাদেব, বাসু, গঙ্গাধর। রামচন্দ্রসুত, ২২ রঘুনন্দন (১৪), রামানন্দ। রঘুনন্দনসুত, ২৩ দুলাল, ভুবনেশ্বর, রামদেব, রাজারাম (১৫), আনন্দিরাম, নীলাচন্দ্র, মণিরাম, রামকৃষ্ণ। দুলালস্য ভূপতি রায়স্য কন্যা বিবাহে ভঙ্গঃ। ভুবনেশ্বর-সুত, ২৪ কৃষ্ণচন্দ্র। রামদেবস্য বংশাভাব। রাজারামসুত, ২৪ দয়ারাম, কৃপারাম (১৬), আত্মারাম ও কেবলরাম। দয়ারামসুত, ২৫ রাম-গোবিন্দ (১৭), রাধাকৃষ্ণ। কৃপারামসুত, ২৫ রামেশ্বর, হরিনাথ, গদাধর। রামেশ্বরসুত, ২৬ কৃষ্ণকান্ত, বিশ্বনাথ। আত্মারামসুত, ২৫ রামজয়।

---

(১২) দুর্গাদাসস্য ক্ষেম্য পৌত্রায় লক্ষ্মণ চট্টায় প্রং নীলকণ্ঠ অবিদ্যমানে।

(১৩) রামচন্দ্র মধ্যভ্রাতা ক্ষেম্য চং লক্ষ্মণ পুত্রবরেণ প্রং।

(১৪) রঘুনন্দনস্যার্ত্তি চং সুন্দররাম প্রং, সর্ব্বানন্দী প্রবেশঃ, হৃদয়-গান্ধর্বী কৃষ্ণানন্দীচ চং পাঃ গৌরাঙ্গদাসসূত ক্ষেম্য মুং মহাদেব, তৎপুত্র লক্ষ্মণবরেণ প্রং, কিন্তু মহাদেব অমান্যমানঃ ক্ষেম্য চং নারায়ণ প্রং, ধং রাঘব পারিয়াল মুটুকরায়স্য পং।

(১৫) রাজারামস্যার্ত্তি চং কামদেব প্রং, ক্ষেম্য মুং লক্ষ্মণ প্রং, মুং কন্দর্প, তৎপুত্র রাধারমণ বরেণ প্রং, ক্ষেম্য চং ধং রঘুদেব, তৎপুত্র নারায়ণে প্রং, পুত্র কৃপারাম, আত্মারাম বরাভ্যা প্রং চং ধং মদনগোপাল-পৌত্র সাধুঃ।

(১৬) কৃপারাম তর্কালঙ্কারস্যার্ত্তি চং নরহরি ভ্রাতৃযোগে, ক্ষেম্য মুং শঙ্কর প্রং বিং মহাদেবপৌত্র লক্ষ্মণজঃ।

(১৭) রামগোবিন্দস্যার্ত্তি পিতৃ অবিদ্যমানে মুং শঙ্করস্য কং প্রং।

তৎসুত, ২৬ মাণিকচন্দ্র, শম্ভুরাম, রূপনারায়ণ ও কানাই। আনন্দিরামসুত, ২৪ ভবানীচরণ। মণিরামসুত, ২৪ যুগল, চন্দ্রশেখর। যুগলসুত, ২৫ রামপ্রসাদ, রামলোচন, রামরত্ন, রামনারায়ণ, গদাধর। রামপ্রসাদসুত, ২৬ রামজীবন, নবকৃষ্ণ। রামলোচনসুত, ২৬ শিবশঙ্কর। রামরত্নসুত, ২৬ হলধর, গঙ্গাধর ও শ্রীধর। রামনারায়ণসুত, ২৬ মদনমোহন, জগন্নাথ। নীলাচন্দ্রস্য বংশাভাব।

রামানন্দস্য গন্ধর্ব্ব রায়স্য কন্যা গ্রহণাৎ ভঙ্গঃ। তৎপুত্র, ২৩ প্রাণবল্লভ, রামভদ্র ও রাধাকান্ত। প্রাণবল্লভসুত, ২৪ গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রামকিশোর। রামকিশোরসুত, ২৫ হরি। রামগোবিন্দসুত, ২৬ হরি, বিষ্ণু। বলরামসুত, ২৫ রঘুরাম। তৎসুত, ২৬ রামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, রামকানাই, রামতনু, নীলমণি।

মহাদেবসুত, ২২ গোপীরমণ, রামজীবন, রুক্মিণী, শ্রীরাম। গোপীরমণসুত, ২৩ রামরাম, অভিরাম। রামজীবনসুত, ২৩ নিমাই। শ্রীরামসুত, ২৩ রঘুনাথ, রামনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, রামকিশোর, রামশরণ। রামনারায়ণসুত, ২৪ বিষ্ণুরাম। রামকিশোরসুত, ২৪ কৃষ্ণপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, সাং হাতিয়াগড়। গঙ্গাধরসুত, ২২ রামনাথ, রামগোবিন্দ, রামগোপাল। রামনাথসুত ২৩ জয়কৃষ্ণ, যাদু, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর। রামেশ্বরস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৪ অযোধ্যারাম; অস্য পিতামহ পর্য্যায়ে, চং সদাশিবস্য কন্যাবিবাহ। রামকিশোরসুত, ২৫ রাম, কেশব। বাসুদেবসুত, ২২ রামশরণ, নীলকণ্ঠ, রঘুরাম।

বং মপাড়ি, বিষ্ণুদাসবংশ, মেল বল্লভী।—রতিনাথের কনিষ্ঠপুত্র, ২০, বিষ্ণুদাস (১৮)। তৎসুত ২১ শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, শিবরাম। শ্রীকৃষ্ণসুত, ২২ রামেশ্বর, রাঘব, রঘুদেব, বাসুদেব ও রামকৃষ্ণ। রামেশ্বরসুত,

---

(১৮) বিষ্ণুদাসস্য অমূর্ত্তি চং নারায়ণ, নীলকণ্ঠ অবিদ্যমানে প্রং।

২৩ বলরাম (১৯), কানাই, কাশীশ্বর (২০)। বলরামসুত, ২৪ রাধাকান্ত, রুদ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ, সিদ্ধেশ্বর। রুদ্রসুত, ২৫ কিনু। লক্ষ্মীনারায়ণসুত, ২৫ রামকান্ত। তৎসুত, ২৬ রামনিধি, জগন্নাথ, রামহরি, কেবলরাম (২১), বিনোদ, কৃষ্ণগোবিন্দ, শিবচন্দ্র। কাশীশ্বরসুত, ২৪ রামচন্দ্র, রামদুলাল, নীলকণ্ঠ ও রামকেশব। রামকেশবস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৫ গোবর্দ্ধন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র, ২২ রাঘব (২২)। তৎসুত, ২৩ রামগোপাল, রামদেব, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ, সাতু। রামগোপালসুত, ২৪ রাজবল্লভ (২৩)। তৎসুত, ২৫ রামকিশোর, মুক্তারাম, কৃষ্ণগোবিন্দ। রামকিশোরসুত, ২৬ নন্দকিশোর, রঘুনাথ, গোকুল ভৈরব, রাজচন্দ্র। মুক্তারামসুত, ২৬ রামলোচন, রামরত্ন। রামদেবসুত ২৪ মণিরাম, নিধিরাম, হরিরাম, নরোত্তম। নিধিরামসুত, ২৫ আত্মারাম, দয়ারাম। হরিরামসুত, ২৬ লক্ষ্মীনারায়ণ, কালীপ্রসাদ, অনন্ত। নরোত্তমসুত ২৫ ব্রজরায়। রামনারায়ণসুত, ২৪ মুকুন্দরাম, রামজীউ, রামসন্তোষ ও রামচন্দ্র। মুকুন্দরামস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৫ রামরুদ্র। রামজীউসুত; ২৫ ব্রজ। সাতুসুত, ২৪ রামরাম, বলরাম তর্কবাগীশ।

---

(১৯) বলরামস্য ক্ষেম্য চং রত্নেশ্বর, মুং মহাদেব তর্কপঞ্চানন, মুং শিব বাচস্পতি কন্যা গ্রহণাৎ, ফুং গোপী সার্ব্বভৌমসুতা, চং কামদেব কং প্রং, চৈ রামজীবনস্ত।

(২০) কাশীশ্বরস্য সন্দেহ বিং, রামেশ্বর মজুমদার কং বিং ক্ষেম্য চং কৃষ্ণপুত্র রামচন্দ্রবরেণ প্রং, ক্ষেম্য মুং চং রামরাম, তৎপুত্র নন্দকিশোরবরেণ প্রং।

(২১) কেবলরাম ভঙ্গ চং কৃষ্ণ বাচস্পতিস্য কং বিবাহাৎ।

(২২) রাঘবস্য রামগোপাল চক্রবর্ত্তিণ কন্যা গ্রহণাৎ ভঙ্গঃ। আর্ত্তি মুং জানকীনাথ, মুং গোপীনাথস্ত প্রং, ক্ষেম্য মুং বলরাম আং প্রং, ক্ষেম্য চং জয়কৃষ্ণপুত্র রামগোপালবরেণ প্রং, তৎপুত্র নসিবরেণ, কন্যা চতুষ্টয় প্রং হেতুরত্র।

(২৩) রাজবল্লভস্য ক্ষেম্য মুং হরিদেব, তৎপুত্র কৃষ্ণদেবে প্রং, পুত্র রামকিশোরবরেণ প্রং।

বং নং, রাম প্রং, মেল বল্লভী।—২২ রঘুদেব ও বাসুদেবের বংশাভাব। রামকৃষ্ণসুত, ২৩ রাজেন্দ্র, চাঁদ, গৌরীকান্ত। রাজেন্দ্রসুত, ২৪ যাদবেন্দ্র। তৎসুত, ২৫ পরাণ, রামবল্লভ। চাঁদসুত, ২৪ রত্নেশ্বর, রামরাম, রামসন্তোষ। গৌরীকান্তসুত, ২৪ রামজীবন, রামশরণ, জয়দেব। রামজীবনস্য বংশাভাব। জয়দেবসুত, ২৫ কামদেব, রামদেব। কামদেবসুত, ২৬ কৃষ্ণ, সাং মহেশ্বরপাশা।

শিবরামসুত, ২২ মধু, জনার্দ্দন, রূপনারায়ণ, কামদেব। কামদেবসুত, ২৩ যদু, সাতু, তেকু। যদুসুত, ২৪ শান্তিরাম, কানাই, মুক্তারাম, রামচন্দ্র। রামচন্দ্রসুত, ২৫ গোকুল, ভবানীচরণ। কানাই বংশাভাব। শান্তিরামস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৫ রামতনু, বলরাম। মুক্তারামসুত, ২৫ রামহরি, নরহরি, নীলাম্বর। তেকুসুত, ২৪ রামরাম, নিধিরাম। রামরামসুত, ২৫ প্রভুরাম, দুর্গারাম। প্রভুরামসুত, ২৬ অপূর্ব্বরাম, জগৎরাম। দুর্গা-রামসুত, ২৬ মাণিক। নিধিরামস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৫ অযোধ্যা-রাম। তৎসুত, ২৬ মদন, রামযশ, সাং তারাজোন।

বং নং, কাশীনাথবংশ শ্রীচন্দ্রগোষ্ঠী, মেল সর্ব্বানন্দী।—সাতুসুত, ২৪ রামদুলাল, ব্রজকিশোর, নন্দন। ব্রজকিশোরস্য কন্যাভাব। তৎসুত, ২৫ নিরানন্দ, রামলোচন। নন্দনসুত, ২৫ কৃষ্ণমোহন, সাং ভূর-শুট, তারাজোন। লক্ষ্মণসুত, ২৪ হরি। তৎসুত, ২৫ ব্যাস বশিষ্ঠ (২৪) ও জগাই। বশিষ্ঠসুত, ২৬ পরমানন্দ (২৫) ও সর্ব্বানন্দ (২৬)। পরমানন্দসুত,

---

(২৪) বশিষ্ঠস্যার্ত্তি চং নবসিংহ পুত্রী বিভাকর, ক্ষেম্য ঘোষ বিশ্বনাথ, ঘোষ সর্ব্বানন্দ প্রং, চং ঈশ্বর প্রং।

(২৫) পরমানন্দ ক্ষেম্য মুং পৃথ্বীধর, মুং ফুং ভরত ঘোষ, কংসারি মিশ্র, পশ্চাৎ অস্য কন্যা বড়ু ব্রাহ্মণেনীতা, তদা ক্ষেম্য ঘোষ দৈত্যারি প্রং, ততো আর্ত্তি ঘোষ রাঘব, অস্য কন্যা বটেশ্বরে দিগুী নায়কেন নীতা ** ততো দোষে মেল রাঘব ঘোষালি ঘোষ শ্রীধরসুত।

(২৬) সর্ব্বানন্দস্য মহিন্তা বিং জগদানন্দস্য কং, লভ্য গাং রাঘব ক্ষেম্য মুং ভরত।

২৭ কৃষ্ণমিশ্র, গজপতি। কৃষ্ণস্য বংশাভাব। গজপতিসুত, ২৮ দৈবকী, জগন্নাথ। দৈবকীবংশ শান্তিপুরে। জগন্নাথসুত, ২৯ রঘু, যাদব, মাধব, গোবর্দ্ধন। রঘুনাথপুত্র, ৩০ গোপাল, জীবন। গোপালপুত্র, ৩১ রাজীব, কমল, জয়কৃষ্ণ, ভবানী। জয়কৃষ্ণপুত্র, ৩২ রামেশ্বর, কামদেব, ভুবন, রুদ্র বাচস্পতি। কামদেবসুত, ৩৩ রামদেব, রামশরণ, রামরাম, বিদ্যানিধি। সর্ব্বানন্দপুত্র, ২৭ বলভদ্র মিশ্রী (২৭)। তৎপুত্র, ২৮ অনন্ত, গোপীকান্ত, কাশীনাথ, জানকীনাথ, শ্রীনিবাস, বাসু, গুণানন্দ ও সুধাকর। অনন্তসুত, ২৯ শিবশঙ্কর, গৌরী, গোপীকান্ত। কাশীনাথপুত্র, ২৯ নরহরি, বিষ্ণুদাস, জনার্দ্দন, শ্রীচন্দ্র (২৮), দুর্গাদাস। শ্রীচন্দ্রপুত্র ৩০ শিবরাম চক্রবর্ত্তী, রূপনারায়ণ, গোপাল। শিবরামপুত্র, ৩১ মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, মধু তর্কালঙ্কার, রামেশ্বর বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথ তর্কবাগীশ, গোবিন্দ। মথুরেশপুত্র, ৩২ গঙ্গাধর, শঙ্কর, কাশীশ্বর, রমাবল্লভ। মধুপুত্র, ৩২ কৃষ্ণরাম, পরুষরাম, বলরাম, রামভদ্র, গৌরী, অনন্ত ও জয়রাম। রামেশ্বরপুত্র, ৩২ বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শ্রীরাম ও রামানন্দ। যদুনাথপুত্র ৩২ রামনাথ রামদেব, মহাদেব, মণিরাম, জয়রাম। মণিরামপুত্র, ৩৩ সহস্ররাম বিদ্যানিধি, রামকান্ত, জগৎরাম ন্যায়বাচস্পতি, কালীচরণ বিদ্যাপঞ্চানন। রঘুনাথ তর্কবাগীশপুত্র, ৩২ রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, মুকুন্দ, রুক্মিণীকান্ত। রামকৃষ্ণপুত্র, ৩৩ ঘনেশ্যাম সার্ব্বভৌম, রূপরাম ন্যায়বাগীশ, রামকান্ত তর্কসরস্বতী। ঘনেশ্যামপুত্র, ৩৪ সাতু তর্কভূষণ, কেশবপঞ্চানন, বিনোদরাম, কেবলরাম। সাতুপুত্র, ৩৫ রাজকিশোর, ব্রজকিশোর। রূপরামপুত্র, ২৪ ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর, গৌরীচরণ বিদ্যানিধি ও চণ্ডীচরণ। ভৈরবীচরণপুত্র,

---

(২৭) বলভদ্রস্য আর্ত্তি চং গৌরীবর, চং তপন, লম্ভ্য গাং গৌরীনাথ, অত্র রাঘাই। কিং ক্ষেম্য মুং শ্রীকান্ত, মুং দেবরাজ, মুং মুরারি, মুং নীলকণ্ঠ, মুং মাধব, চং শ্রীধর, চং যজ্ঞেশ্বর।

(২৮) শ্রীচন্দ্রস্য কাং শ্রীমন্তরায়স্য কং বিং ভঙ্গঃ ক্ষেম্য মুং রাঘব আং প্রাং বিঃ পুরুষোত্তমজ সনাতনী ছিন্নদোষঃ, কিমার্ত্তি চং অং জগদীশ চং রামভদ্রজ।

৩৫ শিবনারায়ণ। গৌরীচরণপুত্র, ৩৫ তিলকরাম, লোচন, রামমোহন। রামকান্তসুত, ৩৪ রামরত্ন।

বং নং, সর্ব্বানন্দ প্রং, জানকীনাথ বংশ, রামদেবগোষ্ঠী, মেল সর্ব্বানন্দী।—২৮ জানকীনাথ (২৯) তৎসুত, ৩০ কামদেব (৩০) ও জগদীশ। কামদেবসুত, ৩১ রামকৃষ্ণ। তৎসুত, ৩২ রত্নেশ্বর, গঙ্গাধর, গোপীরমণ। রত্নেশ্বরসুত, ৩৩ রাজেন্দ্র, (৩১) রামশরণ, চণ্ডীচরণ। রাজেন্দ্রসুত, ৩৪ রামরাম, গোপাল, নারায়ণ, (৩২) রামভদ্র, রামচন্দ্র, রমাকান্ত, মুরলি, রাধাকান্ত, রঘুরাম। রামরামসুত, ৩৫ রাধাবল্লভ, যাদবেন্দ্র। রাধাবল্লভসুত, ৩৬ হরি, কৃষ্ণ, রামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, রামতনু। যাদবেন্দ্রসুত, ৩৬ গোবিন্দ, বলভদ্র, রামনিধি। গোপালসুত ৩৫ রামদুর্ল্লভ, দুলাল, রাধারমণ, আনন্দচন্দ্র। দুলালসুত, ৩৬ লোহারাম। রাধারমণসুত, ৩৬ গোপীনাথ, শ্যামচাঁদ, রঘুনাথ, রামমোহন, পদ্মলোচন। নারায়ণসুত, ৩৫ দুর্গারাম বিদ্যাবাগীশ, রামানন্দ, কৃষ্ণরাম, আত্মারাম, রমাপতি, অনন্তরাম, রাজারাম। রামভদ্রসুত, ৩৫ রাধামাধব। রামচন্দ্রসুত, ৩৫ নন্দলাল, কৃষ্ণকিঙ্কর, গৌরদুলাল, ব্রজদুলাল। মুরলিসুত, ৩৫ রামকান্ত।

---

(২৯) জানকীনাথস্য ক্ষেম্য চং রমানাথ লভ্য পূতি হৃদয়, অত্র বল্লভী বাধ্য. আর্ত্তি ঘোষ রাঘব, ক্ষেম্য ঘোষ অনন্ত, ঘোষ গোপী, ঘোষ গোপাল ক্ষেম্য মুং পুষ্করাক্ষ আচার্য্য।

(৩০) কামদেবস্য আর্ত্তিঘোষ অনন্ত, ক্ষেম্য মুং রঘু মুং যদুনাথ, মুং বাণীনাথ, ক্ষেম্য চং বল্লভ প্রং, তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ বরেণ চং রাজীব, আর্ত্তি চং ব্যাস কুশাৎ ভ্রাতৃনামেক যোগে, ক্ষেম্য মুং বিষ্ণুদাস, মুং গোপীকান্ত, অত্র শ্রীমন্তখানি।

(৩১) রাজেন্দ্রস্য ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তিণ কন্যা প্রং ভঙ্গঃ, আর্ত্তি চং কন্দর্প রায় প্রং, ক্ষেম্য মুং রাম প্রং. মুং রামশরণ প্রং, বিং জগৎবল্লভ পৌত্র।

(৩২) নারায়ণস্য ক্ষেম্য মুং রামকৃষ্ণ প্রং, রামসুত আর্ত্তি চং হটু, চং মধুজ, চং সাক্ষু রত্নেশ্বরসুত, ক্ষেম্য চং ধং হটুনামা হরিদেব রামচন্দ্রজ।

রামশরণসুত, ৩৪ মথুরেশ, রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, মনোসুখ, নন্দকুমার (৩৩)। নন্দকুমারসুত, ৩৫ রঘূত্তম(৩৪), রামলোচন, গদাধর, নিমাই, রমরাম, রামধন, রামপ্রসাদ। রঘূত্তমসুত, ৩৬ রামনারায়ণ, শিবনারায়ণ, কৃষ্ণনারায়ণ, নরনারায়ণ। গদাধরসুত, ৩৬ গঙ্গানারায়ণ। চণ্ডীচরণসুত, ৩৪ মধুসূদন, গঙ্গাধরসুত ৩৩ রঘুনন্দন, রুদ্র তর্কবাগীশ, রামদেব, কৃষ্ণদেব। রঘুনন্দনসুত চিরঞ্জীব, কৃষ্ণজীবন, রামজীবন, বিষ্ণুরাম। চিরঞ্জীবসুত, ৩৫ গোপীকান্ত, প্রাণকৃষ্ণ। গোপীকান্তসুত, ৩৬ ফকিরচন্দ্র। তৎসুত, ৩৭ রামচন্দ্র। প্রাণকৃষ্ণসুত, ৩৬ রামলোচন, মহেশচন্দ্র। রামলোচনসুত, ৩৭ শিবশঙ্কর, আনন্দচন্দ্র, হারাধন, প্রাণগোপাল ও কৃষ্ণগোপাল। কৃষ্ণজীবনসুত, ৩৫ মাণিক্যচন্দ্র, রাজচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র। মাণিক্যচন্দ্রসুত, ৩৬ সদানন্দ, রমানাথ। সদানন্দসুত, ৩৭ কালীশঙ্কর, রাজীবলোচন, জগদ্বন্ধু। রমানাথসুত, ৩৭ হরকুমার। রাজচন্দ্রসুত, ৩৬ খুদীরাম। শিবচন্দ্রসুত, ৩৬ অম্বিকাচরণ। ভৈরবচন্দ্রসুত, ৩৬ রাধাকান্ত, নীলাকান্ত, কমলাকান্ত, রুক্মিণীকান্ত। বিষ্ণুরামসুত, ৩৫ শ্রীকৃষ্ণকান্ত, শ্রীকান্ত। কৃষ্ণকান্তস্য ভঙ্গঃ। তৎসুত, ৩৬ বল্লভীকান্ত, ঠাকুরদাস, বাঞ্ছারাম। শ্রীকান্তসুত, ৩৬ রামমোহন, ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, কালীদাস, কাশীনাথ, রামদাস, রামধন। ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, কাশীনাথ, রামধন, এতে চং পাং রামনিধি তর্কভূষণস্য দৌহিত্রঃ।

রুদ্রতর্কবাগীশসুত, ৩৪ কৃষ্ণদাস, রামনাথ, শ্রীধর (৩৫), বিষ্ণুদেব, রামগোবিন্দ, রামকেশব। কৃষ্ণদাসস্য বংশাভাব। শ্রীধরসুত, ৩৫ রাজচন্দ্র, বৈদ্যনাথ।

---

(৩৩) নন্দকুমারস্য পুত্রপর্য্যায়ী চট্টরামনাথস্য কং প্রং, তত আর্ত্তি মুং জানকীরাম, তৎপুত্র রমানাথ বরেণ প্রং, মুং বিং অযোধ্যারামকে।

(৩৪) রঘূত্তমস্যার্ত্তি চং মদনমোহন প্রং পাং কেশবজ রামেশ্বর পৌত্রঃ ভবানীচরণ পুত্র শিবনারায়ণ দ্বারায় প্রং।

(৩৫) শ্রীধরস্য আদৌ আর্ত্তি চং রামভদ্র প্রং প্রং রামকৃষ্ণ প্রং পাং মাধবসুতৌ, ততঃ পুত্রপর্য্যায়ী মুং বিং রঘুনাথামদনে প্রং, তত পৌত্রপর্য্যায়ী মুখ রামশঙ্করে প্রং, অত্র সাহসখানি।

গোপীরমণসুত, ৩৩ রঘুদেব, রমাবল্লভ। রঘুদেবসুত, ৩৪ রাধাকৃষ্ণ আনন্দীরাম, হরিশঙ্কর। রমাবল্লভসুত, ৩৫ রামশঙ্কর, রামেশ্বর।

শ্রীনিবাসসুত, ২৯ রামচন্দ্র মিশ্র, (৩৬) বাসুদেব, গোবিন্দ। বাসুদেবসুত, ৩০ রুক্মিণীকান্ত, অস্য পিতৃবরে বিবাহ।

বং নং, লক্ষ্মণ প্রং, সর্ব্বানন্দবংশ, গুণানন্দ গোষ্ঠী। মেল সর্ব্বানন্দী, সাহসখানি।

গুণানন্দস্য পঞ্চত্বং তৎপত্নী ব্যভিচারিণী।
সাহসায় সুতাং দত্বা সপত্নীসুতনন্দিনী॥

ইতি বিশ্রামে সাহসখানী, অস্য ক্ষেম্য চং রামনাথ উচিত পৃতি। হৃদয় অত্র বল্লভীর বাধ্যঃ আৰ্ত্তি ঘোষ রাঘব, ক্ষেম্য ঘোষ অনন্ত. ঘোষ গোপী, ঘোষ গোপাল। তৎসুত রামানন্দ, রতিনাথ (৩৭), দুর্গাদাস, রামনাথ ও নারায়ণ। রামানন্দসুত, মহেশ। রতিনাথসুত, রাঘব, গোপাল, গোবিন্দ। গোপালসুত, রামদেব (৩৮), রাজারাম, রঘুদেব। রামদেবসুত, গঙ্গাধর, রমাবল্লভ। গঙ্গাধরসুত, অযোধ্যারাম। রমাবল্লভসুত, রমাই, মনোহর। দুর্গাদাসসুত, মহাদেব, সিদ্ধেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, রামভদ্র, বিশ্বেশ্বর। রামভদ্রসুত, নন্দকিশোর। তৎসুত, রাজারাম। তৎসুত, দুলাল। অস্য কন্যা পিতাড়িতে বিবাহ। তৎসুত, রঘুরাম, হৃদয়রাম, সাং কলিকাতা। বিশ্বেশ্বরসুত,—গৌরাঙ্গ, শ্যাম, রাধু। গৌরাঙ্গসুত,—রামচন্দ্র, কিষ্ণু, আনন্দ। কিষ্ণুসুত,—বিষ্ণুরাম, রামকিশোর, গঙ্গারাম, রাম তর্কবাগীশ। সাং চাতরা। নারায়ণসুত,—মধু, রাজেন্দ্র, রাম, মথুরেশ। মধুসুত,—রঘুনাথ, রামজীবন, প্রাণবল্লভ, কাশী, ভুবন। রামজীবনসুত,—রামদেব। ভুবনসুত,—রামেশ্বর,

---

(৩৬) রামচন্দ্র মিশ্রস্যার্ত্তি ঘোষ অনন্ত ক্ষেম্য মুং রঘুনাথ, মুং যদুনাথ, চং বল্লভ, আৰ্ত্তি চং ব্যাস কুশাৎ, ক্ষেম্য মুং বাণীনাথ বংশাভাবঃ।

(৩৭) রতিনাথস্য ক্ষেম্য চং রাজীব, চং বল্লভ, মুং রাজীব, আদ্যে লভ্য পাং রাম, পাং নারায়ণ, পাং রাজেন্দ্র, সাং ভবানী।

(৩৮) রামদেবস্য পিতৃ অবিদ্যমানে মুং রঘুদেবস্য কং বিং ক্ষেম্য মুং শ্রীবল্লভ কুশাৎ। মুং মহাদেব, ক্ষেম্য মুং রামভদ্র, মুং রামচন্দ্র প্রং।

হরানন্দ। রামেশ্বরসুত,—হরিরাম, শিবরাম। হরানন্দসুত,—রাধাকান্ত, জয়রাম, শম্ভুরাম, রুক্মিণীকান্ত, কৃপারাম। রামেশ্বরসুত,—জগদীশ বাচস্পতি। তৎসুত,—হরিদেব, রামকৃষ্ণ, বলরাম, অযোধ্যারাম, গঙ্গারাম, বিষ্ণুরাম। হরিদেবসুত,—রামদেব, খেলারাম, গৌরী, সাতু। খেলারামস্য বংশাভাব। সাতু ও গৌরী ভঙ্গঃ। রামকৃষ্ণসুত,—দয়ারাম, দুর্গারাম, পঞ্চানন, গয়ারাম, রামকেশব, রামনিধি, কালীচরণ, মহেশ্বর, রাম, লক্ষ্মণ, রামসুন্দর, মাণিক্য ও রামতনু।

দুর্গাদাসসুত,—রামজয়, ভৈরবচন্দ্র। গয়ারামসুত,—খালকরাম, কালীশঙ্কর, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ। রামকেশবস্য ভঙ্গঃ। রামনিধিকস্য কন্যাভাবঃ। কালীচরণসুত,—কাশীনাথ। মহেশ্বর, রামসুন্দর ও মাণিক্য ভঙ্গঃ। রামসুত,—চন্দ্রশেখর (৩৯), রমাবল্লভ, অনিরুদ্ধ, প্রাণবল্লভ (৪০), ঘনেশ্যাম। চন্দ্রশেখরসুত,—রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ, বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার, ধনঞ্জয়, জিতু, মন্যোসুখ, গোপীরমণ, গোপাল। রাঘবেন্দ্রসুত,—লক্ষ্মণ তর্কভূষণ। গোপীরমণস্য বংশাভাব। বাণেশ্বরসুত,—দেবীচরণ, দুর্গাচরণ, কালীচরণ, আত্মারাম। দেবীচরণসুত,—রঘূত্তম, গদাধর। দুর্গাচরণসুত,—দয়ারাম। কালীচরণসুত,—কাশী বিদ্যালঙ্কার, জয়ানন্দ সিদ্ধান্ত। গোপালসুত,—শঙ্কর। রমাবল্লভসুত,—বিশ্বেশ্বর, শ্যাম, মনোহর, সন্তোষ, সর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুদেব, শোভারাম। প্রাণবল্লভসুত,—সদাশিব, নিমু, গণেশ, দোকড়ি। অনিরুদ্ধসুত,—গোপীরমণ, শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, মহেশ। লক্ষ্মীকান্তসুত,—বলরাম। ঘনেশ্যামসুত,—রামেশ্বর, যদুনাথ, শচীনন্দন, শিবচরণ। শচীনন্দনস্য ভঙ্গঃ। রামেশ্বরসুত,—দেবীচরণ।

যদুনন্দনসুত,—যজ্ঞেশ্বর, কালীচরণ। যজ্ঞেশ্বরসুত,—রামপ্রসাদ, বিনোদরাম, মাণিক্য। বিষ্ণুরামস্য ভঙ্গঃ।

ইতি নপাড়িকুলঃ সমাপ্তঃ।

---

(৩৯) চন্দ্রশেখরস্য বং মহেশ চৌধরীকস্য কং বিং ভঙ্গঃ। আর্ত্তি চং রামনারায়ণ প্রদানাৎ, চং জয়দেব প্রং আং হেতুঃ গাঙ্গস্য পশ্চাৎ রবিকর গোষ্ঠী, ক্ষেম্য মুং রাম প্রং।

(৪০) প্রাণবল্লভস্য রাতাড়ি বিং, ভতো রাজপুরোহিত দামোদরস্য মহাপাত্রস্য কং বিং, চং হটু চং নকু প্রং, তৎপুত্রায় কমলে প্রং।

বন্দ্য সাগরদীয়া, ভগীরথবংশ।

শ্রীপতী গোষ্ঠী, রঘুরাম চক্রবর্ত্তী প্রকরণ, রামপ্রসাদ, রামহরি বংশাবলী, মেল ফুলিয়া।—

ভগীরথ ভট্টনারায়ণ হইতে ১৯ পুরুষে আবির্ভূত। তৎপুত্র, ২০ শ্রীপতী। তাঁহার পুত্র, ২১ দুর্গাদাস। তৎপুত্র, ২২ রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব ও রমাকান্ত (১৯১ পৃষ্ঠায় দেখ)।

এক্ষণে এই স্থলে রাঘবের পৌত্র রঘুরামের বংশাবলী উল্লেখিত হইতেছে:—২২ রাঘব। তৎপুত্র, ২৩ জয়রাম। তৎসুত, ২৪ রঘুরাম চক্রবর্ত্তী (১)। রঘুরামের চতুর্দ্দশ পুত্র,—২৫ কালাচাঁদ, রামপ্রসাদ (২), শ্রীধর, ভৃগুরাম, ঘনশ্যাম, উদয়নারায়ণ, সন্তোষ, গঙ্গাপ্রসাদ, রামগঙ্গা, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্গারাম, রবিলোচন, নন্দকিশোর। রামপ্রসাদসুত, ২৬ নিধিরাম, মনিরাম, মণিরাম, রামহরি (৩), বিদ্যাধর, হৃদয়রাম, রূপরাম, নরোত্তম,

---

(১) অস্য সাহাবাজপুর কোয়ারি শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীণ কং বিং, সত্ব হড় ইতি কেচিৎ শাস্ত্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পিণ্ডদা ইত্যুক্তা ইতি অমঙ্গমানঃ। উঃ মুঃ রামদেব প্রং, অত্র সয়দাবাদ প্রাপ্তঃ। পুত্র কালাচাঁদ বরেণ প্রং। মুঃ ফুঃ নারায়ণ, পুত্র শ্রীধর বরেণ প্রং, অত্র রামদেব রায়ী ইতি কেচিৎ ত্রুড় রামকেশব যোগে, পুনর্মুং নারায়ণ প্রং, অত্র মাটিয়াড়িগড় প্রাপ্তঃ ইতি কেচিৎ। পুত্র দুর্গারাম বরেণ প্রং, ততঃ পুত্র রামকান্ত বরেণ প্রং, অত্র কাকুণাইল প্রাপ্তঃ।

(২) অস্য সপ্ত বিবাহঃ বড়ৈব সন্দিগ্ধাঃ। উঃ মুঃ ফুঃ, কন্দর্প, পুত্র ব্রজমোহন বরেণ প্রং, ততঃ পুত্র শ্রীকান্ত বরেণ প্রং, অত্র পঞ্চগোপালী দোষপ্রাপ্তঃ। রামকেশবস্য প্রদৌহিত্রী, রাজা মণিকস্য দৌহিত্রীপুত্র বরে গ্রহণে রামপ্রসাদে মহতী গঞ্জনা।

(৩) উঃ মুঃ ফুঃ, শ্রীকান্ত পুত্র রাজকৃষ্ণ বরেণ প্রং, ততঃ পুত্র ভবানীশঙ্কর বরেণ প্রং, অত্র রগুপ্রাপ্তঃ।

ব্রজমোহন, অযোধ্যারাম, যোগীরাম, সোণারাম, সুধারাম। ধনিরাম-সুত,—২৭ মৃত্যুঞ্জয়। তৎসুত,—২৮ প্রাণনাথ। ইনি জেলা ঢাকা পশ্চিম-পাড়ার মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীতে ভগ্নঃ। সেই সময় হইতে ইঁহারা তথায় বসবাস করিতেছেন। প্রাণনাথের চারি পুত্র,—২৯ রাজকিশোর, লক্ষ্মণ-রাম ও প্যারীমোহন। রাজকিশোরের পুত্র, ৩০ রাজমোহন, চন্দ্রমোহন, কালীমোহন, আনন্দমোহন ও কৈলাসচন্দ্র। লক্ষ্মণপুত্র,—৩০ হরকান্ত, নন্দকান্ত, সূর্য্যকান্ত, শ্যামাকান্ত, বরদাকান্ত, সারদাকান্ত, গুরুকান্ত। রাম নিঃসন্তান। প্যারীমোহনের পুত্র, ৩০ সীতানাথ, ভগবতীচরণ। রাজ-মোহনের পুত্র,—৩১ রাজেন্দ্রলাল, নন্দলাল, দুর্গামোহন, তারামোহন। চন্দ্রমোহন ও কালীমোহন নিঃসন্তান। আনন্দমোহনের পুত্র,—৩১ দেবেন্দ্র-নাথ, লালমোহন, মোহন, ললিতমোহন, রাধিকালাল। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র,—৩১ হরবিলাস, আশুতোষ। সীতানাথ নিঃসন্তান। ইঁহাদের পাল্টী প্রকৃতি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান নারায়ণের সহিত চলিয়া আসিতেছে।

রামপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র,—২৭ রামহরি। তৎপুত্র ২৮ প্রাণকৃষ্ণ, (৪) বৈদ্যনাথ, রামগতি, রাজকৃষ্ণ, সূর্য্যনারায়ণ। প্রাণকৃষ্ণসুত,—২৯ রাম-লোচন, পদ্মলোচন (৫), ত্রিলোচন, রামমোহন। পদ্মলোচনসুত,—৩০ রামচাঁদ (৬), কালীচরণ, শ্যামাচরণ (৭), তারিণী, নন্দরাম, মদন, অভয়। রামচাঁদসুত,—৩১ নীলমণি। তৎপুত্র,—৩২ ভবানীপ্রসাদ, সাং নিমতলা ষ্ট্রীট। কালীচরণসুত,—৩১ পঞ্চানন ও বিপিন। শ্যামাচরণসুত,—৩১ নীরদ, সাং নিমতলা ষ্ট্রীট।

---

(৪) উঃ মুঃ ফুঃ ভবানীশঙ্কর প্রঃ পুত্র পদ্মলোচন বরেণ প্রঃ, তজ্জো মুঃ ফুঃ, রামশঙ্কর প্রঃ, পুত্র বরেণ প্রঃ, ভ্রাতৃ রাজকৃষ্ণ যোগে। উঃ মুঃ ফুঃ বিশ্বনাথ পৌত্র রামচাঁদ বরেণ প্রঃ, তজ্জঃ পুত্র কালাচাঁদ বরেণ প্রঃ।

(৫) উঃ মুঃ ফুঃ, কালাচাঁদ, মুঃ ফুঃ ভগবান প্রঃ।

(৬) উঃ মুঃ ফুঃ, গিরীশ প্রঃ, তজ্জো মুঃ ফুঃ, সীতানাথ প্রঃ।

(৭) উঃ মুঃ ফুঃ, শশিভূষণ প্রঃ, মুঃ বৃন্দাবন পৌত্র।

রামহরির দ্বিতীয় পুত্র,—২৮ বৈদ্যনাথ (৮)। বৈদ্যনাথের পুত্র, ২৯ শিবচন্দ্র (৯), রবিলোচন ও পদ্মলোচন। শিবচন্দ্রসুত,—৩০ বঙ্গচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র; সাং কেয়টখালি, জেলা ঢাকা। বঙ্গচন্দ্রসুত,—৩১ রামধন, গুরুধন। ভগবানচন্দ্রের পুত্র,—৩১ জয়চন্দ্র, (ইনি বরিশাল জেলার প্রসিদ্ধ মোক্তার) পূর্ণচন্দ্র (ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ মোক্তার), কীর্ত্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র। জয়চন্দ্রসুত,—৩২ হরিদাস। পূর্ণচন্দ্রসুত,—৩২ হেমচন্দ্র। রবিলোচনসুত,—৩০ কালীপ্রসন্ন, সাং বজ্রযোগিনী। কালীপ্রসন্নসুত,—৩১ হরপ্রসন্ন। পদ্মলোচনসুত,—৩০ অন্নদাপ্রসাদ (১০)। তৎপুত্র,—৩১ মধুসূদন, সাং বজ্রযোগিনী।

রামহরির তৃতীয় পুত্র,—২৮ রামগতি (১১)। তৎসুত,—২৯ যুগলকিশোর (১২), রামকিশোর, রামকুমার। যুগলকিশোরসুত,—৩০ দুর্গাচরণ (১৩)। দুর্গাচরণসুত,—৩১ কালীচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র।

রামহরির চতুর্থ পুত্র,—২৮ দুর্গানারায়ণ (১৪)। তৎপুত্র,—২৯ উদয়চাঁদ, জগন্মোহন, রামদুর্লভ, কাশীনাথ, কানাই, গুরুচরণ, মদন, নারায়ণ। কাশীনাথসুত,—৩০ দুর্গাচরণ জগবন্ধু, তারিণীচরণ, রামচরণ। দুর্গাচরণ

---

(৮) অস্য পিপলাই বিং, উঃ মুঃ কুং, কমলাকান্ত প্রং, মুঃ কুং, রামকান্ত কৃষ্ণরাম পৌত্র।

(৯) উঃ মুঃ কুং, প্রবোধচন্দ্র প্রং, ভ্রাতৃ রবিলোচন যোগে।

(১০) উঃ মুঃ কুং, হরনাথ পুত্র মধুসূদন বরেণ প্রং, তত্‌ঃ পুত্র মোহন বরেণ প্রং।

(১১) উঃ মুঃ কুং, রামলোচন পুত্র যুগোলকিশোর বরেণ প্রং, তত্‌ঃ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ বরেণ প্রং, মুঃ কুং শ্রীকান্তজ।

(১২) উঃ মুঃ কুং, মহেন্দ্রনারায়ণ প্রং, মুঃ কুং রামলোচনজ।

(১৩) অস্য চালতাতলী বিং, উঃ মুঃ কুং, বিপ্রচরণ প্রং, সাং বিক্রমপুর।

(১৪) চং ধং, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পঃ কং বিং ভক্তঃ, সাং রাজনগর উঃ মুঃ কুং, রাজীব প্রং।

সুত.—৩১ উমাচরণ (বংশাভাব)। জগবন্ধুসুত,—৩১ পার্ব্বতীচরণ, (সাং চান্দনি জেলা ফরিদপুর) ও বিষ্ণুচরণ। তারিণীচরণসুত.—৩১ কালীচরণ, সাং আচুঁড়া। কানাইসুত,—৩০ রবিলোচন। গুরুচরণসুত,—৩০ অভয় ও রামকুমার।

রঘুরাম চক্রবর্ত্তী প্রকরণ, রামপ্রসাদজ, হৃদয়রাম বংশাবলী, মেল ফুলিয়া।—

রামপ্রসাদের ষষ্ঠ পুত্র.—২৬ হৃদয়রাম (১৫)। তৎসুত,—২৭ রামজয়, (১৬) রামদুলাল জীবনকৃষ্ণ (১৭, জগন্নাথ, রামচাঁদ। রামজয়-সুত,—২৮ রাধামোহন (১৮), রামসুন্দর (১৯)। রাধামোহনসুত, ২৯ রামকানাই, (অয়ং ভঙ্গঃ), বলরাম, গৌরচন্দ্র, কাশীনাথ, হরচন্দ্র, (অয়ং ভঙ্গঃ), ভৈরবচন্দ্র, নবকিশোর। রামসুন্দরসুত.—২৯ যুগোলকিশোর, গোলোকচন্দ্র। রামদুলালসুত,—২৮ কুলচন্দ্র (২০), তিলকচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র। কুলচন্দ্রসুত,—২৯ বঙ্গচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, গৌরসুন্দর। জীবনকৃষ্ণ-সুত,—২৮ কালীশঙ্কর, নিমচাঁদ, দুর্গাচরণ, চন্দ্রমাধব, ভৈরবচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, বেচারাম। কালীশঙ্করসুত,—২৯ উমাশঙ্কর, হরশঙ্কর, রামকমল। রাম-

---

(১৫) অস্য শ্রীরামপুর পাকড়াশী বিং উং মুং কুং, নন্দকুমার প্রং, অত্র দোষ, তারপাশা ইত্যাদি প্রাপ্তঃ, পুত্র রামচাঁদ বরেণ প্রং, ততঃ পুত্র কাশী-নাথ বরেণ প্রং, সাং বজ্রযোগিনী, জেলা ঢাকা।

(১৬) উং মুং কুং, কাশীনাথ প্রং, ভ্রাতৃ রামদুলাল, জগন্নাথ যোগে, মুং কুং নন্দকুমারজ।

(১৭) অয়ং ভঙ্গঃ উং মুং কুং, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রং, মুং কুং, সদাশিবজ।

(১৮) উং মুং কুং, পার্ব্বতীচরণ প্রং, মুং কুং কাশীনাথজ, অত্র ব্রাহ্মণ-গাঁও হেতুঃ।

(১৯) সন্দিগ্ধ পাকড়াশী বিং, উং মুং কুং শ্যামাচরণ প্রং।

(২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীনঃ কং বিং ভঙ্গঃ, সাং রহমৎপুর উং মুং কুং, ভগবান, মুং কুং দীনবন্ধু, মুং কুং, শশি প্রং।

কমলসুত,—৩০ রাজমোহন। নিমচাঁদসুত,—২৯ চন্দ্রকান্ত, রাজকুমার। চন্দ্রমাধবসুত,—২৯ কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রজসুন্দর, গৌরসুন্দর, কালাচাঁদ, কালীচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রসুত,—৩০ গঙ্গাচরণ, সাং চান্দনি, জেলা ফরিদপুর, সারদাচরণ, কালীমোহন, সাং সাওড়া, জেলা ফরিদপুর ও চন্দ্রমোহন। কালীচন্দ্রসুত,—৩০ কাশীচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রসুত,—২৯ মহেশচন্দ্র, হরকিশোর।

জয়রামের চতুর্থ পুত্র,—২৭ জগন্নাথ(২১)। তৎসুত,—২৮ রাজচন্দ্র (২২), গৌরীকান্ত (২৩), জয়চন্দ্র, রাধাকান্ত (অয়ং ভঙ্গঃ), রঘুনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, মাণিকচাঁদ, গোপীচন্দ্র। রাজচন্দ্রপুত্র,—২৯ বঙ্গচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবকিশোর। গৌরীকান্তসুত,—২৯ কালীচন্দ্র (অয়ং ভঙ্গঃ), কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্গাচরণ, শ্যামচন্দ্র (২৪)। কালীচন্দ্রসুত,—৩০ উমাচরণ, সাং সানগর, জেলা ২৪ পরগণা, গোবিন্দচন্দ্র, সাং বজ্রযোগিনী ও মধুসূদন। শ্যামচন্দ্রসুত,—৩০ মথুরামোহন, (অয়ং ভঙ্গঃ), রাসমোহন। রাধাকান্তসুত,—২৯ নবকুমার, সাং প্রতাপকাটী, জেলা যশোহর, বিহারিলাল ও চণ্ডীচরণ, সাং গোলক। নবকুমারসুত,—৩০ সুখময়, অঘোরনাথ, রামতারণ, নলিনাক্ষ, পুলিনবিহারী। গোপীচন্দ্রসুত,—২৯ গোলকচন্দ্র।

জয়রামের পঞ্চম পুত্র,—২৭ রামচাঁদ (২৫)। তৎসুত,—২৮ ভবানীশঙ্কর রামনিধি, গুরুপ্রসাদ, মদনমোহন, ঈশানচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র। ভবানী-

---

(২১) নলমুরি কোন্নারি বিং, উং মুং ফুং, কাশীনাথ প্রং, পুত্র রঘুনাথ বরেণ প্রং, ভ্রাতৃ রামজয়, দুলাল যোগে।

(২২) অয়ং ভঙ্গঃ, উং মুং ফুং; জগবন্ধু মুং ফুং, গৌরচন্দ্রে কন্যা প্রং।

(২৩) উং মুং ফুং দুর্গাচরণ প্রং, মুং ফুং কাশীনাথজ, পিতৃ মরণাশৌচ মধ্যে।

(২৪) উং মুং ফুং, গুরুদাস প্রং, পুত্র রাসমোহন বরেণ প্রং, মুং দুর্গাচরণজ, শ্রীধরগোষ্ঠী।

(২৫) উং মুং ফুং জগমোহন পুত্র ঈশান বরেণ প্রং, তত পুত্র বিশ্বেশ্বর বরেণ প্রং, মুং ভৈরবজ।

শঙ্কর পুত্র,—২৯ কানাই, রামকমল (২৬), দীননাথ, কালীনাথ, হরনাথ (২৭), দ্বারকানাথ। রামকমলসুত,—৩০ হরকুমার, নবকুমার, দৈবচন্দ্র, ললিতকুমার, হরভূষণ, ফণীভূষণ। হরনাথসুত,—৩০ বিনোদবিহারী, বনবিহারী। দ্বারকানাথসুত,—৩০ অশ্বিনী, রোহিণী, যামিনী।

রঘুরাম চক্রবর্ত্তী প্রকরণ, ভৃগুরাম গোষ্ঠী, শোভারামজ, রামজয় বংশাবলী, মেল ফুলিয়া, সাং খামারগাছি, জেলা হুগলী।—

রঘুরামের চতুর্থ পুত্র,—২৫ ভৃগুরাম (২৮)। তৎপুত্র,—২৬ সীতারাম, ভবানীপ্রসাদ, হৃদয়রাম, রামকৃষ্ণ, নরনারায়ণ, শোভারাম (২৯), সদাশিব, চণ্ডীপ্রসাদ। শোভারামসুত,—২৭ রামজয়, কুলচন্দ্র (৩০)। রামজয়সুত,—২৮ রাজীব (৩১), রাধামোহন, কাশীনাথ। রাজীবসুত,—২৯ চন্দ্রকান্ত, বিধুকান্ত, সাং কামালপুর, জেলা নদীয়া, কালীকান্ত, ইন্দুকান্ত,

---

(২৬) অস্যং ভঙ্গঃ, উং মুং ব্রজনাথ প্রং, সাং নলচিরা।

(২৭) উং মুং ফুং, কেদার প্রং, ভ্রাতৃ দ্বারকানাথ যোগে। সাং নলচিরা।

(২৮) দিগুি রূপনারায়ণ গাথকস্য কং বিং, কান্দিগ্রামে সিমলাই, কাশীনাথ সমাজদারস্য কং বিং, সন্দিগ্ধ পূর্বলি, রামচন্দ্র বৈষ্ণবস্য কং বিং, উং মুং ফুং, ছকুনামা হরিদেব প্রং, ততো মুং ফুং, সীতারাম প্রং, পুত্র শোভারাম বরেণ প্রং, অত্র তর্কালঙ্কারি ছদ্দ প্রাপ্তঃ। মুং ফুং, রামনারায়ণজো শ্রীধর ঠাকুর পৌত্রঃ।

(২৯) উং মুং ফুং, সদাশিব প্রং, পশ্চাৎ উং মুং ফুং, কৃষ্ণচন্দ্র প্রং, পুত্র রামজয় বরেণ প্রং, মুং গৌরীজ, ততঃ পুত্র শিবচন্দ্র বরেণ প্রং।

(৩০) পিতামহ পর্য্যায়, মুং ফুঃ বাণেশ্বরস্য কং বিং, মুং ফুং রামনারায়ণজ, বলরাম গোষ্ঠী, অত্র মহান বিপর্য্যয় প্রাপ্তঃ।

(৩১) গাং কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য কং বিং ভঙ্গঃ, সাং বড়িষা, উং মুং গোবিন্দ প্রং।

ঈশ্বরচন্দ্র, যদুপতি, ভবপ্রসন্ন, গঙ্গাদাস, শ্যামদাস, বৈদ্যনাথ, ছোট যদুপতি, গিরিশচন্দ্র, উমাকান্ত, গঙ্গানারায়ণ, কালীকুমার। বিধুকান্তসুত,—৩০ বামনদাস, কৃষ্ণকিশোর, জয়কৃষ্ণ। বামনদাসসুত,—৩১ শারদাপ্রসাদ। কৃষ্ণকিশোরসুত,—৩১ মন্মোহন ও আনন্দমোহন। ঈশ্বরচন্দ্রসুত,—৩০ কান্তিচন্দ্র (৩২), অবিনাশ, গোপাল, রামচন্দ্র। কান্তিচন্দ্রসুত,—৩১ মানগোবিন্দ, নগেন্দ্র, গিরিন্দ্র। যদুপতিসুত,—৩০ দ্বারকানাথ, কেদার, অনুকূল। গঙ্গানারায়ণসুত,—৩০ তিনকড়ি। কালীকুমারসুত,—৩০ হরিপ্রসন্ন, সাং জিরাট। রাধামোহনসুত,—২৯ মদন, অবিনাশ (অয়ং ভঙ্গঃ), রঘু (অয়ং ভঙ্গঃ), মহেশ (অয়ং ভঙ্গঃ)। মহেশসুত,—৩০ রামলাল, সাং খনিয়ান, জেলা হুগলী। রামলালসুত,—৩১ প্রমথনাথ, মন্মথনাথ, সতীনাথ। কুলচন্দ্রসুত,—২৮ রামদুলাল, রামসুন্দর, ভুবনমোহন, কালীকমল (অয়ং ভঙ্গঃ), জগচ্চন্দ্র। কালীকমলসুত, ২৯ নিবারণ, সাং কালীঘাট ও ভগবতী। নিবারণসুত,—৩০ প্রমোদ। ভগবতীসুত,—৩০ ভীষ্ম, সাং ভাটভাড়া ও পঞ্চানন।

রঘুরাম চক্রবর্ত্তী প্রকরণ, ঘনশ্যামজ, রামমাণিক্য বংশাবলী, মেল ফুলিয়া।—

রঘুরামের পঞ্চম পুত্র,—২৫ ঘনশ্যাম (৩৩)। তৎপুত্র,—২৬ রামরতন, শঙ্কর, সম্পদ, রামরাজা, রামমাণিক্য (৩৪), সুধারাম, প্রাণকৃষ্ণ, সোণারাম।

---

(৩২) উঃ মুঃ ফুঃ, উমেশ প্রঃ, সাং বহরকুলী, জেলা বর্দ্ধমান।

(৩৩) ঘনশ্যামস্য বোজপুর বিং, উঃ মুঃ ফুঃ, নকুনামা হরিদেব অবিদ্যমানে, পুত্র রামরতন বরেণ প্রঃ, ততঃ পুত্র দয়ারাম বরেণ প্রঃ, মুঃ ফুঃ, বাণেশ্বরজঃ, শ্রীধরগোষ্ঠী। রামরতনস্য গাং হরিদেব, গাং কৃষ্ণদেবস্য কং বিং, পশ্চাৎ পিতৃবর ইতি কেচিৎ।

(৩৪) উঃ মুঃ ফুঃ, গোরাচাঁদ ততঃ পুত্র নীলমণি বরেণ প্রঃ, ভ্রাতৃ রামরাজা, সুধারাম প্রাণকৃষ্ণাদি যোগে, মুঃ হরিদেবজ রামনারায়ণ পৌত্র, শ্রীধর গোষ্ঠী।

রামমাণিক্যসুত,—২৭ শিবচন্দ্র, (অয়ং ভঙ্গঃ) কৃষ্ণকিশোর (৩৫), কৃষ্ণকিঙ্কর, রামসুন্দর, রাজকৃষ্ণ, (৩৬) গঙ্গাধর। শিবচন্দ্রসুত,—২৮ মাধবচন্দ্র, সাং দোহার, জেলা ঢাকা, রামকানাই, সাং কালীপাড়া, জেলা ঢাকা, বলচন্দ্র, সাং কুশারিপাড়া, জেলা ঢাকা। মাধবচন্দ্রপুত্র,—২৯ গোবিন্দচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত, অভয়াচরণ। রামকানাইসুত,—২৯ বিশ্বম্ভর, কালীকুমার, রামকেশব। কৃষ্ণকিশোরসুত,—২৮ রাধানাথ (অয়ং ভঙ্গঃ), কালাচাঁদ, গৌরচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র, কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, উমাকান্ত, পদ্মলোচন। রাধানাথসুত,—২৯ চন্দ্রমাধব, ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, ভোলানাথ। চন্দ্রমাধবসুত,—৩০ প্রসন্নচন্দ্র, সাং চামটা, জেলা ফরিদপুর। রাজকৃষ্ণসুত,—২৮ কালীকিঙ্কর। তৎপুত্র,—২৯ সত্যচরণ (৩৭), কৃষ্ণচন্দ্র (গুড়ে বিং)। সত্যচরণসুত,—২৯ প্যারীমোহন, ইনি মাদারিপুর সবডিবিজনের প্রসিদ্ধ মোক্তার, সাং নড়িয়া, জেলা ফরিদপুর। তৎপুত্র,—৩০ গিরিজাভূষণ, ইন্দ্রভূষণ। কৃষ্ণচন্দ্রসুত,—২৯ বামাচরণ, সাং মহেশপুর।

---

(৩৫) কৃষ্ণকিশোরস্য পিপ্পলী বিং, উঃ মুঃ ফুঃ, নীলমণি তত্তঃ পুত্র আনন্দচন্দ্র বরেণ প্রঃ।

(৩৬) উঃ মুঃ ফুঃ, নীলমণি পুত্র কালীকিঙ্কর বরেণ প্রঃ, তত্তঃ পুত্র আনন্দ বরেণ প্রঃ।

(৩৭) পাঃ রাজচন্দ্র রায়স্য কঃ বিং ভঙ্গঃ, সাং নড়িয়া।

রামকেশব (কেশবরাম) চক্রবর্ত্তী প্রকরণ, হরিনারায়ণজ, রামকান্ত বংশাবলী, মেল ফুলিয়া।—

রঘুরামের সহোদর ২৪ কেশবরাম চক্রবর্ত্তী (১)। তৎসুত,—২৫ শুকদেব, হরিনারায়ণ (২), বিষ্ণুরাম, রামদেব, রামানন্দ, রাজামণি, পুরুষোত্তম নামা নয়ন, গঙ্গারাম, মণিরাম, সূর্য্যদাস, বাঞ্ছারাম, রাধাবল্লভ, আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কার। হরিনারায়ণসুত,—২৬ সুধারাম, রূপরাম, শচীনন্দন, রত্নেশ্বর, শ্যামসুন্দর, নীলকণ্ঠ, রামরাম, গোকুল, কৃষ্ণানন্দ, রামগোপাল, বলরাম, রামকান্ত (৩)। রামকান্তসুত—২৭ ভৈরবচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র (৪)। ভৈরবচন্দ্রসুত,—২৮ বদনচাঁদ, তারাচাঁদ, রাধামোহন, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরমোহন। বদনচাঁদসুত,—২৯ গগন ও হরিনাথ, সাং সাতক্ষিরা। তারাচাঁদসুত,—২৯ ঈশ্বরচন্দ্র, সাং বড়দি। রাধামোহনসুত,—২৯ আনন্দচন্দ্র, সাং সাড়ল, ঈশ্বরচন্দ্র, (অয়ং ভঙ্গঃ), সাং মল্লিকপুর, চন্দ্রকিশোর, (অয়ং ভঙ্গঃ), সাং মাইলপাড়া, রামচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রসুত,—৩০ বিরাজচন্দ্র, সাং কালীঘাট, অধরচন্দ্র, সাং জিরাট ও অরুণচন্দ্র।

কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর পৌত্র রামকান্তের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। তৎপুত্র,—২৮ কাশীনাথ, সাং বাঘনাপাড়া, কালীকুমার, গোরাচাঁদ, ঈশানচন্দ্র,

---

(১) উং মুং ফুং, রামদেব প্রং, পুত্র হরিনারায়ণ বরেণ গ্রং, ততো মুং ফুং, নারায়ণ, আং প্রং, ভ্রাতৃ রঘুরাম যোগে। বিশ্রামে মুং ফুং, রামদেব, পুত্র বিষ্ণুরাম বরেণ গ্রং, ততঃ পুত্র খেলারাম, শ্যাম, সীতারাম, কৃষ্ণজীবন বরাভ্যাং প্রং। অত্র ঘাটভোগ, সাগাই প্রাপ্তঃ।

(২) উং মুং ফুং, সীতারাম প্রং, পুত্র শ্যামসুন্দর বরেণ গ্রং, পশ্চাৎ ততঃ পুত্র ব্রজকিশোর বরেণ প্রং।

(৩) অস্য বাগআপা বিং, উং মুং ফুং, রাজচন্দ্র, আং প্রং, পশ্চাৎ উং মুং ফুং, রামরাম প্রং, পুত্র ভৈরবচন্দ্র বরেণ গ্রং।

(৪) চং পাং, নারায়ণ, গোস্বামীনঃ কন্যা বিং ভঙ্গঃ, সাং বাঘনাপাড়া, উং মুং ফুং, গোপীনাথ প্রং।

প্রসন্নচন্দ্র, নসিরাম ও রামনারায়ণ। কাশীনাথের পুত্র,—২৯ রামকৃষ্ণ, মধু, আনন্দ। কালীকুমারপুত্র,—২৯ হরিশ, অভয়াচরণ। অভয়াচরণ-পুত্র,—৩০ যোগেন্দ্র, সাং জিরাট। গোরাচাঁদসুত,—২৯ যজ্ঞেশ্বর, রামচরণ। ঈশানচন্দ্রসুত,—২৯ ভোলানাথ, সাং ভবানীপুর ও গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গা-নারায়ণসুত,—৩০ হরপ্রসাদ, সাং ৫৩ নং পাথুরিয়াঘাটা। ঐ ,—৩১ দুর্গাদাস। নসিরামসুত,—২৯ শ্রীনাথ ও রতন, সাং বাঘনাপাড়া। রামনারায়ণসুত,—২৯ তারাচাঁদ, সাং কৃষ্ণনগর, রঙ্গলাল (৫), মধুসূদন, সাং মালিপোঁতা. উমেশচন্দ্র, সাং মালিবেড়ে ও হরিমোহন, ইনি জমীদার, সাং খিদিরপুর। রঙ্গলালের দুই পুত্র,—৩০ জহরলাল ও পান্নালাল। মধু-সূদনের পুত্র,—৩০ কালীশঙ্কর। উমেশচন্দ্রের পুত্র,—৩০ কালীপদ ও তারাপদ। হরিমোহনের পুত্র,—৩০ মণিলাল, ননিলাল, ফণীলাল ও বাণীলাল।

বং সা, ভগীরথজ, শ্রীমন্ত গোষ্ঠী, মেল খড়দহ।—

এতদ্গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্তের বংশাবলী একবার বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলে ঐ বংশের একটী নূতন শাখা প্রদর্শিত হইল। ভগীরথের এক পুত্র শ্রীমন্ত। তৎপুত্র,—২১ রামচন্দ্র, রামনাথ। রামচন্দ্রসুত,—২২ রাঘব, বিশ্বনাথ, গঙ্গানারায়ণ। রাঘবসুত,—২৩ কৃষ্ণচরণ, রামদেব, রামেশ্বর। কৃষ্ণচরণসুত—২৪ রামগোপাল, রামনাথ, যাদবেন্দ্র ও রামভদ্র।

---

(৫) ইনি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন, এক্ষণে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেছেন, খিদিরপুর।

রামগোপালসুত,—২৫ অভিরাম, হরিরাম, কাশী ও কানাই। অভিরামসুত,—২৬ কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণগোবিন্দ। কৃষ্ণপ্রসাদসুত,—২৭ রামগঙ্গা। তৎসুত,—২৮ জগন্নাথ, রাজকিশোর, যুগলকিশোর, নীলমণি, স্বরূপচন্দ্র। কৃষ্ণগোবিন্দসুত,—২৭ রামসুন্দর, রামজয়। রামসুন্দরসুত,—২৮ ভৈরব। তৎসুত,—২৯ অক্ষয়কুমার, দুর্গাচরণ, অশ্বিনী, অমরচন্দ্র।

হরিরামসুত,—২৬ রামনারায়ণ, রাজারাম। রামনারায়ণসুত,—২৭ রামমোহন, গোবর্দ্ধন, নবকিশোর। রামমোহনসুত,—২৮ কৃষ্ণচন্দ্র। তৎসুত,—২৯ ভগবতী, শ্যামাচরণ। গোবর্দ্ধনসুত,—২৮ রামকানাই। তৎসুত,—২৯ ব্রজনাথ, মথুরানাথ। ব্রজনাথসুত,—৩০ রামনাথ, রামলাল, কৃষ্ণগোপাল। মথুরানাথসুত,—৩০ জীবনকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ।

কৃষ্ণচরণের এক পুত্র রামভদ্র। তৎপুত্র,—২৫ রামেশ্বর। তাঁহার পুত্র,—২৬ ঘনশ্যাম। তৎসুত,—২৭ নীলকণ্ঠ। তৎপুত্র,—২৮ গঙ্গাধর। তাঁহার পুত্র,—২৯ দিগম্বর, শিবনাথ ও ঈশানচন্দ্র। দিগম্বরসুত,—৩০ অবিনাশ। শিবনাথপুত্র,—৩০ শ্রীনাথ। ঈশানচন্দ্রপুত্র,—৩০ উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র।

সঙ্কেত গোষ্ঠী, উৎসাহ এবং জগদীশ ঘটকবংশে ৺রামহরি ন্যায়ালঙ্কার।

আমাদের পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে (১৭৭পৃষ্ঠা দেখ) এইস্থানে এই বংশ প্রদর্শিত হইল। ধ্রুবানন্দের কৃত মিশ্র গ্রন্থের দশ লভ্যের মেলমালা প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ ৺রামহরি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইনি ভট্টনারায়ণের অধস্তন ২৩ পুরুষে আবির্ভূত। ইঁহার পুত্র ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগরও পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি কুলকারিকা গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইঁহারা বন্দ্যবংশীয়; কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ জগদীশ সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া জীবিকার জন্য কুলাচার্য্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তদবধি এই বংশ ঘটক নামে প্রসিদ্ধ ও

কয়েকজন সুপণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রামহরি ন্যায়ালঙ্কারের পৌত্র ও ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র শ্রীজনমেজয় ঘটক, ঘটকের ব্যবসা ছাড়িয়া ওকালতী করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে যশোহর কোর্টে ছিলেন ও এক্ষণে বনগ্রামে আছেন। ইনিও "কুলতত্ত্ব" ও "জ্ঞানতত্ত্ব দর্শন" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। ইহঁাদের নিবাস সাং সাঙ্কাডাঙ্গা, জেলা যশোহর। ইহাঁরা এক্ষণে বংশজ ও ইহাঁদের কীর্ত্তনীয়া অপবাদ আছে।

জগদীশ ঘটক ১৯ পরিচয়ে বিখ্যাত। তাঁহার তিন পুত্র,—২০ গোপাল ঘটকাচার্য্য (নিঃসন্তান), মধুসূদন (নিঃসন্তান) ও জনার্দ্দন শিরোমণি। জনার্দ্দনসুত,—২১ রামনারায়ণ, রামকৃষ্ণ, গঙ্গারাম ঘটকজিত, রামদেব বাচস্পতি, মহাদেব পঞ্চানন, হরিদেব। রামনারায়ণসুত,–২২ বিপ্রদাস সার্ব্বভৌম, গোপাল। বিপ্রদাসসুত,–২৩ রামরাম তর্কবাগীশ, কালীদাস সিদ্ধান্ত, রামহরি ন্যায়ালঙ্কার। রামরামসুত,—২৪ গুরুদাস, গঙ্গাদাস, বিশ্বেশ্বর। গুরুদাসসুত,—২৫ রঘু। গঙ্গাদাসসুত,—২৫ ধর্ম্মদাস, দুর্গাদাস। ধর্ম্মদাসসুত,—২৬ হাজরাদাস, লালমোহন। কালীদাসসুত,—২৪ গোলোকনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, হরনাথ। হরনাথসুত—২৫ প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ।

২৩ রামহরি ন্যায়ালঙ্কার। ২৪ ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দচন্দ্র, দুর্গাশিব, নীলমণি। ভৈরবচন্দ্রের চারি পুত্র,—২৫ জনমেজয়, কেশব, মাধব, ঈশ্বর। জনমেজয়সুত,—২৬ ধনলাল, ভারত, চন্দ্র, মুকুন্দ, কেশব। চন্দ্রসুত,—২৭ মনুলাল, হাজারিলাল, বেহারিলাল। ইহাঁদের বাসস্থান সাঙ্কাডাঙ্গা। মাধবসুত,—২৬ প্রতাপ, ঈশ্বর। গঙ্গারামসুত,—২২ রামনাথ বিশারদ। তৎসুত,—২৩ রামকিশোর তর্কবাগীশ, রামনিধি, চন্দ্রমণি, দেবীপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ, বীরেশ্বর। রামনিধিসুত,—২৪ হরদাস। দেবীপ্রসাদসুত,—২৫ গুরুচরণ, রুদ্র, ত্রিলোচন। গুরুচরণসুত,—২৬ জয়গোপাল, বনচারী। জয়গোপালসুত,—২৭ পরেশনাথ, ভবনাথ, হরিচরণ। বসতি খড়িঙ্কা।

রামদেব বাচস্পতিসুত,—২২ কৃষ্ণচন্দ্র ঘটকসিংহ। তৎসুত,—২৩

কেবলরাম তর্কচূড়ামণি. শ্যামসুন্দর চতুরানন, ষষ্ঠীদাস বিদ্যাকেশরী, কাশী-নাথ ন্যায়ভূষণ। কেবলরামসুত,—২৪ পদ্মলোচন, কমললোচন, রাম-লোচন। পদ্মলোচনসুত,—২৫ শ্রীপতি, দেবনাথ, লোকনাথ। শ্রীপতি-সুত,—২৬ রামগোপাল, দৈবচন্দ্র। রামগোপালসুত,—২৭ রামচন্দ্র। তৎসুত,—২৮ নরসিংহ। বসতি খড়িঞা। দৈবচন্দ্রসুত,—২৭ শরচ্চন্দ্র, ভূষণচন্দ্র, গিরীন্দ্রচন্দ্র, সন্তোষ, অমৃতলাল। কমলোচনসুত,—২৫ নসীরাম। রামলোচনসুত,—২৫ গঙ্গাধর, হরমোহন, বসতি সাঞ্চাডাঙ্গা। শ্যামসুন্দরসুত,—২৪ নন্দকুমার, কালীকুমার, ব্রজকুমার তর্কপঞ্চানন, উমাকান্ত তর্কাচার্য্য, রামতনু। কালীকুমারসুত,—২৫ রামগতি, চন্দ্র-কান্ত। রামগতিসুত,—২৬ শশিভূষণ। তৎসুত,—২৭ ইন্দুভূষণ, বসতি মহাটা। ব্রজকুমারসুত,— ২৫ হরিশ্চন্দ্র। উমাকান্তসুত,—২৫ গণেশ-চন্দ্র, ব্রজেশ, অম্বেশচন্দ্র। গণেশসুত,—২৬ তারেশ, বামনদাস। তারেশ-সুত,—২৭ রঙ্গলাল, বসতি রায়গ্রাম। ব্রজেশসুত,—২৬ প্রভাসচন্দ্র, কেদারনাথ, মণুলাল জ্যোতীশ, উপেন্দ্রনাথ। বসতি খড়িঞার দেবালয়।

ষষ্ঠীদাসসুত,—২৪ রামচরণ, মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়সুত,—২৫ দীননাথ, ভবনাথ, আদ্যনাথ, শ্রীরাম। দীননাথসুত,—২৬ ঋষিবর, জ্যোতিপ্রসাদ, নগেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ। কাশীনাথসুত,—২৪ রাজীব, পীতাম্বর, ফকিরচাঁদ। বসতি সাঞ্চাডাঙ্গা, সকলেই নিঃসন্তান।

মহাদেব পঞ্চাননসুত,—২২ রামদুলাল সরস্বতী। তৎসুত,—২৩ গৌরী-শঙ্কর, সদাশিব, রামজয় ওরফে হারাণচন্দ্র ভারতী। গৌরীশঙ্করসুত,—২৪ রামকুমার, রাজচন্দ্র, রামমোহন, জগমোহন, নীলকমল, নবকুমার। প্রথম ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান। রামকুমারসুত,—২৫ গোবিন্দ। সদাশিব-সুত,—২৪ রাধামোহন। হারাণসুত,—২৪ ত্রিলোচন। এই শেষোক্ত তিনজনেই নিঃসন্তান। এতদ্ব্যতীত এই বংশে অনেক নিঃসন্তান ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ। (১)

ভট্টনারায়ণের বংশেই কৃষ্ণনগরের মহামান্য রাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ভট্টনারায়ণের তৃতীয়পুত্র "নীপ" এই বংশের আদিপুরুষ। তিনি কেশরকুণি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। কাণ্যকুব্জান্তর্গত এক প্রদেশে ক্ষিতীশ নামে এক রাজা ছিলেন। ভট্টনারায়ণ ঐ রাজার পুত্র। মহারাজা আদিশূর যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে ভট্টনারায়ণকে কতিপয় গ্রাম দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভট্টনারায়ণ তাহা বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, বিশেষতঃ তিনি হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া দানগ্রহণ করাও অকর্ত্তব্য ভাবিলেন। পরে পুনঃপুনঃ রাজা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে, ভট্টনারায়ণ অগত্যা স্বল্পমূল্যে কয়েকখানি গ্রাম ক্রয় করেন। তাঁহার সঙ্গে যথেষ্ট অর্থও ছিল; তদ্দ্বারা তিনি ক্রমে অন্য অন্য লোকের নিকট আরও অনেকগুলি নিষ্কর গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনিও একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ব্বে হিন্দু ও যবন-রাজারা কখন গৌড়ে ও কখন বিক্রমপুরে বাস করিতেন। ভট্টনারায়ণ-বংশীয়েরা তদনুসারে সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে থাকিয়াই আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা তৎকালে বিক্রমপুরের সন্নিধ্য কতিপয় গ্রাম অধিকার করিয়া তথায় আধিপত্য করিতেন।

ভট্টনারায়ণ হইতে তাঁহার অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ কামদেব পর্য্যন্ত (একাদিক্রমে ১৩৯৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ৩২২ বৎসর ঐ রাজ্য ভোগ করেন।

কামদেবের চারি পুত্র। তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পর, পৈতৃক সম্পত্তি অংশের জন্য পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়; তাঁহারা দিল্লির সম্রাটের নিকট আবেদন করেন। ভ্রাতাদিগের মধ্যে তিন জন সম্রাটের আজ্ঞাপালনে আপত্তি করিলেন, কেবল জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ কোনরূপ আপত্তি না করাতে, সম্রাট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিলেন। কিছুদিন পরে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহে তিনি আরও কতকগুলি পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ হইতে তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ,

(১) "ক্ষিতীশ বংশাবলী" হইতে এই বংশ গৃহীত হইল।

রামচন্দ্র, সুবুদ্ধি, কংসারি, ত্রিলোচন, ষষ্ঠীদাস, ও কাশীনাথ, (২) একাদি-ক্রমে, ১৫৯৭ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত ১৯৮ বৎসর এই রাজ্য ভোগ করেন।

এই কাশীনাথের সহিত তদানীন্তন নবাবের বিলক্ষণ মনান্তর ছিল। অনেক দিন হইতে নবাব বৈরনির্য্যাতনের উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেই সময় শত্রু নিপাতের একটি বিলক্ষণ সুবিধা পাইলেন। ত্রিপুরাধিপতির কতকগুলি হস্তী কাশীনাথের জমীদারীর মধ্য দিয়া দিল্লি অভিমুখে যাইতে-ছিল। দৈবাৎ একটি মত্ত হস্তী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজালোকের ক্ষতি করে। কাশীনাথ ঐ হস্তীকে বধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। এদিকে নবাব সাহেব কাশীনাথের নামে নানাবিধ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলেন। সম্রাট নবাবের কল্পিত দোষারোপে প্রতারিত হইয়া কাশীনাথকে বন্দী করিয়া এককালে দিল্লিতে পাঠাইতে অদেশ করিলেন। কাশীনাথ, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র, শশ-ব্যস্তে স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও কয়েকজন অনুচরসহ দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন। নবাবের সৈন্যেরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কয়েক দিবসের পর কাশীনাথ জলঙ্গীনদীর নিকটবর্ত্তী বাগওয়ান পরগণার অধীন আন্দুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। উক্ত গ্রামে ধীবরেরা তখন মৎস্য বিক্রয় করিতে-ছিল, তিনি তন্মধ্যে এক ধীবরপত্নীর হস্তে আপন হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া; তাহার নিকট হইতে মৎস্য গ্রহণপূর্ব্বক নদীর দিকে ধাবমান

---

(২) কাশীনাথের বাসস্থান যশোহরের এলাকাধীন কাঁকদী গ্রাম। তথায় অদ্যাপি তাঁহার অনেক জ্ঞাতি আছেন। প্রথমে কাশীনাথের পূর্ব্বপুরুষেরা কিশোর গ্রামে ও তৎপরে কাঁকদী হইতে এ প্রদেশে আগমন করেন। তাঁহার অগ্রজ বাণীপতি রায়ের বংশ কাঁকদী ও গোবরাগোবিন্দ-পুর গ্রামে আছেন। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র সমাদ্দার বাগোয়ানে বাস করেন। রামচন্দ্রের পুত্রাদির মধ্যে ভবানন্দ প্রথমে বাগোয়ানে ও পরে মাটিয়ারিতে বাস করেন। জগদীশের সন্তানেরা কুড়ুলগাছি, হরিবল্লভের সন্তানেরা ফতেপুর এবং সুবুদ্ধির বংশধরেরা পাটকাবাড়ী, রাঢ়িপাড়া, বাদ ভেহট্ট ও বড়গাছিতে বাস করিতেছেন।

হইলেন। ধীবরপত্নীকে বলিয়া দিলেন, আমার ভৃত্যেরা পশ্চাৎ আসিতেছে, এই অঙ্গুরীয়ক তাহাদিগকে দেখাইলে তাহারা তোমাকে এই মৎস্যের যথার্থ মূল্য প্রদান করিবে।

অনন্তর কাশীনাথ জলঙ্গীনদীতে স্নান আহ্নিক সমাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাবসৈন্যেরা ঐ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। তত্রত্য লোকের নিকট ঐ অঙ্গুরীয়ক-সংক্রান্ত কথোপকথন করিতেছিল, সেনাপতি তাহা শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধীবরপত্নীকে ডাকাইয়া ঐ মৎস্যক্রেতার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। ধীবরপত্নীও ভয়ে ভীতা হইয়া তদ্দণ্ডেই তাঁহার সমভিব্যাহারে নদীতীরে গিয়া কাশীনাথকে দেখাইয়া দিল। নবাবসেনাপতি তৎক্ষণাৎ কাশীনাথকে বন্দী করিয়া দিল্লি যাত্রা করিলেন। দিল্লির কারাগারে কাশীনাথের মৃত্যু হয়। কাশীনাথের পত্নী, নিঃসহায়া ও অনাথিনী হইলেন। বিধবা তখন গর্ভবতী। অনাথিনী গর্ভবতী বিধবা সেই বিপদ সময়ে কেবলমাত্র একজন ব্রাহ্মণ, একজন ভৃত্য ও একজন দাসী সমভিব্যাহারে বাগওয়ান পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের (৩) বাটীতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার নিকট দুই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ছিল। জমীদার হরেকৃষ্ণ আপন আলয়ে ভদ্রকুলবিধবার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুহিতার ন্যায় যথোচিত স্নেহ যত্ন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে কাশীনাথের পত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং নবকুমারের রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া যেন বাৎসল্য স্নেহরসে বিমোহিত হইলেন; অন্নপ্রাশনের সময় সানন্দে সেই কুমারের নাম রাখিলেন রামচন্দ্র। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাকালে রামচন্দ্রের উপনয়ন ও বিবাহাদি সম্পন্ন হইল। হরেকৃষ্ণ অনন্তর তাঁহাকেই নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া সমাদ্দার উপাধি প্রদান করিলেন।

---

(৩) কাশীনাথপত্নী চ সসত্ত্বা সুবর্ণশতদ্বয়সহিতা একেন ভৃত্যেনৈকয়া দাস্যা পরিচারকৈকব্রাহ্মণেন চ সহিতা হরিকৃষ্ণসমুদ্দারস্য বাট্যাং পিতৃমন্দিরেইব তস্থৌ।

এইজন্য কাশীনাথ রায়ের পুত্র রামচন্দ্র সমাদ্দার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (৪)

রামচন্দ্রের চারি পুত্র। ভবানন্দ, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি। ভবানন্দের যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়ক্রম তখন তিনি এক দিবস জলঙ্গী নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কতকগুলি নৌকাশ্রেণী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ নৌকাগুলি তাঁহারই দিকে আসিতে আরম্ভ করিল। আর আর যাঁহারা তখন নদীতীরে উপস্থিত ছিলেন, নৌকাতে সৈনিকপুরুষ দেখিয়া তাঁহারা সকলেই ভয়ে পলায়ন করিলেন। ভবানন্দ কিন্তু নির্ভয়ান্তঃকরণে নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, নৌকাতে বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ। তন্মধ্যে একজন সুপরিচ্ছদধারী রাজপুরুষ। পরিচয়ে বুঝিলেন তিনি একজন দিল্লির সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা; জাতিতে যবন। স্বয়ং সম্রাট তাঁহাকে সসৈন্যে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই শাসনকর্ত্তা হুগলী অভিমুখে আসিতেছিলেন। ভবানন্দ অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

হুগলীর উত্তরে সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেই নগরে দেশবিদেশের বাণিজ্য চলিত। সপ্তগ্রাম এ'দেশে তৎকালে বঙ্গের একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উহার অতি নিকটেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সন্ধিস্থান। ঐ তিনটী নদী প্রয়াগে মিলিত হইয়া এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া এইস্থান হইতেই পৃথক পৃথক হয়; এই কারণেই প্রয়াগের নাম যুক্তবেণী, এই স্থানের নাম মুক্তবেণী। এই উভয় স্থানই হিন্দুজাতির তীর্থক্ষেত্র, শেষোক্ত স্থানটী ত্রিবেণী নামে প্রসিদ্ধ।

মুক্তবেণী হইতে গঙ্গা দক্ষিণমুখে আগমন করিয়া, কলিকাতা ও খিদিরপুরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। গুস্তের (৫) নিকট

---

(৪) সমুদ্দার-বাটী-জাতত্বাৎ প্রাপ্ত-সমুদ্দার-রাজত্বাচ্চ ত্বমপি সর্ব্বে রাম-সমুদ্দারনাম্না প্রথয়ন্তি।

(৫) ত্রিবেণীর পূর্ব্বে গুস্তের খাল, অর্থাৎ যমুনা নদী এখনও বিদ্যমান আছে।

যমুনা নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া টাকীর সমীপস্থ ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হয়। সরস্বতী নদীও, অগ্রে পশ্চিম-দক্ষিণ, তৎপরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া রাজগঞ্জ ও শাঁখরালের নিকট দিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করে; অবশেষে অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া উলুবেড়িয়া অভিমুখে প্রবাহিত হয়। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভবানন্দের নিঃশঙ্কভাব দর্শনে পূর্ব্ববর্ণিত শাসনকর্ত্তা কৌতুকাবিষ্ট-চিত্তে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবানন্দও, যতদূর আপনার বংশবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহাকে বলিলেন। রাজপুরুষ আরও তাঁহাকে "কোন্ নদী দিয়া কত দিনে হুগলী যাইতে পারা যায় ইত্যাদি" জিজ্ঞাসা করাতে, ভবানন্দ যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিলেন।

বর্ণনা শ্রবণে রাজপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কখন এ পথে গিয়াছিলে?" ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আর কখন আমি এ পথে যাই নাই, নাবিকদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি।"

অল্পবয়স্ক বালকের মুখে এবম্বিধ বর্ণনা শুনিয়া, রাজপুরুষ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, যদি আমার আত্মীয়দিগের কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি মহাশয়ের সঙ্গে যাইতে পারি।

ভবানন্দ অতঃপর স্বগৃহে আগমন করিয়া আত্মীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। শাসনকর্ত্তার সহিত সপ্তগ্রাম গমন করাই স্থির হইল। সেই পরামর্শ অনুসারেই তিনি কার্য্য করিলেন। সপ্তগ্রামে গমন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে পারস্য ভাষায় ও নানাবিধ রাজকার্য্যে তিনি সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। রাজপুরুষ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি হইয়া তাঁহার উন্নতির জন্য নবাবের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। সম্রাট জাঁহাগীর ভবানন্দের বংশের ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে কাননগুঁই পদে নিযুক্ত করিবারও সনন্দপত্র অর্পণ করিলেন। এই সময়ে ভবানন্দের "মজুমদার" উপাধি লাভ হইল।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য এই সময়ে দিল্লীশ্বরের অবাধ্য হইয়া উঠিলেন; বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কিছুতেই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য তৎকালে তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায়ের প্রাণ-সংহার করিয়া তৎপুত্রকেও হত্যা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু রাজ্ঞীর কৌশলে সেই পুত্রের জীবনরক্ষা হয়। শিশুটী কচুবনে লুক্কায়িত থাকিয়া পিতৃহন্তার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পান; তজ্জন্য তাঁহার নাম হয় কচুরায়। ঘটনাক্রমে কচুরায় সম্রাটের শরণাগত হইলেন। প্রতাপাদিত্যের নৃশংস ব্যবহার শ্রবণপূর্ব্বক সম্রাট জাঁহাগীর সাহ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শাসন জন্য রাজা মানসিংহকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত। তখন বীরসিংহের পুত্র ধীরসিংহ বর্দ্ধমানের রাজা। কানুনগুই ভবানন্দ, বিশেষ শিষ্টাচারে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ ভবানন্দের নিকট বঙ্গদেশের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ অবগত হইলেন; তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে তিনি তাঁহাকে আপনার সন্নিকটে রাখিয়া দিলেন। তিনি একদিন সুন্দরের সুড়ঙ্গের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, মজুমদার বীরসিংহের দুহিতা বিদ্যার বিবাহের পণ ও সুন্দরের মিলন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

কয়েকদিন পরে মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে অগ্রদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য অধ্যাপকদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ জন্মিল। তৎপরে তিনি বল্লভপুরে আসিয়া ভবানন্দভবনের অদূরে এক শিবির স্থাপন করিলেন। দৈবাৎ একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে দুর্য্যোগ এক সপ্তাহ মধ্যে নিবৃত্ত হইল না, সুতরাং মানসিংহকে সসৈন্যে ভবানন্দভবনে অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে হইল। ভবানন্দভবনে ঐ সময়ে ৺গোবিন্দদেব-রাধিকা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিস্তর খাদ্যদ্রব্যের আহরণ হইয়াছিল। ভবানন্দ সেই সকল দ্রব্য মানসিংহের সৈন্যগণকে বিতরণ করিলেন। মহৎবংশসম্ভূত ভবানন্দের সৌজন্য দর্শনে রাজা মানসিংহ

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মঙ্গল সাধনে যত্নবান হইলেন। দুর্যোগ অবসানে তিনি ভবানন্দকে বলিলেন, "দেখ, প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে যদি আমার জয়লাভ হয়, তাহা হইলে তোমার কৃত উপকারের যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব।

এইরূপ অঙ্গীকারের পর, ভবানন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজা মানসিংহ যশোহর যাত্রা করিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। মানসিংহ তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লিতে লইয়া গেলেন। প্রতিগমনকালে ভবানন্দকে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, সুলতানপুর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার জমীদারী প্রদান পূর্ব্বক মহাসমাদরে তাঁহাকে দিল্লিতে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সম্রাট জাঁহাগীরের নিকটে ভবানন্দের মহৎ বংশের পরিচয়, তাঁহার পিতামহের প্রতি সম্রাট আকবরের অবিচার, বল্লভপুরে ঝড় বৃষ্টির সময় তৎকর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্তি এবং প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে সুমন্ত্রণা দান ইত্যাদি সমস্ত পরিচয় দিয়া দিলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া মানসিংহদত্ত চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমাণ (সনন্দ) ভবানন্দকে প্রদান করিবার অনুজ্ঞা দান করিলেন। সেই ফরমাণের বর্ষাঙ্ক হিজরী ১০১৫, খ্রীঃ অব্দ ১৬০৬।

ভবানন্দ মজুমদার রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া মহা গৌরবান্বিত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া, হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন দিল্লিতে অবস্থানানন্তর ভবানন্দ সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাজসনন্দ, নহবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি, নিশান ইত্যাদি নানাবিধ সম্মানসূচক দ্রব্যাদিসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। (৬)

কিছুদিন পরে ভবানন্দ নিজ অধিকারস্থ মাটিয়ারি গ্রামে রাজবাটী

---

(৬) ভবানন্দ জমীদারীর সহিত রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। যথা,—অনন্তরং যবনাধিপো মানসিংহেন মন্ত্রয়িত্বা মজুমদারায় অভিলষিতং রাজ্যং দাতুমঙ্গীচকার তৎপ্রেষিতপত্রার্থং রাজেতি প্রসিদ্ধখ্যাতিং চ সাঙ্করেণানুমোদয়ামাস।

নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে সাত বৎসর পরে তিনি পুনরায় উখড়া, এস্‌মাইলপুর, ভালুকা প্রভৃতি আরও কয়েকখানা পরগণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার তিন পুত্র;—শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। গোপাল কার্য্যদক্ষ ও বিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, অপর দুই পুত্রকে ভরণপোষণযোগ্য বৃত্তি-প্রদান পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ভবানন্দ নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়া বাল্যকাল হইতে শেষদশা পর্য্যন্ত বহুদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই নবদ্বীপের রাজ-বংশের আদিসংস্থাপক। কীর্ত্তিত আছে, ভবানন্দের প্রতি অন্নপূর্ণার কৃপা হইয়াছিল। দয়াময়ী অন্নপূর্ণা তাঁহার ভবনে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

ভবানন্দের অন্যতম পুত্র গোপালও সম্রাটের নিকটে শান্তিপুর, সাহাপুর, রাজপুর প্রভৃতি কয়েকখানি জমীদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার তিন পুত্র,—নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব। এই তিন পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোকগত হন। নরেন্দ্র ও রামেশ্বর বিষয়কার্য্যের অনুপযুক্ত ও প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং রাঘব পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ভ্রাতৃগণকে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া নিজে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং পিতৃপিতামহের ন্যায় সম্রাট সাজাঁহানের নিকট অতিরিক্ত কয়েকখানা পরগণা প্রাপ্ত হন। তিনি মাটীয়ারি ত্যাগ করিয়া রেউই গ্রামে অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণনগর অতি সামান্য গ্রাম মধ্যে গণ্য ছিল। এই গ্রামে তৎকালে অধিকাংশই গোপজাতীর বসবাস ছিল। তাহারা বর্ষে বর্ষে সমারোহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা বৈদ্যজাতীর বসতি সে গ্রামে প্রায় ছিল না। ভাগীরথির অতি সন্নি-কট বলিয়াই রাঘবরাজ এখানে বসবাস করিয়াছিলেন। এখনও যাঁহারা তথায় বাস করেন, তাঁহারা প্রায় রাজার আত্মীয় বা তাঁহার আনীত। অদ্যাপি নগরের স্থানে স্থানে যে পরিখা দেখা যায়, তাহা রাঘবরাজার প্রতিষ্ঠিত এবং সেই পরিখা পানারগড় নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের নিকট কোন ভাল জলাশয় না থাকাতে, রাঘব

রাজ ঐ দুই স্থানের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। সেই দীঘির নামানুসারে সে স্থানের নাম হয় দীঘিনগর অথবা দীঘনগর। সেই দীঘি ১৪৫২ হস্ত দীর্ঘ ও ৪২০ হস্ত প্রস্ত। এই কার্য্যে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। আর এরূপ বৃহৎ জলাশয় নদীয়া জেলার মধ্যে দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। ইহার পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ ঘাট ও একটী অট্টালিকা। সেই ঘাট ও অট্টালিকা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় আছে। উহার অতি নিকটে রাঘবেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক্ষণে কেবল দুইটীমাত্র মন্দির বর্ত্তমান আছে।

মর্দনা গ্রামে আর একটী দীর্ঘ পরিখাবেষ্টিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া রাঘবরাজ তথায় মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। তৎসন্নিকটস্থ গোপালনগর প্রভৃতি গ্রামে তৎকালে অনেক ধনী বণিকের বসবাস ছিল। তথায় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্যও হইত।

রাঘব অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ সদ্গুণে দিল্লীশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মর্য্যাদাসূচক নানাবিধ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ প্রদেশীয় কোন রাজা ঐ প্রকার উপহার লাভে সম্মানিত হন নাই।

রাঘবের দুই পুত্র, রুদ্র ও প্রতাপনারায়ণ। তন্মধ্যে রুদ্র বুদ্ধিমান, বিদ্যামান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তজ্জন্য রাঘব দিল্লীশ্বরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রুদ্রকে জমীদারীর দশ অংশ ও প্রতাপকে ছয় অংশ দিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, রুদ্র তাঁহার ভ্রাতাকে বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা অর্পণ করেন, অবশিষ্টগুলি আপনার অধিকারে রাখেন॥ বঙ্গাব্দ ১০৮৩ সালে (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) সম্রাট ঔরাঙ্গজেবের নিকট উহার ফরমাণ প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে এতদূর অনুগ্রহ করিতেন যে, তিনি তাঁহাকে গযাশপুর, হোসেনপুর, মাগমারি প্রভৃতি কয়েকখানি বিস্তৃত পরগণা প্রদান করিয়া, তাঁহার অট্টালিকার উপর কাঙ্গরা (১) পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রদান করেন।

(১) আমাদের এদেশীয় প্রতিমার চালের কল্কার মত। ঐ কাঙ্গরা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রেউই গ্রামের গোপেরা সমারোহের সহিত কৃষ্ণের পূজা করিত, তজ্জন্যই রাজা রুদ্র ঐ গ্রামের নাম কৃষ্ণনগর (৮) রাখিয়াছিলেন। জাঁহাগীর নগর (৯) হইতে আলাবক্স নামে তিনি একজন কার্য্যদক্ষ স্থপতিকে আনয়ন করাইয়া নহবৎখানা ও চক্ প্রভৃতি বিবিধ মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এরূপ শিল্পচাতুর্য্যের সহিত ঐ নহবৎখানা ও চক্ নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, উক্ত জাঁহাগীরনগর ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি ঐরূপ মনোহর অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে অট্টালিকা-দ্বয় অত্যন্ত ভগ্ন ও জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে তাদৃশ তৃপ্তি-কর বোধ হয় না।

রাজা রুদ্র ঐ অট্টালিকার পশ্চিমাংশে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা ও অপর তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা খনন করান। যে স্থানে অদ্যাবধি ঐ দীর্ঘিকা আছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে অঞ্জনা নদী প্রবাহিত হইত। ইহা কৃষ্ণনগরের পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া যাত্রাপুর গ্রামের নিকট দ্বিধারা হয়। এক ধারা ধর্ম্মদা, জালালখালি, বাদকুল্লা প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া আড়ংঘাটার সন্নিকটস্থ মামজোয়ান গ্রামের অনতিদূরে দক্ষিণবাহিনী হয়; অপর ধারা যাত্রাপুর, বেৎনা প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া হাঁসখালি গ্রাম হইয়া দক্ষিণমুখে ফিরিয়া মামজোয়ানের নিকট পূর্ব্বধারার সহিত মিলিত হয়।

অঞ্জনা নদী বর্ষাকালে প্রবাহিতা থাকিত। রাজা রুদ্র উহাও বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কারণ, একদা একজন যবন-সেনাপতি ঐ নদী দিয়া বাইতে যাইতে সদলে নৌকা লইয়া রাজার খিড়কীর ঘাটে উপ-

---

এখনও পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের চকের ও নহবৎখানার মস্তকের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

(৮) রেউই ইতি প্রসিদ্ধগ্রামে গোগোপানাং বহূনামাধিষ্ঠানাগতঃ প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণনামস্মরণাদ্যর্থং চ তদ্গ্রামস্য কৃষ্ণনগরেতিসংজ্ঞাং চকার।

(৯) জাঁহাগীর নগর বর্ত্তমান ঢাকা সহর।

স্থিত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে রাজপ্রহরীগণ তথায় নৌকা লাগাইতে নিষেধ করাতে, সৈনিকপুরুষেরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই, সুতরাং পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইয়া পরে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই কতিপয় লোক হতাহত হইল। রুদ্র যেমন ঐ নদীটী বন্ধ করিয়া পুরবাসীদিগের বিশেষ অসুবিধা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বহু ব্যয় করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন। অদ্যাবধি ঐ পথ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বৃক্ষাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে (১০)। তৎকালে সাধারণের গমনাগমনের ভাল পথ না থাকায় কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরে যাইবার অত্যন্ত কষ্ট হইত, সুতরাং এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়া তিনি সাধারণের যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাঘব মর্দনা গ্রামে যেরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র রুদ্রও সেইরূপ অবকাশ সময়ে, সেই অট্টালিকায় অবস্থান করিয়া সুখী হইতেন। তিনি মর্দনার নিকটবর্ত্তী জলাশয় সমূহের প্রস্ফুটিত কমলদলের রমণীয় শ্রী সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহার নাম শ্রীনগর রাখেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পৌত্র রঘুরামও তথায় সর্ব্বদা কালাতিপাত করিতেন। এক্ষণে সেই অট্টালিকার কোন চিহ্নই নাই, কেবল নিদর্শনস্বরূপ গড়মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সংক্রামক জ্বরে ঐ স্থান এককালে উৎসন্ন-প্রায় হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে, ঐ অট্টালিকার নিম্নতলে রাজা রুদ্র কয়েক লক্ষ মুদ্রা প্রোথিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ধনাধ্যক্ষ ব্যতীত অপর কেহই এ সংবাদ জানিতেন না। রাজা তাঁহাকে এইরূপে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করেন যে, কোন বিশেষ বিপদে আবশ্যক না হইলে কদাচ তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীগণের নিকট উহা প্রকাশ করিবেন না। কালক্রমে

---

(১০) রুদ্রের পিতা রাঘব এই পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া, উহা রাঘব রায়ের জাঙ্গাল নামে খ্যাত।

রুদ্র পরলোকগত হইলেন। তাঁহার পুত্র ঐ গুপ্তধন দেখাইবার জন্য কোষা-ধ্যক্ষকে অনুমতি করিলেন। কোষাধ্যক্ষ প্রভুর আদেশ ও নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলেন। তাহাতে নির্দ্দয় রাজপুত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে অনুমতি করিলেন এবং সেই প্রহারেই কোষাধ্যক্ষের প্রাণবিয়োগ হইল। রুদ্রের পর তাঁহার বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে ঐ ধন পাইবার জন্য অনেক অন্বেষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কোন প্রকারে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ঐ ধনলাভের আশায় অনেক চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। অন্যূন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, একজন কৃষক ঐ স্থান কর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে একটী কাচের জালার কিয়দংশ বাহির হয়। অনেকে তাহা দর্শন করিয়া এইরূপ রটাইয়া দেয় যে, ঐ জালার মধ্যে টাকা ছিল এবং ঐ টাকা কৃষক পাইয়াছে। এ বিষয় মহারাজ শতীশচন্দ্রের নিকট উত্থাপিত হইলে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই।

রুদ্রের দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র অত্যন্ত বলশালী ছিলেন এবং মৃগয়ায় সদাসর্ব্বদা কালযাপন করিতেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। তাঁহার বলবিক্রম-সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে; তন্মধ্যে একটী মাত্র এ স্থানে উল্লেখ করা গেল। একদা তিনি মৃগয়ায় গিয়াছেন, এমন সময় এক প্রকাণ্ড মহিষ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উপ-ক্রম করে, তিনি সে মহিষকে অক্লেশে অনেক দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক গদাঘাতে তাহার প্রাণবধপূর্ব্বক দুই হস্তে দুইটী শৃঙ্গ একটানে উৎপাটিত করিয়াছিলেন।

রামজীবন সতত শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং রাজকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিপাত ছিল। এই কারণে তিনি পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, তজ্জন্য রুদ্র রামচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী না করিয়া, রামজীবনকে জমীদারী প্রদান করিবার জন্য সম্রাটের আজ্ঞাপত্র আনাইয়া দেন। তাঁহার লোকান্তর গমন হইলে, জাঁহাগীর নগরের নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে, রামচন্দ্র পৈতৃক জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। কিয়দ্দিন গ

হইলে রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, রামজীবন জমীদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এক বৎসর পরে পুনর্ব্বার উহা রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। কিছুকাল পরে তিনি পরলোকগত হইলে পুনর্ব্বার রামজীবন জমীদারীর অধিকারী হন; কিন্তু দীর্ঘকাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা রামকৃষ্ণ, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, জমীদারী হস্তগত করেন এবং নবাবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে জাহাগীর নগরে কারাবদ্ধ করেন।

১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দ রামকৃষ্ণের রাজত্বকাল। এই সময়ে বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত জোতদার জমীদার শোভা সিংহ, উড়িষ্যা দেশস্থ আফগানদিগের সাহায্যে বর্দ্ধমানের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণবধপূর্ব্বক সমস্ত জমীদারী আত্মসাৎ করেন। শোভাসিংহ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ জমীদারগণের জমীদারীসকল বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বর্দ্ধমানের রাজকুমার স্ত্রীবেশ ধরিয়া রামকৃষ্ণের রাজধানীতে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাটিয়ারীর বাটীতে লুকাইয়া রাখেন। শোভাসিংহ এ দিকে রাজকন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়েন। রাজকুমারীও ঘটনাক্রমে তাঁহার কবলিত হন। শোভাসিংহ একদা সুরাপানে অচেতন ছিলেন, সেই সময়ে রাজকন্যা এক ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণসংহার করেন।

শোভাসিংহের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমাৎসিংহ অবিলম্বে বর্দ্ধমানে আগমন ও নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্থলাভিষিক্ত হন।

রাজা রামকৃষ্ণ বর্দ্ধমানের রাজপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই ছলনা ধরিয়া হেমাৎসিংহ তাঁহারও জমীদারী লুণ্ঠন করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। বার বার যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ একবারও জয়লাভ করিতে পারে নাই। পুনঃ পুনঃ রামকৃষ্ণের রণবিজয়ে হেমাৎ পদে পদে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর আলমগীর (ঔরঙ্গজেব) এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রিয়পুত্র আজীমকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন; আজীম বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া

যুদ্ধে হেমাৎকে পরাজয়পূর্ব্বক অধিকারচ্যুত জমীদারগণকে স্ব স্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় বঙ্গদেশের অনেক জমীদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ বর্দ্ধমানে যান। তৎকালে প্রথা ছিল, বিনা আড়ম্বরে সামান্য বেশে বাদসাহ অথবা বাদসাহপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। জমীদারেরা সেই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সাহাজাদাও সামান্য ভাবে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু উক্ত প্রথায় অবহেলা করিয়া মহাসমারোহে উপস্থিত হন, সম্রাটকুমারও মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আজীমের সহিত তাঁহার নানাপ্রকার কথোপকথন হয়, শেষে তিনি কুমারের বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেন। ক্রমশঃ পরস্পর প্রণয়ভাব সংস্থাপিত হইল। রাজা রামকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণন করিয়া কুমার আজীম আপন পিতার নিকট পত্র লিখিলেন, সম্রাটও রামকৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ রাজদরবারে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজীমের উত্তরসাধকতায় তখনই তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। তদ্ব্যতীত বন্ধুত্বসূত্রে দক্ষিণরাজ্যের ইংরাজ-কুঠীয়ালগণের অধ্যক্ষ বেদা সাহেবের নিকট হইতে তিনি সুশিক্ষিত সার্দ্ধ দুই সহস্র সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ বলসংযোগে এতৎ প্রদেশে রামকৃষ্ণ একজন মহাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী হইয়া উঠেন।

একদা জমীদারীর সীমা লইয়া যশোহরের রাজার সহিত রামকৃষ্ণের বিরোধ উপস্থিত হয়। রামকৃষ্ণ তদুপলক্ষে বহু সৈন্যসমভিব্যহারে যশোহরে গমনপূর্ব্বক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার নগর লুণ্ঠন করেন। তাঁহার এতাদৃশ প্রতাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গের অপরাপর ভূম্যধিকারীগণ তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দস্থাপনে যত্নবান হন। রাজা রামকৃষ্ণ আপন জমীদারীগুলির দস্তুরমত রাজস্ব প্রদান করিতেন না, অথচ তিনি সম্রাটকুমারের প্রিয়বন্ধু বলিয়া তদানীন্তন নবাব মুরশিদকুলীখাঁ তাঁহার প্রতি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে সাহসী হইতেন না। ক্রমাগত একাদশ বর্ষকাল সরকারী রাজস্বদান-সম্বন্ধে এইরূপ স্বেচ্ছাচার থাকাতে তাঁহার অনেক